আর্নেস্টো চে গুয়েভারা

বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধ

[একটি সমীক্ষা]

উমারঞ্জন ভট্টাচার্য

ইন্টারন্যাশনাল বুক

৩৫ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ,
কলিকাতা—৭০০০১২

Earnesto Che Guevara
Bolivian Guerrilla War
(a critique)

By

Usha Ranjan Bhattacharjee

প্রকাশক :
শ্রীউষারঞ্জন ভট্টাচার্য
ইণ্টারন্যাশনাল বুকস
৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ
কলিকাতা-৭০০ ০১২

মুদ্রক :
শ্রীশিশিরকুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০বি, ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

সূচী

বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের প্রারম্ভ :

বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধ—ষড়যন্ত্রের অভ্যন্তরে

বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের প্রারম্ভ ঃ

লেখকের অন্যান্য বই :

নীল সমুদ্রের পাণ্ডুলিপি—	[উপন্যাস]	(৪র্থ সংস্করণ যন্ত্রস্থ)
স্থিককাল ইয়াফরিকা—	„	(তৃতীয় সংস্করণ)
সবুজ উপনিবেশ—	„	
দিগন্তের নায়ক—	„	
আর্নেস্টো চে গুয়েভারা	[সমাজবিজ্ঞান]	
কিউবা অধ্যায়—		
আর্নেস্টো চে গুয়েভারা		
বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধ—	„	

কার মৃতদেহ—কেন সনাক্ত হয়নি

১৫ই অক্টোবর ১৯৬৭ খৃস্টাব্দে মহাসমারোহে একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে পৃথিবীর উদ্দেশ্যে ফিদেল কাস্ত্রো ঘোষণা করেন :

৮ই অক্টোবর ১৯৬৭ খৃস্টাব্দে 'বলিভিয়ার মুক্তিযুদ্ধের প্রধান হিসেবে চে গুয়েভারা যুদ্ধের মধ্যেই নিহত হয়েছেন।'[1]

এই দিনটিকে সরকারী ভাবে 'দি ডে অব দি হিরোইক গেরিলা' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

এই বিরাট সমারোহপূর্ণ ঘটনাবলীর মধ্যে যে ঐতিহাসিক সত্যটি ফিদেল কাস্ত্রো প্রকাশ করেননি—তা হল ; কিউবা সরকার তথা ফিদেল কাস্ত্রো কি ভাবে চে গুয়েভারার মৃত্যু সংবাদ পেয়েছিলেন, কেন তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধে ৮ই অক্টোবর চে গুয়েভারা নিহত হয়েছেন? যা একটি ডিটেকটিভ উপন্যাসের ঘটনাবলীর মতো। কেননা, এই মৃত্যু ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই সব কিছু জানা গেল না। বলিভিয়ায় 'চে গুয়েভারার মৃত্যু' সংবাদটি প্রথমতঃ বলিভিয়ার সামরিক সরকার কর্তৃক খুবই নিয়ন্ত্রিত ধারায় প্রচার করে। কিউবা অথবা ফিদেল কাস্ত্রোর কোনো সাধারণ প্রতিনিধিও 'চে গুয়েভারার মরদেহ' সনাক্ত তথা গ্রহণ করার জন্যে আসেনি। বলিভিয়া সরকারের কয়েকজন স্বীয় কর্মচারী ছাড়া বিদেশীদের মধ্যে কেবলমাত্র দুইজন সাংবাদিক

১—গভর্ণমেন্ট অব কিউবা, কাউনসিল অব মিনিষ্টারস কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব ১৫ই অক্টোবর ১৯৬৭ দ্রষ্টব্য।

উপস্থিত ছিলেন; রয়েটারের খৃস্টফার রোপার এবং গার্ডিয়ান পত্রিকার রিচার্ড গট। এই দুইজন সাংবাদিকই সারা বিশ্বের প্রতিনিধি তথা সাক্ষী হিসেবে পৃথিবীর উদ্দেশ্যে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন।

এই সংবাদাদি এবং বলিভিয়ার সামরিক সরকারের ঘোষণাকে কেন্দ্র করে ফিদেল কাস্ত্রো তথা কিউবা সরকার নিশ্চিত হয়েছিল যে বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধে চে গুয়েভারা নিহত হয়েছেন। বিশ্বের সাধারণ মানুষের মনে যে প্রশ্নই থাক না কেন, কথাটা পাকাপাকি হয়ে গেল চে গুয়েভারা আর জীবিত নেই। ১৯৬৫ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসের প্রথমে নিখোঁজ চে গুয়েভারাকে নিয়ে যে রহস্যের সৃষ্টি হয়েছিল ফিদেল কাস্ত্রো উপরোক্ত ঘোষণা মাধ্যমে সাত দিনের মধ্যেই একটি প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক সরকারের ঘোষণাকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়ে রহস্যের সমাধান করলেন। এবং এই স্বীকৃতিকে ছড়িয়ে দিলেন বিশ্বের উদ্দেশ্যে যে: 'আর্নেস্টো চে গুয়েভারা মৃত।'

কিন্তু বলিভিয়ার এই সামরিক সরকার তথা দুইজন সাংবাদিকের বক্তব্যাদি কী প্রকৃতই সত্য? ফিদেল কাস্ত্রো কোন্ উদ্দেশ্য থেকে এই বক্তব্যাদির সত্যতাকে প্রত্যক্ষভাবে বিচার না করে স্বীকৃতি দিলেন, কেন স্বীকৃতি দিলেন? অর্থাৎ ফিদেল কাস্ত্রো জানতেন যে চে গুয়েভারা রয়েছেন বলিভিয়ার গেরিলা মুক্তি যুদ্ধে? কিন্তু তাও কী সত্য?

এই কারণে যে, যে গেরিলা যোদ্ধার মরদেহটিকে 'চে গুয়েভারার' মৃতদেহ বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তা কোনো রকমের সনাক্তকরণ ছাড়াই। চে গুয়েভারার কোনো নিকট আত্মীয় অথবা সহযোদ্ধাকে দিয়ে 'মরদেহটিকে' সনাক্ত না করিয়েই গুম করে দেওয়া হল ১০ই অক্টোবর রাতে—অর্থাৎ অজ্ঞাতনামা গেরিলা যোদ্ধার মরদেহটি চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেল। তবু এককালের সহযোদ্ধা ফিদেল কাস্ত্রো স্বীকার

করে নিলেন যে বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধের নেতা হিসেবে চে গুয়েভারা ৮ই অক্টোবর ১৯৬৭ খৃস্টাব্দে নিহত হয়েছেন।

এই 'মৃতদেহের' একমাত্র বিদেশী সাক্ষী হিসেবে রিচার্ড গট কী সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলেন যে এই মরদেহটি হচ্ছে প্রকৃতই চে গুয়েভারা? রিচার্ড গট-এর বিশ্লেষিত বক্তব্যকে গ্রহণ করা যায় না, এবং মূলতঃ দুইটি কারণে কোনোরকমেই তা সত্য বলে গ্রহণ করা উচিত হবে না। প্রথমতঃ; চে গুয়েভারার সঙ্গে রিচার্ড গট-এর কোনো ধারার রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল না, কোনো রাজনৈতিক হৃদ্যতা অথবা শত্রুতা ছিল না। যে কোন একজন সাধারণ মানুষের মত সংবাদপত্র থেকে যতটুকু জানা সম্ভব, এর বেশী কিছু নয়। দ্বিতীয়তঃ; মরদেহ সনাক্তকরণের জন্যে যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ থাকা দরকার সেটুকুও রিচার্ড গট-এর ছিল না। ১৯৬৭ খৃস্টাব্দে ৮ই অক্টোবরের চার বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৯৬৩ খৃস্টাব্দের শেষের দিকে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে কিছুক্ষণের জন্যে চে গুয়েভারাকে দেখেছিলেন, অর্থাৎ বলা যায় সিনেমা অথবা নাটকের নায়ককে দেখার মতো। এই 'দেখাকে' ভিত্তি করে একটি মরদেহের সনাক্তকরণ বৈজ্ঞানিক ভাবে কোনো রকমেই সম্ভব নয়। কেননা, ক্ষণিকের দেখাকে ভিত্তি করে যে কোনো ব্যক্তির চেহারার সামঞ্জস্যকে স্মরণে রাখা অসম্ভব। রিচার্ড গট ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণের এই ঘটনাটিকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

> ভ্যানের ভেতরে স্ট্রেচারে শোয়ানো রয়েছে চে গুয়েভারার দেহ। প্রথম মুহূর্ত থেকেই, কোনো সন্দেহ ছিল না যে এই হচ্ছে সে-ই। আমি তাঁকে দেখেছিলাম ঠিক প্রায় চার বছর পূর্বে হাভানায়, এবং তিনি এমন একজন ব্যক্তি যে কেউ তাঁকে সহজে ভুলতে পারে না। তারপর থেকে, তাঁর সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত স্মরণ-শক্তি সন্দেহহীন হলেও পাঁচ মেশালী হয়ে গেল সংবাদপত্রে

ঘন ঘন প্রকাশিত ফটোগুলোর জন্যে, এবং আমাকে কবুল করতে হচ্ছে যে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম তাঁর পাতলা দাড়ির ঘন কালো রঙ। তাঁকে দেখাচ্ছিল খাটো, এবং কৃশকায় যা আমি মনে করতে পারছিলাম। কিন্তু মাসের পর মাস জঙ্গলে থাকায় পরিচ্ছন্ন ভাবে যা তাদের পাওনা টেনে নিয়েছে। এই প্রশ্নাদি আমার মনে ঘোরাফেরা করা সত্ত্বেও সেখানে প্রকৃতই কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে এই-ই ছিলেন চে গুয়েভারা।[২]

উপরোক্ত বর্ণনায় নিঃসন্দেহতার যে কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তা যেমন সন্দেহমুক্ত নয়, তেমনি একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থেকে করা হয়েছে। উদ্দেশ্যটি যথাস্থানে আলোচনা করব। এখানে এই বক্তব্যের বর্ণনাটিকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন রয়েছে। শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে পলায়ণপর অবস্থায় জঙ্গলে যারাই থাকুন না কেন, সাধারণভাবেই এক একজন গেরিলাযোদ্ধার খাদ্যাভাব দৈনন্দিন জীবন পরিচালনায় স্বাভাবিকতার সার্বিক অভাব অবশ্যই একজনকে কৃশকায় দুর্বল করবে, এতে সন্দেহের কোন কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু একটি দেহের দৈর্ঘ কোন রকমেই 'খাটো' হতে পারে না।* এক্ষেত্রে রিচার্ড গট-এর মনে হয়েছে যে, সেই মরদেহের দৈর্ঘ 'খাটো'। এই মনে হওয়ার হেতুটি হচ্ছে যে রিচার্ড গট যত জোর দিয়ে বলে থাকুন না কেন—যে অজ্ঞাতনামা গেরিলা যোদ্ধার মরদেহটি হচ্ছে আর্নেস্টো চে গুয়েভারা—কিন্তু তা কোন ভাবেই সঠিক হতে পারে না, কেন না—একটি সাংবাদিক সম্মেলনে একজন সাংবাদিকের পক্ষে মাপ-জোক নেওয়া যেমন সম্ভব নয়, তেমনি যেখানে চে গুয়েভারার সঙ্গে

২—রুরেল গেরিলাজ ইন ল্যাটিন আমেরিকা, পৃঃ ২০।

* "I must confess that I had forgotton the blackness of his scanty beard. He seemed smaller, too, and thinner than I had remembered".

তাঁর কোনরকমের সম্পর্ক ছিল না—না সামাজিক, না রাজনৈতিক। এবং যাকে চার বছর পূর্বে মাত্র একবার দেখেছিলেন এমন একটি অবস্থায়, যেখানে রাজনৈতিক প্রশ্নত্তোরটি ছিল মুখ্য, সেখানে কেবলমাত্র স্মরণ শক্তি থেকে যে কোন সাংবাদিকের পক্ষে নিশ্চিতভাবে সনাক্তকরণের প্রশ্নে মতামত দেওয়া সম্ভব নয়। রিচার্ড গটের বর্ণনাগত বিশ্লেষণে সেই অসংগতি সম্পূর্ণ ধারায় প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, তিনি বলছেন :

> 'দাড়ির গঠন, মুখের আকার এবং সমৃদ্ধ সাবলীল চুলগুলি সম্পর্কে ভুল করা যায় না।'**

যে অজ্ঞাতনামা গেরিলা যোদ্ধার মরদেহকে আর্নেস্টো চে গুয়েভারার মৃতদেহ বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, এবং ঐতিহাসিক ভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, এই মৃত্যুর স্বীকৃতিকে স্বীকার করে নেওয়ার পূর্বে জানা দরকার যে প্রকৃতই চে গুয়েভারা কী বলিভিয়ায় এসেছিলেন, গেরিলা যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে ? জানা দরকার যে এই তথাকথিত চে গুয়েভারার বলিভিয়ায় আগমনের কাহিনীটি কী। চে গুয়েভারার নাম ভাড়িয়ে কে এসেছিল—যদিও এই নাম ভাড়িয়ে আসা ব্যক্তিটি যে প্রকৃতপক্ষে কে, এবং এখনও কি বেঁচে আছে, তা কোনদিনও জানা যাবে না।

ঐতিহাসিকভাবে উল্লেখিত আছে যে : '১৯৬৬ খৃস্টাব্দের নভেম্বরের প্রথম দিকে উরুগুয়ের একজন ব্যবসায়ী, এ্যাডলফো মেনা গনজ্যালেজ, সরাসরি স্পেন থেকে এসে পৌঁছল সান পাউলোয় (ব্রেজিলের বিমান বন্দর)। ব্রেজিল থেকে ল্যাপ্যাজে তার পথ করে নিল, যেখানে সে প্রেসিডেন্ট ব্যারিয়েনটোসের প্রেস ও ইনফরমেশন বিভাগের ডাইরেকটর, গনজ্যালো লোপেজ মুনজ,

** "The shape of the beard, the design of the face, and the rich flowing hair were unmistakable".

এর কাছে তার নথিপত্র দেখিয়ে অনুমতি আদায় করল, সে নথিপত্রে দাবী করা হয়েছে যে, সে হচ্ছে অরগেনাইজেশন অব আমেরিকান স্টেটস-এর একজন বিশেষ প্রতিনিধি যে এসেছে বলিভিয়ার গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের অবস্থা সম্পর্কে অনুধাবন এবং তথ্য সংগ্রহ করার জন্যে। সে নথিপত্রে আরোও বলা হয়েছে যে জাতীয় কর্তৃপক্ষ এবং বেসরকারী ব্যক্তিবর্গরা 'সেনর এডলফো মেনাকে সহযোগীতা করেন যাতে তার অনুসন্ধানের কার্যাদি সহজ হয়ে ওঠে।'

চে গুয়েভারার নামে প্রচারিত এই অদ্ভুত এবং রহস্যান্বিত কাহিনী যেমন একদিকে বেমানান, তেমনি অন্যদিকে সম্পূর্ণভাবে উদ্দেশ্য প্রণোদিত, এই কারণে তা আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করা একান্ত কর্তব্য। কেন না, এই কিম্ভূত-কাহিনী থেকে চে গুয়েভারার বৈপ্লবিক চরিত্রকে একটি উল্লাসিক গোয়েন্দাকাহিনীর নায়ক হিসেবে সৃষ্টি করে তাঁর মহান বৈপ্লবিক সহজাত চরিত্রকে এডভ্যানচারিস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার বাস্তব অর্থ হচ্ছে বিপ্লববিমুখীনতা। যথাস্থানে, এর আলোচনা করবো। কিন্তু এখানে এই রহস্যান্বিত কাহিনীর উৎসভূমি খুঁজে পাওয়া খুবই সহজ—চে গুয়েভারা এমন ধারার রহস্য-পরিকল্পক নন, কিউবা-বিপ্লবকে অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে যে, এমন ধারার রহস্যময় কাহিনী সৃষ্টির উদগাতা হচ্ছেন স্বয়ং ফিদেল কাস্ত্রো, একজন ওস্তাদ পরিকল্পক। ১৯৫৩ খৃস্টাব্দে মোন-ক্যাডা গ্যারিসন ব্যারাক আক্রমণ, একটি জীবন্ত উদাহরণ। পরবর্তী সময়ে বিপ্লব চলাকালিন অবস্থায় ফিদেল কাস্ত্রো এই ধরণের বহুবিধ ছদ্মবেশ গ্রহণ-মূলক ঘটনার সঙ্গে বাস্তব ভাবে জড়িত। পরিবর্তে চে গুয়েভারা কখনও এমন ধারার বুর্জোয়া-বুজরুকীকে সমর্থন তো করেনইনি, বরংচ নিন্দা করেছেন। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৫ মার্চ পর্যন্ত যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন চে গুয়েভারা, তার মধ্যে পরিচ্ছন্ন-

ভাষে পাওয়া যায় একজন সুস্থির, চিন্তাশীল, বাস্তব বিবেচনাপূর্ণ ব্যক্তির মহান প্রকাশ—ভেজাল প্রয়োগ তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের মধ্যে ভুল করেও আত্মপ্রকাশ করেনি।

এই অদ্ভুত ধারায় চে গুয়েভারার আসার কোনো কারণ থাকতে পারে না—পাঠকরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে, উরুগুয়ে হচ্ছে বলিভিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্র, এ্যডলফো মেনা উরুগুয়ের অধিবাসী হওয়া সত্বেও এসেছে সরাসরি স্পেন থেকে ব্রেজিল এবং এরপর বলিভিয়ার ল্যাপ্যাজে। নথিপত্রের পরিচিতি হচ্ছে O.A.S.-এর বিশেষ প্রতিনিধি—এই সংস্থাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পিত, সংগঠিত, পরিচালিত এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রশাসকদের নিয়ে গঠিত, যা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ দৃষ্টি জাগ্রত থাকে—কিউবার অভিজ্ঞতা থেকে এই সংগঠনটিকে খুবই তৎপর ধারায় চালনা করা হয়। এই সংগঠনের বিশেষ প্রতিনিধি হতে গেলে অবশ্যই ব্যক্তিটিকে ওদের গোষ্ঠিভুক্ত হতে হবে। তাছাড়া, বলিভিয়ার সামরিক সরকারের প্রেস ও ইনফরমেশন বিভাগ সরাসরি O.A.S.-এর অন্তর্গত। সেখানে কারচুপি করে অন্য কারো পক্ষে বেরিয়ে আসা সম্ভব হলেও, চে গুয়েভারার পক্ষে তা মোটেই সম্ভব নয়। এই কারণে যে, কিউবা বিপ্লবের স্থপতি হিসেবেই চে গুয়েভারার পরিচিতি। চে গুয়েভারার ফটোগ্রাফ সমগ্র পৃথিবী জুড়ে এমন বিপুল ভাবে প্রচারিত যে—রাজনৈতিক মহল তা শত্রু অথবা মিত্রই হোক পরিচিতি লাভ করেছে। তাঁর চেহারার পরিবর্তনও ঘটানো সম্ভব নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা ল্যাটিন আমেরিকার যে কোন রাষ্ট্রশাসকের কাছে চে গুয়েভারা হচ্ছেন একটি জীবন্ত বিভীষিকা। এবং এই বিভীষিকা আরোও প্রবল হয়ে উঠেছিল—যখন ১৯৬৫ খৃস্টাব্দে ৩রা অক্টোবর ফিদেল কাস্ত্রো পৃথিবীর উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে ; চে গুয়েভারা তাঁর

কিউবার নাগরিকত্ব, পদবী, সবরকমের বন্ধন ছিন্ন করে কোনো অজানা উদ্দেশ্যে চলে গেছেন গেরিলা যুদ্ধ সংগঠনের জন্যে—যদিও ১৯৬৫ এপ্রিলের পূর্ব থেকেই চে গুয়েভারা কিউবার মাটি থেকে নিখোঁজ।

ল্যাটিন আমেরিকার প্রত্যেক রাষ্ট্রশাসকরাই যেমন কিউবা বিপ্লবের আঙ্গিক-কৌশল সম্পর্কে ওয়াকীবহাল, তেমনি এই ধারার গেরিলা যুদ্ধকে কোনঠাসা তথা ধংস করার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় স্বীয় গোরিলা-বাহিনী গঠন করেছে। এবং তা আরোও তৎপর হয়ে ওঠেছিল ১৯৬৫ এপ্রিল থেকে, যখন থেকে চে গুয়েভারা নিখোঁজ। তাই কোনো ছদ্মবেশেই, এমন কী O.A.S.-এর বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে এডলফো মেনার ছদ্মবেশেও চে গুয়েভারার পক্ষে আসা সম্ভব ছিল না।

রাজনৈতিক তর্কের প্রশ্নে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে এডলফো মেনার ছদ্মবেশে চে গুয়েভারা এসেছিলেন, তাও কিন্তু ধোবে টিকছে না। কেন না, এডলফো মেনার দেহগত বর্ণনা এবং চে গুয়েভারার মৃতদেহ বলে চিহ্নিত যে অজ্ঞাত গেরিলা যোদ্ধার মরদেহ—এই দুইয়ের দেহগত বৈশিষ্টেও মিল নেই।

> রিচার্ড গট জানাচ্ছেন: 'এই নথিপত্র যোগে বলিয়ান হয়ে, মেনা, টাক পড়তে শুরু করেছে, চশমা পরিহিত, মাঝ বয়সী লোক, বহু সঙ্গী সহ এসে পৌঁছলেন বলিভিয়ার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর কোচাবামবায়।'*

> অজ্ঞাতনামা গেরিলা যোদ্ধার মরদেহের বর্ণনা: 'দাড়ির গঠন, মুখের আকার এবং সমৃদ্ধ সাবলীল চুলগুলি সম্পর্কে ভুল করা যায় না।**

* –"Armed with this document, Mena, a balding, bespectacled, middle-aged man, continued with several companions to Co habamba".

**—"The shape of the beared, the design of the face, and the rich flowing hair were unmistakable".

মেনা সম্পর্কে বর্ণনায় বিশেষ কিছু না থাকলেও বিশেষ বক্তব্য হচ্ছে ; মেনার মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে এবং মাঝ বয়সী।

কিন্তু অজ্ঞাতনামা গোরিলা যোদ্ধার : মাথায় রয়েছে সমৃদ্ধ সাবলীল চুল—যা ভুল করা যায় না।

এক বছরের ব্যবধানে টাক মাথায় সমৃদ্ধ সাবলীল চুল গজিয়ে ওঠা থেকে যে কথাটি স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়, তা হচ্ছে যে এই দুই ব্যক্তি ভিন্ন—মেনা অথবা অজ্ঞাত নামা গেরিলা যোদ্ধা যেই হোক—চে গুয়েভারা নন।

তবুও একমাত্র সাক্ষী রিচার্ড গট কবুল করে বলছেন : তাঁর (চে গুয়েভারা) সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত স্মরণশক্তি সন্দেহহীন হলেও পাঁচ মেশালী হয়ে গেল সংবাদপত্রে ঘন ঘন প্রকাশিত ফটোগুলোর জন্যে, এবং আমাকে কবুল করতে হচ্ছে যে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম তাঁর পাতলা দাড়ির ঘন কালো রঙ। তাঁকে দেখাচ্ছিল খাটো, এবং কৃশকায় যা আমি মনে করতে পারছিলাম। কিন্তু মাসের পর মাস জঙ্গলে থাকায় পরিচ্ছন্ন ভাবে তাদের পাওনা টেনে নিয়েছে। এই প্রশ্নাদি আমার মনে ঘোরাফেরা করা সত্ত্বেও সেখানে প্রকৃত কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে এই-ই ছিলেন চে গুয়েভারা।

এই অসংগতি থাকা সত্ত্বেও যে অজ্ঞাতনামা গেরিলা যোদ্ধার মরদেহকে 'চে গুয়েভারার' মৃতদেহ বলে নির্দিষ্ট করেছেন একমাত্র সাক্ষী রিচার্ড গট, এবং এই নির্দিষ্ট বক্তব্যকে সঙ্গে সঙ্গেই ফিদেল কাস্ত্রো তথা কিউবা সরকার, রাশিয়ার নব্য বুর্জোয়া শাসককুল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কাল ব্যয় না করেই স্বীকৃতি দিল যে : বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধের নায়ক চে গুয়েভারার মৃত্যু হয়েছে। এই সব স্বীকৃতির ভিতভূমে যে শ্রেণী-বিরোধী রাজনীতি তা মেকী-লাল পোষাকের আড়ালে হারিয়ে গেল।

কিন্তু অভ্যন্তরের ব্যাপার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—একমাত্র সাক্ষী রিচার্ড গট-এর রাজনীতি সম্পর্কে যেমন তৎসময়ে বিস্তৃতভাবে জানা ছিল না, যদিও বামপন্থী বলে তাঁর পরিচিতি রয়েছে। তিনি সন্দেহমুক্ত না হয়েও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন—এর ভিত্তে সব থেকে বড় যে ব্যবস্থাটি কাজ করেছে; তা হল বলিভিয়া সরকারের সামরিক বাহিনীর বক্তব্য, যা কর্নেল জ্যানোটিনোর বক্তব্য থেকে পাওয়া যাচ্ছে, এবং এই কর্নেল জ্যানোটিনো সম্পর্কে সঠিক ঘটনা বিশ্লেষণে রিচার্ড গট বলেছেন:

> একটি, কেবলমাত্র এই একটি হ্যালিকপ্টার তারপর আবার উড়ে গেল যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে, দক্ষিণ-পশ্চিমে কমবেশী ত্রিশ কিলোমিটার, কর্নেল জ্যানোটিনোকে নিয়ে। দুপুর একটা বাজবার কিছুক্ষণ পর এটা আবার ফিরে এল বিজয়ী কর্নেলকে নিয়ে, তার অফুরন্ত আনন্দ চেপে রাখতে পারছিলেন না। তিনি ঘোষণা করলেন: 'চে মৃত।' তিনি তার দেহ দেখেছেন, এবং সেখানে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কর্নেল জ্যানোটিনো একজন সৎ মানুষ চূড়ান্ত প্রয়োজনের বেশী কথা বলায় তিনি অভ্যস্ত নন, এবং সেখানে তাকে অবিশ্বাস করার এমন কোনো কারণ নেই।[৩]

যে ব্যক্তিকে সততার সার্টিফিকেট দেওয়া হল, সেই কর্নেল জ্যানোটিনো, চে গুয়েভারার মৃত্যুতে 'তার অফুরন্ত আনন্দকে চেপে রাখতে পারছিলেন না।' এই কর্নেল জ্যানোটিনোকে 'সৎ' সার্টিফিকেট দেওয়ার ভিত্তভূমিটি পরিচ্ছন্নভাবে শ্রেণী আদর্শের প্রতিভূ—সেই কারণেই কী কর্নেল জ্যানোটিনোকে 'অবিশ্বাস করার এমন কোনো কারণ নেই?'

৩—গুয়েরেল গেরিলাজ ইন ল্যাটিন আমেরিকা—১৯।

এই সন্দেহহীনতা-সৃষ্টির ভিত অবশ্যই পূর্ব থেকে তৈরী হয়েছিল। এই কারণে যে; বলিভিয়ার সামরিক শাসন কর্তা প্রেসিডেন্ট ব্যারিয়েনটোস বিশ্বাস করতেন যে বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধে চে গুয়েভারা থাকতে পারেন না—কেননা; 'চে গুয়েভারার পূর্বেই মৃত্যু হয়েছে।' ২৩শে মার্চ ১৯৬৭ খৃস্টাব্দে প্রথম এ্যাম্বুসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় যে সংবাদাদি প্রকাশিত হয়—কোথাও চে গুয়েভারার নাম উল্লেখ করা হয়নি। পয়লা এপ্রিল ১৯৬৭ খৃস্টাব্দে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ব্যারিয়েনটোস ঘোষণা করেছিলেন: 'যে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে ভেবেছিলেন যে চে গুয়েভারা মৃত।'[৪] এই সংবাদটি এ্যল ডাইরিও ইলাসট্রেডা পত্রিকায় ২রা এপ্রিল প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ব্যারিয়েনটোস তার মতামত প্রকাশ করার পূর্বে ২৭শে মার্চ ১৯৬৭ একটি রেডিও ঘোষণা মাধ্যমে এই প্রেসিডেন্টই জানান যে 'এই গেরিলা যুদ্ধের সঙ্গে গুয়েভারা জড়িত আছেন।'

এই সব অসংগতিপূর্ণ অনিশ্চিত বক্তব্য, ঘোষণা এবং ঘটনাবলীর মধ্যে কতকগুলো নিশ্চয়তা বর্তমান ছিল—এর মধ্যে বিশেষ সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধিদের মধ্যে গার্ডিয়ান-এর রিচার্ড গট এবং রোয়েটারের খৃস্টফার রোপার ব্যক্তিগত ভাবে ভেলী গ্রাণ্ডিতে পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের আগমন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এঁরা পূর্বাহ্ণেই জানতেন যে চে গুয়েভারা বন্দী হবেন। রিচার্ড গট-এর বক্তব্য থেকে জানা যায়:

> ৮ই অক্টোবর ১৯৬৭ একটি উষ্ণ সন্ধ্যেয় সাড়ে আটটায় পূর্ব বলিভিয়ার সান্তাক্রুজ স্কোয়ারে একজন ইংরাজ বন্ধুর সঙ্গে হাঁটছিলাম, তখনই একজন লোক একটি কাফের টেবিল থেকে ছুটে এসে জানালো; 'তোমার জন্যে খবর আছে।' এবং

৪—ঐ, পৃষ্ঠা ৫২৩।

হয়েছে যা আবার বিমান বন্দরের চারপাশে ছড়িয়েছিল। এবং টেলিলেন্সের মাধ্যমে আমরা ফটো তুললাম গুলিভ গ্রীন পোষাকের একটি মানুষ কোনো মিলিটারী প্রতীক ছাড়া যাকে সি-আই-এর এজেন্ট বলে আমাদের জানানো হয়েছিল।

বিদেশী সাংবাদিকদের মধ্যে—কেবল আমরাই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ভেলী গ্র্যাণ্ডীতে পেঁাছেছিলাম—বিশ্রীভাবে আমাদের আপ্যায়ন করা হয়েছিল; এবং বলিভিয়ার অফিসারদের মধ্যে যে সব সি-আই-এ এজেন্ট ওরা আমাদের বের করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সাংবাদিক প্রমাণ করার জন্যে যথেষ্ট নথিপত্র আমাদের কাছে ছিল, এবং বহু তর্কাতর্কির পর অবশ্য আমাদের থাকতে দেওয়া হল। তারপর কেবলমাত্র এই একটি হ্যালিকপটার আবার যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে উড়ে গেল, দক্ষিণ পশ্চিমে কমবেশী ত্রিশ কিলোমিটার, কর্ণেল জ্যানোটিনোকে নিয়ে। একটা বাজবার কিছুক্ষণ পর দুপুরে আবার এটা ফিরে এল বিজয়ী কর্ণেলকে নিয়ে, তার অফুরন্ত আনন্দকে চেপে রাখতে পারছিলেন না। তিনি ঘোষণা করলেন: 'চে মৃত।' তিনি তার দেহ দেখেছেন, এবং সেখানে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কর্ণেল জ্যানোটিনা একজন সৎ মানুষ, চূড়ান্ত প্রয়োজনের বেশী কথা বলায় তিনি অভ্যস্ত নন, এবং সেখানে তাকে অবিশ্বাস করার এমন কোন কারণ নেই। আমরা ছুটে গেলাম সেই ক্ষুদ্র টেলিগ্রাফ অফিসে এবং আমাদের ডেসপ্যাসগুলো অবিশ্বাসযোগ্য কেরাণীর হাতে সঁপে দিলাম পৃথিবীর উদ্দেশ্যে। আমাদের কারোই তেমন কোন আস্থা ছিল না যে গন্তব্যস্থলে গিয়ে এগুলো পেঁাছবে।

চার ঘণ্টা পরে, ঠিক পাঁচটায়, হ্যালিকপটারটি আবার ফিরে, একটি একক ছোটখাটো দেহ জড়ানো ছিল বাইরের রেল-এ।

আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম তার কাছাকাছি নামলো না, যেমন আগের বার নেমেছিল, কিন্তু পরিবর্তে বন্দরের ঠিক মাঝখানে নামলো ; ক্ষুধার্ত সাংবাদিকদের চোখের দৃষ্টি থেকে অনেক দূরে। সৈন্যদের ব্যূহ আমাদের আটকে রাখল। কিন্তু অসম্ভব তৎপর গতিতে দূরের শবদেহটি একটি বন্ধ চেভ্রোলেট ভ্যানে ঢুকিয়ে নিয়ে, উত্তেজিত ও অস্থির ভাবে বিমান বন্দর থেকে ছুটে গেল এবং হারিয়ে গেল। আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা জীপে, আমরা লাফিয়ে চড়ে বসলাম, আমাদের তৎপর সাহসী ড্রাইভার খুব কাছে কাছে অনুসরণ করতে লাগল। এক কিলোমিটার পর চেভ্রোলেটখানা ভীষণভাবে ঘুরে গেল একটি ক্ষুদ্র হাসপাতালের মাঠের দিকে, এবং, যদিও আমাদের ঢুকে যাওয়ার আগে সৈন্যরা গেটটি বন্ধ করার চেষ্টা করল, আমরা খুব কাছেই ছিলাম বলে ওদের রুখতে পেরেছিলাম।

চেভ্রোলেটটি একটি ভীষণ উতরাই বেয়ে নেমে গেল, তারপর পিছিয়ে গেল পেছনে একটি ছোট নতুন চুনকাম করা কুড়ে ঘরের সামনে, ঘরখানা বাঁশের চাল ও একদিকে খোলা উন্মুক্ত আকাশ। আমরা জীপ থেকে লাফিয়ে নামলাম এবং ভ্যানের দরজা খুলবার আগে পেঁাছলাম। যখন তারা দোরখানা জোর করে খুলল, সি-আই-এ এজেণ্ট লাফিয়ে নেমে এল, ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে বলল : 'ঠিক আছে এই নরকটিকে এখান থেকে বের করে নাও।' নিঃসহায় মানুষটি জানত না যে এখানে দরজার দুপাশে দু'জন ইংরাজ সাংবাদিক রয়েছে।'

...যখন তারা দেহটিকে বের করে বাইরে আনল এবং কুড়েঘরের ভেতরে একটি অস্থায়ী টেবিলের ওপর রাখল যা একটি লণ্ডী হিসেবে ব্যবহৃত হয় গোলমালের সময় ছাড়া, আমি জানি যে নিশ্চিতই গুয়েভারা মৃত।

দেহটিকে ঘিরে যে লোকগুলো দাঁড়িয়েছিল মৃতদেহটি থেকে ওরা হয়ে ওঠেছিল আরও বিরক্তিকর ; একজন ন্যান নিজেকে সামলাতে পারছিল না, হাসছিল কখনও খুবই জোরে ; যেসব অফিসার নিজেদের দামী ক্যামেরা নিয়ে এসেছিল এই দৃশ্যের রেকর্ড করার জন্যে ; অবশ্য একজন সি-আই-এ এজেন্ট, যে এই সব কার্যাবলীর দায়িত্বে যখনই কেউ ফটো তোলার জন্যে ক্যামেরা তাক করেছে তার দিকে ওমনি সে হয়ে ওঠেছে খড়্গহস্ত। 'তুমি কোথা থেকে এসেছ', আমরা মজা করার জন্যে ইংরাজীতে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কিউবা থেকে কী ? অথবা পোর্ট রিকো ?' জিজ্ঞাসা থেকে তার কৌতুহল সঞ্চার হয়নি, কর্কশ স্বরে ইংরাজীতে সে জবাব দিয়েছিল : 'কোথা থেকেও নয়।' কিন্তু পরে তাকে আবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, সেবার স্পেনিস ভাষায় জবাব দিয়েছিল : 'Que dice' ? এবং ভাব দেখাচ্ছিল যে সে যেন কিছুই বুঝেনি। সে ছিল মোটা গাট্টাসোট্টা ত্রিশের কোঠায় মাঝামাঝি বয়েসের, গর্তে ঢোকানো শোয়ারের চোখের মত চোখ দু'টো এবং কম চুল। এটা বলা মুস্কিল যে সে উত্তর আমেরিকার অথবা কিউবার নির্বাসিত কেউ, যেমন তার ইংরাজী ও স্পেনিস বলার ধরণ একই ভাবে এবং উচ্চারণে কোনো জোর না দিয়ে। ঘটনাচক্রে আবিষ্কার করলাম যে এর নাম হচ্ছে এডডি গনজ্যালেজ। কিউবার বিপ্লব পূর্ববর্তী সময়ে সে ছিল একটি নাইট ক্লাবের মালিক।[৭]

৮ অক্টোবর ১৯৬৭ রবিবারে যে কর্ণেল জ্যানোটিনো ঘোষণা করেছিলেন যে ; চে গুয়েভারা মৃত। সেই কর্ণেল আবার ৯ই অক্টোবর অন্য একটি হ্যালিকপটারে ফিরে এসে নিশ্চিত হতে চাইলেন যে তার ঘোষণাটি সত্য! একদিকে বলিভিয়ার সামরিক বাহিনী,

৭—ঐ, পৃঃ ২০।

অন্যদিকে সি-আই-এ এজেন্ট হিসেবে কিউবান ফেলিকস র‍্যামোস *—যে কিউবায় থাকাকালীন সময়ে চে গুয়েভারাকে চিনত, তাকে জেরা জিজ্ঞাসাবাদ করা সত্ত্বেও কোন রকমের খবরাখবর বের করা সম্ভব হয়নি। রয়েটারের খৃস্টফার রোপার তার রিপোর্টে এই 'টাক মাথা র‍্যামোসকেই এই অপারেশনের ইনচার্জ' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এন্টোনিও আর্গেউডেস বলিভিয়ার আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী জানিয়েছেন যে এই 'ইনচার্জ' ব্যক্তিটি হচ্ছে আরেকজন কিউবান 'ইডোআরডো গনজ্যালেজ'। যদিও এই কিউবানদের বলা হয়েছে 'নির্বাসিত কিউবান'—কিন্তু এই বলার সত্যতা প্রমাণ করা অসম্ভব—অসম্ভব এই কারণে, যেখানে রাষ্ট্র পরিচালকদের মগজ উদ্ভূত যে ষড়যন্ত্র, তার বিরুদ্ধে যাওয়ার অর্থ: ধরিত্রী থেকে বিদায় নেওয়া। যে কারণে ফেলিক্স র‍্যামোসের কাছ থেকে কোন সংবাদ বের করে আনা সম্ভব হয়নি। এই ফেলিক্স র‍্যামোস এবং এডলফো মেনা গনজ্যালেজ-এর কোন সম্পর্ক আছে কিংবা ছিল, অথবা একই ব্যক্তি কী না, তা জানা যায় না। তবে এডলফো মেনা গনজ্যালেজের অবশ্য আর কোন উল্লেখ নেই, ৭ই নভেম্বর ১৯৬৬ খৃস্টাব্দের পর।

* * *   * * *   * * *

৯ই এবং ১০ই অক্টোবর অর্থাৎ সোমবার ও মঙ্গলবার এই দু'দিন ধরে এই অজ্ঞাতনামা গেরিলাযোদ্ধার মরদেহটি সাংবাদিকদের পরিদর্শনের জন্যে রাখা হয়—সম্পূর্ণ সুযোগ-সুবিধাদি দেওয়া হয়। এইসব সাংবাদিকদের মধ্যে কেউই হলপ করে বলতে পারবেন না যে, যে অজ্ঞাত গেরিলার মরদেহ এঁরা পরিদর্শন করলেন, সেই দেহটিই হচ্ছে সেই ঐতিহাসিক বিপ্লবী আর্নেস্টো চে গুয়েভারা।

*—উল্লেখ করা দরকার যে ফিদেল কাস্ত্রো বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধে তথাকথিত "গুয়ে ভার'র" ছদ্মনাম রেখেছিলেন "র‍্যামোন"।

চে গুয়েভারাকে যে বা যারা নিরপেক্ষ ভাবে সনাক্ত করতে পারতেন, তাঁরা হচ্ছেন চে গুয়েভারার স্ত্রীদ্বয় হিলডা ও এ্যাইলডা-মারচো, ভাই-বোনেরা। সব থেকে বিস্ময়কর ঘটনাটি হচ্ছে যে ফিদেল কাস্ত্রো, রাউল কাস্ত্রো অথবা কিউবা সরকারের এমন কোন পদস্থ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এই দু'টি দিনের মধ্যে উপস্থিত হননি—প্রশ্নটি হচ্ছে কেন? ফিদেল কাস্ত্রো কেন চে গুয়েভারার দ্বিতীয় স্ত্রী—এ্যাইলডা মারচো, যিনি কিউবায় ছিলেন, তাঁকে সনাক্তকরণের জন্যে পাঠালেন না। চে গুয়েভারার প্রথম স্ত্রী হিলডা গ্যয়ডিও ছিলেন কিউবাতে, তাঁকেও পাঠানো সম্ভব ছিল—এবং দুই স্ত্রীই শুধু রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্না নন, দু'জনেই বিপ্লবী এবং গেরিলা যুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্না দুইটি মহান নারী।

মুখ্য গলদটি এখানেই বর্তমান রয়েছে—এই অজ্ঞাতনামা গেরিলা যোদ্ধা যে আর্নেস্টো চে গুয়েভারা নন, তার প্রমাণ হয়ে যায় চে গুয়েভারার সহোদর ভ্রাতা রোবারটো গুয়েভারার আগমন সংবাদে। ১০ই অক্টোবরেই সংবাদ আসে যে রোবারটো গুয়েভারা—আর্জেন্টিনিয়ার একজন বিশিষ্ট আইনজীবি—বুয়েনস আইরেজ থেকে ১১ই অক্টোবর এসে পৌঁছচ্ছেন ভেলী গ্র্যাণ্ডী, তাঁর ভ্রাতার মরদেহ পরিদর্শন তথা গ্রহণের জন্যে।

এই সংবাদের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত ঘটনাবলী পরিবর্তিত হয়ে গেল। যে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে বিশ্ব জুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধে আর্নেস্টো চে গুয়েভারা নিহত হয়েছেন এবং তাঁর মরদেহটি বর্তমান রয়েছে ভেলী গ্র্যাণ্ডীর ছোট্ট হাসপাতালের ধোবীখানার টেবিলে—সেই মরদেহটি ১০ই অক্টোবর ১৯৬৭ খৃস্টাব্দে মাঝরাতে অথবা শেষরাতে নিখোঁজ হয়ে গেল। রিচার্ড গট জানাচ্ছেন:

সেখানে বহুরকমের গুজবের ছড়াছড়ি ছিল যার সত্যতা

বিচার করা সম্ভব নয় যে দেহটিকে কবর দেওয়া হয়েছে অথবা জ্বালিয়ে ফেলা হয়েছে এবং হাতের কব্জি দু'টো কেটে নেওয়া হয়েছে এবং প্লাস্টার অব প্যারিসে মুখাবয়বের ছাপ তুলে নেওয়া হয়েছে। প্রকৃত ঘটনাটি যে ভেলী গ্র্যাণ্ডী থেকে মঙ্গলবার মাঝ-রাতে একটি ছোট বিমানে করে দেহটিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সঙ্গী ছিল বলিভিয়ান আর্মির দু'জন অফিসার যার মধ্যে একজন সি-আই-এ এর লোক। তার শেষ গন্তব্যস্থল অজানাই থেকে গেছে। সম্ভবতঃ, যেমন কেউ বলছেন; এটাকে পানামার আমেরিকান বেস-এ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। খুব সম্ভবতঃ বিমান থেকে দেহটিকে কোন জনশূন্য জায়গায় ছুড়ে ফেলা হয়েছে। এই সমস্ত থেকে যা নির্দিষ্ট হল যে এই দেহটি আর কখনও পাওয়া যাবে না।[৮]

১১ই অক্টোবর ১৯৬৭—রোবারটো গুয়েভারা এসে পেলেন না কিছুই, তিনি সনাক্ত করতে পারলেন না যে প্রকৃতই আর্নেস্টো চে গুয়েভারা বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধে নিহত হয়েছেন !!! অজ্ঞাতনামা গেরিলা যোদ্ধা চিরকালের জন্যেই অজ্ঞাত থেকে গেলেন।

*

* *

৮—রুবেল গেরিলাজ ইন ল্যাটিন আমেরিকা, পৃঃ ৫৫৫।

ফিদেল কাস্ত্রো —
হত্যাকারী অভিযোগে অভিযুক্ত ঃ

ঐতিহাসিকভাবে স্থিরকৃত যে ১৯৬৫ খৃস্টাব্দের ১৫ মার্চ মাসের পর চে গুয়েভারাকে জীবন্তবস্থায় কেউ দেখতে পাননি। চে গুয়েভারার স্ত্রীদ্বয়ও জানেন না যে চে গুয়েভারা কী প্রকৃতই বেঁচে আছেন। ১৯৬৫ এপ্রিল থেকে ২রা অক্টোবর পর্যন্ত কিউবার প্রশাসন বিভাগ অথবা কোন আত্মীয়স্বজন প্রকাশ্যে একটি সামান্য বক্তব্যও প্রকাশ করেননি। তাই চে গুয়েভারার ব্যক্তিগত উপস্থিতি না পাওয়ার দরুণ, অনেকটা গুজবের মত, কিন্তু নির্দিষ্ট ভাবে কথাবার্তা-আলোচনা শুরু হয়ে গেল। এমন কী যে মিনিস্ট্রি অব ইনডাস্ট্রি নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন চে গুয়েভারা—সেখানকার কর্মীবৃন্দের মনেও বহুবিধ সন্দেহ দেখা দিল। যে কৃষক-শ্রমিকদের সঙ্গে তাদের কর্মক্ষেত্রে অথবা অবসর বিনোদনে চে গুয়েভারা প্রতিনিয়ত উপস্থিত থাকতেন—তাঁর অনুপস্থিতি সার্বিক জনজীবনের কাছে এক ঘোর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। যে প্রতিক্রিয়ার প্রভাব ফিদেল কাস্ত্রোর প্রশাসন বিভাগের নিশ্চুপ অবস্থাকে নাড়িয়ে দিল।

৩রা অক্টোবর ১৯৬৫ খৃস্টাব্দে প্রথমবারের মত স্বয়ং ফিদেল কাস্ত্রো পৃথিবীর উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন একখানি দীর্ঘ চিঠির উদ্ধৃতি দিয়ে যে চে গুয়েভারা তাঁর সবরকমের দায়িত্ব ত্যাগ করে কিউবা থেকে বিদায় নিয়েছেন অজানা উদ্দেশ্যে—কেন না, অন্যান্য দেশের সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম তাঁকে ডাকছে। পাঠকদের অবগতির জন্যে সম্পূর্ণ চিঠিখানি নিয়ে উদ্ধৃত করছি :

'ফিদেল ; এই মুহূর্তে আমি মনে করছি অনেক কিছুই : যখন আমি ম্যারিয়া এ্যান্টোনিয়ার বাড়ীতে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম ; যখন তুমি আমাকে আসতে বলেছিলে ; তৈরী হওয়ার জন্যে সবরকমের উত্তেজনা পেয়ে বসেছিল।

একদিন ওরা এসেছিল এবং জিজ্ঞেস করেছিল যদি মৃত্যু হয় তাহলে কাকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া, এবং প্রকৃত সম্ভাবনা আমাদের প্রত্যেককে জাপটে ধরেছিল। পরবর্তী সময়ে আমরা শিখতে পেরেছিলাম যে তা প্রকৃতই বাস্তব, যে বিপ্লবে [যদি তা অকৃত্রিম হয়] হয় তুমি জয়ী হবে অথবা হবে মৃত্যু। বিজয়ের পথে বহু কমরেড ধরাশায়ী হয়েছে।

আজ সবকিছুই মনে হচ্ছে কম নাটকীয়, কারণ আমরা আরও পরিপক্ক হয়েছি, কিন্তু ঘটনা নিজেই পুনরাবর্তিত হয়। আমি মনে করি আমার কর্তব্যের সেই অংশ পুরোপুরি সম্পন্ন করেছি যা আমাকে কিউবার বিপ্লবের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে তার নিজের সীমান্তের মধ্যে, আমি তোমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছি, কমরেডদের এবং তোমার মানুষদের, এখন যারা আমার।

প্রথানুযায়ী আমি পার্টির জাতীয় নেতৃত্ব, মন্ত্রী হিসেবে আমার পদবী, মেজর হিসেবে আমার পদবী, এবং কিউবাব নাগরিকত্ব ত্যাগ করছি। আইনতঃ কিউবার সঙ্গে আমার কোন বাঁধন নেই, কেবলমাত্র অন্য ধারার বন্ধন যা কোনরকমেই গলানো যায় না সরকারী পদবীর মত।

যখন আমি অতীতকে চেয়ে দেখি, আমি বিশ্বাস করি আমি সততার সঙ্গে কাজ করেছি এবং বিপ্লবের সাফল্যের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছি। আমার একমাত্র গুরুতর ভুল হয়েছিল যে সেইররা মায়েসত্রার দিনগুলি থেকে তোমাকে খুব বেশী করে বিশ্বাস করেছিলাম তা উচিত হয়নি এবং নেতা ও বিপ্লবী

হিসেবে তোমার গুণাগুণ যথেষ্টভাবে বুঝতে পারিনি। আমি বেঁচেছিলাম বহু উজ্জলতম দিনগুলির মধ্যে, এবং তোমার পাশে আমি গর্ব অনুভব করেছিলাম এই জন্যে যে আমি এসেছি আমাদের সেই মানুষদের মাঝ থেকে সেই সময়ের উজ্জল অথচ ক্যারাবিয়ান সমস্যার ব্যথিত দিনগুলি থেকে। সাধারণতঃ দেখা যায় না এমন রাষ্ট্রনেতা যে মেধাপূর্ণ যোগ্যতার সঙ্গে তুমি কাজ করেছিলে সেই দিনগুলিতে এবং আমি নিজে গর্ববোধ করি যে ইচ্ছাকৃত ভাবে তোমাকে অনুসরণ করেছি তোমার চিন্তাধারার পথে, এবং উপলব্ধি করেছি আমাদের নীতি ও বিপদ সম্পর্কে।

আমার নির্লিপ্ত বাস্তব উদ্যমের জন্যে অন্যান্য জাতিগুলি আমাকে ডাকছে। আমি যা করতে পারি তুমি তা করতে অসমর্থ কেন না কিউবার নেতা হিসেবে তুমি তা পারো না। আমাদের আলাদা হয়ে যাওয়ার সময় এসেছে।

আমি চাই যে এটা জানানো হোক যে আমি এটা করছি আনন্দ এবং বেদনার মিশ্রিত সমন্বয়ে: এখানে আমি পেছনে ছেড়ে যাচ্ছি গঠন কার্যের জন্যে আমার পবিত্রতম আশা, এবং আমার ভালবাসার প্রিয়তমদের, এবং আমি ছেড়ে যাচ্ছি এমন একটি জনজীবনকে যারা আমাকে এখানকার সন্তান বলেই গ্রহণ করেছে। যা আমার চেতনার একটি অংশকে গভীরভাবে আহত করেছে। মহাযুদ্ধের নতুন জায়গায়, আমি সেই বিশ্বাসকে গ্রহণ করবো যা তুমি আমার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছ, আমার জনজীবনের সেই বৈপ্লবিক চেতনা, সেই অনুভূতি যা আমি করে যাচ্ছি অতীব পবিত্র কর্তব্যগুলি: সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তা যেখানেই হোক। যা আমাকে আনন্দ দেবে এবং যা যেকোন দুঃখের ক্ষতিপূরণের চেয়ে বেশী।

আমাকে আরেকবার বলতে দাও যে আমি কিউবাকে সমস্ত দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিচ্ছি, কেবলমাত্র সেইটি ছাড়া যা গজিয়ে ওঠেছে সেই প্রতিষ্ঠিত উদাহরণ থেকে। যদি আমার শেষমুহূর্ত আসে দূরের কোন আকাশের নিচে, আমার শেষ চিন্তা থাকবে এই মানুষদের জন্যে এবং বিশেষ করে তোমার জন্যে। আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই তোমার দেওয়া শিক্ষা ও উদাহরণগুলির জন্যে, এবং চেষ্টা করবো বিশ্বস্ত থাকতে আমার শেষ কর্মপ্রণালীর কার্যকারণের জন্যে। আমি সব সময়ে নিজেকে চিহ্নিত করেছি আমাদের বিপ্লবের বৈদেশিক নীতির মধ্য দিয়ে, এবং আমি তা করতে থাকব। যেখানেই আমি থাকি না কেন, আমি সচেতন থাকব কিউবার বিপ্লবী হিসেবে দায়িত্ব পালনে, এবং এই ভাবেই চলব। আমি আমার স্ত্রী এবং সন্তানদের জন্যে কোন বৈষয়িক সম্পদ রেখে যাচ্ছি না, তার জন্যে আমি দুঃখ করি না, এই পথেই আমি আনন্দিত। আমি তাদের জন্যে কিছুই চাই না, এই কারণে যে তাদের প্রয়োজনীয়তা ও শিক্ষার জন্যে রাষ্ট্রই সব দেবে।

সেখানে অনেক কিছুই ছিল যা তোমাকে এবং আমাদের জনসাধারণকে বলতে চাইছিলাম, কিন্তু আমি মনে করি তা অপ্রয়োজনীয়; ভাষা তা প্রকাশ করতে পারে না যা আমি তাদের বলতে চাইছি; এবং তাই কাগজ নষ্ট করা অর্থহীন।

এগিয়ে চল জয়ের পথে। মুক্তি অথবা মৃত্যু।

আমি আমার সমস্ত বৈপ্লবিক প্রেরণা সহযোগে তোমাকে আলিঙ্গন করি।[১]

ছাপার অক্ষরে যে চিঠিখানি প্রকাশ করা হয়েছে, তার সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া সম্ভব নয় যে চে গুয়েভারাই প্রকৃতপক্ষে

১—জেনসারিয়োস, পৃঃ ৫৬৬/৫৬৭।

এই চিঠিখানির লেখক। ফিদেল কাস্ত্রোর ঘোষণাকে মেনে নিলেও নিঃসন্দেহ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কেন না, এই গুরুত্বপূর্ণ চিঠিখানি প্রথমতঃ, তারিখবিহীন—এই তারিখবিহীন চিঠিখানি কবে, কখন এবং কোথায় চে গুয়েভারা লিখেছিলেন। কেবলমাত্র বলা হয়েছে যে এই গুরুত্বপূর্ণ চিঠিখানি ১৯৬৫ খৃস্টাব্দের পয়লা এপ্রিল ফিদেল কাস্ত্রো পেয়েছিলেন। এবং চিঠিখানি যদি প্রকৃতই চে গুয়েভারা লিখে থাকেন—ব্যক্তিগতভাবে ফিদেল কাস্ত্রোকে, সে ক্ষেত্রে ফিদেল কাস্ত্রো কোন্ উদ্দেশ্যে ৩রা অক্টোবর ১৯৬৫ খৃস্টাব্দে চিঠিখানির বক্তব্যকে জনসমক্ষে প্রকাশ করেছিলেন ?*

এ থেকে পরিস্থিতিটি পরিচ্ছন্নভাবে বোঝা যায় যে তৎসময়ে চে গুয়েভারার আদর্শগত কর্মপন্থার বিরুদ্ধে একটি ভয়ংকর আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল কিউবা তথা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কর্মপ্রণালীতে।

এই ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫ আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত হয় এফ্রো-এশিয়ান সোলিডারিটি কনফারেন্স। চে গুয়েভারা যে মৌলিক প্রশ্ন তিনি উত্থাপন করেছিলেন—তা কেবলমাত্র তুলনা করা যায় ১৯২০ থেকে ১৯২২ খৃস্টাব্দে তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ কংগ্রেসে লেনিন যে মৌলিক বক্তব্য উত্থাপন করেছিলেন এবং যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ছিলেন: চে গুয়েভারার বক্তব্য ও ব্যাখ্যা 'আমাদের সাধারণ প্রেরণা সম্পর্কে—সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যু এবং নৈতিক পৃথিবীর জন্ম' শীর্ষক রচনায় সূর্যের আলোর মতো প্রস্ফুটিত। পাঠকদের জন্যে এই বক্তব্যের মৌলিক অংশটুকু উদ্ধৃত করছি :

> এই সব থেকে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত: যে সব দেশ মুক্তির পথে অগ্রগতি ঘটিয়েছে এ ক্ষেত্রে অবশ্যই সমাজ-

---

* বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে এই পুস্তকে; 'ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে বলিভিয়ায় বিস্ময়কর ষড়যন্ত্রের অভ্যন্তর' শীর্ষক উপ অধ্যায়ে।

তান্ত্রিক দেশগুলোর উপর আরোপ করছে কিছু ব্যয়। আমরা এই ভাবে বলছি না যে গুপ্তকথা ফাঁস [Black Mail] করার ভয় দেখিয়ে কাবু করার জন্যে অথবা প্রদর্শনের সামান্য আশা নিয়ে নয়। অথবা আমরা একথা বলতে চাইছি না যে দুঃসাহসী অভিযানটির জন্যে এফ্রো-এশিয়ার জনগণের মধ্যে একটি নিকটতম বাঁধন সামগ্রিকভাবে তৈরী করা সম্ভব ; এটি একটি অন্তর্নিহিত বিশ্বাস। সমাজতন্ত্র উপস্থিত থাকতে পারে না, যদি না মানুষের চেতনায় একটি পরিবর্তন ঘটে, মানবতার দিকে যা জাগিয়ে তুলবে নতুন ভ্রাতৃত্বের একটি মনোভাব। এই ধরণের পরিবর্তন অবশ্যই প্রয়োজন ব্যক্তিসত্তার প্রকৃতিতে, একটি সমাজে যেখানে গড়ে তোলা হচ্ছে সমাজতন্ত্র অথবা ইতিমধ্যেই গড়ে তোলা হয়েছে, একই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী ধারায় সামগ্রিক জনগণের জন্যে যারা ভোগ করছে সাম্রাজ্যবাদী নির্যাতন।

এই চেতনা থেকে আমরা বিশ্বাস করি যা হচ্ছে নির্ভরশীল দেশগুলিকে সাহায্য করার যে দায়িত্ব তা অবশ্যই স্পষ্টভাবে দেখা এবং সেখানে এমন কোন শর্ত হতে পারে না যে পরস্পরের মধ্যে ব্যবসামূলক মুনাফা আদায়ের ভিত্তিতে উন্নতি করা যার ভিত হচ্ছে মূল্যবিধির নির্ধারিত মূল্যের উপর এবং আন্তর্জাতিক অসম বিনিময়ের সম্পর্ক যা পশ্চাদপদ দেশগুলির উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিক্রয় কীভাবে হতে পারে, বিশ্বের বাজার দরের ভিত্তিতে, কাঁচা সামগ্রীর মূল্য যা পশ্চাদপদ দেশগুলিকে ঘর্মাক্ত করে তুলেছে এবং ঠেলে দিয়েছে অসীম কষ্ট ভোগে, এবং বিশ্বের বাজার মূল্যের ভিত্তিতে কেনা যন্ত্র সামগ্রী যা বর্তমানকালে বৃহৎ স্বয়ংক্রিয় কারখানায় উৎপাদিত হচ্ছে, যার অর্থ দাঁড়াচ্ছে পরস্পরের জন্যে 'মুনাফা কী' ?

আমরা যদি জাতিগুলির দুই গোষ্ঠীর মধ্যে এই ধারার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করি, আমাদের অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিও, একইভাবে সম্পাদন করছে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ। এ থেকে তর্ক তোলা যেতে পারে যে পশ্চাদপদ দেশগুলির সঙ্গে বৈদেশিক ব্যবসায়ের বিনিময় মাধ্যমে অহুটি খুবই অনুল্লেখযোগ্য অংশ। এটা খুবই সত্য, কিন্তু তা বিনিময়ের অসৎ চরিত্রের প্রকৃতিকে কোন রকমেই মুছে দিচ্ছে না।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অতি অবশ্যই রয়েছে নৈতিক কর্তব্য যে পশ্চিমী শোষক জাতিগুলির সঙ্গে তাদের নির্বাক সহযোগিতাকে ধ্বংস করা। ঘটনাটি হচ্ছে যে আজকের দিনে বাণিজ্যের পরিমাণ ক্ষুদ্র হওয়ার অর্থ নিরর্থক নয়। ১৯৫৯ থেকে কিউবা কখনো কখনো সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির কাছে চিনি বিক্রয় করেছে, বিশেষ করে ইংরাজ ও অন্যান্য জাতিগুলির বাণিজ্যিক-দালালদের মাধ্যমে, আজকার দিনে শতকরা ৮০ ভাগ বাণিজ্য এই সীমান্তে (সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি) করা হচ্ছে। তার প্রত্যেকটি মুখ্য সরবরাহ এই সমাজতান্ত্রিক ক্যাম্প থেকেই আসে, প্রকৃত ঘটনাটি যে কিউবা এই ক্যাম্পে যোগ দিয়েছে। আমরা এমন কথা বলি না যে বর্ধিত ব্যবসার কারণে এই ক্যাম্পে যোগ দিয়েছে, অথবা ব্যবসা বেড়েছে বলেই, এই কারণ থেকে যে কিউবা ভেঙ্গে ফেলেছে সেই পুরনো কাঠামোকে এবং ঘুরে দাঁড়িয়েছে সমাজতান্ত্রিক ধারার উন্নতির দিকে: দুই অন্তিম এসে মিশেছে এবং দুই-ই আবার পারস্পরিক সম্পর্কিত।

আমরা তা করিনি, যাত্রারম্ভের জন্যে যখন আমরা পথটি নির্দিষ্ট করলাম যা কমিউনিজমে গিয়ে শেষ হবে, প্রত্যেকটি

পদক্ষেপকে পূর্ব থেকেই দেখেছি আদর্শগত উন্নতির যুক্তিপূর্ণ ফল হিসেবে যা এগিয়েছে একটি স্থির উদ্দেশ্যের দৃষ্টিভঙ্গীতে। সমাজতন্ত্রের সত্যতা, একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের রূঢ় সত্য আমাদের জনজীবনকে পিটিয়ে তৈরী করেছে, এবং যে পথ তাদের দেখিয়েছে সেই পথই আমরা সচেতনভাবে গ্রহণ করেছি। আফ্রিকা ও এশিয়ার জনগণ যারা সম্পূর্ণ মুক্তির জন্যে এগিয়ে যাবেন অবশ্যই এই একই পথ নিতে হবে তাদের। এই একই পথ তাঁরা নেবেন আগে অথবা পরে, এমন কী যদি আজ তাদের কাছে সমাজতন্ত্রের অন্য কোন স্পষ্ট সংজ্ঞা নাও থাকে। সেখানে সমাজতন্ত্রের অন্য কোন স্বীকৃত সংজ্ঞা আমাদের জন্যে নেই যেখানে মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণের বিলুপ্তি ঘটানো ছাড়া। যতক্ষণ পর্যন্ত তা জীবন্ত না হয়ে উঠছে, একটি জাতি সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রস্তুতির স্তরেই থেকে যাচ্ছে, এবং পরিবর্তে যদি এই অবস্থারই পুনরাবৃত্তি ঘটে, শোষণের বিলোপ ঘটানো হয়ে ওঠে নিশ্চল, এমন কী ভিতও হারিয়ে যায়, সেক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র গঠনের কথা বলাটাও হয়ে ওঠে অবান্তর।...

আমাদের এই দেশগুলি এবং জনজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে যারা ওয়াকিবহাল রয়েছেন আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে জানেন যে বিপদগুলি অচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই পরিস্থিতি থেকে গড়ে উঠেছে দেখিয়ে দিচ্ছে যে সমস্যাগুলিকে মিটিয়ে ফেলার জন্যে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত যা পরিবর্তে সহায়তা করবে অন্যান্য দেশগুলিকে নিজেদের মুক্ত করার জন্যে কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদীদের রাজনৈতিক শাসন থেকে নয় সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক শোষণ থেকেও। নির্যাতক রাজনৈতিক শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রশ্নটিকে ব্যবহার

করতেই হবে প্রলেতারিয় আন্তর্জাতিকতাবাদের বিধি অনুসারে।[১০]

ফিদেল কাস্ত্রো কর্তৃক প্রকাশিত, উদ্ধৃত চিঠিখানির বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত এফ্রো-এশিয়ান সোলিডারিটি কনফারেন্সে চে গুয়েভারা কর্তৃক উত্থাপিত উপরোক্ত অভিমতটিকে ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে যে চে গুয়েভারার পক্ষে নতুন করে কোন একটি বিশেষ দেশে আবার গেরিলা মুক্তি যুদ্ধের সক্রিয় নেতৃত্ব দেওয়া অসম্ভব। কেন না, কিউবার অন্যতম রাষ্ট্র পরিচালক এবং বৈদেশিক নীতির প্রবর্তক হিসেবে চে গুয়েভারা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তিত অবস্থার যে রূপ পরিদর্শন করছেন এবং সঞ্চয় করেছেন যে অভিজ্ঞতা—সেখানে যে কোন সুস্থির চিন্তাবিদ বিপ্লবী জানেন যে কেবলমাত্র একটি দেয় দেশের মুক্তি সংগ্রাম মাধ্যমে আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয় বিপ্লব সফল করা সম্ভব নয়। এই কারণ থেকেই চে গুয়েভারা আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত প্রবন্ধটি লিখেছিলেন—যাতে আফ্রিকা-এশিয়ায় যে সব রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে, তাদের একটি একক গোষ্ঠিবদ্ধ করা ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির সঙ্গে।

কথাটা অপ্রাসংগিক নয় যে আলজিয়ার্সের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা আহমেদ বেনবেল্লা এই এফ্রো-এশিয়ান পিপুলস সোলিডারিটি কনফারেন্সের উদগাতা—এবং এই বৈপ্লবিক কারণেই প্রেসিডেণ্ট বেনবেল্লাকে বন্দী করে তার সুযোগ্য শিষ্য বুমেদিন রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিল। বেনবেল্লাকে অবশ্য হত্যা করা হয়নি। সম্প্রতি বুমেদিনের ক্যানসারে মৃত্যুর পর ষোল বছর বন্দী জীবন যাপন করে বেনবেল্লা মুক্ত হয়েছেন, যদিও নজর বন্দী হিসেবে। এর অভ্যন্তরে কেবলমাত্র বুমেদিনের উচ্চাকাংখাই কাজ করেনি—

১০—লেখকের আর্নেষ্টো চে গুয়েভারা—কিউবা অধ্যায় পুস্তক দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১৮৪।১৮৬।

বিপ্লব বিরোধী আন্তর্জাতিক চক্রান্তের জন্যেই বেনবেল্লা বন্দী হয়েছিলেন। যা থেকে এফ্রো-এশিয়ার জনগণের মধ্যে প্রলেতারিয় বৈপ্লবিক আন্তর্জাতিক চেতনা গড়ে না ওঠে। প্রকৃত পক্ষে ১৯৮৫ পর্যন্ত এই কুড়ি বছরের ইতিহাসে কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র আর বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে দেশে দেশে সহস্র সহস্র সরল প্রাণ বিপ্লবীরা আত্মহুতি দিয়েছেন তাদের মহান জীবন।

এফ্রো-এশিয়ান পিপুলস সোলিডারিটি কনফারেন্সের উদ্দেশ্যে চে গুয়েভারা যে বক্তব্য উত্থাপিত করেছেন, তা একদিকে যেমন ইয়াংকী নেতৃত্বে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদীদের গাত্র দাহ উপস্থিত করেছে—তেমনি অন্যদিকে রাশিয়ার সোভিয়েত শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নব্য বুর্জোয়ারা আরোও তীব্রভাবে গ্রহণ করল চে গুয়েভারার বক্তব্য। এরা যে সাবেকী বুর্জোয়াদের চেয়ে আরোও মারাত্মক, তা স্টালিনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়। যেমন নিকিতা ক্রুশ্চেভ দীর্ঘ উনত্রিশ বছর স্টালিন নেতৃত্বের প্রতি শুধু অনুরক্ত ছিলেন না—স্টালিন নেতৃত্বকে জনসমক্ষে উত্তুঙ্গে তুলে ধরেছেন। কিন্তু স্টালিনের মরদেহ শীতল হওয়ার পুর্বেই ক্রুশ্চেভের আসল স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। তদ্রুপ এই নতুন বুর্জোয়াদের তাত্বিক সুসলভ, মিকোয়ান ব্রেজনেভ নামক ব্যক্তিদের কী—মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হিসেবে অভিহিত করা যায়? তাদের চরিত্রে যে মুখ্য বৈশিষ্টটি রয়েছে—তা পরিপুর্ণভাবে বুর্জোয়া চরিত্র। এমন কী দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের 'ভাঁড়দের' সেই মুখোসটিও ম্লান হয়ে যায়।

ততদিনে কিউবার সামাজিক, সামরিক তথা অর্থ নৈতিক সার্বিক জীবন সম্পুর্ণভাবে রাশিয়ার নতুন বুর্জোয়াদের কব্জায় চলে গেছে। চে গুয়েভারার উপরোক্ত বক্তব্যে তা প্রাঞ্জল ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এফ্রো-এশিয়ান পিপুলস সোলিডারিটি কনফারেনস শেষে চে গুয়েভারা আফ্রিকা-পরিভ্রমণ কালে চিঠির আকারে আরেকখানি

ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সে প্রবন্ধটি তিনি কিউবায় না পাঠিয়ে তাঁর আদর্শানুগত কমরেড কারলস কুইজ্যানোকে পাঠিয়েছিলেন। কুইজ্যানোর 'মার্চো' নামক একখানি পত্রিকা ছিল, তিনিই ছিলেন তার প্রকাশক ও সম্পাদক। বলা যায় উরুগুয়ের বিপ্লবীদের একমাত্র মুখপত্র। বলা হয়েছে যে এই 'মানুষ এবং কিউবায় সমাজতন্ত্র' শীর্ষক প্রবন্ধটি ১৯৬৫ খৃস্টাব্দের প্রথম দিকে লেখা—যদিও এই প্রবন্ধের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে এফ্রো-এশিয়ান সোলিডারিটি কনফারেন্সের পরই লেখা। কেন না, আলজিয়ার্সের কনফারেন্সের উদ্দেশ্যে যে বক্তব্য চে গুয়েভারা উত্থাপন করেছেন—এই বক্তব্যকে অনুসরণ করে তিনি কিউবাকে কেন্দ্র করে প্রকাশ করতে চেয়েছেন যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে বাধাটা কোথায়। ঐতিহাসিক ভাবে চে গুয়েভারার এই রচনাটি কেবলমাত্র একটি অভিমত নয়, একটি বক্তব্য নয়, একটি মৌলিক প্রশ্ন এবং সমাধানের জন্যে একটি নির্দিষ্ট ধারা। কেন না, আজ ১৯৮৫ খৃস্টাব্দে যখন আমরা রাশিয়া এবং তার প্রত্যক্ষ উপনিবেশগুলি এবং তার বাণিজ্যিক সম্পর্কের বাস্তব দিকগুলি দেখি—সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে মাও সে তুঙ-এর মৃত্যুর পর চীন দেশে যে পশ্চাদগামী পরিবর্তন অগ্রগতি লাভ করে, তা থেকে এই কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে—বিপ্লবের সাফল্যে শাসন ক্ষমতা অধিকার করার মধ্যেই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিজয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে না। চে গুয়েভারার অনুসন্ধিৎসু অনুধাবন থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে ফিদেল কাস্ত্রো কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। 'মানুষ এবং কিউবায় সমাজতন্ত্র' শীর্ষক রচনা থেকে পাঠকদের অবগতির জন্যে মৌলিক অংশগুলি এখানে উদ্ধৃত করছি :

একটি আদর্শগত এবং সাংস্কৃতিক প্রথা অবশ্যই উন্নত করা যা পরীক্ষা ও নিরিক্ষার অনুমতি দেবে এবং আগাছাগুলিকে

পরিচ্ছন্ন করবে যা খুবই সহজে গজিয়ে ওঠে রাষ্ট্রীয় অর্থ-বিনিয়োগের উর্বর মাটিতে।

যান্ত্রিক বাস্তববাদের ভ্রান্তি [এই কিউবায়] আবির্ভূত হয়নি, পরিবর্তে ছিল তার বিপরীতটি। এই কারণের জন্যে যে নতুন মানুষ সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তার কোন উপলব্ধিই ছিল না যারা প্রতিনিধিত্ব করবে না ঊনবিংশ শতাব্দীর ধারণা অথবা আমাদের এই অধঃপতিত ও বিষাদগ্রস্ত শতাব্দীর ওই সব। এটা হচ্ছে যে আমাদের অবশ্য সৃষ্টি করতে হবে একবিংশ শতাব্দীর মানুষ, যদিও তা এখনও মানসগত ও ছন্দবিহীন প্রেরণা মাত্র। এটাই হচ্ছে আমাদের অনুধাবন এবং কর্মের মৌলিক পয়েন্টগুলির অন্যতম একটি ; তত্ত্বগত ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে দু'দিক থেকেই এই বিস্তৃতি অবধি যা আমরা অর্জন করতে পারি, যাতে আমরা একটি বৃহত্তর তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে আসতে পারি আমাদের নির্দিষ্ট অনুধাবনের ভিত্তিতে, যা থেকে আমরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের জন্যে রাখতে পারি মূল্যবান অবদান, মানব জাতির কার্যকারণের উদ্দেশ্যে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া তাই-ই এই বিংশ শতাব্দীতে অধঃপতনের পুনরাবর্তন ঘটিয়েছে। যদিও একটা গুরুতর ত্রুটি নয়, কিন্তু এ থেকে অবশ্যই আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে যাতে সংশোধনবাদের জন্যে কপাট খোলা না থাকে।

জনজীবনের এক বৃহৎ অংশ নিজেরাই উন্নত হচ্ছে, সমাজের অভ্যন্তর থেকেই এই নতুন চিন্তাধারা অর্জন করছে যথাযথ প্রেরণা, বাস্তব সান্ত্ব্যাবতাই তার সভ্যদের একক এবং প্রত্যেকের ক্ষেত্রে চিরন্তনভাবে সংহতির অগ্রগতিকে কর্তব্য হিসেবে আরও ফলদায়ক করতে পারে। বর্তমান কালটি হচ্ছে সংগ্রামের জন্য এবং ভবিষ্যৎটি হচ্ছে আমাদের।

সারাংশ হচ্ছে, দেখা যাবে যে আমাদের বহু বুদ্ধিজীবি ও শিল্পীদের [শিল্পী অর্থে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ—উরস্ত] মধ্যে রয়েছে 'আদি পাপ'। এরা প্রকৃতই বিপ্লবী নয়। আমরা চেষ্টা করতে পারি দেবদারু গাছে জোড়-কলম মাধ্যমে নাসপাতি জন্মানো, কিন্তু এই সঙ্গে অবশ্যই নাসপাতির গাছ রোপণ করতে হবে। যাতে নতুন বংশধররা এই 'আদি পাপ' মুক্ত হয়ে আসে। সদৃশমনা ব্যতিক্রম শিল্পীরা জেগে উঠবে আরও বৃহতভাবে কারণটি হচ্ছে সাংস্কৃতিক ও প্রকাশের ক্ষেত্রের বিস্তৃতির জন্যে। আমাদের কাজ হচ্ছে বর্তমান পুরুষকালকে রক্ষা করা, যাতে তার আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্বে এই যে সমন্বয়হীনতা তা তাকে বিপথগামী করতে না পারে এবং নতুন বংশধরদের যাতে বিকৃত করতে না পারে। আমরা সৃষ্টি করতে চাই না আমলাতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রতি বাধ্য মাইনে-করা শ্রমিকদের অথবা তাদের প্রতিমূর্তিগুলি যারা বাজেটের ডানার তলায় বেঁচে থাকে, স্বাধীনতাকে কোটেশন চিহ্নের মধ্যে জিইয়ে রাখে। বিপ্লবীরা আসবে নতুন মানুষের গান গাইতে জনজীবনের প্রকৃত কণ্ঠস্বরে। এই একটি ধারাবাহিক প্রণালী যার জন্যে সময় প্রয়োজন।[১১]

চে গুয়েভারার এই অভিমতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে রয়েছে মার্কসবাদী লেনিনবাদী ঐতিহাসিক সংগ্রামের নির্দিষ্ট আদর্শগত উদ্দেশ্য। মহান অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ১৯১৭ থেকে ১৯৬৫ খৃস্টাব্দের এই দীর্ঘ সময়ে প্রায় অর্ধ শতাব্দীর এই চলমান ইতিহাসে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পুরুষকালের আগমন ঘটেছে—এমন একটি উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্র্যে স্বতন্ত্র সমাজে, যেখানে এই নতুন পুরুষকালের বৈশিষ্ট্যে অতি অবশ্যই চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্যের যে বৈশিষ্ট আত্মপ্রকাশ করার কথা, তা আত্মপ্রকাশিত হয়নি।

১১—চে গুয়েভারা লিখিত Man and Socialism in Cuba দ্রষ্টব্য।

শাসক শ্রেণীর ব্যক্তি চরিত্রের উদাহরণ থেকেই সার্বিক সমাজের অবস্থান অনুমান করা সহজ—অর্থাৎ 'আমলাতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রতি বাধ্য মাইনে করা' কর্মচারীদেরই উপস্থিতি ঘটেছে মাত্র। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে অধঃপতিত চরিত্র, মুখোস পরা বিকৃত ধারা—তা থেকে রাশিয়ার সমাজ জীবনে এই নতুন বংশধররা মুক্ত হয়ে আসেনি। [ব্যতিক্রম অবশ্য রয়েছে, এই ব্যতিক্রম ছিল, আছে এবং থাকবে – কিন্তু এই ব্যতিক্রম অবশ্যই সমাজের মাপকাঠি হতে পারে না, এই পয়েন্টের উপর আলোচনার অবকাশ অবশ্যই এখানে নেই] অর্থাৎ 'দেবদারু গাছে নাসপাতি' দুয়েকটা জন্মেছে—কিন্তু সার্বিকভাবে জন্মায়নি, যা রাশিয়ার সামাজিক চেতনার পরিবর্তন ঘটাতে পারত—যে কারণে 'সংশোধনবাদের কপাট অবশ্যই খোলা থেকে গেছে। সেইহেতু, 'দুনিয়ার মজদুর এক হও'—আদর্শে যে মানবতা প্রতিষ্ঠা লাভ করার কথা, তা 'কোটেশন চিহ্নের' মধ্যে বন্দীত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে।

চে গুয়েভারার সহজাত সংগ্রামী আদর্শ এই 'অসঙ্গতিকে' স্পষ্টই দেখতে পেয়েছে। অর্থাৎ যে আদর্শে মহান অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্যে ইউনিয়ন অব দি সোভিয়েত সোসিলিস্ট রিপাবলিক সৃষ্টি করেছিলেন লেনিন—সেই একই আদর্শে ল্যাটিন আমেরিকার সার্বিক মুক্তি অর্জনের জন্যে কিউবা-বিপ্লবে যোগ দিয়েছিলেন চে গুয়েভারা। কিউবাকে এমন একটি রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করা—যেখানে সৃষ্টি হতে পারে সমাজগত ভাবে অনাগত সচেতন মানুষ, যারা বাধ্য মাইনে করা মজুরদাস হবে না, বাজেটের ডানার তলায় বেঁচে থেকে 'স্বাধীনতাকে কোটেশন চিহ্নের' মধ্যে ব্যবহার করবে না। এমন একটি রাষ্ট্রকেই সংগঠিত করতে চেয়েছেন চে গুয়েভারা। কিন্তু ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে আদর্শগত প্রশ্নে চে গুয়েভারার যে ব্যবধান—তা প্রকৃত পক্ষে দুই বিপরীত আদর্শ, ফিদেল কাস্ত্রো যা তিনটি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ

করেছেন : 'নি ক্যাপিটালিজোমো, নি কমিউনিজোমো, মাস কিউবানিজোমো'—অর্থাৎ ধনতন্ত্র নয়, কমিউনিজম নয়, পরিবর্তে কিউবাবাদ।* যে কিউবাবাদকে রক্ষা করা করা হচ্ছে প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে, যেখানে সচেতনভাবে শ্রেণী সংগ্রামী কর্মধারা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

কিউবার সমাজ জীবনে মার্কসবাদী—লেনিনবাদী আদর্শের যতটা প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন চে গুয়েভারা, তা তাঁর অটল সাংগঠনিক সামর্থ থেকে গড়ে উঠেছিল—কিউবানিজোমোর পরিবর্তে চে গুয়েভারা এনেছিলেন আন্তর্জাতিকতাবাদ। এবং তা দুর্বার বেগে প্রসার লাভ করত ; কিন্তু রাশিয়ার নতুন বুর্জোয়ারা ততদিনে কিউবার সামাজিক অনুন্নতির সুযোগ নিয়ে কিউবার প্রশাসন বিভাগ তথা রাজনীতির অভ্যন্তরে রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এই নতুন বুর্জোয়ারা বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শ্রেণী সংগ্রামকে লাল-কাপড়ের আড়ালে পরিপূর্ণভাবে ঢেকে দেয়। নিরুপায় চে গুয়েভারা নতুন ভাবে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় আলজিয়ার্স সম্মেলনে যোগ দেওয়ার পূর্বে চীনে গিয়েছিলেন—কিন্তু কেন গিয়েছিলেন. মাও-সে-তুঙের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছিল কী, ইত্যাদি সম্পর্কে অবশ্যই কোন দলিল, কোন সংবাদ জানা যায় না। কিন্তু আমাদের পক্ষে অনুমান করা সহজ হয়ে উঠে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত এফ্রো-এশিয়ান পিপুলস সোলিডারিটি কনফারেন্সে উত্থাপিত ঐতিহাসিক বক্তব্য তথা ব্যাখ্যা থেকে। এবং তাঁর 'মানুষ এবং কিউবায় সমাজতন্ত্র' শীর্ষক প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চিরন্তনতার ভিত্তিতে তাঁর কিউবা-ভিত্তিক আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা।

ফিদেল কাস্ত্রো উদ্ধৃত চে গুয়েভারার চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রবন্ধের যে অংশটুকু উদ্ধৃত করেছি তা থেকে চে গুয়েভারা কোন

---

* লেখকের আর্নেস্টো চে গুয়েভারা—কিউবা অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৮৫-৯২।

ধারায়, কীভাবে এগুতে চাইছেন—তা পরিচ্ছন্ন ভাবেই বোঝা যায়, এবং ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে বাধাটা কোথায়, এই প্রবন্ধের আরেকটি অংশে তা ব্যক্ত করেছেন। সেই মৌলিক অংশগুলি নিচে উদ্ধৃত করছি :

বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫৯ খৃস্টাব্দে বুর্জোয়া 'ক্রীত' বিভিন্ন সদস্যদের অংশ গ্রহণে। বিদ্রোহী আর্মির উপস্থিতিই ছিল শাসকশক্তির মূল সবলতার গ্যারান্টি।

'মারাত্মক বিরোধীতা জন্ম নিয়েছিল, যা ১৯৫৯ ফেব্রুয়ারী মাসেই প্রথম মিটিয়ে ফেলা হয়েছিল, যখন প্রধানমন্ত্রীর পদে সরকারের নেতৃত্ব ফিদেল কাস্ত্রো গ্রহণ করল। জনজীবনের চাপে প্রেসিডেণ্ট উরুরটিয়ার পদত্যাগ এই অবস্থার ওই মাসেই শেষ হয়।*

এই স্পষ্ট সংজ্ঞায়িত গঠন দেখিয়ে দিচ্ছে এমন একটি আকার, যে সেখানে কিউবা বিপ্লবের ইতিহাসে আবির্ভূত হল একটি অভিব্যক্তি যা নিয়মানুগভাবে নিজেদের পুনরাবর্তন ঘটাবে : সেই অগণ্য জনগণ।

এই বহুমুখী জীবন, যেভাবে দাবী করা হয়েছে, যে এই জীবনের মোট সংখ্যা একই ক্যাটাগরীর নয় [এবং আরও, যে তাদের উপর যে ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়েছে তা এই ক্যাটাগরীকে সংকোচিত করে এনেছে] এবং যারা বাধ্য পশুপালকের মতো কাজ করে যাচ্ছে।

কৃষি সংস্কারে ও রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির ব্যবস্থাপনার অসুবিধে-জনক দায়িত্বে অংশ নিয়েছে এই জনজীবন, প্লায়া গাইরন-এ বীরত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পেরিয়ে এসেছে, সি-আই-এ অস্ত্রে সজ্জিত ডাকাতদের গ্রুপগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিজেদের

---

* এই অংশটুকু আর্নেস্টো চে গুয়েভারা—কিউবা অধ্যায় পৃঃ ১০৯ উল্লেখ করা হয়েছে।

পিটিয়ে তৈরী করেছে ; অক্টোবরের সমস্যাগুলির মধ্যে নিজেরা বেঁচে থেকেছে যা আধুনিক সময়ের খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা, এবং আজ তারাই সমাজতন্ত্র গঠনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

কৃত্রিম দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়গুলিকে দেখলে, এটা হয়ত দেখা যাবে যে যারা বলেন তুলনাহীন উৎসাহ ও শৃঙ্খলা-পরায়ণ ভাবে, ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের কাছে আত্মসমর্পণ করাটা সঠিক ; সরকার যে সব দায়িত্ব প্রয়োগ করে জনগণ তা বয়ে নিয়ে যায়, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, দেশরক্ষা, খেলাধুলা ইত্যাদি সবকিছু। যা জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করা হয়, জনগণ তা নিজের করে নেয়। কোন সময়ে স্থানীয় অভিজ্ঞতাকে পার্টি গ্রহণ করে এবং সরকার সেই হেতু তা সাধারণ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করে থাকে, সেই একই প্রথা অনুসৃত হয়।

যাইহোক, রাষ্ট্র অনেক সময়েই ভুল করে থাকে। তা যখন ঘটে, যৌথ উৎসাহ স্পষ্টভাবেই হ্রাস পায় ফলস্বরূপ হ্রাসের আয়তন প্রত্যেকটি অপরিহার্য সত্তায় আত্মপ্রকাশ করে যা যৌথ নেতৃত্বকে গড়ে তুলেছে, এবং তখনই কাজকর্ম অসাড় হয়ে পড়ে যতক্ষণ না তা সংকোচিত হতে হতে তুচ্ছ মাত্রায় পৌঁছয়, তখনই প্রতিকার করতে হয়।

তা-ই ঘটেছিল ১৯৬২ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে পার্টির সঙ্কীর্ণতা-পূর্ণ পন্থা প্রয়োগে যা এ্যানিব্যাল এ্যসকালেনটি প্রয়োগ করেছিল।

এই কারুকার্য স্বাভাবিকভাবেই বিচক্ষণ অনুবর্তিতার পরিমাপ নির্ধারণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়, এখানে কী জিনিসের অভাব রয়েছে যা হচ্ছে জনজীবনের সঙ্গে আরও গভীর ভাবে কাঠামোগত সংযুক্তির সম্পর্ক গড়ে তোলা। আমাদের অবশ্যই এই সম্পর্ককে আগামী বছরগুলিতে উন্নত করতে হবে, কিন্তু এই সময়ে, সরকারের উপরতলায় যে উদ্যোগ গড়ে উঠেছে,

তা আমরা ব্যবহার করছি প্রায় অজ্ঞাত ধারায় যা থেকে আমাদের কানগুলো খোলা রাখতে হয় সাধারণ প্রতিক্রিয়ায় উত্থাপিত সমস্যাগুলি যখন মুখোমুখী এসে দাঁড়ায়।

একজনের কাছে তা বোধগম্য হওয়া অসম্ভব রকমের কঠিন যিনি বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতার মধ্যে থাকেননি যে ব্যক্তি ও জনগণের মধ্যে রয়েছে ডায়ালেকটিক্যাল-ঐক্যের নিকটতম উপস্থিতি, যার মধ্যে এই দুই-ই হচ্ছে পারস্পরিক সম্পর্কিত, এবং যে জনগণ, গঠিত হয়েছে পরিপূর্ণভাবে ব্যক্তিদের নিয়ে, যা আবার ঘুরিয়ে নেতার সঙ্গে সম্পর্কিত।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাবলীর মধ্যে এই ধরণের প্রপঞ্চিত ঘটনা ঘটতে দেখা যায় রাজনৈতিজ্ঞদের মঞ্চে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যারা জনসাধারণকে সহজভাবে একত্রিত করতে সমর্থ, কিন্তু তা যদি প্রকৃত সামাজিক আন্দোলন না হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে নিখুঁতভাবে ধনতন্ত্রের কথাটা বলা যাচ্ছে না, আন্দোলনটি সেই একই পরমায়ু পাবে তার উদ্যোক্তাদের অনুরূপ অথবা যতক্ষণ না ধনতান্ত্রিক সমাজের কঠোর ব্যবস্থা এই জনপ্রিয় বিভ্রান্তির সমাপ্তি ঘটাচ্ছে। মানুষ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ধনতন্ত্রের অনুভূতিহীন নির্দেশে যা সাধারণতঃ তার উপলব্ধির বাইরে। সাধারণ ব্যক্তি মানুষ সমাজের মধ্যে সম্পূর্ণ বাঁধা রয়েছে একটি অদৃশ্য নাড়ীর বন্ধনে : যা হচ্ছে মূল্যবিধি। যা তার জীবনের প্রত্যেকটি অবস্থার উপর কর্মরত থাকে, তার চলার পথে এবং নিয়তি নির্ধারণে।

ধনতন্ত্রের বিধিগুলি, জনজীবনের অধিকাংশের কাছে থাকে অদৃশ্য এবং অন্ধ, অজ্ঞাতেই ব্যক্তির উপর থাকে কর্মরত। সে কেবল দেখতে পায় দিগন্তের বিস্তৃতি যা তার মনে হয় অসীম। ধনতান্ত্রিক প্রচারকার্য এই ভাবেই তা উপস্থিত করে, এবং চেষ্টা করে রকফেলারকে [সত্য কিম্বা নয়] সাফল্যের

মাপকাঠির উদাহরণ হিসাবে দেখাচ্ছে। এই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থাকে অবশ্যই সঞ্চিত রাখা হয় উদাহরণের জন্যে যা থেকে এর মূলভিত্ত সহায়তা করে সৌভাগ্য-তত্ত্বকে গড়ে তুলতে এমন একটি আয়তনে যেখানে কিন্তু এই ছবিটি যেন আত্মপ্রকাশিত হয় না এবং জনপ্রিয় শক্তিগুলি এই ধারণাকে সব সময়ে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয় না। [প্রসঙ্গত এই ঘটনাকে অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে ক্রমসারে কি ভাবে শ্রমিকরা তাদের আন্তর্জাতিক শ্রেণীচেতনা হারিয়ে ফেলে এই নির্দিষ্ট প্রভাবে যা নির্ভরশীল দেশগুলিতে শোষণের কারণ থেকে উদ্ভূত যে জটিলতা এবং এই প্রকৃত ঘটনাটি একই জনগণের তৎপর সংগ্রামশীল চেতনাকে ক্ষয় করে দিচ্ছে তাদের জাতীয় সীমান্তে, কিন্তু এই আলোচনাটি এই লেখার বাইরে]।

প্রত্যেক ব্যাপারে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই বাধার গতি কোন একক ব্যক্তি তার প্রয়োজনীয় গুণাবলী মাধ্যমে অতিক্রম করে আপাততঃ পেঁৗছতে পারে সমা।গুর সীমান্তে। পুরস্কারটি ভবিষ্যতের একটি ক্ষীণ আভাসমাত্র এবং পথটি নিঃসঙ্গ। তাছাড়াও, এটি হচ্ছে নেকড়েদের প্রতিযোগিতা : যে বা যিনি এসে পেঁৗছান তা কেবলমাত্র সম্ভব হচ্ছে অন্যান্যদের ব্যর্থতার জন্যে।

আমি এখন ব্যক্তিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব, এই অদ্ভুত ও চলমান নাটকের অভিনেতা অর্থাৎ যে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলছে, তার রয়েছে দ্বৈতভূমিকা একটি চমৎকার জীব হিসেবে অন্যটি সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে।

আমি বিশ্বাস করি এটাই হবে সহজতম যে স্বীকৃতি দেওয়া হোক যে সে একটি বিগঠিত চরিত্র : সে হচ্ছে একটি অসম্পূর্ণ সত্তা। অতীতের দোষগুলি যা অনুদিত হয়েছে এই বর্তমানে

ব্যক্তির চেতনতায় এবং এই দোষগুলিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে অবশ্যই একটি চলমান প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। ধারণাটি হচ্ছে দ্বৈত : একদিকে যা কার্যকরী হয় ব্যক্তির উপর পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ শিক্ষার ধারায়, এবং অন্যদিকে ব্যক্তি পেয়ে থাকে স্বশিক্ষার একটি চেতনাগত স্তর।

এই নতুন সমাজটি যে গঠন ধারার মধ্যে রয়েছে তাকে অত্যন্ত কঠোরভাবে অতীতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে। এটাই তাকে উপলব্ধি করাচ্ছে শুধুমাত্র ব্যক্তিভিত্তিক চেতনতায় নয়, শিক্ষাগত জঞ্জালের ওজন এবং উত্তরণের সময়কালে এই নির্দিষ্ট প্রকৃতিও, তাকে নামিয়ে দিচ্ছে, ব্যক্তিটিকে নিয়মানুযায়ী লালনপালন করে ঠেলে দিচ্ছে নিঃসঙ্গতার স্বাতন্ত্র্যে, যা পণ্য সামগ্রীর সম্পর্কগুলির মত অটলভাবে থাকছে যুক্ত। পণ্য সামগ্রী হচ্ছে ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক কোষ : যতদিন পর্যন্ত উৎপাদনের সংগঠনে এইগুলি উপস্থিত থাকছে এর প্রতিক্রিয়া তাদের অনুভব করাবে এবং যেহেতু মানুষের চেতনায় তা অনুভূত হবে।

মার্কসের কর্ম পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত অন্তস্থল হচ্ছে যে আভ্যন্তরীণ কলহের বিস্ফোরণে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ছিন্ন বিচ্ছিন্নতার ফলস্বরূপ উত্তরণের সময়কালটির রূপান্তর ঘটছে। পরবর্তী সময়ের বাস্তবতা দেখিয়ে দিচ্ছে যে কিভাবে বহু দেশ, দুর্বল অঙ্গগুলি, নিজেদের আলাদা করে নিয়ে এসেছে সাম্রাজ্য-বাদের বৃক্ষ থেকে, এই বিস্ময়টি পূর্বেই লেনিন দেখিয়েছিলেন, ওই সব দেশে ধনতন্ত্র উন্নত হয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে যা থেকে তার প্রভাব এক বা অন্য ধারায় জনজীবনে অনুভূত হয়েছে, কিন্তু এটাই তার আভ্যন্তরিক বিভেদ নয় যা ব্যবস্থাটিকে বিদীর্ণ করেছে তার সব রকমের সম্ভাবনা নিঃশেষ হওয়ার পর।

বিদেশী নির্যাতকদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্যে যে সংগ্রাম, তার মূল হেতু যে সূত্র তা ঘটছে বৈদেশিক কারণ থেকে, যেমন যুদ্ধ, যার পরিণতি হচ্ছে যে সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলি শুষিতের উপর চেপে বসে, স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দেশ্য হচ্ছে নয়া ঔপনিবেশিক শাসনকে সম্পুর্ণ পরাস্ত করা, এই ধারায় এটাই হচ্ছে ব্যবহারিক নীতি। এরপর তৎপর সচেতনতাই বাকিটুকু সম্পন্ন করে।

এই সব দেশে সমাজের জন্যে কাজ করার যে শিক্ষা তা এখন পর্যন্ত অর্জিত হয়নি, ভোগার্থে অধিকার নীতির সহজ ধারার মাধ্যমে যে সম্পদ যথোচিত পাওয়া উচিত তা জনজীবনের নাগাল থেকে রয়েছে বহু দূরে। অনুন্নতার জন্যে এবং ব্যবহারিক নীতির অনুসৃত নিয়মে মূলধন যে ভাবে উড়ে চলে যায় 'সভ্য' দেশগুলিতে সেক্ষেত্রে আত্মত্যাগ ছাড়া একটি দ্রুত পরিবর্তন ঘটানো অসম্ভব। সেখানে রয়েছে একটি দীর্ঘ বিস্তার যা ভরাট করতেই হবে : অর্থনৈতিক ভিত তৈরী করার জন্যে, এবং বস্তুগত পাওয়ার স্পৃহায় দ্রুত উন্নতি সাধনের মার খাওয়া পথের অনুসরণ করার লোভ খুবই বেশী মাত্রায় বর্তমান।

গাছের জন্য বনানীকে না দেখলে সেখানে একটি বিপদ রয়েছে। ধনতন্ত্র আমাদের জন্যে যে সব ভোঁতা অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে গেছে তা দিয়ে সমাজতন্ত্র অর্জন করার এই অদ্ভুত অসাড় কল্পনার জন্যে জেদ ধরার অর্থ দাঁড়াচ্ছে যে একটি কানাগলিতেই পেঁাছনো সম্ভব [পণ্য সামগ্রী হচ্ছে অর্থনৈতিক কোষ লাভ্যাংশ ও ব্যক্তিভিত্তিক বস্তুগত আকর্ষণ, চাবিকাঠি হিসেবে ইত্যাদি]। এবং সেখানে পেঁাছনোটি হচ্ছে একটি দীর্ঘ পথ অতিক্রমণের পর যেখানে অবস্থান করছে বহু বিপরীতমুখী রাস্তা এবং সেখানে এটা উপলব্ধি করা অসুবিধাজনক যে কখন একটি ভুল পথে

চলা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে, এই গৃহীত অর্থনৈতিক ভিত উপেক্ষা করেছে চেতনাগত উন্নতির অগ্রগতি। কমিউনিজম গঠন করার জন্যে, অবশ্যই একই সঙ্গে নতুন মানুষ সৃষ্টি করা চাই বস্তুগত ভিত সৃষ্টির সমান্তরালে।

এই কারণেই এটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ যে জনগণকে সঠিক-ভাবে চলমান রাখার ব্যবহারিক উপায়াদি নির্ধারণ করা। সেই উপায়াদি অবশ্যই মৌলিকভাবে নৈতিক চারিত্রিকতার পরিপ্রেক্ষিতে হওয়া উচিত; বস্তুগত ইনসেনটিভের প্রকৃত ব্যবহার না ভুলে গিয়ে, বিশেষ করে যেগুলো সামাজিক প্রকৃতির।

ইতিমধ্যেই আমি যা বলেছি, যে চূড়ান্ত বিপদের মুহূর্তে এটা সহজ যে নৈতিক ইনসেনটিভেব সক্রিয়তা বাড়ানো যায়ঃ এর প্রভাব রক্ষার জন্যে, এটা প্রয়োজনীয় যে চেতনতাকে উন্নত করা যার মাধ্যমে নতুন বৈশিষ্ট অর্জিত হবে। সার্বিক-ভাবে সমাজ অবশ্যই একটি বিশাল স্কুলে পরিণত হচ্ছে।

এই বিস্ময়ের বৃহৎ বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে ধনতান্ত্রিক চেতনতা গড়ে তোলার ব্যবস্থাবলীর প্রথম স্তরের অনুরূপ। ধনতন্ত্র বলপ্রয়োগই অবলম্বন করে থাকে, কিন্তু আবার এই ব্যবস্থাই জনজীবনকে শিক্ষিত করে। প্রত্যক্ষ প্রচার কার্য করা হয়ে থাকে যাদের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত তারাই ব্যাখ্যার মাধ্যমে জানিয়ে দেয় শ্রেণী শাসনের অবশ্যম্ভাবিতা, যে এই ব্যবস্থাদি ঐশ্বরিক উদ্ভূত অথবা প্রকৃতি কর্তৃক আরোপিত যান্ত্রিক সত্তা কিনা। জনজীবনকে যা শান্ত রাখে, তারা নিজেরাই দেখতে পায় যে অশুভ শক্তি কর্তৃক নির্যাতীত হচ্ছে যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সম্ভব নয়।

এই থেকেই জন্ম নেয় আশা, যা ধনতন্ত্রের পূর্ববর্তী বর্ণগত শাসনের বৈষম্যের ব্যবধান ঘটায় কিন্তু তা পথ দেখাতে পারে না। কারো জন্যে বর্ণগত সূত্র শাসন-শক্তির মধ্যে বর্তমান

থাকে : আজ্ঞানুবর্তীদের নিশ্চল মরদেহ অন্য একটি চমৎকার পৃথিবীর উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে যেখানে ভালোরা পুরস্কৃত হয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর, এবং পুরাতন পুরুষানুক্রমিক প্রথা চলতে থাকে। অন্যান্যদের জন্যে, নতুনের প্রবর্তন : শ্রেণী বিভক্তির বিষয়টি হচ্ছে অদৃষ্টবাদ, ব্যক্তিরা শ্রেণী ত্যাগ করে যেতে পারে কর্মের ধারানুযায়ী যেখানে কাজ করে, উদ্যোগ ইত্যাদি। এই ধারা, এবং যে উন্নতির জন্যে ব্যক্তির শিক্ষা, নিশ্চিতই যা গভীর শঠতাপূর্ণ ভণ্ডামী : এটা হচ্ছে স্বার্থগত ব্যবহারিকতার প্রতি আকর্ষণ গড়ে তোলার শিক্ষাগত প্রকাশ যেখানে মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করানো হয়।*

এই ঐতিহাসিক প্রবন্ধটির সময়কাল হচ্ছে ১৯৬৫ খৃস্টাব্দের মার্চ, এফ্রো-এশিয়ান সোলিডারিটি কনফারেন্সের পর যখন চে গুয়েভারা আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করেছিলেন, অনুধাবন করেছিলেন বৈপ্লবিক সংগ্রামের ভিত এবং অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীলদের বিপ্লব বিরোধী গতিবিধি, কর্মকাণ্ড।

৩রা অক্টোবর ১৯৬৫ খৃস্টাব্দে ফিদেল কাস্ত্রো উদ্ধৃত চিঠিখানির পরিপ্রেক্ষিতে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে উত্থাপিত বক্তব্য এবং 'মানুষ এবং কিউবায় সমাজতন্ত্র' শীর্ষক প্রবন্ধের সঙ্গে কিউবার আভ্যন্তরিক অবস্থাটিকে বিশ্লেষণ করলে পরিচ্ছন্ন ভাবেই দেখা যাচ্ছে যে চে গুয়েভারা স্ব-ইচ্ছায় কিউবা ত্যাগ করেন নি, অথবা বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ারও কোন প্রশ্ন তাঁর মনে ছিল না। তিনি জানতেন যে, যে বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম তা একটি ক্ষুদ্র দেশকে কেন্দ্র করে সম্ভব নয়, পরিবর্তে বিশ্বের দেশে দেশে সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তোলা।

* উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি চে গুয়েভারা লিখিত : 'Man and Socialism in Cuba' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত।

কেননা, চে গুয়েভারার পরবর্তী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রচনা 'সোসালিস্ট প্ল্যানিং' ১২ই এপ্রিল ১৯৬৫ প্রকাশিত, এই রচনাটির** সমাপ্তি টেনেছেন নিম্নোক্ত জনপ্রিয় প্রবাদ বাক্যের উদ্ধৃতি দিয়ে :

ইকোনমিক ক্যালকুলাসের রক্ষকদের উদ্দেশ্যে, নিম্নোক্ত কথাগুলি হবে যথাযথ : 'ভগবান আমাকে রক্ষা করুন বন্ধুদের কাছ থেকে, যাতে আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারি শত্রুদের কাছ থেকে।

কিউবার বাস্তব রাজনীতি তৎসময়ে ক্রেমলিনের অনুকরণে ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে প্রশাসন বিভাগের সর্বোচ্চ কেন্দ্রে স্থান নিয়েছে, যেখানে অগণিত জনগণ অনুপস্থিত। যে কারণে, ১৯৬৫ এপ্রিলে চে গুয়েভারার নিখোঁজ হওয়াকে কেন্দ্র করে যে অভিযোগ : ফিদেল কাস্ত্রোই চে গুয়েভারাকে হত্যা করেছে, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ৩রা অক্টোবর ১৯৬৫ খৃস্টাব্দে ফিদেল কাস্ত্রোর ঘোষণা অনুসাবে : চে গুয়েভারা জীবিত....কিউবার নাগবিকত্ব ইত্যাদি ত্যাগ করে অজানা উদ্দেশ্যে হারিয়ে গেছেন গেরিলা মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত ও পরিচালনার জন্যে। যেহেতু, ৩রা অক্টোবর ১৯৬৫ থেকে ৮ই অক্টোবর ১৯৬৭ কমবেশী দুই বছর চে গুয়েভারার গতিবিধি সার্বিক ভাবে জানা যায় না—যতোক্ষণ না বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধে সর্ববিধ দলিলাদি আত্মপ্রকাশ করে। ৮ই অক্টোবর ১৯৬৭ খৃস্টাব্দেই ফিদেল কাস্ত্রো তথা কিউবা সরকার নিশ্চিত হতে পারল যে 'চে গুয়েভারা' ঐ দিনটিতে বলিভিয়ার একটি অঞ্চলে নিহত হয়েছেন। বলিভিয়া সরকারের এই ঘোষণাকে সত্য বলে মেনে নিয়ে ফিদেল কাস্ত্রো ১৮ই অক্টোবর ১৯৬৭ 'প্লাজা ডি লা রিভলিউশন'-এ 'প্রশংসাযুক্ত' একটি দীর্ঘ বক্তব্য চে গুয়েভারার উদ্দেশ্যে প্রচার করেন নিম্নক্ত শীর্ষক প্রবন্ধ মাধ্যমে :

** 'সোসালিষ্ট প্ল্যানি' শীর্ষক রচনাটির মৌলিকঅংশ 'আর্নেস্টো চে গুয়েভারা কিউবা অধ্যায়' শীর্ষক পুস্তকে ১৪৩—১৫৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছি।

"To Che and to the Heroes Who Fought and Died with him we say : Ever Onward to Victory."

এই রচনায় ফিদেল কাস্ত্রো চে গুয়েভারার উদ্দেশ্যে সবিশেষ প্রশংসা প্রচার মাধ্যমে স্বীয় রাজনৈতিক আদর্শকেও প্রকাশ করে ফেললেন। পাঠকরা দেখতে পাবেন যে চে গুয়েভারার সঙ্গে ফিদেল কাস্ত্রোর যে ব্যবধান তা বিপরীত মেরুর দুই কেন্দ্রবিন্দু—এবং ফিদেল কাস্ত্রোর বিপ্লবী আবরণের অন্তস্থল হচ্ছে বিংশতি কংগ্রেস আদর্শের একেবারে অভ্যন্তরের একজন। ফিদেল কাস্ত্রোর এই দীর্ঘ বক্তব্যের মৌলিক অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করছি :

…এটা কী তা নয় যে আমরা অনুভব করি যে তাঁর মৃত্যু অবশ্যই অনতিবিলম্বে প্রতিক্রিয়া ঘটাবে বিপ্লবী সংগ্রামের বাস্তবতায় ; যে তাঁর মৃত্যু অতি অবশ্যই বিলম্বহীন প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ায় সংগ্রামের উন্নতির বাস্তব অবস্থাকে ব্যহত করবে। প্রকৃত ঘটনাটি হচ্ছে যে যখন চে আবার অস্ত্র তুলে নিলেন তিনি ভাবেননি শীঘ্র বিজয়ী হওয়ার কথা ; তিনি ভাবেননি সাম্রাজ্য-বাদীদের স্তাবক শক্তিগুলির বিরোধী একটি দ্রুত বিজয়। একজন অভিজ্ঞ যোদ্ধা তিনি তৈরী ছিলেন পাঁচ, দশ, পনেরো অথবা প্রয়োজনে কুড়ি বছরের একটি দীর্ঘ সংগ্রামের জন্য। তিনি প্রস্তুত ছিলেন পাঁচ, দশ, পনেরো, কুড়ি বছর অথবা প্রয়োজনে তাঁর সমস্ত জীবন ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া।

যারা ধারণাকে আঁকড়ে ধরে থাকে অমূলক ভাগ্য পরীক্ষার নিঃফল চেষ্টায় তাঁর অভিজ্ঞতা ও সামর্থ নেতা হিসেবে ওরা তাঁকে অস্বীকার করতে পারে। চে ছিলেন অসাধারণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সমর্থ মিলিটারী নেতা। কিন্তু আমরা যখন চে-কে স্মরণ করি, যখন আমরা চে-এর কথা মনে করি, মৌলিকভাবে আমরা তাঁর মিলিটারী গুণাগুণকে ভাবি না, না। যুদ্ধ বিদ্যা হল একটি উপায়

এবং অন্তিম নয়, যুদ্ধবিদ্যা হচ্ছে বিপ্লবের একটি হাতিয়ার। গুরুত্বপূর্ণ বস্তুটি হচ্ছে বিপ্লব, বৈপ্লবিক হেতু, বৈপ্লবিক ধারণা, বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য, বৈপ্লবিক ভাবাবেগ, বৈপ্লবিক গুণাগুণ।

এবং এটা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে যে, ধারণার ক্ষেত্রে ভাবাবেগের ক্ষেত্রে, যে—তাঁর মিলিটারী গুণাগুণ ছাড়া, তাঁর মৃত্যুতে আমরা অনুভব করি বৈপ্লবিক আন্দোলনে মারাত্মক ক্ষতি।

কেননা চে-এর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে এমন সব গুণাগুণ নিয়ে যা একসঙ্গে খুব কমই পাওয়া যায়। তিনি দাঁড়িয়েছিলেন সক্রিয় কর্মের একজন অগম্য মানুষ, কিন্তু চে কেবলমাত্র সক্রিয় কর্মের একজন অগম্য মানুষই ছিলেন না, তিনি ছিলেন চতুর দূরদৃষ্টি এবং বৃহত্তর সাংস্কৃতিক সম্পন্ন একজন মানুষ, একজন গভীর জ্ঞানী—উদ্ভাবক। এটাই হচ্ছে তাঁর ব্যক্তি সত্তায় একজন বিবিধ ধারণার মানুষ এবং সক্রিয় কর্মের একজন মানুষের মধ্যে যা সংযুক্ত ছিল।[১২]

উপরোক্ত যে প্যারাগ্রাফগুলি এখানে উদ্ধৃত করা হল, তা কমবেশী ষাটটি প্যারাগ্রাফের মুখ্য বক্তব্য। স্থূল দৃষ্টিতে ফিদেল কাস্ত্রোর এই বক্তব্যটি থেকে চে গুয়েভারার প্রতি কেবলমাত্র প্রশংসা বাক্য ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যাবে না, মনে হবে বুঝি চে গুয়েভারার প্রতি আদর্শগত ভাবে অনুরক্ত। কিন্তু চে গুয়েভারার মৌল বক্তব্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে ফিদেল কাস্ত্রোর উপরোক্ত বক্তব্য থেকেই জানা যাবে যে চে গুয়েভারার 'সক্রিয়' কর্মাদর্শ পরিপূর্ণ ভাবে ফিদেল কাস্ত্রো বিরোধী।

যেমন মিলিটারী কাস্ত্রো বলছেন: 'চে ছিলেন অসাধারণ বৈশিষ্টপূর্ণ সমর্থ নেতা। কিন্তু আমরা যখন চে-কে স্মরণ করি,

১২—গ্রানমা, ইংরাজী সংস্করণ, ২৯শে অক্টোবর ১৯৬৭।

যখন আমরা চে-এর কথা মনে করি, মৌলিক ভাবে আমরা তাঁর মিলিটারী গুণাগুণকে ভাবি না, না। যুদ্ধ বিদ্যা হল একটি উপায় এবং অন্তীম নয়, যুদ্ধ বিদ্যা হচ্ছে বিপ্লবের একটি হাতিয়ার। গুরুত্বপূর্ণ বস্তুটি হচ্ছে বিপ্লব, বৈপ্লবিক হেতু, বৈপ্লবিক ধারণা, বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য, বৈপ্লবিক ভাবাবেগ, বৈপ্লবিক গুণাগুণ।

এবং এটা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে যে, ধারণার ক্ষেত্রে, ভাবাবেগের ক্ষেত্রে, যে-- তাঁর মিলিটারী গুণাগুণ ছাড়া, তাঁর মৃত্যুতে আমরা অনুভব করি বৈপ্লবিক আন্দোলনে এক মারাত্মক ক্ষতি।

এই বক্তব্যটিকে বিশ্লেষণ করলে ফিদেল কাস্ত্রোর ব্যাখ্যানুসারে যুদ্ধবিদ্যা পরিহার করে যা পাওয়া যাচ্ছে—তা হল : গুরুত্বপূর্ণ বস্তুটি হচ্ছে বিপ্লব, বৈপ্লবিক হেতু, বৈপ্লবিক ধারণা, বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য, বৈপ্লবিক ভাবাবেগ, বৈপ্লবিক গুণাগুণ।

ফিদেল কাস্ত্রোর এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে একটি উদাহরণ অপ্রাসংগিক হবে না যে, বর্তমান রাশিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট লিওনিদ ব্রেজনেভ মহাশয় তাঁদের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে যে বক্তব্য হাজির করেছিলেন, তা খুবই উল্লেখযোগ্য। কয়েকটি লাইন এখানে উদ্ধৃত করছি :

অবশেষে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক নীতির আরেকটি মৌলিক বৈশিষ্ট হচ্ছে তার একাগ্র পন্থা শান্তি, জনগণের নিরাপত্তা ও সৌহার্দ উন্নত করা। সমাজতন্ত্র অন্য কোন গন্তব্যস্থল জানে না—যা হচ্ছে কেবলমাত্র জনগণের স্বার্থ ছাড়া, যা সব কিছুর উপরে পূর্বাহ্নেই মেনে নেয় যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াই, যা, যেমন লেনিন বলেছিলেন ; শ্রমিক জনগণের মারাত্মক যন্ত্রণা।

পার্টির অন্যতম স্লোগান যা এগিয়ে ধরা হয়েছে জনগণের বিপ্লবী একসনকে বাড়ানো শান্তির স্লোগান দিয়ে। শান্তির জন্যে লড়াই আমাদের জন্যে এখনও একটা কর্তব্য প্রগাঢ় শ্রেণী ও

বিপ্লবী অর্থে, কেন না শান্তির জন্যে কাজ করার অর্থ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের সমর-উন্মাদ ও আক্রমণাত্মক দলকে আলাদা করা, এদের বিরুদ্ধে জনগণের মতামতকে ঘুরিয়ে দেওয়া এবং অজনপ্রিয় ফন্দিকে ব্যহত করা।[১৩]

এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে ফিদেল কাস্ত্রো যে পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে যে বক্তব্য উত্থাপন করেছেন, তার সার কথাটি হচ্ছে: চে গুয়েভারার আদর্শ থেকে 'যুদ্ধবিদ্যা' শব্দ প্রয়োগে সশস্ত্র শ্রেণী-সংগ্রামীদের মুক্তি সংগ্রামের মুখ্য তথা মৌলিক পন্থাটিকেই কোন গুরুত্ব না দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছেন, 'মৌলিকভাবে' চে গুয়েভারার 'মিলিটারী গুণাগুণকে' ফিদেল কাস্ত্রো ভাবেন না। 'যুদ্ধবিত্তাকে' শ্রেণীমুক্তির সংগ্রামে বাতিল করলে অবশিষ্ট যা রইল—তা লিওনিদ ব্রেজনেভ যে ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, সেই একই বক্তব্যকে ভাষান্তরে প্রশংসা-বাক্যের আড়ালে চে গুয়েভারার সক্রিয়-কর্মাদর্শকে নামিয়ে এনেছেন বিংশতি কংগ্রেসের আদর্শের পাদপৃষ্ঠে।

তাই মৌলিক কথাটা দাঁড়াচ্ছে তৎসময় এবং বর্তমানের আন্তর্জাতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা 'যুদ্ধবিত্তার' মূল সূত্রের কথা যদি না ভাবেন, তাহলে লেনিন যে মতামত তথা নির্দেশ ব্যক্ত করেছেন:

> যতোদিন পর্যন্ত উৎপাদনের উপায়ের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকছে, ততোদিন এইরূপ অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধগুলি একান্ত অনিবার্য।[১৪]

হয়ে দাঁড়াচ্ছে অর্থহীন। লেনিনের এই ব্যাখ্যা এবং নির্দেশকে বিশ্বের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে দেখা যাবে যে এই ঘোষণার সময়কাল থেকে একটি দিনের জন্যেও যুদ্ধহীন পৃথিবীকে

১৩—**Following Lenin's Course, পৃ: ৫৩।**

১৪—**Lenin Collected Works, Vol—22 P. 90.**

দেখা যায়নি। 'উৎপাদনের উপায়ে ব্যক্তিগত মালিকানার' কারণে এই যুদ্ধ কখনও উত্তাল-উদ্দাম, কখনও সাবেকী ক্ষুদ্র পরিসরে নিয়ন্ত্রিত। স্টালিনের মৃত্যুর পর ১৯৫৩ খৃস্টাব্দে সোভিয়েত রাষ্ট্রে যে পরিবর্তনের শুরু এবং ১৯৬৪ খৃস্টাব্দে শোধনবাদী ক্রুশ্চেভ ধরাশায়ী হওয়ার মধ্য দিয়ে নব্য-বুর্জোয়াদের কব্জায় সোভিয়েত শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রিভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে বুর্জোয়া-ধারা আত্ম-প্রকাশ করল—সেই ইতিহাস কমবেশী বারো বছরের সময়কালে যে কোন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অনুরূপ একটি বা ততোধিক অজুহাত সৃষ্টি করে বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা পরোক্ষে অথবা প্রত্যক্ষভাবে স্বীয় তত্বাবধানে নিয়ে এলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা যে কোনো ধনবাদী দেশ যে ধারা বা পন্থায় করে থাকে, এই নব্য শাসক শ্রেণী সেই একই বুর্জোয়া পন্থা অনুসরণ করছে।

এই পরিস্থিতির মধ্যে, ফিদেল কাস্ত্রোর ব্যাখ্যানুসারে বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দু থেকে 'যুদ্ধবিদ্যাকে' হটিয়ে দিলে 'বিপ্লব' শব্দটির বাস্তব অথবা তত্বগত আদর্শকে কোন্ মূল্যে গ্রহণ করা? এবং এই বিপ্লব শব্দটি আরোও গুরুত্বপূর্ণ চে গুয়েভারার সার্বিক মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে যেখানে চে গুয়েভারার কর্মাদর্শগত জীবন থেকে 'যুদ্ধবিদ্যা'কে পরিহার করা হলে অবশিষ্ট কিছুই থাকে না।

ঘটনাটি হচ্ছে যে, কিউবার সামাজিক ক্ষেত্রে, রাষ্ট্র তথা প্রশাসন ক্ষেত্রে কী ধনতন্ত্রের বীজের অবসান ঘটাতে পেরেছেন ফিদেল কাস্ত্রো? 'যুদ্ধবিদ্যা' যেমন বিপ্লবের ভিত, অনুরূপভাবে সমাজগত ক্ষেত্রে বিপ্লব শব্দটি কোন নাটকের একটি পরিকল্পিত দৃশ্য নয়, পরিবর্তে সমাজের ভিতভূমি। যে কারণে, আদিম-অবস্থা থেকে ক্রমে ক্রমে সামন্তবাদ পেরিয়ে ধনতন্ত্রে পদার্পণ সম্ভব হয়েছে, তেমনি ধনতন্ত্র থেকে জনগণতান্ত্রিক অবস্থাকে নির্মূল করে বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিঃশেষ করে; সাম্যবাদে সামাজিকভাবে

উত্তরণ—যে সমাজে, রাষ্ট্রনেতার স্থান নেই, কেন না, রাষ্ট্রই যেখানে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে, যেখানে এই সমাজ গঠিত হয়েছে সহযোগিতা আর আন্তরিকতার ভিত্তিতে : যেখানে প্রত্যেকে খাটছে সাধ্যমত—নিচ্ছে প্রয়োজনানুসারে।

এই অন্তিম ব্যবস্থায় পৌঁছনোর জন্যে প্রতিটি পদক্ষেপে বিপ্লবের ভিতভূমি : এই 'যুদ্ধবিদ্যা' অপরিহার্য—অপরিহার্য এই কারণে যে 'উৎপাদনের উপায়ে ব্যক্তিগত মালিকানা' যতক্ষণ ব্যক্তিগত থেকে যাচ্ছে—রাষ্ট্রীয় মালিকানাও ব্যক্তিমালিকানার অন্তর্গত ; এই কারণে যে, রাষ্ট্রীয় মালিকানার সংস্থাগুলো পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয় রাষ্ট্রকর্ণধারদের প্রিয়ভাজনদের দিয়ে, যাদের তত্ত্বাবধানে মোসাহেবী আমলাতন্ত্র সাবেকী ধারায় গড়ে ওঠে। এই মোসায়েবী আমলাতন্ত্রীদের সক্রিয় প্রভাব থেকে প্রশাসনের বিধি-ব্যবস্থা কোনোরকমেই রেহাই পায় না—যে কারণে সোভিয়েত রাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের স্বাভাবিক অগ্রগতির পরিবর্তে অধঃপতন ঘটল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাবলীর মধ্যে। রাষ্ট্রীয় মালিকানা তাই ব্যক্তিমালিকানার একটি নিশ্চিত সংস্করণ।

ফিদেল কাস্ত্রো অনুরূপভাবেই কিউবার প্রশাসন ব্যবস্থাকে গড়ে তুলেছেন—যে ব্যবস্থার মধ্যে ফিদেলবাদকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। ফিদেলবাদকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে সর্বপ্রথম, করণীয় হচ্ছে যেসব ব্যক্তি ফিদেলবাদ বিরোধী এবং সমাজগতভাবে রয়েছে অফুরন্ত প্রভাব, তাদের হটিয়ে দেওয়া, প্রয়োজনে নির্মূল করা। 'আর্নেস্টো চে গুয়েভারা—কিউবা অধ্যায়' পুস্তকে পূর্বেই উল্লেখ করেছি ফিদেল কাস্ত্রোর অন্তরঙ্গ কমরেড মেজর উইলিয়াম মর্গান সম্পর্কে, যিনি কিউবা বিপ্লবের আরেকটি বলিষ্ঠ স্তম্ভ—কিন্তু পরিপূর্ণভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী। যে কারণে চে গুয়েভারাকে আদর্শগত শত্রু বলেই গ্রহণ করেছিলেন। এই উইলিয়াম মর্গান

ছিলেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী দ্বিতীয় ফ্রন্টের অধিনায়ক। এবং কমিউনিস্ট বিরোধী জনতার নেতা। এই উইলিয়াম মর্গানকে ১৯৬১ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে 'ডবল এজেন্ট' অভিযোগে ফাঁসী দেওয়া হয়। ফিদেল কাস্ত্রোর সুহৃদ-কমরেড উইলিয়াম মর্গানকে ফিদেল কাস্ত্রো প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চে গুয়েভারার সক্রিয় কর্ম তথা প্রভাবে ফিদেল কাস্ত্রোর জন্যে যে সুযোগ নিয়ে এলো—তা পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করার জন্যে চে গুয়েভারাকে অবশ্যই বাঁচিয়ে রাখলেন—মূলতঃ দুইটি কারণে (১) বিপ্লবী মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হিসেবে সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকা জুড়ে চে গুয়েভারার যে প্রভাব—এবং আফ্রিকা, এশিয়া এবং ইউরোপে যে প্রসার, তা রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ফিদেল কাস্ত্রোকেই প্রতিষ্ঠিত করলো। (২) এই সুযোগে নিজেকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মুখোসে ঢেকে ক্রেমলিন নেতৃত্বের অভ্যন্তরে চলে যাওয়া সম্ভব হল। ল্যাটিন আমেরিকার জনজীবনের হাজার করা নয় শত নিরানব্বই জন খেটে খাওয়া মানুষ যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধী, সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সপক্ষে থাকলে এই বিস্তৃত জনজীবনই ঘুরে দাঁড়াবে ফিদেল কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে। অন্যান্য রাষ্ট্র নেতাদের যে ধ্বংসের মধ্যে যেতে হয়েছে—ফিদেল কাস্ত্রো তা ভাল ভাবেই জানতেন। যে কারণে বিপ্লবী পোষাকে বিপ্লবের বিরোধীতার মধ্যে দিয়ে প্রশাসন ব্যবস্থাবলী মাধ্যমে ফিদেলবাদকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। যে কারণে প্রশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে ফিদেল কাস্ত্রো স্বীয় ব্যক্তিত্বকে সবল করতে লাগলেন।

ফিদেলবাদকে বাঁচিয়ে রাখার যে সম্ভাবনা—তার একমাত্র বাধা হচ্ছে চে গুয়েভারা। কিন্তু চে গুয়েভারাকে প্রকাশ্যে উইলিয়াম

মর্গানের মতো অভিযুক্ত করে ফাঁসী দেওয়া সম্ভব নয়। কেন না, কিউবার হাজার করা খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে নয় শত নিরানব্বই জনই চে গুয়েভারাকে অন্তর থেকে ভালবাসে। সেই চে গুয়েভারাকে অভিযুক্ত করার অর্থ দাঁড়াবে সমগ্র কিউবা হয়ে উঠবে ফিদেল কাস্ত্রো বিরোধী।

যে মানদণ্ডে ক্রেমলিন নেতৃত্বের সঙ্গে ফিদেল কাস্ত্রোর আন্তরিকতা, তা ক্রেমলিনপন্থীদের কাছে অপরূপ। পূর্বেই উল্লেখ করেছি লিওনিদ ব্রেজনেভের ঘোষণা—যে শান্তির সপক্ষে যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াই-এর ধারা এবং ধারণাটির কী রূপ, এর বাস্তব ব্যাখ্যাটি হচ্ছে ধনতন্ত্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান—যে সহঅবস্থান মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভাগ-বাঁটোয়ারা মাধ্যমে দুর্বল দেশগুলিকে শোষণ করা—মানবতার মুক্তির জন্যে যে মহান আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয় বিপ্লব, তা নির্মূল করা, বর্তমান অবস্থাকেই বাঁচিয়ে রাখা। তাই এই ক্রেমলিন নেতৃত্বের কাছে চে গুয়েভারা হচ্ছেন একটি জীবন্ত বিভীষিকা। আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে চে গুয়েভারা যে বক্তব্য উত্থাপন করেছিলেন—সেই বক্তব্যের উৎসকেই নির্মূল করা। ১৯৬৫ ফেব্রুয়ারী থেকে মাত্র তিনটি মাসের মধ্যেই সমাধান করা হয়। পৃথিবীর উদ্দেশ্যে ফিদেল কাস্ত্রো ৩রা অক্টোবর ১৯৬৫ খৃস্টাব্দে যে ঘোষণা করেন—তা থেকেই নিশ্চিত হয়ে গেল যে নিখোঁজ চে গুয়েভারা আর জীবিত নেই। এবার চাই একটি সরাসরি মঞ্চ—যে মঞ্চ থেকে স্বীকৃতি জানানো হবে যে নিখোঁজ চে গুয়েভারা নিহত হয়েছেন—কোন দূর দূরান্তে গেরিলা যুদ্ধের মধ্যে।

কিন্তু সমস্ত ঘটনাটি একটি কুক্ষিগত কেন্দ্রের অভ্যন্তরে গড়ে উঠতে লাগল। ফিদেল কাস্ত্রো উদ্ধৃত ৩রা অক্টোবর ১৯৬৫ খৃস্টাব্দের ঘোষণাকে বিশ্বাস করল না ল্যাটিন আমেরিকার অনেক বিপ্লবী, বৈপ্লবিক সংস্থা, অথবা ব্যক্তিসত্তা। মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে

কেন্দ্র করে যত ধারার বৈপ্লবিক পন্থা—যেমন ট্রটস্কীবাদ, কিংবা মাও সে তুঙ যে ভাবে মুক্তি অর্জনের জন্যে যে সশস্ত্র পন্থা নির্ধারণ করেছেন, চে গুয়েভারার প্রভাবে ল্যাটিন আমেরিকায় সব বৈপ্লবিক তত্ত্ব এক বা অন্য যুক্তি মাধ্যমে মিশে গেছে; যেমন লেনিনবাদী ট্রটস্কীবাদ—যা যথাস্থানে আলোচনা করবো। অর্থাৎ ল্যাটিন আমেরিকার বৈপ্লবিক-চেতনায় যা কেন্দ্রিভূত হল, তাহচ্ছে সশস্ত্র বিপ্লব মাধ্যমে শাসক-শক্তিকে ধ্বংস করা। সংস্কারবাদীদের সঙ্গে কোন আঁতাত নয়, পরিবর্তে এদের বিরুদ্ধে একযোগে লড়াই করা। চে গুয়েভারা তাঁর কিউবার অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে কিউবা রাষ্ট্রের অন্যতম মুখ্য প্রতিনিধি হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পদার্পণ করার পর তাঁর অনুসন্ধিৎসু বৈপ্লবিক মানস লক্ষ্য করল যে বৈপ্লবিক চেতনাকে সার্বিক জনজীবনের মধ্যে প্রসারিত করা। আলজিয়ার্স-এ অনুষ্ঠিত পিপুলস সোলিডারিটি কনফারেন্সে যে ঐতিহাসিক বক্তব্য এবং ব্যাখ্যা উত্থাপন করলেন—সেই বক্তব্যকে কেন্দ্র করেই এগুতে চাইলেন। যে কারণে তাঁর বৈপ্লবিক প্রভাব দুর্বার ভাবে এগিয়ে চলতে গিয়ে হঠাৎ ১৯৬৫ এপ্রিলেই থেমে গেল। দেশে দেশে প্রত্যেকটি বৈপ্লবিক চেতনা উদ্দামভাবে খুঁজতে লাগল: কোথায় চে গুয়েভারা। ল্যাটিন আমেরিকার ট্রটস্কীবাদী চতুর্থ ইণ্টারন্যাশনালের মুখপত্র ইটালী থেকে প্রকাশিত লোট্টা ওপারারিয়া নামক পত্রিকায় ল্যাটিন আমেরিকার চতুর্থ ইণ্টারন্যাশনালের কোন সদস্য একটি প্রবন্ধ মাধ্যমে অভিযোগ তুলেন যে: 'চে গুয়েভারাকে ফিদেল কাস্ত্রোই হত্যা করেছে।'

৩রা অক্টোবর ১৯৬৫ ফিদেল কাস্ত্রো উদ্ধৃত চিঠিখানির গুরুত্ব নিমেষে হারিয়ে যায়। উত্তাল হয়ে ওঠে ল্যাটিন আমেরিকার বৈপ্লবিক জনগণের চেতনা—যে কোথায় চে গুয়েভারা। এই প্রশ্নটি অন্য কাউকে না ভাবালেও ফিদেল কাস্ত্রোকে অবশ্যই দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলল।

অচিরেই ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে প্রচারিত হল যে ল্যাটিন আমেরিকায় অনতিবিলম্বে বিপ্লব শুরু করা—যার জন্যে হাভানায় অনুষ্ঠিত হবে ট্রাই কনটিন্যানটাল কনফারেন্স, জানুয়ারী ১৯৬৬। এই কনফারেন্সের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য যা-ই বলা হোক না কেন, মূলতঃ কার্যতঃ হচ্ছে চে গুয়েভারার নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, যা থেকে হত্যাকারী অভিযোগে অভিযুক্ত ফিদেল কাস্ত্রো মুক্তি পান।

এই কনফারেন্সের মুখ্য সংগঠক হিসেবে ফিদেল কাস্ত্রো তাঁর স্বীয় রাজনৈতিক চেতনাকে আরোও প্রকট ভাবে প্রকাশ করে ফেললেন। তিনটি মহাদেশে বিপ্লব পরিচালনার জন্যে যে বৃহত্তর বৈপ্লবিক আঁতাত প্রয়োজন, তা-ই পরিপূর্ণভাবে বাতিল করা হল। রাশিয়ার তৎকালিন নেতৃত্বের বিপ্লব বিরোধী কর্মপ্রণালীর কারণে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে অনুসরণ করে মাও সে তুঙ নেতৃত্বে দেশে দেশে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি খণ্ডিত হয়েছিল বিপ্লব বিরোধী এবং বিপ্লবী পার্টি হিসেবে। বিপ্লবী অংশ পরিচালিত কমিউনিস্ট পার্টিগুলি পরিচিতি লাভ করেছিল মাওবাদী নামে। ফিদেল কাস্ত্রো এই মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে যেমন সম্মেলনে যোগদানের জন্যে আহ্বান জানাননি, তেমনি ট্রটস্কীপন্থীদেরও আহ্বান জানানো হয়নি। এমন কী চে গুয়েভারার বিশ্বস্ত কমরেডদেরও অবজ্ঞা করা হল—যেমন গুয়াটেমালার ওন সোসা—যিনি গুয়াটেমালার বৈপ্লবিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। চে গুয়েভারা যে ওন সোসাকে একজন দৃঢ় বিপ্লবী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু ফিদেল কাস্ত্রো এই ওন সোসাকে আহ্বান জানাননি, কেন না—ওন সোসা তৎসময়ে গুয়াটেমালার স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র যুদ্ধে ট্রটস্কীবাদীদের সঙ্গে আঁতাত করেছিলেন। যে ট্রটস্কীবাদীরা এক যোগে সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছিল।

কথাটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ১৯৬৫ খৃস্টাব্দে মার্চ মাসে ক্রেমলিনের নেতৃত্বে এবং তত্ত্বাবধানে মস্কোতে বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়—যে সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে মাও-সে-তুঙ-এর নেতৃত্বে পরিচালিত কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে বহিষ্কার করা। আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি হিসেবে চে গুয়েভারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে এই সম্মেলনে কিউবা যোগ দেবে না। কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনাচক্রের পরিপ্রেক্ষিতে কিউবা যোগ দিলেও মস্কোর সিদ্ধান্তের সপক্ষে যেতে অস্বীকার করেছিল।

মস্কোর সেই একই ধারা অনুসরণ করে ফিদেল কাস্ত্রো যাদের বিপ্লবী হিসেবে চিহ্নিত করলেন—এরা প্রত্যেকেই বিংশতি কংগ্রেস অনুগত, সহঅবস্থান নীতির পৃষ্টপোষক ও অনুরক্তদের দিয়ে ফিদেল কাস্ত্রো বিপ্লব সংগঠিত করতে চান—কথাটা হল 'কুজোর সোজা হয়ে ঘুমোবার স্পৃহার' অনুরূপ। কিন্তু ট্রাই কনটিন্যানটাল কনফারেন্সের উদ্দেশ্য অবশ্যই বিপ্লব ত্বরান্বিত করা নয়—পরিবর্তে চে গুয়েভারার মৃত্যুর স্বীকৃতি আদায় করা, যা থেকে ফিদেল কাস্ত্রো হত্যাকারীর অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি পান। পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে যা পরিপূর্ণভাবে জানা সম্ভব।

লেনিনবাদী ট্রটস্কীবাদ, ট্রাইকনটিন্যানটাল কনফারেন্স ১৯৬৬ জানুয়ারী :

১৯৬৬ জানুয়ারী হাভানায় অনুষ্ঠিত ট্রাই কনটিন্যানটাল— কনফারেন্সর উদ্দেশ্য যেমন একদিকে বৈপ্লবিক মুখোসেব আড়ালে বিপ্লব-বিরোধী একটি দৃঢ় উদ্দেশ্যকে ভিত্তি কবে সৃষ্টি হয়েছিল— আন্তর্জাতিক ভাবে তার ভিতভূমি শুরু হয ১৯৫৩ ফেব্রুযারী স্টালিনেব মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত বিংশতি কংগ্রেস থেকে। ১৯৫৬, ১৯৫৭, ১৯৫৮, ১৯৫৯ এবং ১৯৬০ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দেশে দেশে ঔপনিবেশিক প্রথাব বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক গণজাগরণের যে সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয়েছিল, তৎসময়ে সোভিয়েত রাষ্ট্র যদি প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোযাদের তাবেদার কর্তৃক অধিকৃত না হতো, এবং অক্টোবর বিপ্লব ও তৃতীয় আন্তর্জাতিকের ঘোষিত নীতির প্রলেতারিয় সোভিয়েত ও মাও সে তুঙ নেতৃত্বে মহাচীন যদি প্রকৃতই আদর্শগত বৈপ্লবিক ঐক্যে এগিয়ে যেতো, তা থেকে অনুমান করা কঠিন নয় যে; আন্তর্জাতিক প্রলেতাবিয়-বিপ্লব সাফল্য লাভ না করলেও, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশেষভাবে এশিয়া-আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার জনগণ অবশ্যই আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়-বিপ্লবের দিকে আরেকটি বৃহত্তর পদক্ষেপ নিতে পাবতো।

মানবতা প্রতিষ্ঠার সেই বলিষ্ঠতম সম্ভাবনাকে কানা অন্ধ গলির মধ্যে ঠেলে দিয়ে বিংশতি কংগ্রেস নেতৃত্ব সরাসরি মাও-সে-তুঙ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জোট বদ্ধ হল সাম্রাজ্যবাদী ও দেশগত বুর্জোয়াদের সঙ্গে। এই সময়ে ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে ল্যাটিন আমেরিকার

বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে এক অভুতপূর্ব আঘাত হানল কিউবার গেরিলা যুদ্ধ। স্বীকৃত নেতা হিসেবে ফিদেল কাস্ত্রো একজন বিপ্লবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন। কিন্তু, এই জাতীয়তাবাদী গেরিলা যুদ্ধের ভিতভূমে যে মহান বিপ্লবী সত্তা সংকীর্ণ জাতীয়তাকে আন্তর্জাতিক আদর্শে রূপান্তরিত করেছিলেন, সেই মহান বিপ্লবী আর্নেস্টো চে গুয়েভারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিচিতি লাভ করেননি তখনও এবং তিনি অবশ্যই ব্যক্তিগত প্রচারকে সব সময়েই এড়িয়ে যেতেন। যে কারণে ফিদেল কাস্ত্রোর বিপ্লবী-আখ্যা আরোও জোরদার ভাবে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করান হয় –ঘটনাটি যেন ফিদেল কাস্ত্রোই কিউবা গেরিলা যুদ্ধের স্থপতি। এবং স্বাভাবিক ধারায় আন্তর্জাতিক বুর্জোয়া গোষ্ঠির সঙ্গে এক যোগে বিংশতি কংগ্রেস নেতৃত্ব ফিদেল কাস্ত্রোকেই ল্যাটিন আমেরিকার বিপ্লবী আন্দোলনের একমাত্র নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বিপ্লবী আন্দোলনের টুটি চেপে রাখার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে। কার্যতঃ ফিদেল কাস্ত্রোর আদর্শ হচ্ছে আদর্শহীন সন্ত্রাসবাদী ব্যক্তি-একনায়কতাবাদী জাতীয়তাবাদ।

১৯৬১ খৃস্টাব্দে এই ব্যবস্থার ফল স্বরূপ ক্রুশ্চেভ জামাতা এ্যালেক্সি এডজুবেই যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে এসে প্রেসিডেন্ট কেনেডির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে নির্দিষ্ট হল যে: "ইউ-এস-এস-আর অবশ্যই কুড়ি বছরের জন্যে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় শান্তি রক্ষার্থে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা করবে।"[১৫]

ফিদেল কাস্ত্রো এই চুক্তি সম্পর্কে শুধু নীরব নন, নিরুদ্বেগও। এই চুক্তির উদ্দেশ্য পরিষ্কার, অর্থাৎ দুইটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-শাসক একে অন্যের সান্নিধ্যে এই তিনটি মহাদেশকে কাঁচামালের আড়ত হিসেবে ব্যবহার তথা রক্ষা করবে। এবং সেই হেতু, এই

১৫—উইও ইন দি টাওয়ার, হানহুইন-প্রণীত, পৃঃ ২৩১

তিনটি মহাদেশে যাতে বিপ্লবের আগুন ছড়াতে না পারে, তাই এই চুক্তি মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে বিপ্লব-বিরোধী ক্রিয়াকলাপ বিবিধ ধারায় চালিয়ে যেতে থাকে।

এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সত্যমুক্ত কিউবা—চে গুয়েভারার নেতৃত্বে যে অংশ, চে গুয়েভারার নেতৃত্বে যে অর্থনীতির প্রয়োগ, তা এমন অবস্থার সৃষ্টি করল যে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠি অচিরেই চে গুয়েভারার কর্মধারা যাতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, যাতে এগিয়ে যেতে না পারে, এবং ফিদেল কাস্ত্রোর অর্থনীতি যা থেকে প্রাধান্য লাভ করে। কিউবার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে সমান্তরালে দুইটি অর্থনৈতিক ধারা যথা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চে গুয়েভারার নেতৃত্বে তাঁর মিনিস্ট্রি-অব ইনডাসষ্ট্রির অধীনে প্রচলিত ছিল, কিন্তু সরকারী ব্যবস্থাবলীতে ছিল ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে ধনতান্ত্রিক মূল্য-বিধি যেখানে শ্রমের মূল্যায়ণ নির্দিষ্ট ছিল সামগ্রী হিসেবে। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ১৯৬৪ সালে আন্তর্জাতিক বাজারের মানদণ্ডে চিনির দর ছিল ১০ সেণ্ট—কিন্তু রাশিয়া সেই চিনি ৬ সেণ্ট দরে কিউবা থেকে কিনে নিচ্ছিল।[১৬]

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সম্পর্কে ফিদেল কাস্ত্রোর জ্ঞান যাই হোক না কেন, বাস্তবে তিনি ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে বদ্ধ পরিকর। যে অর্থনীতি অবশ্যই বাস্তবে সুযোগ-সন্ধানীদের ঐক্যবদ্ধ রাখে এবং একমেবাদ্বিতীয়ম তত্ত্বের পৃষ্টপোষক হওয়ার দরুণ সাধারণ জনগণ এবং রাষ্ট্র কর্মচারীদের মধ্যে এমন একটি প্রাচীর সৃষ্টি করে, যা থেকে মোসায়েব এবং তাবেদার কর্তৃক মুখ্য নেতাকে একমাত্র নেতা হিসেবে চিহ্নিত রাখে। যেখানে সমাজগত-চেতনা, সমাজগত দায়িত্ব ব্যক্তিস্বার্থের মধ্যে ডুবে থাকে। যুগে যুগে তা ইতিহাসের পাতায় প্রত্যক্ষ করা যায়। ফিদেল কাস্ত্রো

১৬—টাইমস, এশিয়া এডিসন, ২৪শে জানুয়ারী ১৯৬৪, পৃঃ ১৫

তাই এই ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত রাখার জন্যে উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। পশ্চিমী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আরোও আন্তরিকতা নিয়ে মিশে যান। কিউবার যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে ইংল্যাণ্ডের ব্যবসায়ী-কুলের সঙ্গে দশ মিলিয়ন ডলারের চুক্তি করেন।[১৭] রাশিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের অভ্যন্তরের একজন ঘনিষ্ট আত্মীয় হয়ে ওঠেন ফিদেল কাস্ত্রো, ১৯৬৪ সালে দশ মাসের মধ্যে দুই বার রাশিয়া ভ্রমণ করলেন, উপঢৌকন স্বরূপ দশলক্ষ মিলিয়ন ডলার সাহায্য পেলেন।[১৮] এই সাহায্য অবশ্যই ল্যাটিন আমেরিকাকে মুক্ত করার জন্যে বিপ্লব সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে নয়, পরিবর্তে বিপ্লব মুক্ত রাখার জন্যে কিউবার অর্থনৈতিক উন্নতি নামক মুখোসের আড়ালে কিউবাকে বিপ্লব বিরোধী ঘাঁটিতে প্রস্তুত করা।

১৯৬১ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং ক্রুশ্চেভের মধ্যে বিপ্লব বিরোধীতার উদ্দেশ্যে যে কুড়ি বছরের চুক্তি হল, এই চুক্তিকে ভেঙ্গে ফেলে অথবা এই চুক্তির বিরুদ্ধে ফিদেল কাস্ত্রোর পক্ষে যাওয়া কোন রকমেই সম্ভব ছিল না। এর ঐতিহাসিক প্রমাণ হচ্ছে—১৯৬২ থেকে ১৯৬৩ সালের নয় মাসের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে ল্যাটিন আমেরিকাব কুড়িটি রিপাবলিকের মধ্যে পনেরোটি রিপাবলিক চুক্তিবদ্ধ হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিয়োগকারীদের গ্যারাণ্টি দেওয়া হয় যে যুদ্ধবিগ্রহ, বিদ্রোহ, বিপ্লব ইত্যাদির ফলে যাবতীয় ক্ষতির ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এই চুক্তিকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়োগ ৬৪ মিলিয়ন ডলার ক্রমে ১৭৫ মিলিয়ন ডলারে উন্নিত হয়।[১৯] এবং তা ক্রমে বর্দ্ধনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। মার্কিন ব্যবসায়ী সংস্থাগুলোর অন্যতম ডো ক্যামিক্যাল, জেনারেল মটরস, ক্রাইসলার নতুন থেকে নতুন পরিকল্পনা নিয়ে বিবিধ ধারার

১৭—ঐ   ১৮—টাইমস উইকলি নিউজ মেগাজিন, ভল-৮৩, নং ৪, ২৫।১।৬৪

১৯—টাইম, ১৯শে মার্চ ১৯৬৫, পৃঃ ৫৬

মালটিমিলিয়ন ডলার প্রজেক্ট গড়ে তোলার কাজে নিয়োগ করে। এই সঙ্গে ইউ-এস স্টীল, ইউনিয়ন কারবাইড এবং আলকোয়াও সঙ্গী। চিলির সরকার ইতিমধ্যেই মার্কিনি ক্যারো ডি পাস এণ্ড কোম্পানী যে সংস্থাটি চিলির তাম্রখনির বৃহত্তর মালিক, এবং ক্যানিকট্ ও এ্যানাকোণ্ডা সংস্থাগুলিকে অনুরোধ জানায় যে ১৯৭০ সালের পূর্বে যাতে এই মার্কিনি সংস্থাগুলো তাদের নিয়োগ ৪১০ মিলিয়ন ডলার নিয়ে আসে।[২০]

যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উঁচুমহল কয়েকটি দেশের নড়বড়ে সরকার, যেমন বলিভিয়া-উরুগুয়ে-কোলোম্বিয়া এবং আর্জেনটিনিয়ার শাসকদের শক্তি সম্পর্কে সন্দিহান, এবং এদের দুর্বল অবস্থাকে যাতে শক্তিশালী করা যায়, তার ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিল। এক কথায়, কোন বৈপ্লবিক অবস্থা যাতে ফলপ্রসূ না হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা দেশগত বুর্জোয়ারা এই সাহায্যের জন্যে ভীতগ্রস্ত না হওয়ার কারণটি হচ্ছে: ল্যাটিন আমেরিকার রাজনীতিতে কাস্ত্রোর প্রভাব হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। টাইম মেগাজিন জানাচ্ছেন: "The Chief reason for this rise is an improvement in Latin America's political posture. Casrto's influence has waned, and so have fears of Communist take-overs. More governments are moving towards stability."[২১]

ল্যাটিন আমেরিকার বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে ভাঁটা পড়ায় বাস্তবে ফিদেল কাস্ত্রো প্রত্যক্ষভাবেই ছিলেন আনন্দিত। বৈপ্লবিক পরিস্থিতিকে শিথিল করার উৎসে "বিপ্লবী" ফিদেল কাস্ত্রোরও অবদান কম নয়। প্রকৃত পক্ষে ফিদেল কাস্ত্রোর বাস্তব কর্মপ্রণালীই মূল কারণ। চে গুয়েভারা কিউবার সমাজ জীবনে বিদেশী হওয়ার

২০—ঐ ২১—ঐ

দরুণ তাঁর পক্ষে, তিনি যতটা করতে পেরেছিলেন, এর বেশী করা সম্ভব ছিল না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাজনীতি যেমন পরিচ্ছন্নভাবে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তেমনি কিউবা তথা সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকাও বিভক্ত হয়ে যায়।

কমিউনিস্ট মুখোসে আবৃত প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠির প্রভাবও কমে আসতে থাকে, মূলতঃ একদিকে মাও সে তুঙ নেতৃত্বে এবং অন্যদিকে চে গুয়েভারার নেতৃত্বে বিপ্লবী সত্তা তথা সংগঠনগুলি বৈপ্লবিক স্বাতন্ত্র্য নিয়ে নিজেদের চিহ্নিত করে। বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির মতো ল্যাটিন আমেরিকাতেও তা অনুসৃত হয়। যে প্রতিক্রিয়ায় কিউবার সমাজজীবনে এক দুরন্ত ঝড় তুলল। বিপ্লবী রাষ্ট্র-শাসক হিসেবে ফিদেল কাস্ত্রো ঘোষণা করলেন একটি কমিউনিস্ট সম্মেলন অচিরেই সংগঠিত করা। ডিসেম্বর ১৯৬৪ হাভানায় অনুষ্ঠিত হল ল্যাটিন আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সম্মেলন।

এমন একটি মারাত্মক আদর্শগত প্রশ্নে ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে: চীন-রাশিয়ার এই আদর্শগত যুদ্ধে কিউবা তথা ল্যাটিন আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ভূমিকা হবে নিরপেক্ষ।

এমন গুরুতর আন্তর্জাতিক প্রশ্নে—শ্রেণীমুক্তি সংগ্রামের ঐতিহাসিক মুখ্য প্রশ্নটিকে চীন-রাশিয়ার দেশগত প্রশ্নে নামিয়ে এনে নিরপেক্ষ ভূমিকার অর্থ কী হতে পারে। অর্থাৎ ফিদেল কাস্ত্রো নেতৃত্ব পরিচ্ছন্ন ভাবে নিরপেক্ষতার নামে আরেকটি মুখোস সৃষ্টি করল, বিপ্লব এবং বিপ্লব-বিরোধী পন্থা দু'টিকে একই সমান্তরালে নিয়ে এল। এই নিরপেক্ষতার তত্ত্ব কার্যক্ষেত্রে ফিদেল কাস্ত্রোর বাস্তব ভূমিকায় পাওয়া যাচ্ছে পরিপূর্ণ বিপ্লব বিরোধীতা যে কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে তাদের নিয়োগ বাড়ানো সম্ভব হয়েছিল।

ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে কিউবার ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে চে গুয়েভারার ভূমিকা এবং কর্মধারার প্রকাশ সম্পূর্ণভাবে ফিদেল কাস্ত্রোর নীতিগত কর্মপন্থার বিরুদ্ধে। ফিদেল কাস্ত্রোর নিরপেক্ষ নীতি অবশ্যই চে গুয়েভারা অনুসরণ করেন নি। ঘটনাটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ যে হাভানায় অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সম্মেলনে যে নিরপেক্ষ নীতি গৃহীত হল ১৯৬৪ ডিসেম্বর—ঠিক এই সময়ে ১১ই ডিসেম্বর ১৯৬৪ চে গুয়েভারা ইউনাইটেড নেশনস-এর জেনারেল এসেম্বলীতে যে দীর্ঘ বক্তৃতা করেছিলেন, যা থেকে পাঠকরা দেখতে পাবেন যে চে গুয়েভারা আদর্শগত প্রশ্নে শুধু পরিচ্ছন্নই নন, পরিপূর্ণ দৃঢ়, সেই বক্তব্যের কয়েকটি লাইন আবার উদ্ধৃত করছি :

> এই সব প্রত্যেকটি অংশে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদীরা তাদের বক্তব্যের বাস্তব প্রয়োগের চেষ্টা থেকে এটা বোঝা প্রয়োজনীয় যে সহঅবস্থানের নীতি কী হওয়া উচিত। যেখানে সমাজতান্ত্রিক ক্যাম্পের সঙ্গে নির্যাতীত জনগণ রয়েছে ঐক্যবদ্ধ তাদের অবশ্যই দেখিয়ে দেওয়া কর্তব্য যে সহ-অবস্থানের প্রকৃত অর্থ কী হবে, এবং এটা ইউনাইটেড নেশন্স-এর কর্তব্য যা সমর্থন করা।
>
> আমাদের নিশ্চয়ই বলতে হবে যে যা কেবলমাত্র স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ধারণার যে সম্পর্ক তার সংজ্ঞা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা উচিত। মার্কসবাদী হিসেবে জাতিগুলির সম্পর্কের মধ্যে যে ভাবে আমরা রক্ষা করছি শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান তা কিন্তু শোষক এবং শুষিত, নির্যাতীত এবং নির্যাতকের মধ্যে সহ-অবস্থান হতে পারে না।[২২]

এই বক্তৃতকালে চে গুয়েভারাকে লক্ষ্য করে তিনজন কিউবান যুবক ব্যাজোকা মাধ্যমে গুলি ছুড়ে হত্যা করতে চায়।[২৩] যদিও

২২—লেখকের আর্নেস্টো চে গুয়েভারা-কিউবা অধ্যায় পৃঃ ১৭৯ দ্রষ্টব্য

২৩—ঐ, পৃ ১৯১

এরা ব্যর্থ হয়। মার্কিন সরকার এদের বন্দী করে এবং জবানবন্দী থেকে জানা যায় যে এই তিন জন কিউবান যুবক হচ্ছে কাস্ত্রো বিরোধী। কিন্তু মূল প্রশ্নটি হচ্ছে যে গুয়েভারাকে হত্যা করে তো কাস্ত্রোর রাষ্ট্র শাসনের হেরফের ঘটানো সম্ভব নয়। তেমনি চে গুয়েভারার নির্দেশে ফিদেল কাস্ত্রো রাষ্ট্রশাসন পরিচালনা করেন না। তাই চে গুয়েভারাকে ১১ই ডিসম্বর ১৯৬৪ খৃস্টাব্দে হত্যার চেষ্টার আভ্যন্তরিক উদ্দেশ্যটি অবশ্যই চাপা পড়ে থাকল। কিন্তু ঐতিহাসিক দিক থেকে এই হত্যার চেষ্টার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ফিদেল কাস্ত্রো উদ্ধৃত চে গুয়েভারার তারিখ বিহীন ৩রা অক্টোবর ১৯৬৫ খৃস্টাব্দে ঘোষিত চিঠিখানি, ট্রাইকনটিন্যানটাল কনফারেন্সে চে গুয়েভারার হত্যাকারী অভিযোগে অভিযুক্ত ফিদেল কাস্ত্রোর বক্তব্য এবং বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধে নিহত চে গুয়েভারার মৃত্যু ঘোষণার মধ্যে দিয়ে যে সমাপ্তি।

ইউ-এন য় চে গুয়েভারার ঐতিহাসিক ঘোষণা আরোও প্রচণ্ড-ভাবে দুর্বার হয়ে ওঠে—যখন চে গুয়েভারাকে দেখা যায় মাত্র দুই মাস পর ১৯৬৫ ফেব্রুয়ারী আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত এফ্রো-এশিয়ান পিপুলস সোলিডারিটি কনফারেন্সে। এই সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে চে গুয়েভারা চীন দেশে গিয়েছিলেন—সময়কালটি শুধু লক্ষণীয় নয়, অতীব গুরুত্বপূর্ণ - এই সময়ে মহাচীনে পোষাকী কমিউনিস্ট সংশোধনবাদী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠির বিরুদ্ধে মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছিল আগুয়ান। যদিও চে গুয়েভারার চীন ভ্রমণ সম্পর্কে কোন দলিলাদি পাওয়া যায়নি, কিন্তু আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা থেকে মহাচীন ভ্রমণের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।*

*—এই পুস্তকের ৩১-৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য

ইউ-এন এবং আলজিয়ার্স-এ উত্থাপিত চে গুয়েভারার আদর্শগত ও বিশ্লেষিত বক্তব্যগুলিকে পাশাপাশি রেখে, ইউ-এন য় তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্য আরোও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে চে গুয়েভারার মৃত্যুই নির্ধারিত হয়ে গেল। অর্থাৎ চে গুয়েভারাহীন কিউবার উপস্থিতি অর্থাৎ ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্ব সম্পর্কে রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর কোন দুঃশ্চিন্তা নেই। কেন না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগি হিসাবে বর্তমান রাশিয়ার সমঝোতা মাধ্যমে সারা বিশ্বকে ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছে। কেবলমাত্র একদিকে মাও নেতৃত্ব এবং অন্যদিকে চে গুয়েভারার প্রচারহীন বৈপ্লবিক কর্মধারাই একমাত্র বাধা সৃষ্টির উৎস—এই দুই বাধাকে নির্মূল করা একান্ত কর্তব্য বলে ফিদেল কাস্ত্রোও গ্রহণ করেছিলেন। যে কারণে ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে কোন সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মধারা গ্রহণ করা তো দূরের কথা, সামান্য প্রস্তাব নেওয়াও সম্ভব নয়। সম্ভব নয় বলেই দেখা যায় যে ট্রাইকনটিন্যানটাল কনফারেন্সের উদ্যোক্তা, সংগঠকরা হচ্ছে ক্রুশ্চেভ-ব্রেজনভী কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব, যারা নিজেদের নিরপেক্ষ রেখেছে, আবার সমান্তরালে বিংশতি কংগ্রেস সৃষ্ট সহঅবস্থান নীতির সক্রিয় সমর্থক। এরাই ১৯৬৪ ডিসেম্বর হাভানায় অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টি সম্মেলনে গৃহীত নিরপেক্ষ নীতির ধারক, আবার ১৯৬৬ জানুয়ারী ট্রাইকনটিন্যানটাল কনফারেন্সে সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকা জুড়ে সশস্ত্র বিপ্লব চালু করার প্রস্তাবক, সমর্থক, সংগঠক।

এই সম্মেলনে ফিদেল কাস্ত্রোর ঘোষণায় যে রাজনীতি আত্মপ্রকাশ করল, তা আরোও বিস্ময়কর—সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকা জুড়ে যে বিপ্লব চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, এই বিপ্লবে ট্রটস্কীপন্থীদের সঙ্গে এক যোগে মাওধারার কমিউনিস্ট পার্টি তথা এদের সমর্থক যে সব বিপ্লবীরা বৈপ্লবিক কর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন—তাদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হল।

তৎসময়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, যেমন চে গুয়েভারার তৎপর ক্রিয়াকলাপ থেকেই ল্যাটিন আমেরিকার ঘনিষ্ট বৈপ্লবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে মাও নেতৃত্বের সঙ্গে ১৯৬১-১৯৬২ খৃস্টাব্দ থেকেই, যে কারণে "পিকিং-এ সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আগন্তুক ও বাসিন্দাদের সংখ্যা যারপর নাই বেড়ে যায়।"[২৪]

কিন্তু ১৯৬১ খৃস্টাব্দে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতার চুক্তির কারণে এবং স্বাভাবিকভাবে রাশিয়ার অর্থনৈতিক চাপে "ফিদেল কাস্ত্রো পিকিং-এর সঙ্গে ঝগড়া শুরু করলেন চাউল এবং চিনির প্রশ্নে এই উদ্দেশ্য থেকে যাতে মস্কোয় সরবরাহের রেকর্ড সরাসরি রক্ষিত হয়।"[২৫]

তাই একদিকে প্রত্যক্ষভাবে ল্যাটিন আমেরিকায় চে গুয়েভারার বৈপ্লবিক তৎপরতা এবং অন্যদিকে মাও নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক বিপ্লবের সক্রিয় আহ্বান এক বিস্ময়কর বৈপ্লবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হল। তৎসময়ে ল্যাটিন আমেরিকার বহু বিপ্লবী প্রতিনিধিদের মাও বলেছিলেন:

> প্রধান বিষয়টি হচ্ছে যে, অর্থাৎ শান্তি নির্ভর করে মূলতঃ পৃথিবীব্যাপী জনগণ কর্তৃক সশস্ত্র সংগ্রাম এগিয়ে নেওয়ার উদগ্রীবতার উপর।[২৬]

অর্থাৎ রাষ্ট্রশাসকদের চুক্তির মাধ্যমে সাবিক শান্তি আসতে পারে না। শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান নীতি অনুসারে শাসকমণ্ডলীর শান্তি-চুক্তি প্রকৃতপক্ষে স্বীয় প্রশাসন ব্যবস্থার জন্যে একতরফা ব্যাঘাতহীন শাসন ব্যবস্থা—যে শাসন ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ায় সাবিক জনগণের

২৪—রেড চায়না টু ডে, এডগার স্নো, পৃঃ ২২৩

২৫—ফিফটি ইয়ার্স অব কামউনিজম, পৃঃ ১৯৯

২৬—Wind in the Tower, by Han Suyin, পৃঃ ২০৫

জন্যে নির্দিষ্ট থাকছে ক্রম প্রবাহিত জীবনযন্ত্রণা। যে কারণে যুক্তরাষ্ট্রের দেশরক্ষা সচীব রবার্ট ম্যাকনামারা ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫ ঘোষণা করেন : "শান্তি বিঘ্নিত করার একমাত্র শত্রু হচ্ছে চীন, ইউ-এস-এস-আর নয়।"[২৭]

রবার্ট ম্যাকানামারার উপরোক্ত ঘোষণার ভিত হচ্ছে যে মাও নেতৃত্ব আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর উদ্দেশ্যে পুস্তকাকারে ঘোষণা করেছিলেন ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪ :

> আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় বিভক্তিকারক হচ্ছে সি-পি-এস-ইউ-এর নেতৃত্বই।[২৮]

রবার্ট ম্যাকনামারার ঘোষণা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে বিপ্লবী শ্রেণী সংগ্রামকে বিভক্ত রাখতে পারলেই তাদের শোষণ-শাসনের রাজত্ব চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। মাও নেতৃত্বে এই পুস্তক প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই মার্কিন দেশরক্ষা সচীবের বক্তব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিষ্কার হয়ে গেল।

এককালের স্টালিনপন্থী, পরবর্তী সময়ে ক্রুশ্চেভপন্থী এবং ক্রুশ্চেভের অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে জাদরেল ব্রেজনেভপন্থী মিখাইল সুসলভ, প্রতিক্রিয়াশীল পার্টির অন্যতম তাত্বিক, তাদের সহযোগী পার্টিগুলিকে একখানি চিঠি মাধ্যমে জানিয়ে দেন যে: চীনা কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্বের সঙ্কীর্ণতা এবং ট্রটস্কীপন্থার বিরুদ্ধে অবশ্যই লড়তে হবে এবং এদের কার্যকলাপকে কোন মূল্যই না দেওয়া।[২৯]

কিউবার বৈদেশিক নীতির প্রবক্তা হিসেবে চে গুয়েভারা অবশ্যই সি-পি-এস-ইউ-এর বিপ্লব বিরোধী, মাও বিরোধী সাংগঠনিক প্রতি-

২৭—ঔ, পৃঃ ২৯৮

২৮—ঐ, পৃ ২৮৯

২৯—ঐ, পৃ ২৮৯

ক্রিয়াশীল কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কিউবার পররাষ্ট্র নীতিকে বলিষ্ঠ ধারায় এগিয়ে নিয়ে চলেছিলেন—একই সঙ্গে শুধু ল্যাটিন আমেরিকায় নয় সারা বিশ্বের দেশে দেশে যাতে গড়ে ওঠে বৈপ্লবিক আবহাওয়া, বৈপ্লবিক চেতনা, আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু ফিদেল কাস্ত্রো নেতৃত্ব অবশ্যই দেখতে পাচ্ছিল যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মাও নেতৃত্বে চীন জনসংখ্যা ব্যতিরেকে বিশ্বশক্তি হিসেবে গণ্য নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া দুইটি পরাক্রান্ত বিশ্বশক্তি সমগ্র পৃথিবীকে ভাগাভাগি করে রেখেছে। এক থেকে অন্যের বিরুদ্ধে যাওয়ার অর্থ দাঁড়াবে সারা বিশ্বের প্রত্যেক রাষ্ট্র শাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো—যার বাস্তব অর্থ হচ্ছে ফিদেল কাস্ত্রো নেতৃত্বকে রাষ্ট্রশাসক হিসেবে রক্ষা করা হয়ে উঠবে অসম্ভব। একমাত্র মাও নেতৃত্বে চীন রাষ্ট্রের সমর্থনে শাসনব্যবস্থা বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। ভুখা জনগণের সমর্থনে রাষ্ট্রক্ষমতা রক্ষা করা যায় না বলেই বিপ্লবী ফিদেল কাস্ত্রো বিপ্লব বিরোধী হয়ে উঠলেন।

উপরোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে স্মরণ রেখে ফিদেল কাস্ত্রো উদ্ধৃত ৩রা অক্টোবর ১৯৬৫ খৃস্টাব্দের তারিখ বিহীন চিঠিখানির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৬ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত ট্রাইকনটিন্যানটাল কনফারেন্সের প্রস্তাবাবলী তথা কর্মকাণ্ডগুলিকে দেখতে হবে—এ থেকেই উত্তর পাওয়া যাবে চে গুয়েভারাকে কবে, কখন এবং কোথায় হত্যা করা হয়েছে, জানা যাবে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের মৌলিক উদ্দেশ্য, জানা যাবে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের প্রকৃত সংগঠক, পরিকল্পক কে?

যে ঢাকঢোল পিটিয়ে ট্রাইকনটিন্যানটাল কনফারেন্সের আয়োজন করা হল—যে অচিরেই ল্যাটিন আমেরিকায় বিপ্লব শুরু করা—সেই পরিকল্পিত বিপ্লব শুরু করার পূর্বে এই কনফারেন্সে ফিদেল কাস্ত্রো আবিষ্কার করলেন যে ল্যাটিন আমেরিকায় যারা বিপ্লব বিরোধী: এরা হচ্ছে ট্রটস্কীবাদী দলগুলি। পাঠকরা স্মরণ করবেন যে এই

ট্রটস্কীবাদীদের চতুর্থ ইণ্টারন্যাশনালের অন্যতম এক সদস্য কর্তৃক লিখিত রচনাটি তাদের মুখপাত্র "লোটটা ওপাররিয়া" নামক পত্রিকায়—যা ইটালী থেকে প্রকাশিত—আত্মপ্রকাশ করে ১৯৬৫ খৃস্টাব্দে, মুখ্য সারমর্মটি হচ্ছে :"

ফিদেল কাস্ত্রোই চে গুয়েভারাকে হত্যা করেছে ল্যাটিন আমেরিকায় বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রামী প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করার জন্যে।

এই অভিযোগের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ট্রাইকনটিন্যানটাল কনফারেন্সে কোন ট্রটস্কীপন্থী পার্টি তথা ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি, আমন্ত্রণ করা হয়নি এমন কোন বিপ্লবীকে যারা ট্রটস্কীপন্থী নন, কিন্তু বৈপ্লবিক বৃহত্তর ঐক্যে ট্রটস্কীপন্থীদের সঙ্গে কোন সমঝোতা বা আঁতাত করেছেন। উল্লেখযোগ্য যে, তৎসময়ে বৃহত্তর বৈপ্লবিক আঁতাত মাধ্যমে গুয়াটেমালায় ট্রটস্কীপন্থীদের সঙ্গে একযোগে বিপ্লব পরিচালনা করছিলেন যে ওন সোসা—যিনি চে গুয়েভারাব আদর্শগত অতি নিকটতম কমরেড, সেই ওন সোসাকেও আমন্ত্রণ করা হয়নি। পরিবর্তে সেই ওন সোসাকে খুবই নোংরা ভাষায় বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন ফিদেল কাস্ত্রো নিম্নোক্ত বক্তব্য উত্থাপন করে :

এটা কোন রকমেই একটি ক্রমধারার ঘটনা নয় যে এই ভদ্রলোক, চতুর্থ ইনটারন্যাশনালের নেতা, গর্বিতভাবে গুয়াটে-মালা ও নভেম্বর-১৩ আন্দোলন সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, কারণ এই আন্দোলন সম্পর্কে ইয়াংকী সাম্রাজ্যবাদ অন্যতম স্থির কৌশল ব্যবহার করেছে যা থেকে বিপ্লবী আন্দোলন ধ্বংস করা যায়, অথাৎ চতুর্থ ইনটারন্যাশনালের এজেন্টদের ক্ষিতি ঘটিয়ে···

যেহেতু বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে চতুর্থ ইনটারন্যাশনাল প্রকৃতই কী করছে, জনসাধারণের বাকী অংশকে আলাদা করেছে, সমগ্র জনজীবনকে আলাদা করেছে, বুদ্ধিহীনতা দিয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত করেছে, কলঙ্ক রটনা ও বিরোধীতা এবং ঘৃণা উদ্রেক-

কারক সবকিছু রাজনীতির ক্ষেত্রে আজকার দিনের ট্রটস্কীবাদ। যদি কোন এক সময়ে ভ্রমাত্মক অবস্থায় ট্রটস্কীবাদ প্রতিনিধিত্ব করে থাকে, যদি অবস্থাটি রাজনৈতিক ধারার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, পরবর্তী বছরগুলিতে ট্রটস্কীবাদ হয়ে ওঠেছে সাম্রাজ্যবাদী এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের অশ্লীল যন্ত্র।

এটা কীভাবে ঘটল? ওন সোসা, সন্দেহহীনভাবে, একজন দেশপ্রেমিক অফিসার। ওন সোসা এই আন্দোলনের একটি অফিসার গ্রুপের নেতৃত্ব করে—প্রকৃতপক্ষে মার্সেনারী সৈন্য যারা পরবর্তী সময়ে গাইরন দখল করে এবং আন্দোলনকে ধ্বংস করতে অংশ নেয়—এবং একজন ব্যক্তির মাধ্যমে যে ছিল একজন মহাজন (মার্চেন্ট), যে এই আন্দোলনের রাজনৈতিক অংশের দায়িত্ব নেয়, চতুর্থ ইনটারন্যাশনাল বিষয়গুলির ব্যবস্থা করে এমন ভাবে যাতে এই নেতা, যিনি রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক সমস্যাগুলির জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ, ট্রটস্কীবাদের এজেন্টদের যিনি মেনে নিলেন, আমাদের সামান্যতম সন্দেহ নেই, যে তিনি সাম্রাজ্যবাদের একজন এজেন্ট—একটি সংবাদপত্র সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে চতুর্থ ইনটারন্যাশনালের প্রোগ্রাম মাথা থেকে পা পর্যন্ত কপি করে ছেপে নিলেন।

·· এবং আমরা আশাকরি যে ওন সোসা, যাঁর দেশপ্রেমিক কামনা সংগ্রামের শুরুতে সন্দেহহীন ছিল, এবং সৎ মানুষ হিসেবে তার অবস্থান সন্দেহাতীত—যদিও বিপ্লবী নেতা হিসেবে কার্যধারা সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট আপত্তি আছে—ওই সব পদার্থের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে দীর্ঘ সময় নেবে না এবং গুয়াটেমালার বৈপ্লবিক আন্দোলনে আবার যোগ দেবে।[৩০]

৩০—রুবেন গেরিলাজ ইন ল্যাটিন আমেরিকা, পৃ ১১০

ফিদেল কাস্ত্রোর মূল রাজনৈতিক বক্তব্য থেকে মুখ্য কথাটি পরিষ্কার হয়ে উঠে যে ল্যাটিন আমেরিকায় সশস্ত্র বিপ্লব সমাধা করতে একমাত্র বাধা হচ্ছে: ট্রটস্কীবাদ। যে ওন সোসাকে সমালোচনা করে ট্রটস্কীবাদকে বাতিল করছেন ফিদেল কাস্ত্রো—সেই ওন সোসা তৎসময়ে ট্রটস্কীবাদীদের সঙ্গে আঁতাতে সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। উল্লেখ করা অপ্রাসংগিক হবে না যে তৎসময়ে ক্রুশ্চেভ-ব্রেজনেভী ভেকধারী কমিউনিস্ট পার্টি অবশ্যই এই সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধে যোগ দেয়নি, একমাত্র ওন সোসার পার্টি এবং ট্রটস্কীবাদীরা এই সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এবং দেশগত সুবিধাভোগিদের শাসনমুক্ত করার জন্যে। এই পরিস্থিতিতে ফিদেল কাস্ত্রো তথা তাদের আন্তর্জাতিক সহযোগিরা ওন সোসার সঙ্গে যোগ দিলে কী ট্রটস্কীবাদীদের সঙ্গে আঁতাতের প্রয়োজন একান্ত হয়ে উঠত? ওন সোসা নিম্নোক্ত বুলেটিন মাধ্যমে তাঁর পার্টির রাজনৈতিক আদর্শকে পরিচ্ছন্নভাবে তুলে ধরেছেন। পাঠকদের জন্যে যা উদ্ধৃত করা হল:

> সৈনিকরা: তোমার কৃষক ভাইদের গুলি করতে অস্বীকার কর। গ্রামগুলিকে জ্বালিয়ে ফেলতে অস্বীকার কর, অস্বীকার কর অত্যাচার করতে।
>
> সৈনিকরা: তোমাদের বন্দুক ঘুরিয়ে ধর ওদের দিকে যারা কৃষকদের লুণ্ঠন করে নির্যাতন করে। আমাদের এই সংগ্রাম যা হচ্ছে তোমাদের সংগ্রাম: এটা হচ্ছে জমির জন্যে সংগ্রাম এবং শ্রমিক ও কৃষকদের সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম।
>
> সৈনিকরা: গ্রামে গ্রামে কৃষক কমিটিগুলিকে সমর্থন কর, সংগঠিত কর, অন্যান্য সৈনিকদের সঙ্গে এক যোগে, তোমাদের ব্যারাকে, গ্যারিসনে এবং পোস্টগুলিতে গোপন কমিটি গড়ে

তোল, আলোচনা কর কী ভাবে কৃষকদের এবং গেরিলা সংগ্রামকে সাহায্য করতে পার।

সৈনিকরা: কৃষক কর্তৃক জমি দখল সমর্থন কর! জমি হচ্ছে তার যে কর্ষণ করে, লতিফানডিসডাস অথবা ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানীর নয়!

সৈনিকরা: সেই সব অফিসারদের বিচারের জন্যে দাঁড় করাও যারা তোমার কৃষক ভাইদের উপর অত্যাচার করেছে, হত্যা করেছে।

সৈনিকরা: কৃষক গোরিলা ফোর্সকে ঐক্যবদ্ধ কর, কৃষক মিলেসিয়ায় যোগ দাও!

সৈনিকরা: গেরিলা তোমাদের শত্রু নয়। এরা হচ্ছে শ্রমিক, ছাত্র এবং কৃষক যারা জমির জন্যে যুদ্ধ করে।

কৃষক-শ্রমিক এবং সৈনিকদের আঁতাত এগিয়ে নিয়ে যাও, কৃষকদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে, কৃষকদের উপর মিলিটারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং লতিফানডিওসকে বাতিল করার জন্যে, শ্রমিক, ছাত্র, কৃষক তোমরা সশস্ত্র হও!

রিভলিউশনারী মুভমেন্ট অব ১৩ নভেম্বর, গুয়াটেমালা, ২রা অক্টোবর ১৯৬৪।[৩১]

ওন সোসা কর্তৃক এই যে আহ্বান, এই যে আবেদন, তা শহুরে আরামকেদারায় বসে অবশ্যই করেননি, অবশ্যই শহুরে জনসভার ময়দানে মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে করেননি—পরিবর্তে সশস্ত্র গেরিলা বাহিনীর গেরিলা সংগ্রামের ফ্রন্ট লাইন থেকে, সশস্ত্র সংগ্রামের অভ্যন্তরে থেকে জানিয়েছেন বৈপ্লবিক আহ্বান।

পাঠকরা স্মরণ করবেন ১৯৫৩/৫৪ খৃস্টাব্দে আরবেঞ্জ সরকারের

৩১—ঐ, পৃ ৯২-৯৩

পতনের মূল কারণ সম্পর্কে চে গুয়েভারা তাঁর অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিভঙ্গীকে ব্যাখ্যা করেছেন—ব্যাখ্যা করেছেন এ্যাল প্যাটাজোর মৃত্যুতে গুয়াটেমালার রাজনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতি।[৩২] উল্লেখ্য যে এই ওন সোসা ও সিজার মোন্টাস সম্পর্কে চে গুয়েভারার ঐতিহাসিক মতামত—খুব সম্ভবত ১৯৬৫ জানুয়ারী লিখিত—বলছেন :

> জনগণের সক্রিয় আন্দোলন থেকেই জন্ম নেয় তার নেতা : সিজার মোনটাস এবং ওন সোসা গুয়াটেমালায় তাদের পতাকাকে উড্ডিন রেখেছেন।[৩৩]

ওন সোসা এবং সিজার মোনটাস যে বৃহত্তর বৈপ্লবিক আঁতাত মাধ্যমে যে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তা প্রকৃত পক্ষে ১৯৫৩ খৃস্টাব্দে চে গুয়েভারাই পরিকল্পনা করেছিলেন। অর্থাৎ আরবেঞ্জ সরকারের পতনের কারণ সম্পর্কে তৎসময়ে চে গুয়েভারা যে ব্যাখ্যা তথা সিদ্ধান্তে এসেছিলেন :

> আরবেঞ্জ সরকারের কোন রকমের আস্থা ছিল না জনসাধারণের উপর, বিশ্বাস করতেন না তাদের সশস্ত্র করতে অথবা রাজনৈতিক ভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে।[৩৪]

চে গুয়েভারাকে অনুসরণ করে অনুরূপভাবে আরবেঞ্জ সরকারের জেনারেল স্টাফের অন্যতম সদস্য লেফটানেন্ট কর্নেল আগস্টো ভিসেন্টি লোয়ারকা—যিনি ওন সোসার সঙ্গে গোরিলা যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন এবং ওন সোসার এম-আর ১৩ সংগঠনের অন্যতম নেতা—পূর্ববর্তী সময়ে মিলিটারী কোপের নেতা কাসটিল্লো আরমাসের সংগঠন জোরদার হয়ে উঠার দু'দিন পর স্বয়ং আরবেঞ্জকে বলেছিলেন :

৩২—আর্নেস্টো চে গুয়েভারা-কিউবা অধ্যায়, পৃ ৬৬-৩৬ এবং ৩৯-৪৩ দ্রষ্টব্য

৩৩—ভেনসারিমোস, পৃ ৫৭৮

৩৪—আর্নেস্টো চে গুয়েভারা-কিউবা অধ্যায়, পৃ ৩৫

কর্নেল, আমাদের এখুনি হাজার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা দরকার। যা খুবই সহজ হবে; এবং আপনি থাকবেন পুরোভাগে, সমগ্র দেশ জেগে উঠবে। কিন্তু আরবেঞ্জ বলেছিলেন: খুবই দেরী হয়ে গেছে, কোন কিছুই করা যাবে না, এবং তিনি ততক্ষণে পদত্যাগ করেছেন। যদি তিনি আমার পরামর্শ গ্রহণ করতেন, জনতা তাহলে কাসটিল্লো আরমাসকে ধুলোয় মিশিয়ে দিত; এবং আমরা আজ যা করছি তা করতে হত না।[৩৫]

গুয়াটেমালার সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম মুখ্য নেতা এই ওন সোসাকে ট্রাইকনটিন্যানটাল কনফারেন্সে ফিদেল কাস্ত্রো আমন্ত্রণ জানাননি। পরিবর্তে ট্রটস্কীবাদকে নিপাত করতে উদ্দাম হয়ে উঠেছিলেন। এবং সম্মেলনকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ওন সোসা ট্রটস্কীপন্থীদের সঙ্গে আঁতাত করেছে—সেই হেতু, এরা বিপ্লব বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদের দালাল। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—(১) ট্রটস্কীবাদীরাই ফিদেল কাস্ত্রোকে ১৯৬৫ খৃস্টাব্দে অভিযুক্ত করেছিল চে গুয়েভারার হত্যাকারী অভিযোগে, (২) আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহকে লক্ষ্য করে ওন সোসা দেখতে পেয়েছিলেন যে ক্রুশ্চেভ-ব্রেজনেভী কমিউনিস্ট পার্টি হয়ে উঠেছে বিপ্লব বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলদের আড্ডাখানা এবং তিনি মাও নেতৃত্বকেই গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৬৬ খৃস্টাব্দে ওন সোসা নির্দ্বিধায় ঘোষণা করলেন:

আমরা আমাদেব আরও গভীরভাবে চিহ্নিত করি চীনের সঙ্গে এবং তার রাজনৈতিক পন্থার সঙ্গে। আমরা সোভিয়েতের 'শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান' নীতিকে কোনরকমেই গ্রহণ করতে পারি না।

৩৫—রুয়েল গেরিলাজ ইন ল্যাটিন অ্যামেরিকা, পৃ ৯৪

উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে পূর্বেই উল্লেখ করেছি; ব্রেজনেভী আদর্শের তাত্ত্বিক মিখাইল সুসলভও প্রায় এই একই ভাষায় মাও সে তুঙকে আক্রমণ করে আখ্যায়িত করেছিলেন: ট্রটস্কীপন্থী খেতাবে—এবং প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে তারাই হচ্ছেন বিপ্লবী মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মুখ্য ঠিকাদার। তাই ফিদেল কাস্ত্রোর বক্তব্য তথা সিদ্ধান্ত এই একই সমান্তরালে, কেবল মাত্র ব্যবধান হচ্ছে ভাষাগত, দেশগত, এবং সময়গত। অর্থাৎ তাদের স্বার্থগত প্রশ্নে যে কোন বিরোধীতাকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাজনৈতিক প্রশ্নে ট্রটস্কীবাদকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা। এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে ডবল-এজেণ্ট অভিযোগে ফাঁসী ইত্যাদি একটি নির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করা—যেমন বেরিয়াকে সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল অভিযোগে ফাঁসী, তদ্রুপ উইলিয়াম মর্গানকে ফিদেল কাস্ত্রো এই একই অভিযোগে ফাঁসী দিলেন। অথবা আরেকটি প্রচলিত ধারা যা দুর্ঘটনা প্রস্তুত ব্যবস্থাবলীর মধ্যে নিহিত, যেমন ক্যামিলো চিয়েনফুইগোসের বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু। ক্যামিলোর মৃত্যুকে অবশ্যই চে গুয়েভারা শুধু সন্দেহই করেননি, ১৯৬৪ খৃস্টাব্দে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে-ছিলেন যে আদর্শগত শত্রুরাই ক্যামিলোকে হত্যা করেছে।

কিন্তু মুখ্য প্রশ্নটি হচ্ছে যে ফিদেল কাস্ত্রো যখন ট্রটস্কীবাদের বিরূপ সমালোচনা করেন, অথবা বিপ্লব বিরোধী অভিযোগে বাতিল করেন, তা থেকে কী এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে ফিদেল কাস্ত্রো তথা নেতৃত্ব হচ্ছে গোঁড়া মার্কসবাদী-লেনিনবাদী? সে ক্ষেত্রে ট্রটস্কীবাদ এবং ফিদেলবাদ সম্পর্কে একটি সম্যক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে চে গুয়েভারার মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে।

তাই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ফিদেল কাস্ত্রো উদ্ভূত মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এমন কোন আদর্শ যা ট্রটস্কীবাদকে অভিযুক্ত করতে পারে। পাঠকদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে এই সম্যক

আলোচনার ভিতভূমি অবশ্যই ট্রটস্কীবাদের সমর্থনে নয়, প্রশংসায় নয়, পরিবর্তে যখন সুযোগসন্ধানীরা ট্রটস্কীবাদকে উপলক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে বিপ্লব বিরোধীতা করে—যে বিপ্লব বিরোধীতা কার্যতঃ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীলদের একটি সুক্ষ্ম পরিকল্পনা, যা থেকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাবলী পাকাপোক্ত হয়।

কার্যতঃ বর্তমান বিশ্বে ট্রটস্কীবাদ কোথাও বর্তমান নেই। তবু ট্রটস্কীবাদকে সুবিধাবাদীরা বাঁচিয়ে রেখেছে। ফিদেল কাস্ত্রোও সেই একই কারণে ট্রটস্কীবাদকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছেন। কেননা, ফিদেল কাস্ত্রোর রাজনৈতিক জীবনবেদ* যেমন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ নয়, তেমনি নয় ট্রটস্কীবাদ: কেন না, ১৯৫৩ খৃস্টাব্দে ২৬শে জুলাই ফিদেল কাস্ত্রো ম্যোনক্যাডা গ্যারিসন ব্যারাক আক্রমণের যে পরিকল্পনা করেছিলেন, এবং যা ৭৫ জন আত্মত্যাগীর জীবনাহুতির মধ্যে দিয়ে যে ব্যর্থতার ইতিহাস তৈরী করেছিলেন, যে কারণে বাতিস্তা সরকার ১৫ বছরের কারাদণ্ডে নির্বাসিত করেছিল এবং যে পনেরো বছরের কারাদণ্ড পনেরো মাস অতিক্রান্ত না হতেই ফিদেল কাস্ত্রোকে 'রাজক্ষমা' প্রদর্শনে মুক্তি দিয়েছিল—তা যেমন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ নয়, তেমন ট্রটস্কীবাদও নয়। অভ্যন্তরের ইতিহাস হয়তো কোন কালেই জানা যাবে না।

'রাজক্ষমা' প্রদর্শনে মুক্তি পাওয়ার পর মেকসিকোতে যখন নতুন করে দ্বিতীয় পর্যায়ের 'বিপ্লব' তৈরীর পরিকল্পনা করেন ফিদেল কাস্ত্রো, দেখা যায় যে যেমন একদিকে জেনারেল ব্যায়োর তত্বাবধানে সামরিক-শিক্ষা, তেমনি প্রাইও সাকোররাসের (বাতিস্তা কর্তৃক নির্বাসিত কিউবার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, বহু ধনসম্পদসহ মেকসিকোয় পালিয়ে এসেছিলেন) অর্থ সাহায্য নিয়ে রিক্রুট করেছিলেন দেশপ্রেমিক, ভবঘুরে, গুপ্তচর ইত্যাদি ধারার ব্যক্তিবর্গ। যে প্রাইও

*—লেখকের আর্নেস্টো চে গুয়েভারা-কিউবা অধ্যায় পৃ ৪০-৪৫ দ্রষ্টব্য

সাকোররাস বাতিস্তার মতই আরেকজন সুযোগ সন্ধানী। মার্কিন প্যারাট্রুপার উইলিয়াম মর্গানের অধীনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী দ্বিতীয় ফ্রন্ট গড়ে উঠতে এবং গড়ে তুলতে যে আদর্শগত ভিত গড়ে তুলেছিলেন ফিদেল কাস্ত্রো—তা কোন তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

গোড়ামীকে ভিত না করেও পরিচ্ছন্ন ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে ফিদেল কাস্ত্রোর উপরোক্ত যে কোন কার্যকারণ মার্কসবাদ লেনিন-বাদকে আদর্শ নিয়ে গড়ে ওঠেনি। এমন কী ক্রুশ্চেভের মত দু'মুখো প্রতিক্রিয়াশীল নেতাও ফিদেল কাস্ত্রোকে কমিউনিস্ট তো দূরের কথা, কমিউনিস্ট দরদী হিসেবে স্বীকার করেননি। তৎসময়ে (১৯৬১) ক্রুশ্চেভ বলেছিলেন :

> এই সময়ে ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে (১৯৫৯) তার বিপ্লবের জয় যে কোন রাজনৈতিক পথে ধাবিত হবে সে সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই ছিল না। অনেকদিন আমাদের সঙ্গে এই নতুন শাসনের কোন কুটনৈতিক সম্পর্কও ছিল না।[৩৬]

তদ্রুপ ১৯৫৯ খৃস্টাব্দে কিউবার শাসন-ক্ষমতা অধিকারের পর সাহায্যের জন্যে যে রাষ্ট্রের কাছে প্রথম আবেদন করেছিলেন, তা হচ্ছে : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে নিউইয়র্কে মার্কিন ব্যবসায়ীকুলের উদ্দেশ্যে ফিদেল কাস্ত্রো ঘোষণা করেছিলেন :

> আমি পরিষ্কার ভাবে এবং নিশ্চিত ভাবে বলেছি যে আমরা কমিউনিস্ট নই—দোর খোলা রয়েছে ব্যক্তিগত নিয়োগের জন্যে যা কিউবার উন্নতির সহায়ক হবে। তিনি আহ্বান দিয়েছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ঢালাওভাবে ল্যাটিন আমেরিকার জন্যে সাহায্যের প্রোগ্রাম করতে, যা থেকে কমিউনিজমের বিপদ কাটান যায়।[৩৭]

৩৬—ক্রুশ্চেভ মেমোয়ারস, ইমপ্রিণ্ট ১৯৭১, পৃ ৭৫

৩৭—কিউবা—দি ইভাপরেশন অব এ মিথ, পৃ ১০, রিভলিউশনারী কমিউনিষ্ট পার্টি অব ইউ-এস-এ প্রকাশিত।

এই হচ্ছে ফিদেল কাস্ত্রোর রাজনৈতিক আদর্শ—এই আদর্শ নিয়েই ফিদেল কাস্ত্রো ট্রাইকনটিন্যানটাল কনফারেন্সে ট্রটস্কীবাদকে উপলক্ষ করে বিপ্লবীদের বিরূপ সমালোচনা করেন, বিরূপ সমালোচনা করেন সেই সব বিপ্লবীদের যাঁরা সশস্ত্র সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছেন। ট্রটস্কীবাদ সম্পর্কে ফিদেল কাস্ত্রো যে অভিযোগ তুলেছেন, সেই দিকটিও আমাদের দেখা প্রয়োজন। ট্রটস্কীবাদকে উপলক্ষ করে বিরোধীদের বাতিল বা কোনঠাসা করার একটা ধারা যা একটি ফ্যাসন হিসেবে প্রচলিত হয়েছে। যেমন স্টালিনের মৃত্যুর পর দু'মুখো নীতির প্রবর্তক স্বয়ং ক্রুশ্চেভ আরেকটি ধারা 'পারসোন্যালিটি কাল্ট' (অর্থাৎ 'ব্যক্তি পূজা') নামক ফ্যাসনের প্রবর্তন করেছিলেন। অর্থাৎ ব্যক্তিকে বাদ দিয়েই সমাজকে দেখা—আরো পরিচ্ছন্নভাবে কার্লমার্কসকে বাদ দিয়ে মার্কসবাদকে দেখতে হবে, লেনিনকে বাদ দিয়ে লেনিনবাদকে দেখতে হবে। অর্থাৎ যে কোন তত্ত্ব বা দর্শনের উৎসভূমিকে বাদ দিতে হবে। তেমনি লিও ট্রটস্কীকে বাদ দিয়ে ট্রটস্কীবাদকে দেখতে হবে?

ফিদেল কাস্ত্রোর অভিযোগ অনুসারে ট্রটস্কীবাদ হচ্ছে সাম্রাজ্য-বাদের দালাল যা জনগণকে সংগ্রাম থেকে আলাদা করে—এই কথাগুলো কী প্রকৃতই সত্য? এর সত্যতা বিচার করার জন্যে আমাদের ফিরে যেতে হবে মহান অক্টোবর বিপ্লবের যুগে—অর্থাৎ ১৮৯০ থেকে ১৯২৩ খৃস্টাব্দের ইতিহাসে, লেনিনের জীবদ্দশায়।

লেনিনবাদের সঙ্গে ট্রটস্কীর, অক্টোবর বিপ্লব পূর্ববর্তী সময়ে কার্যতঃ কর্মধারায় কোন ব্যবধান ছিল না। ১৯০৭ খৃস্টাব্দে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত রুশ কমিউনিস্ট পার্টি সম্মেলনে লেনিনকে প্রবল সমর্থন জানানোয় ট্রটস্কী আখ্যায়িত হয়েছিলেন: "লেনিনের লাঠি" খেতাবে। লেনিনের জীবদ্দশা অবধি, বিপ্লব পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ে ট্রটস্কী কেবলমাত্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকাই গ্রহণ করেননি,

সোভিয়েত রাষ্ট্রের অন্যতম স্তম্ভ স্বরূপ বর্তমান ছিলেন। লেনিনের জীবদ্দশায় লেনিনের সঙ্গে তত্ত্বগত বিশ্লেষণে ব্যবধান যতোই থাকুক না কেন—লেনিনের সিদ্ধান্তকে লেনিন বিশ্লেষিত ধারায় ট্রটস্কী গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তবু ট্রটস্কীর ধারণা যখন থেকে ট্রটস্কীবাদে পরিণত হল—তখনই দেখা গেল এই দুই ব্যক্তি সত্তার মধ্যে মার্কসবাদের মৌলিক সূত্রের সঙ্গে গভীর ব্যবধান। সেই ব্যবধানটি সম্পর্কে সম্যক আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। এই কারণে যে বর্তমান বিশ্বের অর্থাৎ লেনিনের মৃত্যুর পর থেকে আজ অবধি এমন একটি ধারায় ট্রটস্কীবাদের ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, যা থেকে প্রকৃত সত্যটিকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

বিপ্লব পূর্ববর্তী সময় অবধি লেনিনবাদের সঙ্গে ট্রটস্কীবাদের—বিপ্লব সহযোগে রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকারের প্রশ্নে যে সশস্ত্র সংগ্রাম তা হচ্ছে নীতিগত পন্থা, তাতে কোন ব্যবধান নেই। এবং রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকারের প্রশ্নে যে সশস্ত্র-সংগ্রাম—তার গতি, তার পদ্ধতি, তার ব্যবহার ইত্যাদি ইত্যাদি দেশগতভাবে পরিবর্তনশীল। যা পরিবর্তনশীল নয়, তা হচ্ছে সশস্ত্র সংগ্রাম। এই প্রশ্নে লেনিন অথবা ট্রটস্কী একক, অভিন্ন।

ব্যবধানটা শুরু হচ্ছে রাষ্ট্রশক্তি অধিকারের পর—শাসন কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে যে শ্রেণী শাসন নিয়ন্ত্রিত হবে কোন ধারায়? মার্কসকে অনুসরণ করে লেনিন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন:

> প্রলেতারিয় রাষ্ট্র শাসিত হবে, নিয়ন্ত্রিত হবে প্রলেতারিয় শ্রেণীর শ্রেণী প্রতিভূ অর্থে অগ্রদূত কর্তৃক আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয় বিপ্লব সম্পন্নের উদ্দেশ্যে।
>
> মার্কসকে অনুসরণ করে ট্রটস্কী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন: প্রলেতারিয় রাষ্ট্র শাসিত হবে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যাঁতাতে আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয় বিপ্লবের আদর্শে।

কিন্তু উৎপাদনের উপায় দুই ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে সমবায় নীতি ভিত্তিক সমবায় সংস্থা মাধ্যমে হবে চলমান। কিন্তু বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে দেখা গেল যে রাশিয়ার শৈল্পিক ব্যবস্থা সে মান অর্জন করতে পারেনি, যে কারণে সার্বিক ব্যবস্থা বাধা প্রাপ্ত হল। সুদক্ষ স্থপতি লেনিন উন্নত দেশের সাহায্য নিতে গিয়ে প্রলেতারিয় রাষ্ট্রের পরমায়ু সম্পর্কে চিন্তিত হলেন আন্তর্জাতিক-প্রলেতারিয়-বিপ্লবের মূল ভিত সম্পর্কে। সোভিয়েতের জন্যে প্রলেতারিয়-একনায়কত্বের অধীনে "নতুন অর্থনৈতিক পন্থা," যা "নেপ" নামে খ্যাতিলাভ করেছে, গ্রহণ করলেন। এই নেপ পন্থায় পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হল রাষ্ট্রের মালিকানায় এক থেকে অন্য বৃহৎ থেকে বৃহত্তর শিল্প সংস্থা। এই পরিবর্তনে লেনিনকে অবশ্যই এক হিমালয় প্রমাণ বিরোধীতার মুখোমুখী হতে হয়েছিল। অভিযোগ উঠেছিল যে সোভিয়েত তাহলে কী ভিন্ন পথে যাত্রা করেছে, সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদের পরিবর্তে ধনতন্ত্রকেই প্রতিষ্ঠা করছে ঘুর পথে। ট্রটস্কীও লেনিনের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন, এমন কী ক্রুপস্কাইয়াও ট্রটস্কীর সঙ্গে পরোক্ষে যোগ দিলেন লেনিনের মৃত্যুর পর।

কিন্তু মার্কসবাদ-লেনিনবাদের স্থপতি স্বয়ং লেনিন এখানে অবিচল, দৃঢ়। কেন না, তিনি দেখতে পেয়েছিলেন অক্টোবর বিপ্লবের বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে সমগ্র মানব জাতির মুক্তি, যা দেশগত নয়, জাতিগত নয়, সময়গত নয়। তাই দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন: নেপ পন্থা অবশ্যই রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র, ব্যক্তি মালিকানার ধনতন্ত্র নয়— যে রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র পরিচালিত হচ্ছে: প্রলেতারিয় শ্রেণীর এক নায়কত্বে।

এই পরিবর্তন অথবা পরিবর্দ্ধন অবশ্যই বিচ্যুতি নয়, এই কারণে যে সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্র, ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদ, এই এক একটি ব্যবস্থার মুখ্য ভিত হচ্ছে আদর্শগত

অর্থ-নৈতিক সামাজিক অবস্থার, সামাজিক উত্তরণ। সামান্তত্র অথবা ধনতন্ত্রের যে মুখ্য-অর্থনীতি : ব্যক্তিগত উত্তরণ—তার বিপরীতে হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে সাম্যবাদে রূপান্তর, কথাটা উত্তরণ নয়, রূপান্তর। এই এক একটি সমাজ ব্যবস্থার পরবর্তী স্তর নির্ভরশীল, কেবলমাত্র সমাজ-ভিত্তিক অর্থনীতি নয়, দেশগত উন্নতি নয়, পরিবর্তে সার্বিক পৃথিবীর মানব সমাজের উত্তরণ-গত রূপান্তরের ভিত হচ্ছে ব্যক্তি চেতনার রূপান্তরের মধ্যে নিহিত।

কার্লমার্কস যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন : ধনতন্ত্রের পরবর্তী স্তর ছু'টি ; সাম্যবাদের প্রথম এবং দ্বিতীয় স্তর—দ্বিতীয় স্তরেই সমাজ হিসেবে মানব সমাজের মুক্তি নির্ধারিত।

কিন্তু বাস্তব দিক থেকে অক্টোবর বিপ্লবের প্রতিষ্ঠার অভিজ্ঞতা থেকে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন লেনিন দেখতে পেলেন যে যতোদিন আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয় বিপ্লব বিজয়ী হচ্ছে না—ততোদিনে পিছিয়ে পড়া দেশগুলিকে অবশ্যই বৈপ্লবিক সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে। অক্টোবর বিপ্লবের মহান অবদান শ্রমিক নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিক রাষ্ট্রকে সে দায়িত্ব নিতে হবে—সেই মহান দায়িত্ব পালনের জন্যে লেনিন প্রতিষ্ঠা করলেন : তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক। যাতে পিছিয়ে পড়া, অর্থাৎ উপনিবেশ-গুলিকে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে নেওয়া যায়। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের তৎপর সংগ্রামে দেশে দেশে কমিউনিস্ট সংগঠন গড়ে উঠতে লাগল।

অক্টোবর বিপ্লব পূর্ববর্তী সময়ে উপনিবেশগুলিতে সংগ্রামের ধারা অথবা রূপান্তর সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল না। উপনিবেশ সম্পর্কে প্রশ্নে সামাজিক স্তরের বিভক্তি বেড়ে গেল ; মার্কসের ব্যাখ্যানুসারে ছু'টি স্তর রূপ নিল : জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাল, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কাল এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ—এরপর যে সাম্যবাদী স্তর : লেনিন দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন :

করে, কখন সাম্যবাদের চূড়ান্ত স্তর জয়লাভ করবে, সে সম্পর্কে আমাদের হাতে কোন মালমসলা নেই। তবে আমরা জানি সে স্তরে মানব সমাজকে পৌঁছতে হলে এই স্তরগুলি অবশ্যই অতিক্রম করা।

লেনিনবাদের সঙ্গে ট্রটস্কীবাদের এই অন্তীম স্তরগুলি সম্পর্কে কোন ব্যবধান না থাকলেও সশস্ত্র সংগ্রামের বিস্তৃতি এবং নতুন শ্রমিক রাষ্ট্রের পরমায়ু সম্পর্কে রয়েছে গভীর ব্যবধান।

ট্রটস্কীর ধারণা অনুসারে: সোভিয়েত রাষ্ট্র দীর্ঘজীবি হতে পারে না সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে যত দিন না আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয় বিপ্লব বিজয়ী হচ্ছে—সোভিয়েত রাষ্ট্রকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে অন্তত পক্ষে ইউরোপে প্রলেতারিয়েতকে বিজয়ী হতেই হবে, সেই কারণে লাল ফৌজকে অবশ্যই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রলেতারিয়-বিপ্লব সমাধার জন্যে ছুটে যেতে হবে।

লেনিন অবশ্যই ট্রটস্কীর ধারণানুসারে লাল ফৌজকে প্রলেতারিয় বিপ্লব সমাধা করতে পাঠাননি। পরিবর্তে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সিদ্ধান্তনুসারে যাতে বিভিন্ন দেশে প্রলেতারিয়-নেতৃত্বে বৈপ্লবিক আন্দোলন সৃষ্টি হতে পারে—দেশগত ভাবে, এই নীতি এবং ব্যবস্থার মধ্যে আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয় বিপ্লব যাতে অগ্রগতি লাভ করে—তারই ব্যবস্থাবলী পাকাপোক্ত করলেন।

লেনিনবাদ এবং ট্রটস্কীবাদের ব্যবধান এইসব মুখ্য প্রশ্নের মধ্যে নিহিত। এবং এ থেকে এই কথা প্রমাণিত হয় না যে ট্রটস্কীবাদ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের দালাল। লেনিনের মৃত্যুর পর ট্রটস্কী ব্যক্তিগত ভাবেও সোভিয়েত রাষ্ট্রের অন্যতম বলিষ্ঠ কর্মী হিসেবে রাষ্ট্রীয় পদ অধিকার করেছিলেন। স্টালিন নেতৃত্বের সঙ্গে যে বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল, তা অবশ্যই কেবলমাত্র উপরোক্ত প্রশ্নাদিকে ভিত্তি করে

নয়—স্টালিন নেতৃত্বকে ট্রটস্কী সহ্য করতে পারছিলেন না মূলতঃ সোভিয়েত পুনরগঠন ব্যবস্থাবলী সম্পর্কে। কার্যকারণে শুধু কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত নয়, এমন কী কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেও পরবর্তী সময়ে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। যে আন্দোলন বাস্তবে স্টালিন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে হলেও গঠনকার্যের বিরুদ্ধেই চলে যাচ্ছিল। সে অন্য ইতিহাস—কিন্তু বিপ্লবের প্রাক্‌কালে বিপ্লবের সাফল্যের জন্যে ট্রটস্কীবাদীদের আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার বাস্তব অর্থ হল লেনিনবাদের বিরোধীতা, অর্থাৎ বিপ্লবের বিরোধীতা। লেনিনের জীবদ্দশায় অক্টোবর বিপ্লবের সার্বিক ইতিহাস অবশ্যই এই সাক্ষ্য বহন করছে। ট্রটস্কী তাঁর মৃত্যুর পূর্ব অবধি মহান অক্টোবর বিপ্লবকে শুধু প্রশংসাই নয় প্রচারও করে গেছেন।

ফিদেল কাস্ত্রো যখন ট্রটস্কীবাদের নিন্দা করেন, ট্রটস্কীবাদীদের বাতিল করেন—এর উদ্দেশ্য অন্য কিছুই নয়, বিপ্লব ব্যহত করা। কেননা, ল্যাটিন আমেরিকার ট্রটস্কীবাদ প্রকৃতই ট্রটস্কীবাদ নয়—ল্যাটিন আমেরিকার ট্রটস্কীবাদ হচ্ছে লেনিনবাদী-ট্রটস্কীবাদ। ল্যাটিন আমেরিকায় কিউবা সহ শিল্প-শ্রমিক সংখ্যা কার্যতঃ শতকরা হিসেবে কোন স্থান ছিল না। খনি শ্রমিক হিসেবে সেই কৃষকদেরই পাওয়া যাচ্ছে, পেট্রোলিয়াম অথবা তদ্রুপ শিল্প-সংস্থাগুলিতে কৃষকরাই অর্ধ শ্রমিক। এছাড়া আদি অধিবাসীদের প্রায় প্রত্যেকেই কৃষক-ধারার পেশায় নিয়োজিত। এই কারণ থেকেই ল্যাটিন আমেরিকার মেহনতী জনগণ হচ্ছে কৃষক সম্প্রদায়।

ট্রটস্কীবাদীদের আন্তর্জাতিক সংগঠন বিশ্ব প্রলেতারিয়-বিপ্লবের স্লোগানে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অগ্রগতি ঘটাতে না পারলেও ল্যাটিন আমেরিকায় অবশ্যই প্রাধান্য লাভ করে। কৃষি প্রধান হওয়ার দরুণ একদিকে ট্রটস্কীর কৃষি বিপ্লব এবং অন্যদিকে স্থায়ী

বিপ্লব তত্ত্ব যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটায়। এবং এই অগ্রগতির আরেকটি কারণ হচ্ছে যে মার্কসবাদা-লেনিনবাদী যেসব সংগঠন, এদের মধ্যে তোতাপাখির মত তত্ত্বগত বুলি—যা সব সময়েই দেশগত বাস্তবতা বহির্ভূত হওয়ার দরুণ, বৈপ্লবিক চেতনাও কাগজপত্রে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে, মূলতঃ এরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে পেশাগত ভাবে গ্রহণ করে বৈপ্লবিক সংগ্রামকে কেবলমাত্র পাইয়ে দেওয়ার মজুরী বাড়ানোর তত্ত্বে সীমিত রেখেছিলেন।

১৯৪৩ মে, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অবলুপ্তি এবং কমিনফর্মের জন্ম—আন্তর্জাতিক অবস্থাকে নির্ণয় করে স্টালিন নেতৃত্ব দেশগত ভাবে জাতীয় প্রলেতারিয় বিপ্লব যাতে সংগঠিত হতে পারে এবং জাতীয় বৈপ্লবিক সংগঠনগুলির মধ্যে আদর্শগত লেনদেন হতে পারে, এই উদ্দেশ্যে কমিনফর্মের জন্ম। ফলস্বরূপ চীনে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য। স্বকীয়ভাবে ভিয়েতনামের সংগ্রাম। চে গুয়েভারার গেরিলা যুদ্ধের তত্ত্বও কমিনফর্মের অবদান। দেশগত অবস্থার ব্যবধানের কারণ থেকে।

যাই হোক, ১৯২৭ খৃস্টাব্দে ট্রটস্কীর সরকারী এবং পার্টি পদবী খারিজ হয়ে যায়, ১৯২৯শে চলে যায় সোভিয়েত নাগরিকত্ব। এরপর ট্রটস্কা চলে আসেন মেক্সিকোতে। এবং ১৯৪০ খৃস্টাব্দে আততায়ী কর্তৃক নিহত হন। এই কিছু সংখ্যক শব্দের মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে এক বিস্তৃত ইতিহাস—এবং সেই ইতিহাস আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তবে ট্রটস্কীর ব্যক্তিত্ব তথা রাজনৈতিক জীবনের ঘটনাবলী অবশ্যই গভীব রেখাপাত করল ল্যাটিন আমেরিকার মেহনতী মানুষের জীবনে। রাশিয়ার বস্তুজগতে এমন অভূতপূর্ব অবিস্মরণীয় অগ্রগতি ধনতান্ত্রিক দেশগুলোকে এমন ভাবে নাড়িয়ে দিল যে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে এমন উদাহরণ যাতে অন্যান্য দেশে ফলপ্রসূ না হয়, স্টালিন বিরোধীতার মাধ্যমে ভীষণতর প্রচার খুবই

সূক্ষ্মভাবে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগ্রামের অভ্যন্তরে চির কেটে গেল। আততায়ী কর্তৃক নিহত ট্রটস্কীর মৃত্যুর জন্যেও স্টালিনের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা হল।

যে কারণেও ট্রটস্কীর চিন্তাধারা আরোও গভীর ভাবে ল্যাটিন আমেরিকায় জায়গা করে নিলো। তাছাড়া ১৯৫৩ খৃস্টাব্দে স্টালিনের মৃত্যুর পর স্টালিন সম্পর্কে ক্রুশ্চেভ গোষ্ঠি যে অভিযোগ উত্থাপন করলেন, তা থেকে ট্রটস্কীর ভবিষ্যত বাণীর সত্যতা সত্য বলে গৃহীত হল। ফলস্বরূপ স্টালিনের মৃত্যুর পর ল্যাটিন আমেরিকায় বিপ্লবী সংগঠন বলতে ট্রটস্কীবাদীরাই শক্তিশালী, জনপ্রিয় সংগঠন হিসেবে মেহনতী মানুষের কাছে আন্তরিক ভাবেই গৃহীত হল।

কিন্তু এই ট্রটস্কীবাদ অবশ্যই লিও ট্রটস্কী উদ্ভুত মতবাদ নয়। লেনিন এবং ট্রটস্কী এই দুই সত্তাকে একক করে গ্রহণ করেছে ল্যাটিন আমেরিকার ট্রটস্কীবাদীরা। তাদের রাজনৈতিক আদর্শ হচ্ছে: লেনিনবাদী ট্রটস্কীবাদ।

পেরু: হুগো ব্লেঙ্কো গোলডোস; পেরুর বিপ্লবী আন্দোলনের পুরোধাই বলা যায়। তৎসময়ের একটি আত্মনিবেদিত বিপ্লবী জীবন—পরিপূর্ণ ট্রটস্কীবাদী। ১৯৫৬-১৯৬৩ ল্যাটিন আমেরিকায় এক অভূতপূর্ব বৈপ্লবিক ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। ১৯৬৩ মে তিনি বন্দী হন, কুড়ি বছরের কারাদণ্ডে নির্বাসিত আন্দামানের মতো পেরুর একটি দ্বীপ কোস্ট অব কাল্লাআও-এর বন্দীশালায়। অবশ্য তাকে ১৯৭০ খৃস্টাব্দে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার বৈপ্লবিক জীবনের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে সহযোগি কমরেডদের কাছে যে রাজনৈতিক চিঠিখানা লিখেছিলেন, তা থেকে ল্যাটিন আমেরিকার ট্রটস্কীবাদীদের রাজনৈতিক আদর্শ জানা যায়। হুগো ব্লেঙ্কোর ওই দীর্ঘ চিঠির প্রয়োজনীয় অংশ পাঠকদের জন্যে উদ্ধৃত করা হল:

আমি আনন্দের সঙ্গে তোমাদের কাছে লিখছি যে এই

যোদ্ধার শতেক মহাযুদ্ধে লড়াই-এর সেই অনুভূতি নিয়ে যা থেকে দেখতে পাচ্ছি যে যুদ্ধের বিজয় খুবই কাছে। আমি পরিপূর্ণ ভাবেও তৃপ্ত কারণ তোমরাও দেখতে পাচ্ছো যে যে পথ অনুসরণ করেছি এবং এখনও অনুসরণ করছি, আমাদের কৌশল, আমাদের নীতি, হচ্ছে সম্পূর্ণ ঠিক।

আমি এখন আরোও গভীরভাবে কৃতজ্ঞ মনে করি কমরেড লিও ট্রটস্কীর স্মৃতির কাছে, যিনি ১৯০৫ সালে ভবিষ্যতের ধারা সম্পর্কে ইংগিত দিয়েছেন। তার 'স্থায়ী বিপ্লবের' ধারাকে অনুসরণ করে আমরা বিজয়ী হতে চলেছি, কমরেডস। এই কারণে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখা যে আমাদের সাধারণ নীতিগুলি গড়ে উঠেছে ট্রটস্কীবাদী লেনিনবাদের তত্ব থেকে:

শ্রমিক শ্রেণী তার অধিকারের স্বীকৃতি অর্জন করবে সশস্ত্র সংগ্রাম মাধ্যমে, এবং আইন মাফিক ব্যবস্থা থেকে নয়।

সুবিধাবাদী ধারা, 'পাককোচুনরাথ্ পদ্ধতি', ব্যর্থতাই প্রমাণ করেছে: আমরা দেখছি আদালতগুলিতে মামলা মোকদ্দমার মূল্যহীনতা, আবেদন-নিবেদনের মেমোরেন্ডা, সরকারের কাছে প্রতিনিধি পাঠান, টেলিগ্রাম পাঠান, নির্বাচন, প্রতিনিধি ইত্যাদি ইত্যাদি অর্থহীন ব্যবস্থাবলী।

এই সব লক্ষ্য করে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের জয় অর্জন করার জন্যে, আমরা বুর্জোয়া আইনগত সরকারের জন্যে অপেক্ষা করিনি। পরিবর্তে আমরা ভেঙ্গে ফেলেছি এবং ধ্বংস করেছি বুর্জোয়া শাসন শক্তি আমাদের অঞ্চলগুলিতে, প্রতিষ্ঠা করেছি আমাদের নিজস্ব শ্রমিক ও কৃষক সরকার, তার স্বীয় সংগঠন তার নিজস্ব পন্থা, এবং স্বীয় আইন কানুন। অর্থাৎ আমরা বয়ে নিয়ে চলেছি বিপ্লব, এবং সংস্কারের জন্যে অপেক্ষা করছি না, অথবা অপেক্ষা করছি না বুর্জোয়া শাসন অভ্যন্তরের অর্থব্যবস্থা।

কেবলমাত্র শ্রমিক ও কৃষক সরকারই দেশের উলঙ্গ সমস্যার সমাধান করতে পারে।

কনভেনসিওন এবং লারেসের জনগণ হচ্ছে কৃষক, এবং আমরা, তাদের নেতৃবৃন্দের রয়েছে সমাজতান্ত্রিক, শ্রমিক শ্রেণীর মতবাদ।'

কৃষকরা যখন কাজ শুরু করে তাদের সমবায় ক্ষেত-খামারে অথবা কারখানায় তারা হতে শুরু করে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক।

সারা পেরু জুড়ে আমরা শ্রমিক ও কৃষকরা অবশ্যই শাসন শক্তি অধিকার করব, বুর্জোয়া শাসনকে ধ্বংস করে (যেমন ইতিমধ্যে অনেক অঞ্চলেই আমরা করেছি) মুখ্য জাতীয় সমস্যাগুলির সমাধান কল্লে: কৃষি সংস্কার (অর্থে কৃষি বিপ্লব), সাম্রাজ্যবাদীরের বহিষ্কার, এবং শৈল্পিককরণ। কেবলমাত্র শ্রমিক ও কৃষক সরকারই, বিপ্লবের মাধ্যমে বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে পারে, যা থেকে এই দায়িত্বগুলো সম্পাদন করতে সমর্থ হবে, এবং 'পিপুলস ডেমোক্রেসী' অথবা 'ডেমোক্রেটিক কোয়ালিসন' কিম্বা অন্য কোন ধারায় বুর্জোয়া নির্বাচনের ফলাফল থেকে গর্ভপাত দিয়ে তা হবে না।

আন্দোলনের বিজয় নির্ভরশীল রয়েছে তার বিস্তৃতিতে।

রাশিয়া এখনও সমাজতন্ত্রে পৌছতে পারেনি অথবা পৌছতে পারবে না যতক্ষণ না বিশ্বব্যাপী বিপ্লব হচ্ছে বিজয়ী। চৌপিমাআও তার কৃষি বিপ্লবে অগ্রগতি ঘটাতে পারবে না যতক্ষণ না তা সমগ্র উপত্যকায় বিস্তৃতি লাভ করাচ্ছে, এবং উপত্যকাও অগ্রগতি ঘটাতে পারবে না যতক্ষণ না তা সমগ্র দেশ জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

স্টালিনবাদী তত্ত্ব 'একক দেশে সমাজতন্ত্র' হচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং বিপ্লব বিরোধী যা বিপদজনক এবং আত্মহত্যামূলক।

এই কারণে কমরেড ট্রটস্কী এই নীতিভ্রষ্ট তত্ত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন যে জন্যে তাকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা অবশ্যই এটাকে গভীরে না নিয়ে এই বিষয়কে আমাদেরই দেখতে হবে আন্দোলনের বিস্তৃতি ঘটিয়ে।

এই উপত্যকায় প্রত্যেকটি 'এসটেটকে' আমাদের বাজেয়াপ্ত করতে হবে যেমন করেছি 'পালটাইজবামবায়'। জমির মালিকরা যদি ইউনিয়নে যোগ দেয় এবং তার সিদ্ধান্তগুলি মেনে নেয়, তাহলেই যথাযথ বাসস্থান পাবে এবং উন্নতির জন্যে জানানো হবে যা তাদের করতেই হবে।

পেরু হচ্ছে একটি পশ্চাৎপদদেশ, অর্ধ উপনিবেশ, ধনতান্ত্রিক দেশ, রয়েছে কিছু সামন্তবাদী বৈশিষ্ট্য ; যে কারণে তার বিপ্লব নিশ্চিতভাবে হবে বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংমিশ্রনে।

পেরু একটি সামন্তবাদী দেশ নয়, এটা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার একটি মুখ্য অংশ, এটা হচ্ছে কাচামাল উৎপাদনের পশ্চাৎপদ দেশ, যা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তাদের বিশেষ উন্নত শিল্পে পরিবর্তিত করে পণ্যে যা অত্যাধিক বর্দ্ধিত মূল্যে আবার আমাদের কাছেই বিক্রয় করে। আমাদের দেশ সামন্তবাদী নয় কারণ সে স্বীয় ব্যবহারের জন্যে তৈরী করে না অথবা স্বয়ং সম্পূর্ণ নয় ; আমি আবার বলি, এটা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী সংস্থার একটি সংহত অংশ এবং সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে ধনতন্ত্রের শেষ স্তর।*

এইগুলোকে মনে রেখে আমাদের বিপ্লব হচ্ছে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক। বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রযোজ্য থাকছে যেখানে রয়েছে সামন্তবাদ এবং পূর্ব ধনতান্ত্রিক অবস্থা : জমির ভাগ বাটোয়ারা হচ্ছে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পরিমাপ। ধনতান্ত্রিক

*—আণ্ডার লাইন—আমার, উ-র-ভ। যা লেনিনবাদের মূলতত্ত্ব থেকে গৃহীত

অবস্থার ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র: ফেকটরী, খনি, বৈদেশিক ব্যবসা, শৈল্পিক প্লেনটেশন ইত্যাদি। তাছাড়া আমাদের বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ নিয়েছে এমন কী পশ্চাৎপদ সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে আমাদের অঞ্চলে, জমিদারদের বিষয়সামগ্রী, পণ্য, পশু পালনাদি ইত্যাদি, যা ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক সম্পদে পরিণত হচ্ছে।

'আমাদের বিপ্লবের বিষয়গুলি হচ্ছে ট্রটস্কীর তত্ত্ব 'স্থায়ী বিপ্লবের' জলন্ত স্বীকৃতি।

'পেরুর বৈপ্লবিক ধারা সৃষ্টি করেছে স্টালিনের তত্ত্ব 'স্তর ভিত্তিক বিপ্লব' (Revolution by Stages)-এর সমাপ্তি, যা ভুলভাবে দেখাচ্ছে যে আমাদের বিপ্লব হতে পারে কেবল মাত্র বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক, এবং যে স্থানীয় ধনতন্ত্রী, যাদের তারা বলে 'প্রগতিশীল বুর্জোয়া', আমাদের লড়াই-এ যোগ দেবে জমিদারীপ্রথা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। এই সবই মিথ্যা যা আমরা প্রমাণ করছি, যা হচ্ছে সুবিধাবাদীদের আরেকটি গল্প।[৩৮]

হুগো ব্লেঙ্কো এই চিঠিখানি লিখেছিলেন অক্টোবর ১৯৬২ খৃস্টাব্দে, কিন্তু ২৯মে ১৯৬৩ খৃস্টাব্দেই তার আশান্বিত ট্রটস্কীবাদী বিপ্লব পরিচালনার সমাপ্তি ঘটে তাঁর বন্দীত্বে। এই চিঠিখানি উদ্ধৃত করলাম এই উদ্দেশ্য থেকে যে ল্যাটিন আমেরিকায় ট্রটস্কীবাদ কি ধারায় গৃহীত হয়েছে। ট্রটস্কীবাদীদের কাছে স্টালিন-নেতৃত্বের প্রতি বিদ্বেষ যেন জন্মগত ধারায় এসেছে। স্টালিন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে, যে সব অভিযোগ মূলতঃ তা ভিত্তিহীন। কেন না, 'একক দেশে সমাজতন্ত্র অথবা স্তর ভিত্তিক বিপ্লব' স্টালিন সৃষ্ট কোন তত্ত্ব নয়, স্বয়ং কার্ল মার্কস এই সব তত্ত্ব মার্কসবাদে সংযোজন করেছেন এবং লেনিন তা আরও গভীরতা নিয়ে পরিবর্দ্ধন করেছেন। 'স্থায়ী বিপ্লব'

৩৮—রয়েল গেরিলাজ ইন ল্যাটিন আমেরিকা, পৃ ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৮

তত্বও কার্যতঃ কার্লমার্কসের Revolution in Permanence সংজ্ঞায় নির্ধারিত। দেশগত বিপ্লব—মার্কস যা সংজ্ঞায়িত করেছেন জাতীয় বিপ্লবী আখ্যায়, এবং ব্যাখ্যা করেছেন "জাতীয়" অর্থে বুর্জোয়া ধারণানুসারে নয়—সেখানে দায়িত্বটি হচ্ছে প্রলেতারিয়েত-শ্রেণী, শ্রেণী হিসেবে প্রলেতারিয়েতকেই জাতি হয়ে উঠতে হবে। 'প্রগতিশীল বুর্জোয়া' শব্দটি মূলতঃ তৃতীয় আন্তর্জাতিক থেকে গৃহীত সংস্কারবাদী-বুর্জোয়া এবং র্যাডিক্যাল বুর্জোয়া বিভক্তি থেকে, লেনিন পরিচ্ছন্নভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন যে কমিউনিস্টরা আঁতাত করতে পারে র্যাডিক্যাল-বুর্জোয়াদের সঙ্গে যতক্ষণ এরা কমিউনিস্টদের বৈপ্লবিক কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করবে না। এবং সংস্কারবাদী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা অবশ্যই লড়াই করবে।

কিন্তু হুগো ব্লেঙ্কোর উপরোক্ত বক্তব্যে স্টালিন বিরোধীতার ভিতভূমি খুবই দুর্বল, তেমনি ট্রটস্কীবাদের প্রতি যে বিশ্বাস তা লেনিনবাদ বহির্ভূত নয়। দেশগত জাতীয় বিপ্লবে পন্থা যাই অনুসৃত হোক না কেন তা তৃতীয় আন্তর্জাতিকের নির্দেশাবলী বহির্ভূত নয়, কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয় বিপ্লবে ট্রটস্কীবাদীরা লেনিন-বাদকেই গ্রহণ করেছে, যেমন হুগো ব্লেঙ্কো নির্দ্বিধায় বলছেন; "সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে ধনতন্ত্রের শেষ স্তর"—অর্থাৎ লেনিন যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন: Imperialism is the highest stage of Capitalism—সাম্রাজ্যবাদই হচ্ছে ধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ স্তর। এই কারণেই ল্যাটিন আমেরিকার ট্রটস্কীবাদীরা স্বীয় আদর্শকে নির্দিষ্ট করেছে: লেনিনবাদী ট্রটস্কীবাদ।

জাতীয় বিপ্লবে মার্কসবাদী লেনিনবাদী হিসেবে ট্রটস্কীবাদীদের সঙ্গে আদর্শগত ভিত্তিতে আঁতাতে যদি জাতীয় প্রলেতারিয় বিপ্লবের প্রথম স্তর সাফল্যলাভ করে, সেক্ষেত্রে সাফল্যটি প্রকৃতই কাকে সাফল্যমণ্ডিত করছে—সাম্রাজ্যবাদীদের তল্পীবাহক জাতীয় অথবা

র‍্যাডিক্যাল বুর্জোয়ারা নিশ্চিতই নয়। ১৯৫৭-১৯৬৫ ক্রুশ্চেভ-ব্রেজনেভ-কোসিগিন গোষ্ঠি যেখানে প্রলেতারিয় বিপ্লবের প্রতিদানে দেশগত বুর্জোয়াদের শক্তিশালী করছে, সেখানে বৈপ্লবিক সংগ্রামের জন্যে ট্রটস্কীবাদী সশস্ত্র সংগ্রামীদের সঙ্গে, আঁতাত অবশ্যই পাপ বলে পরিগণিত হওয়া উচিত নয়—যখন, পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে ফিদেল কাস্ত্রো তো কিউবা বিপ্লবের প্রথম অথবা দ্বিতীয় স্তরে জাত বিচার না করেই ম্যোনক্যাডা গ্যারিসন ব্যারাক আক্রমণ করেছিলেন, মেকসিকোতে প্রথম সামরিক শিক্ষা তথা পরবর্তী সময়ে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। চে গুয়েভারার রাজনৈতিক আদর্শ যেমন জানা ছিল, তেমনি উইলিয়াম মর্গানের আদর্শও জানতেন। সেই সময়েও ট্রটস্কীবাদীরা শক্তিশালী ছিল, ফিদেল কাস্ত্রো তাদের কোন সমালোচনা তো করেনইনি, এমন কী বিপ্লবের বাধা বলেও উল্লেখ করেন নি। সেক্ষেত্রে ১৯৬৬ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ট্রাই-কনন্টিন্যানটাল কনফারেন্সে এমন খড়্গহস্ত হয়ে ওঠার কারণটা কী ?

একমাত্র কারণটি হচ্ছে যে ; ট্রটস্কীবাদীরাই ফিদেল কাস্ত্রোকে চে গুয়েভারার হত্যাকারী অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে।

কিন্তু এই ট্রটস্কীবাদীদের সম্পর্কে ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে চে গুয়েভারা আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয় বিপ্লবের প্রশ্নে বিপরীত মত পোষণ করেন। ওন সোসা ও সিজার্স মোনটাস সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করেছি—হুগো ব্লেঙ্কো সম্পর্কে চে গুয়েভারা অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন ১৯৬৩ জুলাই আলজিয়ার্সে :

Hugo Blanco is the head of one of the guerrilla movements in Peru. He struggled stubbornly but the repression was strong. I do'nt know what his tactics were, but his fall does not signify the end of the movement. It is only a man that has fallen, but the movement continues.…'Hugo

Blanco has set an example, a good example, and he struggled as much as he could. But he suffered a defeat, the popular forces suffered a defeat. It's only a passing stage.'…

এতো কিছুর পরও যেমন এই কনফারেন্সে চে গুয়েভারা উপস্থিত হলেন না, তেমনি ফিদেল কাস্ত্রোর নাটকীয় বক্তৃতাও কিন্তু সন্দেহের অবসান ঘটাতে পারল না। এই অভিযোগ ফিদেল কাস্ত্রোকে বাধ্য করল জবাবদিহি করতে। নিম্নোক্ত বক্তব্য মাধ্যমে ফিদেল কাস্ত্রো ট্রাইকনটিন্যানটাল কনফারেন্সের সমাপ্তি ঘোষণা করেন :

> কমরেড গুয়েভারা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন মেকসিকোতে আমাদের নির্বাসন কালে এবং সব সময়ে, সেই প্রথম দিন থেকে, তিনি পরিষ্কার ভাবে তার ধারণা প্রকাশ করেছেন যে কিউবাতে যখন তাঁর সংগ্রাম শেষ হয়ে যাবে, তাঁকে যেতে হবে অন্য জায়গায় তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করতে, এবং আমরা সব সময়ে তাঁকে কথা দিয়েছি যে রাষ্ট্রগত স্বার্থ নয়, জাতীয় স্বার্থ নয়, কোন অবস্থাই আমাদের টেনে রাখবে না আমাদের দেশে তাঁকে থাকার জন্যে বলতে অথবা বাধা দেব না তাঁর সেই কামনায়, ইচ্ছানুসারে কাজ করে যাওয়ার। এবং আমরা সম্পূর্ণভাবে এবং বিশ্বস্তভাবে কমরেড গুয়েভারার কাছে আমাদের শপথ রেখেছি।[৩৯]

এই ঘোষণা থেকে মনে হবে যে চে গুয়েভারা বুঝি প্রকৃতই বেঁচে আছেন, কর্মক্ষম এবং বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধে বুঝি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন? পাঠকরা দেখতে পাবেন যে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের বাস্তব প্রবক্তা, সংগঠক, পরিচালক, এবং নিয়ন্ত্রক অন্য কেউ নয়—পর্দার আড়ালে স্বয়ং ফিদেল কাস্ত্রো।

৩৯—ঐ, পৃঃ ৪৬৭

ট্রাইকনটিন্যানটাল কনফারেন্সের নেতৃত্বে ল্যাটিন আমেরিকায় বিপ্লব—কী প্রতিবিপ্লব?

ট্রাইকনটিন্যানটাল কনফারেন্সে চে গুয়েভারার অনুপস্থিতি সম্পর্কে ফিদেল কাস্ত্রো যে কৈফিয়ৎ দিলেন, তা যেমন একদিকে সম্মেলনে উপস্থিত সদস্যদের এবং অন্যদিকে ল্যাটিন আমেরিকার বিপ্লবী সংগঠনগুলি তথা অগণ্য জনজীবন এবং বিপ্লবীদের মন থেকে তবু সন্দেহ মুছে গেল না।

চে গুয়েভারাকে যদি ফিদেল কাস্ত্রো মুক্তি দিয়ে থাকেন, যদি চে গুয়েভারা কিউবা থেকে চলে গিয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে এককালের অতি ঘনিষ্ঠ কমরেড হিসেবে অবশ্যই ফিদেল কাস্ত্রোর জানা উচিত ছিল যে চে গুয়েভারা কোথায় আছেন। চে গুয়েভারা কোথায় আছেন, প্রশ্নটি যদি কৌশলগত কারণে গোপন রাখার প্রয়োজনীয়তা থেকে থাকে, তাহলে ৩রা অক্টোবর ১৯৬৫ খৃস্টাব্দে ফিদেল কাস্ত্রো কর্তৃক উদ্ধৃত তারিখ বিহীন চিঠিখানি জনসমক্ষে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা কেন পড়ল? চে গুয়েভারা যদি দেশে দেশে অথবা কোন বিশেষ দেশে বিপ্লব সংগঠিত ও পরিচালনা করতে যান গেরিলা যুদ্ধ মাধ্যমে—তা অবশ্যই লুকিয়ে গোপনে করা সম্ভব নয়। সেইহেতু, ফিদেল কাস্ত্রোর ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ট্রটস্কীবাদীদের অভিযোগের ভিত্তিতে চে গুয়েভারাকে কেন্দ্র করে এমন একটি জটিল সমস্যার সৃষ্টি করল—যা থেকে নির্ধারিত হল না যে চে গুয়েভারা কী জীবিত? অথবা মৃত? তাই ফিদেল কাস্ত্রোর এই কৈফিয়ৎ ফিদেল কাস্ত্রোকেই চারদিক থেকে ঘিরে ধরল।

১৯৬৫ মার্চের পর থেকে ১৯৬৭ ৭ই অক্টোবর অবধি চে গুয়েভারাকে প্রকাশ্য জীবনে দেখতে পাওয়া না গেলেও, কতক-গুলো উড়ো খবর অবশ্যই ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু উড়ো খবরগুলোর সত্যতা বিচার করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই সব খবরাদি অবশ্যই আত্মপ্রকাশ করে কেবলমাত্র ঘোষিত মৃত্যুর পর ৮ই অক্টোবর ১৯৬৭ যে কিউবা থেকে নিখোঁজ হওয়ার পর চে গুয়েভারা নাকি "কয়েক মাস কঙ্গোয় ছিলেন—সম্ভবত ভিয়েতনামে," তারপর নাকি "ফিরে আসেন ১৯৬৬ খৃস্টাব্দের প্রারম্ভে কিউবায়", ল্যাটিন আমেরিকায় বিপ্লব শুরু করার পরিকল্পনার জন্যে। এই উড়ো খবরগুলো জানিয়েছেন গার্ডিয়ান পত্রিকার সাংবাদিক রিচার্ড গট্। অধ্যাপক জন গেরাসী জানাচ্ছেন যে; "শুধু কঙ্গো বা ভিয়েতনামে নয়—ল্যাটিন আমেরিকার বহু জায়গায়, কখনও একটি সময়ে গুয়াটেমালায়, আবার একটি সময়ে ভেনিজুয়েলায়, তিনি নিশ্চিতই পেরু গিয়েছিলেন, সম্ভবত কোলোম্বিয়ায়ও, পয়লা ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬ তাঁর মেয়ের দশম জন্ম বার্ষিকীতে ল্যাটিন আমেরিকার কোন একটি অজ্ঞাতনামা জায়গা থেকে নাকি একটি চিরকুট পাঠিয়েছিলেন; লিখেছিলেন:

"তুমি নিশ্চয়ই জানো যে আমি অনেক দূরে রয়েছি এবং তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে থাকব বহুদিন যাবত, আমি যা পারি তাই করছি আমাদের শত্রুদের সঙ্গে লড়ছি। এটা যথেষ্ট নয় আমি যা করছি, কিন্তু আমি আশাকরি তুমি তোমার পিতা সম্পর্কে সর্বদাই গর্বিত থাকবে, যেমন আমি তোমার জন্যে গর্বিত। মনে রাখবে যে আগামী দিনের জন্যে রয়েছে বহু বছরের সংগ্রাম, এবং এমন কী তুমি যখন একজন নারী হয়ে উঠবে এর জন্যে তোমাকেও অংশ নিতে হবে। এই সময়ের মধ্যে, তুমি নিজেকে তৈরী করে নেবে, একজন নিশ্চিত বিপ্লবী, যা,

তোমার এই বয়সে, অর্থ হচ্ছে শিখতে হবে অনেক কিছু, খুবই সাম্ভাব্য যা, এবং সব সময়ে তৈরী থাকবে ন্যায্য কারণগুলিকে সমর্থন করতে।

"আগস্ট ১৯৬৭ চে ছিলেন আর্জেন্টিনিয়ায়, যেখানে তাঁর পুরনো কয়েকজন বন্ধু, সেই সব মানুষ যাদের আমি চিনি ১৯৬০ থেকে, এরা চে-কে দেখেছেন। তারপর তিনি বলিভিয়ায় গিয়েছিলেন, অথবা সম্ভবত বলিভিয়ায় ফিরে গিয়েছিলেন, এবং ভ্রূন্যবস্থা থেকে সংগ্রাম শুরু করেন।"

"তাঁর ডায়েরী থেকে এটা পরিচ্ছন্নভাবে পরিষ্কার, যদি ডায়েরী-খানা প্রকৃতই সত্য হয়, এবং তাঁর বন্ধুদের কাছ থেকে যাদের সঙ্গে আমি পত্রালাপ করেছি।"[৪০]

রিচার্ড গট এবং অধ্যাপক জন গেরাসীর বক্তব্যের মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে অসংগতি দেখা না গেলেও, প্রকৃত এবং সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না। ১৯৬৫ এপ্রিল চে গুয়েভারা নিখোঁজ হওয়ার উড়ো-তথ্যাদি যা প্রচারিত হয়েছে, সবই সংগৃহীত হয়েছে ১৯৬৭ অক্টোবরের পর, সরকারী ভাবে চে গুয়েভারার মৃত্যু ঘোষণার পরবর্তী সময়ে। যে বা যাদের কাছ থেকে তথ্যাদি গৃহীত হয়েছে তা দেড় থেকে দুই বছর পর, তাই সবই স্মরণশক্তি ভিত্তিক। এবং দিন-কাল-সময় সম্পর্কে মানুষের স্মরণশক্তি সর্বকালেই অনুমানিক এবং ভ্রমাত্মক।

জন গেরাসী যে চিঠিখানি চে গুয়েভারার কন্যার কাছে লিখিত বলে উল্লেখ করেছেন, সময়-কালটি ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই চিঠিখানি অবশ্যই জন গেরাসী পরীক্ষা করে দেখেননি, যে তারিখটি প্রক্ষিপ্ত কিনা। কেন না, ১৯৬৫ খৃস্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে আমরা ঐতিহাসিকভাবে পাচ্ছি চে গুয়েভারা প্রকৃতই দুর্বার শক্তি নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শত্রুর বিরুদ্ধে তত্বগত এবং

৪০—অধ্যাপক জন গেরাসীর অভিমত।

আদর্শগত দিক থেকে লড়াই করছেন। কিন্তু ১৯৬৬ ফেব্রুয়ারীতে এই চিঠিখানি ছাড়া চে গুয়েভারার কোন উপস্থিতি পাওয়া যাচ্ছে না —এবং এমন কোন লড়াই-এরও জানা সংবাদ নেই, তবে কথাটা পরিষ্কার যে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬ চে গুয়েভারা বলিভিয়ায় ছিলেন না। যে সব দেশ উল্লেখ করা হয়েছে তার কোনটাই কিউবা থেকে বহু দূরে নয়—কিন্তু ১৯৬৫ ফেব্রুয়ারীতে তিনি ছিলেন চীন, আলজিয়ার্স এবং আফ্রিকার কোন কোন দেশে—যে দেশগুলো অবশ্যই কিউবা থেকে বহু দূর। তাছাড়া, ১৯৬৬ ফেব্রুয়ারী, রিচার্ডগট ও জন গেরাসীর হিসেব অনুসারে চে গুয়েভারা যদি "ল্যাটিন আমেরিকার কোন জায়গা" থেকে লিখে থাকেন, অবশ্যই ধরে নিতে হবে যে গেরিলা যুদ্ধ সংগঠনের জন্যে গিয়েছিলেন, এবং তাই যদি হয়, তাহলে একথা নিশ্চিত যে গেরিলা-যুদ্ধ সংগঠনের জন্যে যে ব্যস্ততা, চিন্তার ক্ষেত্রে যে চাপ—এমন অবস্থার মধ্যে চে গুয়েভারার মতো সহজাত-বিপ্লবীর পক্ষে কন্যার দশম জন্ম বার্ষিকীতে এমন চিরকুট লেখা কোন রকমেই সম্ভব নয়। চিরকুটখানা কন্যার হাতে কীভাবে পেঁাছেছিল, তা ডাক অথবা বাহক মাধ্যমে—এর কোন উল্লেখ নেই।

কেন না, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ১৯৫৬ খৃস্টাব্দে এই কন্যা-সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হয়—চে গুয়েভারা কিউবার এসকামব্রে পর্বতের জঙ্গলে বাতিস্তা সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধরত, তিনি যেমন এতোটুকু দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হননি, তেমনি আনন্দ প্রকাশ করে স্ত্রী হিলডার কাছে চিরকুট পাঠাননি। তাই জন গেরাসী উল্লেখিত ১৯৬৬ ১লা ফেব্রুয়ারী লেখা চে গুয়েভারার চিঠিখানি—হয় সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত, অথবা শুধু তারিখটির অদলবদল ঘটেছে, এবং চিঠিখানি সেক্ষেত্রে লিখা হয়েছিল ১৯৬৫ ফেব্রুয়ারী। তাছাড়া এই চিঠিখানিতে কন্যার দশম জন্মবার্ষিকী বলে কোন উল্লেখ নেই, জন্ম বার্ষিকীর কোন শুভেচ্ছা নেই। একটি সাধারণ চিঠি।

জন গেরাসী অবশ্য চে গুয়েভারার ডায়েরী সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন [ডায়েরী সম্পর্কে যথাস্থানে বিস্তৃত আলোচনা করবো] বলেছেন: It is fairly clear from his diary, asssuming it is authentic···তবু এই তথাকথিত ডায়েরীকে সত্য বলে গ্রহণ করেছেন। এই একই অসঙ্গতি রিচার্ড গটের বক্তব্যে, অনুধাবনে এবং বিশ্লেষণে বর্তমান।

রিচার্ড গট এবং জন গেরাসীকে অবশ্যই নিন্দা করা যায় না, কেন না—দু'জনেই একটি মৌলিক প্রশ্নের ক্ষেত্রে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন; অর্থাৎ ফিদেল কাস্ত্রো, ক্রুশ্চেভ, ব্রেজনেভ, মাও সে তুঙ, স্টালিন অথবা ট্রটস্কীকে একই আদর্শের প্রতিভূ বলে ধরে রেখেছেন। যে কারণে ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে চে গুয়েভারার মৌলিক রাজনৈতিক ব্যবধানটি ধরা পড়েনি। চে গুয়েভারার প্রতি তাঁদের আন্তরিক বিশ্বাস এবং ভালবাসা থাকা সত্বেও রাজনৈতিক ব্যবধানকে তাঁরা গুলিয়ে ফেলেছেন। ফিদেল কাস্ত্রোর "কিউবানিজোমো" আদর্শের সঙ্গে চে গুয়েভারার "প্রলেতারিয় আন্তর্জাতিকতা"কে একই সমান্তরালে দাঁড় করিয়েছেন। যে কারণে ফিদেল কাস্ত্রোর "মেটিরিয়েল ইনসেনটিভ" এবং চে গুয়েভারার "মরেল ইনসেনটিভের" মধ্যে যে দিগন্ত বিসারিত ব্যবধান—রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রের সঙ্গে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সমাজতন্ত্রের মূল পার্থক্য ধরা না পড়ার জন্যে উড়ো-খবর এবং ইতিহাসের আদর্শগত ব্যবধান একক হয়ে মিশে যাওয়ার দরুণ ফিদেল কাস্ত্রোর প্রতিটি বক্তব্য তাঁদের কাছে সত্য বলে দেখা দিয়েছে। অভ্যন্তরের গুঢ় চক্রান্ত তাঁরা দেখতে পাননি। ফিদেল কাস্ত্রোকেও এঁরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে গ্রহণ করেছেন।

এই কারণে ট্রাইকন্টিন্যানটাল কনফারেন্সের প্রস্তাবাদি এবং ফিদেল কাস্ত্রোর বক্তব্যে ল্যাটিন আমেরিকায় বিপ্লব শুরু করার নির্দেশের ভিতভূমে কোন্ উদ্দেশ্য আত্মগোপন করেছিল জন গেরাসী

অথবা রিচার্ড গট-এর দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি। তাই বিবিধ যুক্তি দাঁড় করিয়ে ফিদেল কাস্ত্রোর সপক্ষে সক্রিয় সমর্থনে দেখাচ্ছেন যে বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধের নায়ক হচ্ছেন চে গুয়েভারা—এবং এই গেরিলা যুদ্ধেই নিহত হয়েছেন চে গুয়েভারা। কিন্তু গেরিলা যুদ্ধের ইতিহাস অবশ্যই পরিপূর্ণভাবে বিপরীত।

এই গেরিলাযুদ্ধের পরিকল্পনার অভ্যন্তরে অতি সন্তর্পণে, অতি গোপনে ষড়যন্ত্রের, চক্রান্তের আরেকটি অধ্যায়, ১৯৬৫ এপ্রিল চে গুয়েভারা প্রকাশ্য জীবন থেকে অন্তর্ধান করার পর, ক্রমেই জীবন্ত হয়ে উঠল—যে অধ্যায় বাস্তবে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধ নাটক মঞ্চস্থ করার মূল অধ্যায়।

* * *   * * *   * * *

ট্রাইকনটিন্যানটাল কনফারেন্সের যে মুখ্য বিষয়বস্তু: সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকা জুড়ে বিপ্লব শুরু করা—তা কিন্তু এগুছিল না। কেন না, মাধ্যমের ছিল অভাব। এবং ল্যাটিন-আমেরিকা একক একটি রাষ্ট্র নয়, এর মধ্যে রয়েছে ছোট বড় কুড়িটি রাষ্ট্র। তৎসময়ের কুড়িটি রাষ্ট্রের ১৯টিই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কুক্ষিগত, এবং কিউবা প্রত্যক্ষভাবে মস্কোর অর্থনৈতিক শৃঙ্খলে বন্দী। এই কারণে ফিদেল কাস্ত্রো বা ট্রাইকনটিন্যানটাল কনফারেন্সের পক্ষে এই দক্ষিণ মহাদেশ জুড়ে বিপ্লব শুরু করা—অর্থাৎ উপর থেকে বিপ্লব চাপিয়ে দিয়ে সাফল্যে নিয়ে যাওয়া; হয় একটি শুভচিন্তা মাত্র অথবা ষড়যন্ত্রমূলক অভিযান। কেন না, ট্রাইকনটিন্যানটাল কনফারেন্সের প্রস্তাবে যদি প্রকৃতই বৈপ্লবিক সদিচ্ছা থাকতো, তাহলে ১৯৬৫ এবং ১৯৬৬ খৃস্টাব্দে ল্যাটিন আমেরিকার যে সব রাষ্ট্রে প্রকৃতই সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ সবলতর ভাবে ছিল বর্তমান—যেখানে অতি সহজে বৃহত্তর অগ্রগতি ঘটানো ছিল সহজ, সে পথ স্বয়ং ফিদেল কাস্ত্রোই বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে গুয়াটেমালায় যে তিনটি গেরিলা যুদ্ধ (১) ওন সোসার নেতৃত্বে (২) ট্রটস্কীবাদী সংগঠনের নেতৃত্বে, এবং (৩) কমিউনিস্টপার্টির বিপ্লবী অংশের নেতৃত্বে ; প্রথম দুইটি সংগঠনের মধ্যে ছিল বৈপ্লবিক আঁতাত, কিন্তু তৃতীয় সংগঠন স্বাতন্ত্রে স্বতন্ত্র এবং ট্রাইকনটিন্যানটাল কনফারেন্সে ওন সোস' এবং ট্রটস্কীবাদী সংগঠনকে নিন্দা ও বাতিল করলেও বিপ্লবী তারকুইস লিমা, কমিউনিস্ট পার্টি ও এফ-এ-আরকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল, মার্চ ১৯৬৬ তারকুইস লিমা নিউইয়র্ক টাইমস-এর সাংবাদিককে বলেছিলেন :

> আমি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য নই। এফ-এ-আর এর আন্দোলন হচ্ছে জাতীয়।....মস্কো-পিকিং-হাভানার সমর্থন ছাড়াই।
>
> তদ্রুপ সিজার মোনটাস, যাঁর স্থান তারকুইস লিমার পরই, বলেছিলেন : "ফিদেল কাস্ত্রো আমাদের সর্বোচ্চ নেতা নন। যদিও আমরা উপলব্ধি করি যে আমাদের সংগ্রাম অতিঅবশ্যই মহাদেশের বিস্তৃতির মান-এ আসতে হবে। তখন এই মান-এর জন্যে আমাদের একজন নেতার প্রয়োজন হবে। আমরা নিজেরাই তাকে পছন্দ করবো যখন তাকে আমাদের প্রয়োজন পড়বে। ফিদেল হচ্ছেন আমাদের জন্যে জীবন্ত প্রমাণ যে আমাদের সংগ্রাম সাফল্যলাভ করবেই। আমরা তার প্রশংসা করি কিন্তু আমরা চূড়ান্ত ভাবে অস্বীকার করি তার কাছ থেকে অর্ডার নিতে।[৪১]

ফিদেল কাস্ত্রো ল্যাটিন আমেরিকা জুড়ে যে কারণে এবং যে উদ্দেশ্যে বিপ্লব শুরু করতে চান, তা অবশ্যই আপামর বিপ্লবীরা জানতেন না। যে কারণে ট্রাইকনটিন্যানটাল কনফারেন্সের প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েও গ্রহণ করেন নি যে সব রাষ্ট্রে বিপ্লব ছিল মুর্ত,

---

৪১—রুয়েল গেরিলাজ ইন ল্যাটিন আমেরিকা, পৃঃ ১১২

জীবন্ত। গুয়াটেমালার সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের নেতা ওন সোসাকে যে ভাবে আক্রমণ করেছিলেন ফিদেল কাস্ত্রো—সেই একই চেতনা-শক্তি নিয়ে কিন্তু গুয়াটেমালার বিপ্লবকে একটি বৃহত্তর রূপ দেবার কোন চেষ্টাই করেননি, কোন চেষ্টাই করেননি গুয়াটেমালার সশস্ত্র বিপ্লবকে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোয় বিস্তৃতি ঘটাতে। গুয়াটেমালার সশস্ত্র সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাইকনটিন্যানটাল কনফারেন্সের প্রস্তাব কার্যত বিপ্লব বিরোধীতার প্রস্তাব।

১৯৬৪, ১৯৬৫ এবং ১৯৬৬ খৃস্টাব্দে নিম্নোক্ত দেশগুলিতে সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের ব্যপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে যে গণজাগরণ, যে গণউত্থান—তা একদিকে যেমন ফিদেল কাস্ত্রো, তদ্রুপ ট্রাইকনটিন্যানটাল কনফারেন্সের নেতৃত্বের দৃষ্টি ছিল অন্ধ। এই দৃষ্টিহীনতার মূল কারণ হচ্ছে যে: চে গুয়েভারার নাম এই সব গেরিলা যুদ্ধের সঙ্গে জড়ানো ছিল অসম্ভব। সেইহেতু, ফিদেল কাস্ত্রো এইসব দেশের গেরিলা যুদ্ধকে পরিহার করেছেন।

***   ***   ***

ভেনিজুয়েলা:

তদ্রুপ ভেনিজুয়েলার ক্ষেত্রেও ফিদেল কাস্ত্রো অনুরূপ বিপ্লব বিরোধী কর্মধারা অনুসরণ করেছিলেন। যেমন ভেনিজুয়েলার কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ববর্তী সময় থেকে সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ অথবা সশস্ত্র বিপ্লবের শুধু সমর্থকই নয়, বাস্তবে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করেছে। যদিও পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিপ্লব এবং নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় বিভক্ত ছিল। ১৯৬৪ নভেম্বর ক্রুশ্চেভের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণ ভাবে বিপ্লব বিরোধী হয়ে উঠে নেতৃত্বের একটি অংশ—এবং অন্য অংশ ডগলাস ব্রেভো, টরবেস এবং পেটকফ-এর নেতৃত্বে গেরিলা সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যান। এই মুখ্য ব্যবধানের

কারণে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব ব্রেভোকে শুধু সাসপেণ্ড করে, তা নয়, বহিষ্কার করে। ১৯৬৫ ডিসেম্বর এই নেতৃত্রয় মুক্তাঞ্চলগুলিতে নতুন ডাইরেকটরেট সংগঠিত করেন।

১৯৬৬ জানুয়ারী ট্রাইকনটিন্যানটাল কনফারেন্সের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৬ ফেব্রুয়ারী কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী অংশের নেতৃত্বে ডগলাস ব্রেভো এবং গেরিলা ফৌজের অধিনায়ক অজেডা নিম্নক্ত ঘোষণা মাধ্যমে প্রথম দলিল প্রচার করেন :

> আজকার দিনে, উদাহরণ স্বরূপ, দেখা যাচ্ছে যে কিউবায় যা ঘটেছিল অনুরূপভাবে আবার পুনরাবৃত্তি ঘটানো যাবে না। মুক্তি সংগ্রামে যে অতর্কিত আক্রমণের বিষয় অথবা পূর্ববর্তী সময়ের কৌশলাদি সম্পর্কে আশান্বিত হতে পারে না।
>
> ঘটনাবলীর সত্যতা ছাড়াও তাদের ভুলগুলি থেকে সাম্রাজ্য-বাদীরা শিখেছে এবং তাদের পক্ষে যতটা সম্ভব বিপ্লবের যাত্রা-পথে বাধা সৃষ্টি করে রাখা, জাতীয় বুর্জোয়ারাও এখন জানতে পেরেছে যে ল্যাটিন আমেরিকার বৈপ্লবিক পথের শেষ হচ্ছে সমাজতন্ত্রে ; অর্থাৎ বলা যায়, প্রত্যেকেই. জানেন যে মহাদেশটি যে কারণে অসুস্থ হয়েছে তা কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক কর্মধারা মাধ্যমে সুস্থ করা যায়, এমন কী যদি আমরা শুরুতে বুর্জোয়া বিপ্লবের কথা বলি, তবু বাস্তবে সমাজতন্ত্রের দিকে যাত্রাকে বেশী দেরী করান যাবে না। এই অবস্থার মধ্যে, ল্যাটিন আমেরিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুমান করা উচিত হবে বহু ধারার বাধ্যবাধকতাকে মেনে নিয়ে। ব্রেজিলে কী ঘটেছিল—মৌলিকভাবে—দেখিয়ে দিচ্ছে যে বুর্জোয়ারা আর তাদের সাবেকী বৈপ্লবিক ভূমিকা পালনে অক্ষম যা তারা আন্দোলনের পূর্ববর্তী স্তরগুলিতে করেছে।
>
> এই অবস্থার মধ্যে, ল্যাটিন আমেরিকার সংগ্রাম সম্পর্কে

ওই তথাকথিত 'দীর্ঘ যুদ্ধ' ছাড়া অন্য ধারায় চিন্তা করাটা হচ্ছে কৃত্রিম। কিউবার কৃতিত্ব যে ভেনিজুয়েলায় কপি করা যেতে পারে চিন্তা করার অর্থ হচ্ছে, একটি বিশেষ দেশের অবস্থাকে গণ্য না করা, অর্থ হচ্ছে অন্ধভাবে কাজ করে যাওয়া অবস্থার প্রকৃত বিশ্লেষণ না করেই।[৪২]

ডগলাস ব্রেভো হলেন তৎসময়ের ভেনিজুয়েলার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্য। বুর্জোয়া নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে কখনও প্রশ্রয় দেননি, সশস্ত্র সংগ্রামেই কেবলমাত্র বুর্জোয়া শাসন-শোষণের ধ্বংস সাধন সম্ভব। এমন মহান সংগ্রামীকে চিরাচরিত প্রথানুযায়ী সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল অভিযোগে কমিউনিস্ট পার্টি প্রচার করা সত্ত্বেও তাঁর প্রভাব কমাতে পারেনি।

ফেবরিসিও অজেডা কমিউনিস্ট পার্টির এই প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই যে শুধু করেছিলেন তা নয়, তিনি একযোগে ডগলাস ব্রেভোর সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামের সর্বস্তরে নেতৃত্বে করেছেন। অজেডা হচ্ছেন সেই প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী—তাঁরই নেতৃত্ব ১৯৫৮ খৃস্টাব্দে ভেনিজুয়েলার তৎকালিন প্রেসিডেন্ট পেরেজ জিমিনেজকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন। পেরেজ জিমিনেজের শাসন ব্যবস্থা এমন অবস্থায় পৌঁছেছিল যে, যে চার্চের সমর্থন ছিল জিমিনেজ-শাসন ব্যবস্থার প্রায় মূল শক্তি, সেই চার্চও বিরোধী হয়ে উঠল। আর্ক বিশপ রাফেল আরিয়াস ব্লাঙ্কো "ধর্ম-যাজকের" চিঠির মাধ্যমে ঘোষণা করলেন এমন বক্তব্য—যা থেকে সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহে সমগ্র দেশ জেগে উঠা উচিত ছিল। যদিও কিছু কিছু অনাস্থা প্রকাশ পেল মাত্র, কিন্তু সার্বিক বিপ্লব শুরু হল না।

বিমান-বাহিনীর কর্নেল জেসাস মেরিয়া কাস্ত্রো লিও-এর নেতৃত্বে

৪২—ঐ, পৃঃ ৪৮।৪৯

বিমান-বাহিনীর একটি গ্রুপ বিদ্রোহ করেছিল—কিন্তু এই সবই জিমিনেজ সামলে উঠতে পেরেছিলেন।

কিন্তু যাঁর নেতৃত্বকে সামলে উঠা সম্ভব হল না—তিনিই হচ্ছেন ফেবরিসিও অজেডা, উনত্রিশ বছরের একজন সাংবাদিক, একটি গুপ্ত সংগঠন "পেটরিয়াটিক জুন্টার" নেতা। এই সংগঠন গড়ে তোলার কথা ১৯৫৭-তেই তাঁর মনে আসে এবং তখনই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পেটরিয়াটিক জুন্টা, যখন তিনি "এ্যল ন্যাশনাল" পত্রিকার রিপোর্টার হিসেবে ছিলেন কর্মরত।

২১শে জানুয়ারী ১৯৫৮ খৃস্টাব্দে এই যুবক অজেডা আহ্বান জানালেন সারা দেশ জুড়ে: সাধারণ ধর্মঘট। যে আহ্বান এমন উদ্দাম ঝড়ের বেগে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল, এমন কী কমিউনিস্ট পার্টি—প্রত্যেকটি দল ছিল বে-আইনী—প্রত্যেকটি সংগঠন, প্রত্যেক ব্যক্তিকে একযোগে এনে একটি বিশাল পর্বতের মতো একক করে তুললো। দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী, মধ্যপন্থী, ধর্মপন্থী প্রত্যেকের স্বীয় পরিচিতি হারিয়ে গেল অজেডার মহান কৃতিত্বময় আহ্বানের অভ্যন্তরে। অজেডা যদিও জানতেন যে এই পাঁচমেশালী পরস্পর বিরোধীদের ঐক্যের ভিতে আন্তরিকতা নেই—তবু এই তথাকথিত ঐক্যের প্রয়োজন রয়েছে; যে প্রয়োজনের তাগিদে অজেডাকে সমর্থন জানালো এই পাঁচমেশালী ঐক্য, অচিরেই সমগ্র ভেনিজুয়েলা গর্জে উঠল, জানুয়ারী ১৯৫৮ পেরেজ জিমিনেজ পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন এবং আশ্রয় নিলেন ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রে।

অজেডার নেতৃত্বে পেটরিয়াটিক জুন্টা যদিও অসামরিক জনগণের নেতৃত্বে, কিন্তু সামরিক বাহিনীর পাঁচজনকে নিয়ে এডমিরাল ল্যার-রাজাবাল নতুন সরকার গঠন করলেন। কিন্তু অজেডার আশানুরূপ সরকার গঠিত হল না। যাইহোক, ভেনিজুয়েলার বিস্তৃত ইতিহাস আলোচনার অবকাশ এখানে নেই; কেবলমাত্র অজেডার কর্মধারায়

মধ্যে সংক্ষিপ্ত রাখব ভেনিজুয়েলার সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস, এবং যা ল্যাটিন আমেরিকার সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামে এক দিগন্ত বিসারিত ঐতিহাসিক শিক্ষা।

১৯৫৮ খৃস্টাব্দের রাজনৈতিক ঘটনাবলী অজেডার স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপে যে ভীষণাকার অবস্থার সৃষ্টি করল, ক্ষমতালিপসু-সুবিধাবাদী হলে অজেডার পক্ষে ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হওয়া অসম্ভব ছিল না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে তিনি নিজেকে বিক্রী না করে সব বিপ্লবী-সংগঠন তথা বিপ্লবীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে গড়ে তুললেন গেরিলা আন্দোলনের সংগঠন। অজেডা গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। যে কারণে, তৎসময়ের জনপ্রিয় কমিউনিস্ট ছাত্র নেতা জার্মান লেইরেট, বামপন্থী ছাত্র সংস্থার জনপ্রিয় ছাত্র-নেতা এমিরিকো মার্টিন অজেডার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হলেন। বিপ্লবী মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের উপর, এমন কী ভেনিজুয়েলার কমিউনিস্ট পার্টির বহু সদস্যদের উপর অজেডার বৈপ্লবিক প্রভাব ছিল দুর্বার। অজেডার আহ্বানে কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী অংশ যোগদান করেন। উল্লেখ করা যায় তৎসময়ের স্মরণীয় কয়েকজন কমিউনিস্ট বিপ্লবী: ডগলাস ব্রেভো, এলয় টররেস, টিয়োডোরো পেটকফ। এই পেটকফ ছিলেন ১৯৫৭ খৃস্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠিত সক্-ট্রুপসের নেতা। যে সংগঠনটি পেরেজ জিমিনেজকে উৎখাত করার জন্যে গঠিত হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির তৎপরতায়। পরবর্তী সময়ে সশস্ত্র সংগ্রামের সংগঠনটিকে ভেনিজুয়েলার কমিউনিস্ট পার্টি কনডেম করলেও ডগলাস ব্রেভোর নেতৃত্বে পরিচালিত গেরিলা বাহিনীকে উৎখাত করা সম্ভব হয়নি। যদিও ১৯৬৮ খৃস্টাব্দে টিয়োডোরো পেটকফ সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে বিরোধী হলেও দুই দিককেই অর্থাৎ নিয়মতান্ত্রিকতা ও সশস্ত্রতাকে একই সঙ্গে রক্ষা করতে চান। এই আত্মসমর্পণ-মূলক পরিবর্তনের কারণে আবার

নিয়মতান্ত্রিক কমিউনিস্ট পার্টিতে জায়গা পেলেও, তাঁর নতুন-পন্থা ক্রেমলিনের বিরুদ্ধে চলে যাওয়ার কারণে ডিসেম্বর ১৯৭০ খৃস্টাব্দে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়, পেটকফের সঙ্গে আরেক উল্লেখযোগ্য সদস্য হচ্ছেন পমপিও মারকুয়েজ, নিয়মতান্ত্রিকতাকে গ্রহণ করলেও সশস্ত্র গেরিলা সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিও হচ্ছে মস্কো নেতৃত্বের বিরুদ্ধতা।

টিয়োডোরো পেটকফের এই পরিবর্তন ঘটলেও, তাঁর সহোদর ভ্রাতা লুবেন পেটকফ কিন্তু রণাঙ্গন ছেড়ে আসেননি; ডগলাস ব্রেভোর সঙ্গে একযোগে সংগ্রামরত এবং গেরিলা বাহিনীর দ্বিতীয় নেতা। "বলিভার অপারেশন"-এর দায়িত্বে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন।

ফেবরিসিও অজেডার সঙ্গে ডগলাস ব্রেভোর সশস্ত্র সংগ্রামী আদর্শের বাস্তব রূপায়ণে যে দুর্দান্ত গেরিলা ফ্রন্ট গড়ে উঠে তা শুধু ভেনিজুয়েলা নয়, সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকায় এক অনন্য নিদর্শন। অজেডা এবং ব্রেভোর গেরিলা কৌশলও অনবদ্য এবং চে গুয়েভারা এবং মাও সে তুঙ-এর গেরিলাযুদ্ধের আঙ্গিকের সঙ্গে মিল থাকলেও তা কপি নয়। এবং ট্রাইকনটিন্যানটাল কনফারেন্সের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকায় বিপ্লব প্রস্তুতির জন্যে অজেডা-ব্রেভো নির্ধারিত পন্থা খুবই স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করা অবাস্তব নয়।

ভেনিজুয়েলার ভৌগলিক সীমান্তকে বিচার করে সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে; শাসক শক্তির কেন্দ্রিভূত সামরিক ও পুলিস শক্তিকে প্রথমতঃ বিচ্ছিন্ন করার জন্যে সমগ্র ভেনিজুয়েলা জুড়ে বিশেষ বিশেষ অবস্থানকে কেন্দ্র করে গেরিলা স্কোয়াড গড়ে উঠল। ভেনিজুয়েলা কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ার দরুণ স্থানীয় কৃষক অধিবাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক কর্মধারা চালু রাখায় খাদ্য-আশ্রয় ইত্যাদির ব্যবস্থাও

সহজ হয়ে উঠল। একই সঙ্গে সামরিক এবং পুলিস বাহিনী অভ্যন্তরেও সাম্ভাব্য রাজনৈতিক কার্যাবলীও বর্তমান ছিল। যে কারণে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্তির ব্যবস্থা সহজ হয়ে উঠল।

এরমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে বিপ্লবীদের অকৃত্রিম আত্মনিবেদিত সত্তা আর অনড় ইচ্ছাশক্তি। তবু এটা ধরে নেওয়া উচিত হবে না যে অন্তিম সাফল্য বুঝি হাতের নাগালের মধ্যে। এর মধ্যে দুইটি অন্তর্নিহিত সত্য সমান্তরালে কাজ করে যেতে থাকে : (১) সরকারী ব্যবস্থাবলীকে কর্মক্ষম রাখার কারণে যেমন গুপ্তচর এবং অন্যান্য কর্মচারী ইত্যাদি এমন একটি অকৃত্রিম সত্তা নিয়ে গঠিত যাদের কাছে স্বীয়-ব্যক্তি স্বার্থ হচ্ছে মুখ্য, কোন আবেদন যেমন সাড়া জাগায় না, তেমনি কোন রাজনৈতিক কর্মধারা সম্পর্কে নিস্পৃহ। (২) সাধারণ খেটে খাওয়া জনগণের স্বীয় অবস্থার প্রত্যেকটি স্তর সম্পর্কে দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেও তাদের বৃহত সংখ্যকের মানস জগতে মুক্তির চেতনাশক্তি প্রতিবিম্বিত হয় না। মহান বিপ্লবীদের সামনে সর্বকালে এই বাধাটি বর্তমান রয়েছে। ভেনিজুয়েলার ক্ষেত্রেও কোন ব্যতিক্রম নেই।

এই দুই সমস্যা চিরন্তর ভাবে সমাজের একান্ত অঙ্গ হিসেবে চলে আসছে। তাই যুগে যুগে বিপ্লবীরা যে বাধা, যে যন্ত্রণার সম্মুখীন হয়েছেন—যে কারণে বৈপ্লবিক সাফল্যের মান তার মহান আত্ম-ত্যাগের তুলনায় নগণ্য। নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও যুগে যুগে বিপ্লবীরাও জন্ম নিয়েছেন নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ এবং মহান মৃত্যুর জন্যে। তবু সাধারণ মানুষের চোখ খুলেনি।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং লেনিন যে আদর্শে কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠিত করেছিলেন—যে পার্টি হচ্ছে নির্যাতীত খেটেখাওয়া সমাজের অগ্রদূতরা পরিচালিত করবে, নিয়ন্ত্রিত করবে তার সামাজিক শ্রেণীর স্বার্থে—বিপ্লবী অর্থে, বিপ্লবী পথে।

ভেনিজুয়েলার কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্ব অবশ্যই বিপ্লবী-অর্থে পরিপূর্ণ-বিপ্লববিরোধী পথে যাত্রা করল। ডগলাস ব্রেভোর সর্বধারার আবেদন-অনুরোধ পার্টি প্রত্যাখান করল। অজেডা শেষ পর্যন্ত অন্তিম চেষ্টা হিসেবে রণাঙ্গণ থেকে কমিউনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরো তথা অন্যান্য সদস্যদের কাছে চিঠি লিখেছিলেন সার্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে, যাতে বিপ্লবী হিসেবে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি হিসেবে এই গেরিলা মুক্তি যুদ্ধে শুধু সমর্থন নয়, যোগদান করে। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি হিসেবে তার নেতৃত্ব শুধু নিয়মতান্ত্রিক পন্থাকেই সমর্থন নয়--ডগলাস ব্রেভো এবং ফেবরিসিও অজেডার নেতৃত্বে এই সশস্ত্র গেরিলা সংগ্রামকে নিন্দা করল, বাতিল করল। সময়কালটা লক্ষণীয়—ট্রাইকনটিনানটাল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৬৬ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে। এই সময়ে জুন ১৯৬৬ অজেডা ফিদেল কাস্ত্রোকে নিম্নক্ত চিঠিখানি লিখেছিলেন :

> প্রিয় বন্ধু ফিদেল কাস্ত্রো ; আগের মতোই এখানে, পর্বত-সমান অসুবিধের বিরুদ্ধে কুস্তি লড়ে যাচ্ছি যাতে সংগ্রামকে আরোও সূক্ষ্ম এবং দৃঢ় ভিতে দাঁড় করাতে পারি। এই বিষয়ে আমরা অনেকটাই অগ্রগতি ঘটাতে পেরেছি। মুখ্যপদক্ষেপ হচ্ছে নেতৃত্ব সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুতে পৌছান, জাতীয় সংগঠনের কাঠামো সম্পর্কে, যেমন FLN-এর একজিকিউটিভ-বডি এবং FALN-এর একজিকিউটিভ-কমাণ্ড। আমরা শুরু করেছি আন্দোলনের সার্বিক কাঠামোর সাধারণ পুনর্গঠন, এই উদ্দেশ্যে আমরা কঠোরভাবে কাজ করছি যাতে FLN/FALN-এর একটি জাতীয় সভা যতো শীঘ্র সম্ভব করা যায় : এই সম্মেলনের আইনতঃ ক্ষমতা থাকছে পরিস্থিতির অনুধাবন এবং বিশ্লেষণ করা, কৌশল, আঙ্গিক এবং রাজনৈতিক ও সামরিক লাইন সম্পর্কে ডিবেট এবং প্রত্যেক স্তরে নেতা গ্রহণ সম্পর্কে নিয়ম প্রণালী গঠন···

আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে নতুন ক্ষেত্রগুলিতে সংগ্রামের নির্দেশ দেওয়া যা আমাদের ঠেলে নিয়ে এসেছে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করতে। প্রথমত ; FLN/FALN-এর বর্তমান জাতীয় অঙ্গগুলির কাঠামোর পুনর্গঠন করা। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি নেতৃত্বের কেন্দ্রগুলির বিস্তৃতি ঘটানো। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যা ভেনিজুয়েলার কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে একটি সঙ্কট সৃষ্টি করেছে, পার্টির পলিটিক্যাল ব্যুরোর সংখ্যাগরিষ্ঠরা ডগলাস ব্রেভোর বিরুদ্ধে প্রস্তাব নিয়েছে। তাঁকে পলিটিক্যাল ব্যুরো থেকে বহিষ্কার করেছে, অভিযুক্ত করেছে বিভক্তিকারী পার্টি বিরোধী অভিযোগে।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হচ্ছে প্রত্যেকটি সুযোগের ব্যবহার করে সব বিপ্লবী শক্তিগুলিকে একীভূত করা যাতে জাতীয় মুক্তি যুদ্ধের মান বাড়ানো যায়। এটাই হচ্ছে অগ্রগতির একমাত্র উপায় শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার এবং জাতীয় মুক্তি অর্জনের জন্যে।

গেরিলা ফ্রন্টের সিনিয়র কমাণ্ডাররা FALN-এর মূল হেড-কোয়ার্টারে যোগ দিয়েছেন। এই সব অঙ্গের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণের পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন হয়েছে, এটা বিবেচনা করা হয়েছে যে FALN-এর হেড কোয়ার্টারে তিনজন সদস্যের যে নিউক্লিয়াস এখনও তৎপর যারা সার্বিক সামরিক নির্দেশ দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়, এই কারণে যে অন্যান্য সদস্যরা হয় বন্দী রয়েছেন অথবা রয়েছেন বিদেশে। বিপ্লবী শক্তিগুলিকে একীভূত করার অর্থ হচ্ছে জাতীয় মুক্তি যুদ্ধের মান বাড়ানো, এই আন্দোলনের জন্য একটি একক কমিশন গঠন করা অনুধাবন এবং বাস্তব তত্ত্বের প্রস্তুতির জন্যে আঙ্গিক, কৌশল এবং রাজনৈতিক ও সামরিক লাইন সম্পর্কে, আলোচনা করা FLN/FALN-এর পরবর্তী সম্মেলন।

নেতৃত্ব-অঙ্গে MIR-এর সংযোজন এবং সম্মেলনের প্রস্তুতি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, সুতরাং বর্তমানের ব্যবধানকে নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করতে পারি···

যাই হোক, শৃঙ্খলার প্রশ্নে ভেনিজুয়েলার কমিউনিস্ট পার্টির পলিটিক্যাল ব্যুরোর সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় তাদের মধ্যে একটি নতুন আভ্যন্তরিক বিভক্তি দেখা দিয়েছে!

এই নতুন সমস্যা সম্পর্কে, আমাকে জানানো হয়েছে যে মধ্যবর্তী স্তর এবং রেঙ্ক এণ্ড ফাইলে, এমন কী কেন্দ্রিয় কমিটি থেকেও প্রতিবাদ করা হয়েছে কমরেড ডগলাসের বিরুদ্ধে যে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। এই প্রতিবাদের দলিল পত্রাদি ইতিমধ্যেই প্রচারিত হয়েছে। আমার মতে, পলিটিক্যাল ব্যুরোর সংখ্যাগরিষ্ঠরা শৃঙ্খলা রক্ষার যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে তা পরিচ্ছন্নভাবে আদর্শগত এবং রাজনৈতিক সমস্যা, মৌলিক প্রশ্ন উদ্ভূত। এই সমস্যাগুলিকে অংশতঃ মুখোস পরানো হয়েছে আক্রমণ কেন্দ্রিভূত করার জন্যে কমরেড ডগলাস এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে যারা আমাদের বৈপ্লবিক ধারায় তাঁর পদ্ধতি ও কৌশল গ্রহণ করেছে। বর্তমানের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মতকে কেন্দ্র করে ভেনিজুয়েলার কমিউনিস্ট পার্টিতে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

একটি; পার্টির রেঙ্কের মধ্যে যারা সংখ্যালঘিষ্ট, কিন্তু পলিটিক্যাল ব্যুরো ও কেন্দ্রিয় কমিটিতে শক্তিশালী যা হচ্ছে নিম্নোক্তরূপ: বর্তমান অবস্থা বিপ্লবী আন্দোলনকে অনুমতি দিচ্ছে রাজনৈতিক ফ্রন্টে উদ্যোগী হতে; যাই হোক, এর জন্যে সফল হওয়ার কারণে FALNকে নির্দেশ দিতে হবে গেরিলাদের এবং UTC (Tactical Combate Units)-কে পশ্চাদ-পসারণের জন্যে। এটা কোন নতুন চুক্তি নয়, বা আরও মৌলিক কিন্তু: আমরা আমাদের যুদ্ধের ধারা বদলাবার চেষ্টা

করছি। অর্থাৎ বলা যায়, একটি নতুন কৌশলগত স্তর খোলা, যার মধ্যে, যুদ্ধের ধারার সমন্বয়ের পরিবর্তে, গেরিলা এবং UTC-এর সক্রিয়তা স্থগিত রাখতে হবে। যা থেকে গেরিলা এবং UTC সুস্থভাবে সরে আসবে এবং বৈপ্লবিক আন্দোলন তার কৌশলে পরিবর্তন আনতে পারে, বহুবিধ শর্তের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, বিশেষ করে ঐক্য রক্ষার ক্ষেত্রে, আভ্যন্তরিক সুসঙ্গতির জন্যে, লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলার জন্যে, এবং নেতৃবৃন্দের সহায়তার জন্যে। এই অবস্থা অর্জন করতে হলে, পার্টি এবং যুবকদের অবশ্যই দু'টি ফ্রন্টের জন্যে হতে হবে সক্রিয়: প্রথমতঃ প্রত্যয় জন্মানোর জন্যে এবং রাজনৈতিক ধারার প্রত্যেক হেতু এবং নতুন কৌশলের পরিবর্তনের সমর্থনে তর্ক বিতর্ক মাধ্যমে ওদের অবশ্যই শান্তভাবে আলোচনা করা তাদের সঙ্গে যাদের প্রভাবিত করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ এডভানচারিজমের এবং উত্তেজনা সৃষ্টির বিরুদ্ধে সক্রিয় লড়াই চালিয়ে যাওয়া যা হচ্ছে এই দুইটি দলিল পলিটিক্যাল ব্যুরোর সদস্যরা এই সংগঠনের উদ্দেশ্যে উপস্থিত করেছেন তার বিরোধীতা করা।

এবং অন্যটি হচ্ছে, পার্টির রেঙ্ক যা সবল ভাবে সমর্থন করছে, যদিও নেতৃত্বের মধ্যে এরা দুর্বল, কিন্তু কমরেড ডগলাসের প্রবল সক্রিয় নেতৃত্বে এরা তৎপর। কেবল মাত্র তাঁরই বিরোধীতা করা হচ্ছে না সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেভাবে বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করছেন তাঁর তীর্যক সমালোচনাও করছে।

যেমন আপনি দেখতে পাচ্ছেন, সশস্ত্র সংগ্রামের যে আকাঙ্খার অস্থিটি, যার প্রতি ভেনিজুয়েলার কমিউনিস্ট পার্টির একটি গ্রুপ শুরু থেকেই বিরোধীতা করছে···

আমাদের যোদ্ধাদের নৈতিকতা খুবই উচ্চ পর্যায়ের এবং আমরা অভঙ্গুর অটলতা নিয়ে উপস্থিত রয়েছি। বর্তমানের

অসুবিধার স্তরগুলি সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল, এবং আমরা সুনিশ্চিত যে এইগুলিকে যথাশীঘ্র সম্ভব কাটিয়ে উঠতে পারবো। সন্দেহপ্রবনদের মধ্যে সত্যই বেঁচে থাকবে, এবং আমাদের দিগন্তে নিয়ে আসবে আলোকচ্ছটা। ফিরে যাচ্ছি না, এমন কী গতিবৃদ্ধির জন্যেও নয়।

আমাদের মুখপাত্র বিস্তৃতভাবেই সব বলতে পারবে, এবং অনেক কিছু পরিষ্কার করে দেবে।

আমরা এগিয়ে চলেছি, বিজয়ের দিকে। বিজয়ী না হওয়া অবধি আমরা যুদ্ধ করে যাবো। Un tuerte abrazo আপনার বন্ধুর কাছ থেকে, ফেবরিসিও অজেডা।

ফিদেল কাস্ত্রোর কাছে লেখা অজেডার এই চিঠিখানি কেবলমাত্র ভেনিজুয়েলা নয়, সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকা নয়—পরিবর্তে সারা পৃথিবীর বিপ্লবীদের বৈপ্লবিক সংগ্রামের জন্যে একটি জীবন্ত শিক্ষা রেখে গেলেন ফেবরিসিও অজেডা।

অজেডার এই চিঠিখানির সারমর্ম ফিদেল কাস্ত্রো অনুভব করতে পেরেছিলেন কী না, জবাব ফিদেল কাস্ত্রোই দিতে পারেন। তবে এই চিঠিখানি ফিদেল কাস্ত্রো তাঁর মাসিক বক্তৃতায় হাভানা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে ১৩ই মার্চ ১৯৬৭ খৃস্টাব্দে উল্লেখ করেছেন। যদিও এই উল্লেখ মূল্যহীন, কোন তাৎপর্য নেই। ট্রাইকনটিন্যানটাল কনফারেন্সের সংগঠক সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকায় মুক্তি যুদ্ধ সংগঠিত করার যে প্রস্তাব ; তা যে ভয়ঙ্কর একটি মিথ্যার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ফেবরিসিও অজেডার মহান জীবনই সে সাক্ষ্য বহন করছে।

জুন ১৯৬৬ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি অজেডা যে চিঠিখানি ফিদেল কাস্ত্রোকে লিখেছিলেন, এই চিঠির প্রতিক্রিয়াই কী না বলা না গেলেও ঐতিহাসিক ঘটনাটি হচ্ছে যে ভেনিজুয়েলার কমিউনিস্ট পার্টির পলিটিক্যাল ব্যুরো থেকে অজেডার কাছে সংবাদ পাঠানো

১৯৬৫—কোলোম্বিয়া ঃ

ভেনিজুয়েলার পশ্চিমে, কিউবার সরাসরি দক্ষিণে, কোলোম্বিয়ার উত্তর পশ্চিমে এবং মেকসিকোর দক্ষিণের অংশটি মধ্য আমেরিকায় গুয়াটেমালা, নিকোরাগোয়ায় বয়ে চলেছিল বিপ্লবের জ্বলন্ত মশাল, এর দক্ষিণে পানামা—একটি উল্লেখযোগ্য কিন্তু ক্ষুদ্র রাষ্ট্র—এর দক্ষিণে কোলোম্বিয়া এবং কোলোম্বিয়ার দক্ষিণে পেরু। পেরুর রাজনৈতিক ঘটনাবলী পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

তৎসময়ের কোলোম্বিয়া সম্পর্কে একটি সম্যক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে—ট্রাইকনটিন্যানটাল কনফারেন্সের প্রস্তাব, বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধ এবং চে গুয়েভারার মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে কোলোম্বিয়ার বৈপ্লবিক সংগ্রাম বিচার্য।

ল্যাটিন আমেরিকায় কোলোম্বিয়ার-বামপন্থী বৈপ্লবিক সংগ্রাম ১৯৩০ খৃস্টাব্দের পূর্ব থেকে চলে আসছে, এমন একটি ধারায়, যা ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র। বহু ঘাত প্রতিঘাত, উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে এই গেরিলা যুদ্ধের ধারা শুধু যে বেঁচেছিল, তা নয়—সৃষ্টি করেছিল সংগ্রামের এক জলন্ত ভিত।

স্টালিন নেতৃত্বকালে কমিউনিস্ট পার্টির বৈপ্লবিক ভূমিকাও একটি স্মরণীয় বিপ্লবের ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। কোলোম্বিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৮ খৃস্টাব্দে। এমন একটি সময়ে যখন টিকুয়েনডামা অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে প্রায় বিদ্রোহের অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, কমিউনিস্ট পার্টি তৎসময়ে ভায়োটা নামক অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং অঞ্চলের সমগ্র জমি

অধিকার করে, এবং প্রতিষ্ঠা করে স্বীয় সৈন্য বাহিনী, স্বীয় আইন আদালত এবং প্রকৃতপক্ষে এই সমগ্র অঞ্চলটি প্রায় দুই হাজার বর্গ মাইল কৃষকশ্রেণীর নেতৃত্বে শাসিত প্রজাতন্ত্রের রূপ নেয়, এবং দীর্ঘ কুড়ি বছর এই ব্যবস্থাকে ঘাটাতে সাহস করে না কোলোম্বিয়ার কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যেমন স্টালিন নেতৃত্বের শেষ দিকে স্টালিন-নেতৃত্ব যে ভাবে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠি কর্তৃক ক্রমে পরিবেষ্টিত হয়েছিলেন, যে প্রতিক্রিয়ায় সোভিয়েতের বৈপ্লবিক বৈদেশিক নীতি সহযোগিতার পথে ধাবিত হচ্ছিল—তার ঢেউ কোলোম্বিয়াও এসে পৌছয়। যে কারণে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এই ভায়োটা অঞ্চলের অর্থনীতি ইনসেনটিভ ভিত্তিতে রূপান্তরের কারণে ধনী-কৃষক গরীব-কৃষক মেহনতী-কৃষক পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ ; কোলোম্বিয়ার অন্যান্য অঞ্চল থেকে মহাজন শ্রেণীর আগমন ঘটে এবং লাভ-ক্ষতির আদর্শে বুর্জোয়া প্রথা দৈনন্দিন জীবনের আদর্শে রূপান্তরিত হয়, কিন্তু ঢাকা থাকে কমিউনিস্ট পার্টির আবরণে। এবং স্টালিনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বুর্জোয়া ধারা পরিপূর্ণতা লাভ করে।

কমিউনিস্ট পার্টি অভ্যন্তরে যে সব সদস্যরা এই ধারার সঙ্গে একমত হতে পারেননি—এঁরা তাঁদের বৈপ্লবিক সত্তাকে অবশ্যই রক্ষা করেছেন। কিন্তু স্বীকৃত কমিউনিস্ট পার্টি সম্পূর্ণভাবে একটি তথাকথিত বৈপ্লবিক খোলস সৃষ্টি করে স্বীয় পরমায়ু রক্ষার কাজে ব্যস্ত হয়। বিপ্লব বা বৈপ্লবিক অবস্থাকে ত্বরান্বিত করা, বিসারিত করা, অথবা পার্শ্ববর্তী দেশগুলো যথা ভেনিজুয়েলা, পেরু, ব্রেজিল, ইত্যাদি দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে একটি বৃহত্তর বৈপ্লবিক আঁতাতও গড়ে তোলার কাজে এগিয়ে যায়নি। ফেবরিসিও অজেডা যে ধারায় একটি আদর্শগত ঐক্যে একটি বৈপ্লবিক ফ্রণ্ট গড়ে তুলে-ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির প্রবল বিরোধীতা সত্বেও—কোলোম্বিয়ার

ক্ষেত্রে অনুরূপ বিরোধীতা না করলেও কমিউনিস্ট পার্টি কার্যতঃ বুর্জোয়া এবং প্রতিবিপ্লবী অবস্থাকেই জোরদার করেছে। যে কারণে ১৯৪৮ খৃস্টাব্দের পূর্ববর্তী বৈপ্লবিক অবস্থাকে কমিউনিস্ট পার্টির বিশ্লেষণে পরবর্তী সময়ের কোলোম্বিয়ায় বৈপ্লবিক পরিবেশ গড়ে উঠেনি বলে যে সিদ্ধান্ত অথবা আদর্শ প্রচার করেছিল, তা যে কত ঠুনকো প্রমাণিত হয়ে গেল বামপন্থী ঘেঁষা উদারনৈতিক আদর্শের প্রতিভূ জর্জি গ্যায়টনের নেতৃত্বে এক বিশাল গণজাগরণের উত্থানে।

জর্জি গ্যায়টনের নেতৃত্বে এই গণজাগরণের ভিতভূমিটি হচ্ছে: একটি মধ্যবর্তী পন্থা যা দুইটি আদর্শের সমন্বয় মাধ্যমে অতীতকেই নতুন পোষাকে প্রতিষ্ঠিত রাখার ধারা। অর্থাৎ বিপ্লবের নামে সশস্ত্র সংগ্রামী তথা বিপ্লবীদের যেমন নিরস্ত্র করা একটি উদ্দেশ্য, তদ্রূপ পুরনো শোষণবাদী ব্যবস্থার মধ্যে কতকগুলো বাহ্যিক পরিবর্তন মাধ্যমে উদারনৈতিক বুর্জোয়া পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা।

যদিও বামপন্থী ধারার মধ্যে একটি বৈশিষ্ট বর্তমান, অর্থাৎ এই বামপন্থাকে কেন্দ্র করে কার্যতঃ বিপ্লবীদের আগমন ঘটে। তেমনি জর্জি গ্যাযটনের পূর্ববর্তী বামপন্থী আন্দোলনের ফলস্বরূপ কোলোম্বিয়ায় বামপন্থী নেতৃত্বে যে বৈপ্লবিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, প্রতিদান স্বরূপ ১৯২৭-২৮ খৃস্টাব্দ থেকে সশস্ত্র সংগ্রামের ভিত গড়ে ওঠে। কোলোম্বিয়ার বৈশিষ্ট হচ্ছে যে; রক্ষণশীল এবং উদারনৈতিক বুর্জোয়া সংগঠনগুলিরও নিজস্ব গেরিলা বাহিনী ছিল, এবং কেন্দ্রীয় শাসন বহির্ভূত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে স্বীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রেখেছিল, শহর এবং শহর বহির্ভূত অঞ্চলের মধ্যে। এই কারণে একটি বিরাট ব্যবধান ছিল বর্তমান, যা ১৯৪০ খৃস্টাব্দের পূর্ব থেকেই ঘটে আসছিল। এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে ছিল কেন্দ্রীয় শাসন বিভক্ত। পাঁচ বছর অন্তর প্রতিটি নির্বাচনে এক বা অন্যটি

রাষ্ট্রশাসক হিসেবে বহাল হয়ে থাকে। কিন্তু এই তথাকথিত শাসক পরিবর্তনে সাধারণ জনগণের অবস্থা একই পর্যায়ে থাকে বর্তমান। যে কারণে, নির্বাচনে ভোট প্রাপ্তির সংখ্যা শতকরা পনেরো থেকে কুড়ি ভাগের মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারেনি, অর্থাৎ শতকরা আশী জন নাগরিক স্বইচ্ছায় নির্বাচনের প্রতি কোন আকর্ষণ দেখায় না। তাই সাধারণ জনজীবনে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি বা আদর্শের প্রভাব ছিল সীমিত এবং সীমাবদ্ধ ছিল শহরের মধ্যেই। কি' এই অবস্থা থাকা সত্বেও সামাজিক বৃহত্তর চেতনাবোধ ছিল অনুপস্থিত। কমিউনিস্ট পার্টি কোন আদর্শগত দায়িত্ববোধ না করলেও—বামপন্থী প্রতিভূ জর্জি গ্যায়টন অবশ্যই দায়িত্বটি বুঝতে পেরেছিলেন। কোলোম্বিয়ার ইতিহাসে বামপন্থী আন্দোলনে একটি গৌরবান্বিত নাম হচ্ছে: জর্জি গ্যায়টন।

জনসাধারণের আশী ভাগ যেখানে শাসনব্যবস্থা বহির্ভূত, সেখানে বাস্তব ব্যবস্থাটি হচ্ছে একটি অরাজক অবস্থা। এই অবস্থা ১৯৪০ পূর্ববর্তী সময়ে যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল, তা: "হিংসাত্মক যুদ্ধ এবং গৃহযুদ্ধ"* নামে খ্যাতি লাভ করেছে। এই অবস্থাটিকে জর্জি গ্যায়টন, ১৯৪০ থেকে ১৯৪৮, একটি ব্যবস্থার মধ্যে আনয়ন করেন, যে ব্যবস্থাটি গ্যায়টনবাদ নামে খ্যাতিলাভ করে। কোলোম্বিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসে এই গ্যায়টনবাদ এমন একটি গৌরবান্বিত অধ্যায় সৃষ্টি করে, যার প্রভাব সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকার বামপন্থী আন্দোলনকে আজও একটি স্থিতাবস্থায় রেখেছে। ফিদেল কাস্ত্রোও জর্জি গ্যায়টনের অনুগামী ছিলেন। ১৯৪৮ খৃস্টাব্দে জর্জি গ্যায়টনকে যখন হত্যা করা হয়, ঠিক তার পূর্ব মুহূর্তে কিউবা ছাত্র সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে গ্যায়টনের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং আলোচনা করার জন্যে ফিদেল কাস্ত্রো উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সাক্ষাৎ হয়ে ওঠেনি।

*—"Violence of Civil war"

১৯৪৬ খৃস্টাব্দে শাসক-পার্টি হিসেবে উদারনৈতিক দল বিভক্ত হয়ে যায়: বামপন্থার নেতৃত্বে গ্যায়টন, এবং রক্ষণশীল দলের নেতৃত্বে গ্যাবরিয়েল টারবে। এ্যরিখ হোবসয়াঅম তার The Revolutionary Situation in Colombia প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন যে: "জর্জি গ্যায়টন কোলোম্বিয়ার ফিদেল কাস্ত্রো হতে পারতেন। কিন্তু তার মৃত্যু খুবই জনপ্রিয় উচ্চমানের অকৃত্রিম বামপন্থী নেতাকে বঞ্চিত করল।"[৪৪]

১৯৪৫ খৃস্টাব্দে কোলোম্বিয়ার নির্বাচনে উদারনৈতিক বামপন্থী সমর্থিত প্রার্থী জর্জি গ্যায়টনের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থী গ্যাবরিয়েল টারবে রক্ষণশীল দলের প্রার্থী—টারবেকেই সমর্থন করল কোলোম্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি। এবং গ্যায়টনকে অভিযুক্ত করল ফ্যাসিস্ট আখ্যায়। অথচ কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ মেহনতী মানুষ, বুদ্ধিজীবি, নিম্নমধ্যবিত্ত অংশগুলি সরাসরি গ্যায়টনবাদের সমর্থনে, গ্যায়টন-বাদের পক্ষে।

টারবেকে সমর্থন করার ভিতভূমি হচ্ছে যে এই গ্যাবরিয়েল টারবে একদা এককালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। টারবে নির্বাচনে জয়লাভ করে শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করলেও রক্ষণশীল দলের প্রতিনিধি হওয়ার দরুণ তার শাসন ব্যবস্থায় রক্ষণশীল কর্ম-প্রণালী প্রাধান্য লাভ করে, এবং অত্যাচার, নির্যাতন ও নিষ্পেষণের মাত্রা ছড়িয়ে যায়। টারবে নির্বাচনে জয়লাভ করার অর্থ অবশ্যই এই নয় যে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। বুর্জোয়া নির্বাচন সম্পর্কে যারা ওয়াকিবহাল, তারা জানেন যে; ভোট কেনা-বেচা হয় সামগ্রী হিসেবে। টারবের নির্বাচনেও এই কেনা-বেচা ব্যবস্থা ছিল।

কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থিত টারবের শাসনে পার্টি—অবশ্যই এমন

৪৪—The world Today, Vol XXX, June 1963

অবস্থায় পৌঁছল যে, পরিবর্তিত হল অনুগামীহীন নেতাদের পার্টিতে। টারবের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি তাই প্রতিবাদও জানাতে পারল না। এপ্রিল ১৯৪৭ জর্জি গ্যায়টন এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটি মেমোরেনডামের মাধ্যমে প্রতিবাদের ঝড়ে পনেরোটি রাজ্যের ছাপান্নটি শহর উদ্দাম করে তুলেছিলেন। ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮ বোগোটা শহরে এক বিরাট জনসমুদ্রে যে বক্তৃতা দিলেন, কোলোম্বিয়ার ইতিহাসে যা "Oration for peace" নামে খ্যাত। প্রকৃতপক্ষে, গ্যায়টনের নেতৃত্বে যে অবস্থা সৃষ্টি হল, তা এক মহাবিদ্রোহ, এক মহা বিপ্লবের জাগরণের প্রারম্ভ। জর্জি গ্যায়টন বিপ্লবী ছিলেন না, সেই হেতু এই মহাজাগরণ বাস্তবে রইল অসংগঠিত : কমিউনিস্ট পার্টি অন্ধ দিশেহারার মতো পথ হাতড়াতে লাগল। নেতৃত্বহীন বিপ্লব, বৈপ্লবিক পরিস্থিতি রূপান্তরিত হল মহাঅরাজকতায়। কিন্তু এই অরাজকতার মধ্যে একটি নিশ্চিত সত্য ছিল বর্তমান—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী ধারার বিরুদ্ধে এমন কী মস্তানরাও সক্রিয় বিরোধী হয়ে উঠলো। ১৯৪৬-এর এই গণজাগরণকে অবশ্যই শাসককুল এবং তাদের আন্তর্জাতিক নির্দেশকরা মেনে নিল না। এই জাগরণের উৎসভুমি হচ্ছেন জর্জি গ্যায়টন। সেইহেতু, জর্জি গ্যায়টন হয়ে উঠলেন শত্রুদের কেন্দ্রবিন্দু।

ফিদেল কাস্ত্রো অন্যান্য ছাত্র প্রতিনিধি-সহ বোগোটায় এসেছিলেন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছাত্র কংগ্রেসের নবম প্যান আমেরিকান সম্মেলনে, যে সম্মেলন ৩০শে মার্চ ১৯৪৮-এ শুরু হয়। ৯ই এপ্রিল ১৯৪৮ নির্ধারিত ছিল জর্জি গ্যায়টনের সঙ্গে পরামর্শ এবং আলোচনা করবেন ফিদেল কাস্ত্রো। গ্যায়টন প্রায় দুপুর অবধি তাঁর অফিসেই কর্মরত ছিলেন, যেখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল এই সম্মেলন। দুপুরে পায়ে হেটে চলেছিলেন উদারনৈতিক দলের মুখপত্র এ্যাল-টেইমপোর

কার্যালয়ে—এই চলার পথে গ্যায়টনকে গুলি করা হয়। উপস্থিত জনতা আততায়ীকে পিটিয়ে রাস্তার উপরেই হত্যা করে।[৪৫]

গ্যায়টনকে গুলি করার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই এক ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয়। মার্কিন এ্যামবাসী কার্যালয় তছনছ করে ফেলে সশস্ত্র জনতা, কর্মীদের পিটিয়ে পিটিয়ে নাজেহাল করা হয়। এমন কি যেখানে ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, তাও ভেঙ্গে-চুরে নষ্ট করা হয়।

কিন্তু নেতৃত্বহীন এই মহাজাগরণ তিন দিনের মধ্যেই শিথিল হয়ে আসে। এবং সব চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে যে বৃটিশ অ্যামব্যাসাডর গিলবার্ট ম্যাকথ ঘোষণা করলেন: এই মহাজাগরণ কমিউনিস্ট প্রেরণা ও নির্দেশের প্রত্যেকটি চিহ্ন বহন করছে।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারী অব স্টেট জর্জ মার্সাল দেখতে পেলেন: "আন্তর্জাতিক কমিউনিজমই হল এই বিদ্রোহের প্রেরণা।" ঘোষণা করলেন; দ্বিতীয় যুদ্ধের শেষে পশ্চিম গোলার্ধে কমিউনিস্টদের প্রথম বৃহত্তর চেষ্টা।"

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি বিদ্বেষ-মূলক প্রচার সর্ব সময়ে করা হচ্ছে এমনভাবে, যাতে জনগণ থেকে এই মহান বৈপ্লবিক আদর্শকে দূরে সরিয়ে রাখা যায়। কোলোম্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি কিন্তু প্রকৃত এবং বাস্তব ক্ষেত্রে রাষ্ট্র শাসকদের পক্ষেই ছিল, এবং জর্জি গ্যায়টনের বামপন্থী আন্দোলনের বিরুদ্ধে, গ্যাবরিয়েল টারবের পক্ষে হওয়া সত্বেও বৃটিশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা এই গণজাগরণের মধ্যে দেখতে পেলেন কমিউনিস্টদের কার্যক্রম। পার্টি হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির কোন ভাষণমূলক অবদানও নেই। যদিও ব্যক্তি-কমিউনিস্টরা যে এই জাগরণের মধ্যে ছিলেন না, তা হলপ করে

৪৫—Dance of the Millions, Military Rule of the Social Revolution in Colombia, 1930-56,

বলা যায় না। কেন না, কোলোম্বিয়ার এই ঐতিহাসিক ঘটনা কমিউনিস্ট পার্টিকে এমন একটি অবস্থায় নিয়ে আসে যে; জর্জি গ্যায়টনের পক্ষে এবং সমর্থনে জনগণের চাপে চলে আসতে বাধ্য হয়। কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে নেতৃত্বহীন উদারনৈতিক দল অনন্যোপায় হয়ে রক্ষণশীলকেই সমর্থন জানিয়ে যোগ দেয়।

রাজনৈতিক ঘটনার এই পরিবর্তন অবশ্যই সশস্ত্র সংগ্রামের দরজা খুলে দেয়। কোলোম্বিয়ার ইতিহাসে ১৯৭৩ খৃস্টাব্দের পর সম্পূর্ণ নতুন ধারায় চলে আসে দৈনন্দিন জীবনের কর্মধারা। কিন্তু যে ইতিহাসটি পিছিয়ে গেল—কমিউনিস্ট পার্টি হিসেবে নেতৃত্বের বোধ শক্তি যে প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শের প্রতিভূ, তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে ল্যাটিন আমেরিকান কমিউনিজম-এর ঐতিহাসিক রবার্ট জে আলেকসজাণ্ডারের বিশ্লেষণে:

> বোগোটাজোর পেছনে যদি কমিউনিস্টরা থাকতো এই এই ঘটনাগুলির ফলাফল হতো সম্পুর্ণ আলাদা। শৃঙ্খলাহীন-জনতার অধিকারে ছিল শহরগুলি আটচল্লিশ ঘণ্টার উপর, এবং দৃঢ় নেতৃত্ব প্রেসিডেণ্ট অসপিনা প্যারেজকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারতো। বোগোটা মহাবিদ্রোহের একটি বিস্ময়কর ঘটনা হচ্ছে যে সরকার ভেঙ্গে পড়েনি। পরিবর্তে, প্রেসিডেণ্ট তার অবস্থাকে রক্ষা করেছিলেন, এবং উদারনৈতিক ও রক্ষণশীলদের কোয়ালিসনে সরকার গঠন করা অনতিবিলম্বে বিদ্রোহ দমনে রাজনৈতিক পদক্ষেপ হিসেবে।
>
> বোগোটাজোর জাগরণের সময়ে কমিউনিস্ট নেতাদের কোথাও দেখা মেলেনি। বিস্তৃতভাবে এটা প্রত্যেকে বিশ্বাস করে যে গিলবার্টো ভিইরা* এ্যাল টেইমপো কার্যালয়ে প্রায়

*গিলবার্টো ভিইরা, তৎসময়ের কমিউনিষ্ট পার্টি নেতা।

সর্বক্ষণ লুকিয়ে ছিলেন, উদারনৈতিক দলের সংবাদপত্র, যা স্বাভাবিক ভাবে আক্রমণ বহির্ভূত থাকায় নিরাপদ ছিল।[৪৬]

অবশ্য উল্লেখ করা অপ্রাসংগিক হবে না যে যদি তৎসময়ের কমিউনিস্ট পার্টির দৃঢ় বৈপ্লবিক নেতৃত্ব থাকতো, তবুও এই মহাজাগরণকে সংগঠিত করা, নেতৃত্ব মাধ্যমে শাসন ক্ষমতা অধিকারের জন্যে এই মহাজাগরণকে বিপ্লবে রূপান্তরিত করা সম্ভব ছিল না। এই কারণে যে, কমিউনিস্ট পার্টি জর্জি গ্যায়টনের বিরোধীতা করার জন্যে সাধারণ মানুষের কাছে হয়ে ওঠেছিল অপ্রিয়। তবে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে যদি পার্টি হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টি জর্জি গ্যায়টনের আন্দোলনের শুরু থেকে—(যেমন তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে লেনিনের নির্দেশ হচ্ছে যে; র‍্যাডিক্যাল বুর্জোয়াদের সঙ্গে আঁতাত একটি নির্দিষ্ট পন্থা, যতোক্ষণ না এরা কমিউনিস্টদের কর্মধারায় বাধা দিচ্ছে—জর্জি গ্যায়টন অবশ্যই বাধা দেননি, পরিবর্তে বৃহত্তর সমঝোতা করতে চেয়েছেন, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্ব দেখতে পেল রক্ষণশীল দল তাদের সহযোগী;) সেক্ষেত্রে এই মহাজাগরণের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটি অবস্থা অবশ্যই বর্তমান ছিল। যেমন অন্যান্য বহু দেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে "পিপুলস-ওয়ার" স্লোগানকে বিকৃতভাবে গ্রহণ করে কমিউনিস্ট পার্টি বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠন তথা নেতৃবৃন্দের লেজুড় হয়ে বিপ্লব বিরোধীতা করেছে—(যেমন ভারতে নৌ বিদ্রোহ, পুলিস বিদ্রোহ, রসিদআলি দিবস এবং আজাদহিন্দ ফৌজের সংগ্রাম-এ কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্ব দেখতে পেয়েছিল প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং সুভাষচন্দ্রের মধ্যে ফ্যাসিজম)—যে কারণে জাগরণের মুহূর্তে হঠাৎ করে প্রতিক্রিয়াশীলতা ছেড়ে বিপ্লবী হয়ে উঠলে সাধারণ মানুষ তাদের

৪৬—Communism in Latin America, Rutgers University Press, 1957. P—250/251।

বিশ্বাস করে না। তাই কোলোম্বিয়ার এই মহাজাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্বের মধ্যেও পরিবর্তন সূচিত হল, নতুন নেতৃত্বের আগমণ ঘটলো : বৈপ্লবিক সশস্ত্র সংগ্রামে কয়েকটি স্মরণীয় নাম :

ফারমি চেরী রিনকন, যিনি পরিচিত ছিলেন আরোও দু'টি নামে ; চারো নিগ্রো —কৃষক নেতা হিসেবে পরিচিতি, তিনি কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্য হিসেবে জ্যকোপো ক্রাইআস আলেপ্পি নামেও পরিচিত।

এই চারো নিগ্রো ১৯৪৯ খৃস্টাব্দে গাইটানিয়া অঞ্চলে মার-কুয়েটালিয়া আখ্যায় একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মহাজাগরণের ব্যর্থতায় নির্যাতন ও অত্যাচার এড়াতে, গ্যায়টন-বাদীরা তথা রাজনৈতিকবৃন্দ এমন কী এই জাগরণে যে ধর্ম-বিশ্বাসীরা যোগ দিয়েছিলেন, এসে আশ্রয় নিলেন। চারো নিগ্রোর নেতৃত্ব এবং সংগঠন এদের প্রত্যেককে আত্মীয়স্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন, রক্ষা করেছিলেন।

এই মারকুয়েটালিয়ার সীমানা ছিল কমবেশী ২০০০ বর্গ মাইল, এবং নামাকরণ করেছিলেন ১৯১৫ খৃস্টাব্দে কয়েদি-উপনিবেশের স্মরণে একটি স্বাধীন অঞ্চল, যেখানে মানুষ হিসেবে সম্মান এবং ব্যবহার পেতো প্রত্যেক বাসিন্দা। এই চারো নিগ্রোকে ১৯৬০ জানুয়ারী হত্যা করলো একটি বিরোধী গ্রুপ। এরপর নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন আরোও সক্রিয়, আরোও তৎপর ম্যানুয়েল মারুল্যাণ্ডা ভেলেজ। তাঁরও পরিচিতি হিসেবে আরো দু'টি নাম কোলোম্বিয়ার ইতিহাসে খ্যাত : পেড্রো অ্যানটোনিও ম্যারিন, এবং ডাক নাম যা আরোও বিখ্যাত, হচ্ছে : টাইরো ফিজো।* তিনিও কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রিয়

*Tirofijo অর্থাৎ Sure-Shot, নিশ্চিত-অভিক্ষেপ।

কমিটির সদস্য ছিলেন, এবং পরবর্তী সময়ে কোলোম্বিয়ার অতীব গুরুত্বপূর্ণ গেরিলা সংগ্রামে নেতৃত্ব এবং পরিচালনা করেছিলেন।

সুমাপ্যাজ, চিকুইট্রো, অ্যাগরিআরী, এবং গুয়াইয়াবারো নামক অঞ্চলগুলিও সশস্ত্র কৃষকরা অধিকার করেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পরিচালিত সশস্ত্র গেরিলা সংগ্রাম মাধ্যমে, নেতৃত্ব দিয়েছিলেন চিরো ট্রুজিললো কাস্টোনো, যিনি "মেয়র চিরো" নামেও খ্যাত। ১৯৬৮ খৃস্টাব্দে নিহত হন।

স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের অনুরূপ অবস্থান নিয়ে এতোগুলো শক্তিশালী অঞ্চল থাকা সত্বেও কোলোম্বিয়ার কেন্দ্রীয় শাসনের রদবদল করা সম্ভব হয়নি কার্যতঃ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা, এবং আদর্শগত দৈন্যের কারণে। আদর্শগত দৈন্যের কারণেই কোলোম্বিয়ার কেন্দ্রীয় শাসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় গেরিলা-বিরোধী সামরিক সংগঠন গড়ে তুলে। "অপারেশন মারকুইটেলিয়া" শুরু হয় পয়লা মে ১৯৬৪ সরাসরি কোলোম্বিয়ার সামরিক বাহিনীর ষোল হাজার দক্ষ এবং বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত সৈনিকদের দিয়ে, এই কমিউনিস্ট প্রজাতন্ত্রের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু মারুল্যাণ্ডার নেতৃত্বে "অপারেশন মারকুইটেলিয়ার" বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যান। ১৯৬৫ খৃস্টাব্দেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তত্বাবধানে এই সশস্ত্র যুদ্ধ ধ্বংস করা সম্ভব হয় না, যদিও সরকারী-সামরিক বাহিনী মারকুইটেলিয়া অধিকার করে নেয়।

যদিও রেগিজ দেব্রে মারকুইটেলিয়ার পরাজয় থেকে নিরাশাগ্রস্ত হয়ে বক্তব্য হাজির করেছিলেন। তা অবশ্যই কোলোম্বিয়ায় গৃহীত হয়নি। তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম সদস্য ডিয়াগো মোনটানা কিউইললার নিম্নোক্ত বক্তব্য হাজির করেছিলেন দেব্রের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে:

"সাবেকী আর্মি কর্তৃক মারকুইটেলিয়া অধিকার করার প্রশ্নে

যে প্রাঞ্জল বক্তব্য করা হয়েছে তার অর্থ এই নয় যে কোলোম্বিয়ার সশস্ত্র সংগ্রামের পরাজয় এবং মৃত্যু হয়েছে বা হচ্ছে বিবিধ স্তরে 'আত্মরক্ষার' প্রতি একটি মিথ্যা প্রশংসা এবং সময় সম্পর্কে একটি ভুল প্রশংসা। তৎমুহূর্তে Revolution in the Revolution প্রকাশিত হয় [জানুয়ারী ১৯৬৭], কমরেড মারুল্যাণ্ডার বাহিনীগুলি তাদের কৌশল পরিবর্তিত করেছিলেন ভ্রাম্যমান গেরিলায় এবং কোলোম্বিয়ার সামরিক বাহিনী পেয়েছিল প্রচণ্ডতম আঘাত। 'আত্মরক্ষার' অসাড় ধারণাকে সমালোচনা করা যেতে পারে ১৯৬৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। এরপর সংগঠন যখন বললো: 'আমরা এখন গেরিলা হয়েছি', সেখানে অবশ্যই সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকায় এতো শক্তিশালী', ঐকান্তিক দৃঢ় এবং অভিজ্ঞ গেরিলাবাহিনী ছিল না।"[৪৭]

কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা এই ডিয়াগো মোনটানা কিউইললার ১৯৬৭ খৃস্টাব্দে পার্টি থেকে পদত্যাগ করেন এই কারণে যে গেরিলা সংগ্রামের প্রতি পার্টি কোন জোর দেয়নি, নজর দেয়নি। কিন্তু ১৯৬৬ জানুয়ারী, ট্রাইকনটিন্যানটাল কনফারেন্সের সময়ে কোলোম্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়; এবং গেরিলা সশস্ত্র সংগ্রামের সপক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে: সশস্ত্র আক্রমণকে মোকাবেলা করতেই হবে গেরিলা প্রতিরোধে: (mass struggle) জনতার সংগ্রাম মাধ্যমে। কিন্তু জর্জি গ্যায়টনের নেতৃত্বে "মাস স্ট্রাগলের" সময় পার্টি নেতৃত্ব আশ্রয় নিয়েছিল রক্ষণশীল দলের পতাকার আড়ালে।

যদিও এপ্রিল ১৯৬৬ খৃস্টাব্দে দশম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে পার্টির দক্ষিণাঞ্চলের গেরিলা ব্লকের আরো একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

৪৭—রুবেন গেরিলাজইন ল্যাটিন আমেরিকা', পৃঃ ৩০৫।

হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় গেরিলা সংগঠনকে বৈপ্লবিক সংগঠনে পরিবর্তিত করা—Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) অর্থাৎ যাতে কোলোম্বিয়ার বিপ্লবী সৈন্য বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই নাম পরিবর্তনের অভ্যন্তরের উদ্দেশ্যটি পরিষ্কার—গেরিলা মাধ্যমে প্রতিরোধ অবশ্যই গেরিলা সংগ্রামের বিস্তৃতি নয়, এবং মাস-স্ট্রাগল মাধ্যমে গেরিলা সংগ্রামের অবশিষ্ট বৈপ্লবিক চেতনাকে অসাড়তায় নিয়ে আসা : মাস-স্ট্রাগল শব্দটি বাস্তবে একটি গোলক-ধাঁধা, মাস-স্ট্রাগল কোন কালে, কোন দেশে দীর্ঘ দিন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়—লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে মহান অক্টোবর বিপ্লব যেমন মাস-স্ট্রাগল মাধ্যমে সাফল্য লাভ করে নি, তেমনি মহান জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবও নয়। এই দুই মহান বিপ্লবের ভিতভূমে যে নিউক্লিয়াস সদা জাগ্রত এবং কর্মরত, প্রকৃত পক্ষে গেরিলা-তত্ত্ব ভিত্তিক অগ্রদূতদের ঐকান্তিক নেতৃত্বের কারণে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে বিপ্লব। সময়ে সময়ে মাস-স্ট্রাগল বৈপ্লবিক অবস্থার সহায়তা করেছে মাত্র। সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যতিরেকে মাস-স্ট্রাগল অর্থহীন।

কোলোম্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্ব অবশ্যই বিপ্লব বিরোধী হওয়াব কাবণে বৈপ্লবিক সত্তাদের যাতে ধারে রাখা যায়, সেই হেতু, গেরিলা প্রতিরোধ শব্দটি ব্যবহার মাধ্যমে আকর্ষণ সৃষ্টি করে মাস-স্ট্রাগল তত্ত্বে পরিবর্তিত করা হয়। জুন ১৯৬৬ পার্টির সেক্রেটরী জেনারেল গিলবার্টো ভেইরা পার্টির আদর্শগত কর্মধারা সম্পর্কে প্রচার করেছেন :

> আমাদের পার্টি·· তৎসত্বেও বিবেচনা করেছে যে এখন পর্যন্ত কোলোম্বিয়ায় কোন বৈপ্লবিক অবস্থা সৃষ্টি হয়নি। শহরগুলিতে সশস্ত্র সংগ্রাম যা পার্টি বিবেচনা করে না কারণ এমন সংগ্রাম বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী থেকে খানিকটা বেশী হতে পারে যা ক্ষুদ্র

প্র্পগুলি করে থাকে···গেরিলা সংগ্রাম প্রকৃতপক্ষে মহাযুদ্ধের মুখ্য নীতি নয়।[৪৮]

কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেলের এমন বক্তব্য থেকে একটি অবস্থাগত আদর্শের উত্তর পাওয়া যাচ্ছে যে, যে বিস্তৃত অঞ্চলগুলি মুক্তাঞ্চল হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী নেতৃত্বের অধিকারে রয়েছে, তার বিস্তৃতি না হওয়ার কারণটি লুকিয়ে আছে উপরোক্ত বক্তব্যে। সেক্রেটারী-জেনারেলের এই বক্তব্যটির আদর্শগত ভিত হচ্ছে মাস-স্ট্রাগল শব্দের উদ্দেশ্যে নিহিত। এই মাস-স্ট্রাগলের আদর্শ মূলতঃ বিপ্লব-বিরোধী, এই কারণে যে মাস-স্ট্রাগলের মধ্যে দিয়ে, কমিউনিস্ট পার্টি তার নেতৃবৃন্দদের বহাল-তবিয়তে বাঁচিয়ে রেখে, বৈপ্লবিক অবস্থার সৃষ্টি করবে। এটাই বিস্ময়কর যে "বৈপ্লবিক অবস্থা" বলতে কমিউনিস্ট পার্টি কী মনে করে। জর্জি গ্যায়টনের নেতৃত্বে যে ঐতিহাসিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল—তা মাস-স্ট্রাগল হওয়া সত্ত্বেও সেই অবস্থাকে কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্ব অবশ্যই তাদের বক্তব্য অনুসারে নির্দিষ্ট করেছে প্রতিক্রিয়াশীল, তবু এই ফাসিস্ট গ্যায়টনের কার্যালয়ে আত্মগোপন করে আত্মরক্ষা করেছিল নেতৃত্ব। তা থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্বের সুযোগ সুবিধে অনুযায়ীই "বৈপ্লবিক অবস্থা" শুরু হতে পারে। অন্যথায় কমিউনিস্ট পার্টির হিসেব অনুসারে জর্জি গ্যায়টন নেতৃত্বে যে অবস্থা তা বৈপ্লবিক নয় বলেই রক্ষণশীল প্রতিনিধিকে নির্বাচনী মত্ততায় সক্রিয় সমর্থন করেছিল। এবং বৈপ্লবিক-পরিস্থিতির চাপে আবার "ফাসিস্ট" গ্যায়টনের পক্ষে চলে যায়। সেক্রেটরী-জেনারেলের বক্তব্য অবশ্য নতুন কিছু নয়—দ্বিতীয় এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের আদর্শগত মুখ্য ব্যবধান বিশ্লেষণে লেনিন ১৯২০ খৃস্টাব্দেই তা ব্যাখ্যা করেছিলেন। মার্কসের সময়কালে মার্কসবাদের সঙ্গে লাসালবাদের

৪৮—ঐ, পৃঃ ৩০৭।

ব্যবধান বিশ্লেষণে স্বয়ং মার্কস তা বিশদভাবে দেখিয়েছেন, আন্দোলনে জন্যে আন্দোলন করা অর্থাৎ মাস-স্ট্রাগলের বাস্তব অর্থ হচে লাসালবাদ। সেই মুখ্য ব্যবধানের বিস্তৃত আলোচনার অবকা এখানে নেই। তবু চে গুয়েভারার সশস্ত্র মুক্তি আন্দোলনে পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শে বুর্জোয়া ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রি সমাজে যে কোন অবস্থায় "বৈপ্লবিক অবস্থা" বর্তমান থাকে অবস্থার মাত্রা কখনও উদ্দাম আবার কখনও শ্লথ। কেন ন বুর্জোয়া ব্যবস্থা কখনও শোষণ মুক্ত নয়, নির্যাতন-অত্যাচার বহির্ভূ নয়; মাত্রার তারতম্যে বৈপ্লবিক অবস্থার গতির মাত্রা নির্ধারিত কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্বের জন্যে বুর্জোয়া শাসককুল কর্তৃক দেয় নির্বাচন সুযোগ-সুবিধা অবশ্যই বৈপ্লবিক অবস্থার গতি নির্ধারণ করে না।

এই কারণে মারকুইটেলিয়ার পরাজয় একে একে রিও-চিইকিউটে গুয়ায়েব্যরোও শাসককুলের সামরিক বাহিনী অধিকার করে নেয় এবং কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে তেরো বছ ধরে যে মুক্তাঞ্চল এ্যাল প্যাটো স্বাধীনতার স্বীয় বৈশিষ্ট রক্ষা করে আসছিল, তাও শাসককুল অধিকার করে নেয়। এবং এককালে এই মুক্তাঞ্চলগুলি হয়ে উঠে কমিউনিস্ট নেতৃত্বের গল্পকথার বৈপ্লবিক আলোচনার খোরাক।

* * * * * *

কোলোম্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্ব বৈপ্লবিক-অবস্থা দেখতে না পেলেও বৈপ্লবিক চেতনাকে ধ্বংস করতে পারেনি। উল্লেখযোগ্য যে যখন তিরুফিজো মারকুইটেলিয়াকে রক্ষার জন্যে তাঁর অনুগত কৃষক গেরিলা বাহিনীকে নিয়ে "ভ্রাম্যমান বৈপ্লবিক লড়াই" গঠন করছিলেন শাসকচক্রের সামরিক অভিযানকে মোকাবেলা করার জন্যে —সেই সময়ে আরেক সহজাত বিপ্লবী সাতাশ বছরের যবক ছাত্রনেতা

ফেবিও ভাসকুয়েজ কাসটোনো একটি গেরিলা বাহিনী গঠনের কাজে মনোনিবেশ করেন, এবং ১৯৬৪ জুলাই যে গেরিলা বাহিনী কোলোম্বিয়ার সানটানডারের বিভাগে গঠন করেন। এই নবীন বিপ্লবীর জন্ম ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য না হলেও কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সঙ্গে বৈপ্লবিক আঁতাতের জন্যে ছিলেন উদগ্রীব। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা, এই কারণে যে মার্কসবাদী লেনিনবাদীরা স্বাভাবিকভাবে সহজাত বিপ্লবী। এই ধারণার জন্যে কোলোম্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিকেও তিনি বিপ্লবী সংগঠন হিসেবে ভেবেছিলেন। কার্যতঃ কাসটোনো হচ্ছেন চরিত্রগত ভাবে বিপ্লবী—ফেবরিসিও অজেডা, ওন সোসার অনুরূপ। বিপ্লব এবং বৈপ্লবিক সাফল্যের জন্যে বৃহত্তর আঁতাতের জন্যে দ্বিধাগ্রস্ত নন, কিন্তু বিপ্লব বিরোধীদের সঙ্গে অবশ্যই কোন সমঝোতা নয়। পরিচ্ছন্নভাবে চে গুয়েভারা পরিকল্পিত গেরিলা যুদ্ধের প্রথম স্তরের কলাকৌশলের প্রতি এক ঐকান্তিক বিশ্বাস। এই বৈপ্লবিক বিশ্বাস নিয়ে গড়ে তুললেন জুলাই ১৯৬৪ সেই গেরিলা সংগঠন – গেরিলা নিউক্লিয়াস—আঠারো জন আত্মনিবেদিত কৃষকদের নিয়ে; সংগঠনের নামাকরণ করলেন: Ete´rcito de Liberacio´n Nacional—সংক্ষেপে ENL অর্থাৎ ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট। গেরিলা কৌশল সম্পর্কে কাসটোনো ব্যক্ত করেছেন তাঁর অভিমত:

> প্রথমত; বেঁচে থাকার জন্যে গোপনতা; দ্বিতীয়ত; গেরিলাযুদ্ধাঞ্চলের পরিদর্শন মাধ্যমে নীরিক্ষা, তৃতীয়ত; সদস্যদের রাজনৈতিক ও সামরিক শিক্ষা; চতুর্থত; একটি বেইস সৃষ্টি করা কৃষকদের মধ্যে সমর্থন নিয়ে, পঞ্চমত; সংবাদাদি ও সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে একটি ব্যবস্থা তৈরী করা। এই সব করার জন্যে আমাদের কী রয়েছে? স্বাভাবিকভাবে আমরা পূর্বেই গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছি আমাদের দেশের প্রকৃত

অবস্থা। এটাই আমাদের দেখিয়েছে যে পথ আমরা নিচ্ছি এতো দৃঢ়তার সঙ্গে এবং নিশ্চিতভাবে যা স্বায়ত্ত অদ্বিতীয় ও অনন্য। কিন্তু এ ছাড়া উদ্দেশ্যগতভাবে হেতুগুলি বিশ্লেষিত হয়েছে, আমাদের রয়েছে কৃষকদের সমর্থন। তারা আমাদের খাদ্যদ্রব্য এবং প্রথম অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছে, যা নিয়ে সীমা-কোটায় আগমন করেছিলাম আমাদের প্রথম স্তরের গোপনতার সমাপ্তিতে।[৪৯]

কাসটোনো সংগঠিত আঠারোজন কৃষকের ক্ষুদ্র গেরিলা সংগঠন সাতাশজন পুরুষ এবং একজন মেয়েকে নিয়ে গড়ে উঠলো এই কয়েক মাসের মধ্যে। এবং তাদের বাহিনীর প্রথম উপস্থিতি জানতে পারল ৭ই জানুয়ারী ১৯৬৫ সীমাকোটা অঞ্চলের জনসাধারণ, যখন বীর বিক্রমে তাদের আগমন ঘটল। এই সীমাকোটা শহর দুই ঘণ্টার উপর তারা অধিকারে রেখেছিলেন। ঘোষণা করেছিলেন: সাম্রাজ্য-বাদ ও মুষ্টিমেয় সমাজ বিরোধী শাসকদের বিরুদ্ধেই তাদের যুদ্ধ। "তারা সরকারকে আক্রমণ করতে এসেছেন, জনসাধারণকে নয়।"[৫০]

দি ইকোনোমিস্ট পত্রিকার তৎসময়ের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে ই-এন-এল-এর এই আক্রমণে সরকারী ঋণ দেওয়ার সংস্থা এবং একটি বেসরকারী বিয়ার-বিতরক ও বাড়ী থেকে যথাক্রমে চার ও এক হাজার মার্কিন ডলার "লুঠ" করেছে। এবং ফিরে যাওয়ার সময়ে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থাদি নষ্ট করে দিয়ে যায়।

এই অভিযানকে কেন্দ্র করে ই-এন-এল-এর "সীমাকোটা মেনিফেস্টো" সৃষ্টি হয়—যে মেনিফেস্টো কোলোম্বিয়ার সশস্ত্র সংগ্রামে এক উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছে। যদিও জাতীয় মুক্তি ফৌজ নামে অভিহিত, কিন্তু এই জাতীয়তা অবশ্যই মানবজাতির

৪৯—ঐ, পৃষ্ঠা ৩১১

৫০—দি ইকোনমিস্ট, ২৮শে আগস্ট ১৯৬৫।

জাতীয়তা, যা কোলোম্বিয়ার সীমান্তেই আবদ্ধ নয়, সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকায় আবদ্ধ নয়, পরিবর্তে সমগ্র বিশ্বকে কেন্দ্র করে এক বৃহত্তর জাতীয়তা—অর্থাৎ আন্তর্জাতিক জাতীয়তা। তাদের সমগ্র সংগ্রামের মধ্যেই যে সত্য নিহিত। এই জাতীয় মুক্তি ফৌজ আহ্বান জানালো এক বৃহত্তর বৈপ্লবিক মোর্চা—জাতি, ধর্ম, রাজনৈতিক ব্যবধান নির্বিশেষে, কেবলমাত্র একটি সাধারণ শর্তে বৈপ্লবিক ঐক্য: জাতীয় বুর্জোয়া, প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোষ্ঠি আর সাম্রাজ্যবাদ অর্থে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।

উল্লেখ করতে হয় যে কাসটোনো যখন সীমাকোটা আক্রমণ করেছিলেন—সেই সময়ে সরকারের সামরিক বাহিনী অবরোধ করেছিল মারুল্যাণ্ডার নেতৃত্বে মারকুইটেলিয়ায় গেরিলা সংগ্রাম, কাসটোনোর আক্রমণে কোলোম্বিয়ার সামরিক-বাহিনী একটি বড় অংশকে সানটানড্যর-এ সরিয়ে আনায় মারুল্যাণ্ডা অনেকটা সাহায্য পেয়েছিলেন সামরিক বাহিনীর আক্রমণ থেকে। মারকুইটেলিয়ার অবস্থিতি হচ্ছে সানটানড্যর-এর উত্তরে। এ থেকে বাস্তব সত্যটি হচ্ছে যে বৃহত্তর বৈপ্লবিক আঁতাতে এবং সশস্ত্র সংগ্রামের বিস্তৃতি কেন্দ্রিভূত কার্যধারায় বিভিন্ন অঞ্চলে বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে চলমান থাকলে শাসক-শ্রেণীর ভাড়াটে সৈন্য-বাহিনীকে অতি অবশ্যই দুর্বল করা যায়, এবং দেয় অঞ্চলের বাসিন্দাদের সক্রিয় সমর্থন থাকলে ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীর পরাজয় অবধারিত।

কাসটোনো অবশ্যই এই মুখ্য অবস্থাটিকে ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। যে কারণে, তিনি কোলোম্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্বের কাছে বারবার আবেদন করেছিলেন বৈপ্লবিক আঁতাতের জন্যে ১৯৬৫ খৃস্টাব্দের প্রথম দিক থেকেই, যখন কাসটোনোর গেরিলা ফৌজ সানটানড্যর অঞ্চল স্বীয় অধিকারে, স্বীয় নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। কিন্তু পার্টি প্রতিনিধির যাওয়া-আসা আর পত্রালাপ ছাড়া অন্য

কিছুই হয়নি। মারুল্যাণ্ডার নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির গেরিলা-বাহিনী FARC গড়ে উঠলেও ELN-এর সঙ্গে কোন ঐক্য বাস্তবতা লাভ করে নি। বোঝা যায় যে পার্টি নেতৃত্ব মারুল্যাণ্ডাকেও একটি মারাত্মক নিয়ন্ত্রণে বেঁধে রেখেছিল। যদিও মারুল্যাণ্ডার বৈপ্লবিক অভিব্যক্তি পার্টির নেতৃত্ব থেকে স্বতন্ত্র। কিন্তু তবু ১৯৬৬ জানুয়ারী ট্রাইকনটিন্যানটাল কনফারেন্সের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতেও ELN এবং FARC এর মধ্যে কোন ঐক্য হল না। ফিদেল কাস্ত্রো অথবা কিউবার পার্টি নেতৃত্বও এমন কোন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেনি যাতে এই দুইটি বৈপ্লবিক সংগঠন এককভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারে। কাসটোনোর প্রবল চেষ্টার উত্তর দিল কমিউনিস্ট পার্টি:

> আমাদের পার্টি কমরেড মারুল্যাণ্ডাকে আপনাদের কর্ম-পদ্ধতি সম্পর্কে জানিয়েছে। পার্টি, FARC-এর জেনারেল স্টাফ এবং কমাণ্ডেন্ট মারুল্যাণ্ডা ভেলেজ নিজেও বিবেচনা করেছেন যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আপনার পরামর্শ গ্রহণ করা কোন রকমেই সম্ভব নয় যতক্ষণ না আপনারা কমিউনিস্ট পার্টির নীতি গ্রহণ করছেন।[৫১]

কোলোম্বিয়া কমিউনিস্ট পার্টির নীতি সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করেছি। যে নীতির সঙ্গে এই নবীন বিপ্লবী কাসটোনো অবশ্যই একমত হতে পারেননি। কাসটোনোর কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আকর্ষণের মূল ভিত হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, যে মতবাদ এবং দর্শন অবশ্যই আত্মসমর্পণের নির্দেশ অথবা আত্মঘাতি হওয়ার পরিবর্তে অটল ঐকান্তিক শ্রেণী স্বার্থগত আদর্শে চলমান থাকাকেই নির্দিষ্ট করেছে। মানব ইতিহাসের প্রতিটি স্তরে আমরা দেখেছি এমন ধারার সহজাত বিপ্লবীদের। কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্বের এই শর্ত

৫১—রুয়েল গেরিলাজ ইন ল্যাটিন আমেরিকা, পৃঃ ৩১৪

সম্পর্কে কাসটোনো যে অভিমত প্রকাশ করেছেন ; পাঠকদের উদ্দেশ্যে বিশেষ হু'টি প্যারাগ্রাফ উদ্ধৃত করছি :

ভেনিজুয়েলায় সংগ্রামের অবস্থা সম্পর্কে অনেক কিছুই বলা হয়েছে ; চুক্তি এবং শান্তিপূর্ণ পথে ফিরে আসার জন্যে। কিন্তু এই সব কথা হচ্ছে সত্যকে লুকিয়ে ফেলার জন্যে : পালিয়ে যাওয়ার জন্যে। সেখানে সব সময়ই রয়েছে এমন মানুষ যাদের আস্থা রয়েছে জনগণের উপর, কেন না, বিপ্লবের সাফল্যের প্রতি রয়েছে দৃঢ়তা। সেখানে এমন সব মানুষ রয়েছে তারা আস্থাবান থাকছে স্লোগানে : 'তোমার দেশকে মুক্তো করো অথবা ভেনিজুয়েলার জন্যে মৃত্যু বরণ করো'— ডগলাস ব্রেভো এবং তার সহযোগীদের মতো মানুষ যারা কোঠরতম পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন এবং জনগণ তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেনি।

বৈপ্লবিক ধারা তৈরী করে নিয়ে আসছে জনগণের প্রকৃত এবং সামর্থ নেতাদের। জনগণকে বিভ্রান্ত করা যায়, ফাঁকি দেওয়া যায় তাদের নেতৃত্বকে পছন্দ করার ক্ষেত্রে, কিন্তু এই জনগণই মুখোস খুলে দেয় এই অসমর্থদের এবং সমর্থদের উন্নয়ণ ঘটায় এবং যারা বিশ্বাস হারায় না, যারা সুবিধাবাদী নয় এবং যারা তুলে ধরে না অমূলক শর্ত, ব্যক্তি স্বার্থ, সংগ্রামের উর্দ্ধে, যারা অকৃত্রিম বিপ্লবী, যারা আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্যে আন্দোলনে যোগ দেয় না।[৫২]

কাসটোনোর এই ব্যাখ্যামূলক অভিমতকে লক্ষ্য করবেন, যে এর মূল-সূত্র চে গুয়েভারার আদর্শের প্রতিচ্ছবি, ব্যবধানটা শুধু ভাষাগত। এবং তা আরোও স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে কাস-টোনোর বৈপ্লবিক সংগ্রামের আন্তর্জাতিক প্রশ্নে তাঁর আদর্শগত দিক :

৫২—ঐ, পৃষ্ঠা ৩১৪/৩১৫

এই প্রশ্নটি কেবলমাত্র একটি পছন্দের ব্যাপার নয়, এটা হচ্ছে একটি দায়িত্ব এবং একটি নৈতিক-বোধ যা পৃথিবীর সমগ্র বিপ্লবীদের অবশ্য করণীয়। জনগণের সঙ্গে এটা একটি খুবই গুরুতর চুক্তি, এবং এই চুক্তিটি আরোও বৃহৎ সেইসব পার্টিগুলির জন্যে যারা এখন শাসন ক্ষমতায় রয়েছে।

এমন সময়ে যখন ইয়াংকী সাম্রাজ্যবাদীরা প্রত্যেকটি দিন ভিয়েতনামে তার নৌবাহিনীর অবতরণ করাচ্ছে এবং নির্বিবাদে গ্রামগুলির উপর এবং দক্ষিণের বেসরকারী জনসাধারণের উপর এবং উত্তর ভিয়েতনামের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের উপর বোমাবর্ষণ করছে, এই নিযুক্তি হয়ে উঠেছে আরো চমৎকার; এমন সময়ে যখন আমাদের বিপ্লবীদের অবশ্যই আরো ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত স্পষ্টভাবে, অটলভাবে স্থির সংকল্প নিয়ে, এবং শর্তহীন সৌহার্দ তাদের জন্যে যাদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমরা মনে করি যে পৃথিবীর সমগ্র সচেতন মানুষকে মিলিত হওয়া উচিত, আলোচনা করার জন্যে নয় যে কে ঠিক, অথবা কোন দেশ আন্তর্জাতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবে, পরিবর্তে চিহ্নিত করা যে এটি হচ্ছে ভিয়েতনাম যে সঠিক এবং যার রক্ত ঝরছে, যখন বিপ্লবীরা তর্ক করে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিষ্ঠুরভাবে সেইসব মানুষের বিরুদ্ধে অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে যাদের তারা ভাবে দুর্বল। অর্থাৎ যেখানে প্রকৃত আন্তর্জাতিক সৌহার্দ একান্তই প্রয়োজনীয়। কিউবার সঙ্গে সেখানে সৌহার্দ থাকা উচিত, সেই গৌরবান্বিত দ্বীপ একটি ঢাল হয়ে উঠেছে যা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ বল্লম একাধিবার ভেঙেছে।

ল্যাটিন আমেরিকার জন্যে, আমরা বিশ্বাস করি, প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে, যে সৌহার্দ থাকা উচিত সংগঠনগুলির মধ্যে যারা সশস্ত্র সংগ্রাম মাধ্যমে নিয়োজিত রয়েছে জাতীয়

মুক্তির জন্যে, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিয়ে, ভুল সংশোধনের জন্যে অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান, এবং যেখানে সম্ভব অন্যান্য মানুষের সাফল্যকে ব্যবহার করা, এই উদ্দেশ্য নিয়ে সহযোগিতা করা ল্যাটিন আমেরিকার মহাবিদ্রোহের জন্যে; আমরা বিবেচনা করি যে OLAS* এর উদ্দেশ্যে এটাই হওয়া উচিত।

আমরা বিবেচনা করি যে শ্রেষ্ঠ ও নিশ্চিত সৌহার্দ যা ভিয়েতনাম ও কিউবাকে দিতে পারে তা হচ্ছে জাতীয় মুক্তির জন্যে আমাদের নিজেদের দেশে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করা।[৫৩]

কাসটোনোর বক্তব্য, অনুরোধ অবশ্যই কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্বকে নড়াতে পারলো না। মারুল্যাণ্ডার গেরিলা বাহিনী এককভাবে গেরিলা যুদ্ধের অগ্রগতি ঘটাতেও হল ব্যর্থ। কিন্তু কাসটোনোর প্রবল ইচ্ছাশক্তি বৈপ্লবিক চেতনাকে কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্ব ব্যহত করতে পারল না। এককভাবেই কাসটোনোর জাতীয় মুক্তি ফৌজ ক্রমসারে বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত লাভ করলো। তার প্রভাবও বেড়ে চলল তীব্রবেগে।

গেরিলা যুদ্ধের বাইরে যে বৃহৎ জনসংখ্যা—তার অবস্থিতি গ্রাম এবং শহর। গ্রামের জনজীবনে গেরিলা আদর্শের প্রভাব বাড়তে থাকলেও শহরগুলিতে স্বার্থম্বেষী ব্যক্তিদের সংখ্যা সর্বক্ষণেই বেশী, এবং কোলোম্বিয়ার ক্ষেত্রেও তা ব্যতিক্রম নয়। যে কারণে শহরের জনজীবনে সমাজগতভাবে জনজীবনকে বিভক্ত রেখেছে পরস্পর সহযোগী তিনটি ধারা; যথাক্রমে দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী এবং যাদের সংখ্যা সর্বাধিক সেই পন্থাহীনপন্থী—অর্থাৎ এরা সমাজনীতির গভীরে আদৌ যেতে চান না, তাই পন্থাহীনপন্থীরা কখন কোন দিকে ভীড়

*—Organisation of Latin American Solidarity.

৫৩—ঐ, পৃষ্ঠা ৩১৫/৩১৬

করে ভারী করবে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। উপরি কাঠামোর নির্দিষ্ট দুইটি পন্থা এই পন্থাহীনপন্থীদের মধ্যেই ঘোরাফেরা করে, এবং সেখানে সমাজের মানদণ্ড লটারী-সূত্রের অনুরূপ নির্বাচনী-লটারীকেই নির্দিষ্ট পন্থা হিসেবে মেনে নেয়। ইংল্যাণ্ডের সমাজ-ব্যবস্থার সামাজিক কাঠামো এই একই সূত্রের মধ্যে নিহিত। আরনল্ড টয়েনবির ব্যাখ্যা অনুসারে যা হচ্ছে : Legal Fiction.

কোলোম্বিয়ার শহুরে সমাজব্যবস্থা এই অবস্থার মধ্যেই নিহিত। দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী একে অন্যের পরিপূরক। এবং এই দুই পন্থাকে নিয়েই বিপ্লবী-মুখোসে কোলোম্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্ব নিজেদের ঢেকে রেখেছিল। যে কারণে বিস্তৃত পন্থাহীনপন্থীদের কাছে কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লব বিরোধী মুখোস ধরা পড়ে না, এবং এরা বিপ্লবী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে যায়। অবশ্যই এর অভ্যন্তরে যে আরেকটি সত্য নিহিত, তা হচ্ছে ; মহান অক্টোবর বিপ্লব। ঘটা করে প্রত্যেক বছরে মহান অক্টোবর বিপ্লব পালনের মধ্যে দিয়ে, আলোচনা তথা গুণগান মাধ্যমে অক্টোবর বিপ্লবের বৈশিষ্টকে মূলধন হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। অথচ বাস্তবক্ষেত্রে যে নেতৃত্ব বিপ্লব এবং বৈপ্লবিক অবস্থা থেকে থাকে বহুদূরে। পন্থাহীনপন্থীদের কাছে যা বিপ্লবী হিসেবে দেখা দেয়।

একই সমান্তরালে বামপন্থীদেরও কার্যক্রম বর্তমান। যে কারণে জর্জি গ্যায়টনের অভূতপূর্ব প্রভাব এবং হত্যার মধ্য দিয়ে কোলোম্বিয়ার সার্বিক সমাজে যে আমূল পরিবর্তন হওয়া উচিত ছিল, তা হতে পারেনি। জর্জি গ্যায়টনের দল তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই রক্ষণশীল দলের সঙ্গে দর কষাকষি করে জর্জি গ্যায়টনের বামপন্থী আদর্শকে বিকিয়ে দিল।

অবশ্য জর্জি গ্যায়টনের কন্যা গ্লোরিয়া গ্যায়টন তৎ স্বামী লুইস এ্যমিরো ভ্যালেনসিয়া সহ বামপন্থীদের সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা

করেছিলেন, সেই বামপন্থী যারা নির্বাচনী-সূত্রে বিশ্বাসী নন, তাদের নিয়ে "ইউনাইটেড রেভলিউশনারী একসন ফ্রন্ট" (FUAR) নামক একটি সংস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। যা ছিল শহর এবং কাগজপত্র ভিত্তিক, এবং কোন্ সহজাত বিপ্লবী এতে ছিলেন না। যে কারণে এই সংস্থা কার্যতঃ কোলোম্বিয়ার সার্বিক সমাজজীবনে বিস্তৃতি লাভ করেনি, সামান্য আঁচড়ও কাটতে পারেনি।

এই ধারায় আরো দুয়েকটি সংগঠনও গড়ে ওঠে, কিন্তু এই একই প্রশ্নে এরাও হারিয়ে যায় বিস্মৃতির অতলে।

কিন্তু কাসটোনোর জাতীয় মুক্তি ফৌজ অবশ্যই সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছিল।

* * *   * * *   * * *

কোলোম্বিয়ার সমাজ জীবনের সামাজিক কাঠামোকে যে সরকার নিয়ন্ত্রিত করছিল—এরা মূলতঃ মুষ্টিমেয় এবং এদের সংগঠন জাতীয় ফ্রন্ট মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচন। এই নির্বাচনে পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে শাসকগোষ্ঠির শোষণ-শাসন, অত্যাচার-নিষ্পেষণ থেকে পন্থাহীনপন্থীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের কোন আস্থা না থাকায় শাসক গোষ্ঠি মোট জন-সংখ্যার কুড়ি থেকে ত্রিশ ভাগ ভোটে নির্বাচিত হয়ে শাসনদণ্ড পরিচালনা করতো। অবশ্য এই সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের প্রভাবও ছিল যথেষ্ট, এই কারণেও নির্বাচনের প্রতি তাদের আস্থা ছিল না।

এই যে পন্থাহীনপন্থী, যাদের চলাফেরা অনিশ্চিত, ভবিষ্যতহীন বর্তমানকালেই যারা কেন্দ্রিভূত, সমাজ জীবনের ভবিষ্যত সম্পর্কে যে অনিশ্চয়তা, এই অনিশ্চয়তাই এই পন্থাহীনপন্থীদের ব্যক্তিস্বার্থ

ভিত্তিক অবস্থার মধ্যে নিজেরাই নিজেদের ঠেলে দেয়, মূলতঃ এরা নিয়তিবাদী। যাদের আবার নিরপেক্ষ ব্যক্তি-স্বার্থপর গোষ্ঠি হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়।

এই নিরপেক্ষ গোষ্ঠি সম্পর্কে এক বিস্ময়কর সত্তা অতীব গভীরভাবে লক্ষ্য করেছেন, ভেবেছেন এবং স্বীয় জীবনকে এদের কল্যাণের জন্যে আত্মত্যাগ করেছেন। মানব ইতিহাসে এমন সত্তার উপস্থিতি এবং উদ্ধৃতি অতীব সংক্ষিপ্ত। তিনি হচ্ছেন রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী ফ্যাদার ক্যামিলো থোররেস—তার সহজাত বৈপ্লবিক চেতনা কোলোম্বিয়া তথা সারা বিশ্বের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় বিস্ময়কর ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

১৯২৯ ৩রা ফেব্রুয়ারী একটি বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারে জন্ম। যদিও আইন পড়েছেন, পড়েছেন সমাজ বিজ্ঞান, ন্যাশনাল ইউনিভারসিটির চ্যপ্‌লেন হিসেবেও কর্মরত ছিলেন। কর্তাদের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হলে তিনি পদত্যাগ করেন। ডিন হিসেবে Escuela Superior de Administration Publica (Advanced School of Public Administration) কর্মরত ছিলেন মূলতঃ সমবায় ব্যবস্থার সমস্যা সম্পর্কে। ESAP-এ কর্মরত অবস্থায় ইনসটিটিউট-অব সোসিয়েল এডমিনিষ্ট্রেশন সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। কোলোম্বিয়ার কার্ডিন্যাল-এর প্রতিনিধি হিসেবে কোলোম্বিয়ার কৃষি সংস্কার ইনসটিটিউটের গভর্ননিং-বডির সদস্য ছিলেন। এই পদবীতে নিযুক্ত থাকার কারণে তিনি সমগ্র কোলোম্বিয়া ভ্রমণ করেছেন। একাত্মা হয়ে কৃষি ব্যবস্থা তথা কৃষক জীবনকে অনুধাবন করেছেন, এবং এমন একটি তীক্ষ্ণ তথা যুক্তিপূর্ণ ধারণা তাঁর মনে গড়ে উঠল যে; এই সব সংস্থা মূলতঃ কৃষকদের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষিত করে তুলে না, তাই সমবায় ব্যবস্থা অথবা কৃষি সংস্কার হয়ে উঠে মূল্যহীন। থোররেস মনে করেন যে :

ভবিষ্যতে এরা সৃষ্টি করতে পারে বৃহত্তর প্রেসারগ্রুপ, এই নকল কৃষি-সংস্কারের মোড় ঘুরিয়ে দিতে সমর্থ হবে কৃষকরা নিজেরাই প্রকৃত সংস্কার মাধ্যমে।

কৃষি-সংস্কারে নিয়োজিত যে সব সমাজবিজ্ঞানীরা থোররেসের সঙ্গে কর্মরত ছিলেন, এরা প্রত্যেকেই তাঁর মত গ্রহণ করেছিলেন। এই সব কর্মধারার মধ্যে দিয়ে কোলোম্বিয়ার খেটে-খাওয়া মানুষের মধ্যে তাঁর প্রভাব যারপর নাই বেড়ে গিয়েছিল। যদিও কোলোম্বিয়ার বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের একজন, তবু থোররেসের মূল সম্পর্ক গড়ে ওঠেছিল মেহনতী মানুষের সঙ্গে, আবার সমাজের বর্দ্ধিষ্ণু ব্যবস্থার মধ্যেও তিনি ছিলেন—কিন্তু ছিলেন মূলতঃ কার্যতঃ বিরুদ্ধে। সরকার পক্ষ, অর্থাৎ সমাজের কুড়ি থেকে ত্রিশ ভাগের অবস্থান তাঁর বিরুদ্ধে ক্রমে ক্রমে ভীষণ হয়ে উঠেছিল। বহু ধারার সৃষ্ট যন্ত্রনা, নির্যাতন শুধু মাত্র সরকার পক্ষ নয়, রোমান ক্যাথলিক চার্চও তাঁর বিরুদ্ধে ফোতয়া প্রচার করে যে এই পাদ্রী হচ্ছে বিধর্মী, ক্যাথলিকরা যেন তাঁকে ত্যাগ করে।

পূর্বেই উল্লেখ কবেছি যে বামপন্থী তথা কমিউনিস্টদের কর্মগত আদর্শে মূলতঃ কোলোম্বিয়া সমাজের রোগটা যে কী, এবং মুক্তির ওষুধ সম্পর্কে ধারণা কার্যতঃ নির্বাচন ব্যবস্থায় কেন্দ্রিভূত থাকার কারণে—এরা যাকে অগ্রগতি মনে করতেন, মূলতঃ বাস্তবক্ষেত্রে হয়ে উঠত পশ্চাদগতি। ন্যাশনাল ফ্রন্ট, এই শাসক-গোষ্ঠির দল রক্ষণশীল এবং উদারনৈতিকদের মধ্যে যে ভীষণ শত্রুতা—থাকা সত্ত্বেও শাসক হিসেবে কেন যে এদের মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠত তা কমিউনিস্ট পার্টি অথবা বামপন্থীরা অবশ্যই বুঝে উঠতে পারত না। যে কারণে কাসটোনোর সশস্ত্র গেরিলা বাহিনীর সঙ্গে মারুল্যাণ্ডার গেরিলা-বাহিনীর ঐক্য গড়ে উঠল না। এই পরিস্থিতিকে ক্যামিলো থোররেস গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন, এবং সার্বিক মেহনতী

সমাজ যাতে মুক্তি লাভ করে, এবং তা কেবল মাত্র সম্ভব সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে বিনাশর্তে মিশে যাওয়া।

১৯৬৪ শেষের দিকে থোররেস এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন, এবং ১৭ মার্চ ১৯৬৫ ম্যাডেললিন নামক জায়গায় একটি বিরাট সমাবেশের মধ্যে ঘোষণা করলেন যে শোষণ-নিষ্পেষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে জনপ্রিয় ঐক্যের প্রয়োজন। গড়ে উঠলো: "Platform for a Movement of Popular Unity"।

এই কার্যক্রমের জন্যে সব ধরণের পাবলিক পদবী থেকে তাকে উৎখাত করা হল। চার্চ, সরকার, সরকার সমর্থকরা সক্রিয় ভাবে থোররেসের বিরুদ্ধে দাঁড়ালো। জনপ্রিয় লড়াই-এর প্রথম স্তর সম্পর্কে ক্যামিলো থোররেস চার্চের বিরুদ্ধে ঘোষণা করলেন:

> কোলোম্বিয়ান চার্চের সর্ববৃহৎ বাধা হচ্ছে তাদের অধিকারে রয়েছে সম্পদ এবং রাজনৈতিক শক্তি, যা বাধ্য করে গণ্য করতে: 'আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পরিবর্তে মানুষের পাণ্ডিত্যকে', যে ভাবে সেণ্ট্ পল বলেছেন। সম্পদ এবং রাজনৈতিক শক্তি আমি বলি নেতাদের আচরণের ফল থেকে যারা এগুলিকে ঘিরে আছে অর্থনীতি ও আইনের গ্যারান্টি দিয়ে। এই কারণে চার্চ হচ্ছে একটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি।
>
> ক্রাইস্ট বলা সত্বেও এটাই হচ্ছে প্রকৃত ঘটনা যে: 'এটা অসম্ভব দুই প্রভুর সেবা করা: ভগবান এবং ধনদৌলতের অধি দেবতা'। কোলোম্বিয়ায় ধর্মযাচকরা পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে পশ্চাদপদ। এমন কী স্পেনের থেকেও অনেক পেছনে। এটাই স্পষ্ট যে একমাত্র প্রগতিশীল চার্চগুলি হচ্ছে দরিদ্রের পৃথিবী?..."২০শে জুন ১৯৬৫ রেডিও মাধ্যমে ঘোষণা করেন:

আমি সপক্ষে রয়েছি চার্চের অধিকার থেকে সম্পদ খারিজ করে নেওয়ার জন্যে, এমন কী যদি সেখানে বিপ্লব না-ও হয়।[৫৪]

ক্যামিলো থোররেসের এই ঘোষণা রোমান ক্যাথলিক চার্চের মূল ভিতকে আক্রমণ করায় কার্ডিনেল থেকে অন্যান্য সব কর্তারা ক্ষুব্ধ হলেন এবং থোররেসকে প্রকাশ্যে ধর্ম বিরোধী বলে ঘোষণা করলেন, তা থেকে কিন্তু মেহনতী জনগণ চার্চের বিরুদ্ধেই চলে গেল এবং থোররেসের প্রভাব এমন মাত্রায় পৌঁছল যে কেবলমাত্র একটি আহ্বানে সমগ্র কোলোম্বিয়ার সাধারণ জনগণকে তিনি যেখানে খুশী নিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু থোররেসের মানস জগতে ছিল অন্য ভাবনা, তিনি ভাবতেন যে ; ঢাল নেই তোলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দারের মতো সাধারণ মানুষকে নিয়ে বিপ্লব শুরু করলেও, তা দীর্ঘায়ু হতে পারে না—যার জন্যে চাই একটি বলিষ্ঠ ভিত।

পাঠকরা স্মরণ করবেন যে থোররেস ইতিমধ্যে "প্লেটফর্ম ফর এ পপুলার ইউনিটি" নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই "জনপ্রিয় ঐক্য"-এর অর্থ অবশ্যই বামপন্থী ধারণা অনুসারে নয়, তৎসময়ের কোলোম্বিয়ায় যে ঐক্যের প্রয়োজন ছিল একান্ত এবং জরুরী, তা হচ্ছে সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগ্রাম—যার ভিত গেরিলা যুদ্ধের মধ্যে ছিল বর্তমান, কিন্তু গেরিলা বাহিনীগুলির মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না। এই সশস্ত্র সংগ্রামীদের মধ্যে জনপ্রিয় ঐক্য আনতে চেয়ে ফাদার ক্যামিলো থোররেস যুক্ত করতে চেয়েছেন শহুরে ব্যক্তি-স্বার্থে পরিচালিত প্রত্যেক ধারার পন্থীদের, ব্যক্তি হিসেবে অথবা রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে। চার্চের ত্রিসীমানা ছেড়ে বেরিয়ে এসে থোররেস সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনে শুরু করলেন যা এক বিস্ময়কর সংগ্রাম। জাতীয় মুক্তি ফৌজের নেতা হিসেবে ফেবিও ভাসকুয়েজ

৫৪—ঐ, পৃষ্ঠা ৩২৭।

কাসটোনোর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। ৬ই এবং ৭ই জুলাই ১৯৬৫ কাসটোনোর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হল।

এই মুক্তি ফৌজ প্রতিষ্ঠার পর মাত্র ছয়টি মাস, এই ছয়টি মাসের মধ্যে কাসটোনোর জাতীয় মুক্তি ফৌজ সশস্ত্র সংগ্রামে এগিয়ে এসেছে খুবই দ্রুত গতিতে, কিন্তু গেরিলা যুদ্ধের প্রত্যেকটি অঞ্চল শহর থেকে দূরে জঙ্গল অথবা গ্রামের সন্নিকটে। কিন্তু শহরাঞ্চলে তখনও প্রাধান্য লাভ করেনি। থোররেসের সঙ্গে কাসটোনোর আলোচনা থেকে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন; যথা গেরিলা যুদ্ধের সঙ্গে শহরের আন্দোলন যুক্ত করার এই অভূতপূর্ব সম্ভাবনা পূর্বে কখনও আসেনি, শহরাঞ্চলে যেমন সঙ্কীর্ণতা বহির্ভূত বিপ্লবীদের অবস্থান রয়েছে, যারা প্রকৃত নেতৃত্বের অভাবে দিশেহারা, বৃহত্তর সংগ্রামের প্রশ্নে, সংগ্রামের বিস্তৃতির প্রশ্নে এদের উপস্থিতি যে বিশেষ প্রয়োজনীয়—যেমন থোররেস তেমনি কাসটোনো প্রতিটি মুহূর্তে উপলব্ধী করেছেন। উপলব্ধী করেছেন সেই অগণ্য পন্থীহীনপন্থীদের সামাজিক উপস্থিতি —যারা ভারসাম্য রক্ষা করে। ক্যামিলো সিদ্ধান্ত নিলেন যে গেরিলা যুদ্ধে যোগ দেবেন সক্রিয় ভাবে। কিন্তু তার পূর্ববর্তী শর্তগুলো অতি অবশ্যই বাস্তবায়ণ করা।

কোলোম্বিয়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্তে বয়ে বেড়ালেন মুক্তির বার্তা: প্লেটফর্ম ফর পপুলার ইউনিটির বৃহত্তর রূপ দিলেন ইউনাইটেড ফ্রন্ট ফর পপুলার মুভমেন্ট নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। ফ্রেনটি ইউনিডো শীর্ষক একটি সাপ্তাহিক মুখপত্র প্রকাশ করলেন। মূল্য এক পেসো—মূল্যটি নাকি তৎসময়ের মানঅনুসারে দ্বিগুণ, কিন্তু আট পৃষ্ঠার এই সাপ্তাহিক, সংবাদপত্রের ইতিহাসে নজীর সৃষ্টি করল কোলোম্বিয়ার ইতিহাসে, প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিক্রীর সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার কপি। অনুমান করা যায় যে থোররেসের প্রভাব সীমান্তে এসে পৌছেছে। নির্বাচনী

সূত্রে আস্থাবান রাজনৈতিক পার্টি থেকে কমিউনিস্ট পার্টি পর্যন্ত প্রত্যেক সংগঠন থোররেসকে সমর্থন না করে পারেনি। জনগণের চাপে থোররেসের প্রভাবে যে সমর্থন ; এই সময়ে—অগাস্ট থেকে ডিসেম্বর ১৯৬৫ পর্যন্ত ক্রমসারে থোররেস লিখলেন, এমন কোন বিষয় অথবা এমন কোন গোষ্ঠি অবশিষ্ট রইল না, যাদের সম্পর্কে থোররেস লিখেননি। পাঠকদের উৎসুক এর জন্যে সংক্ষেপিত ভাবে বিভিন্ন রচনা থেকে মূল কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করছি, প্রথমটি হচ্ছে কমিউনিজম প্রশ্নে :

আমি বলেছি একজন কোলোম্বিয়ান হিসেবে, সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে, খৃস্টান হিসেবে, একজন যাজক হিসেবে যে আমি একজন বিপ্লবী। আমি মনে করি কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে রয়েছেন অকৃত্রিম বিপ্লবী সত্তারা, এবং যেহেতু একজন কোলোম্বিয়ান হিসেবে, একজন সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে, একজন খৃস্টান ও যাজক হিসেবে আমি কমিউনিস্ট বিরোধী হতে পারি না।

একজন সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে আমি কমিউনিস্ট বিরোধী নই, এই কারণে যে কমিউনিস্টরাই মাথা ঘামায় দারিদ্র, বুভুক্ষা, অপরিমিত বাস ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন অভাবে নিগৃহীত মানুষের জন্যে, কমিউনিস্টরাই দিয়ে থাকে কার্যকর ও বৈজ্ঞানিক উত্তর।

একজন খৃস্টান হিসেবে আমি কমিউনিস্ট বিরোধী নই, এই জন্যে যে আমি মনে করি কমিউনিস্ট বিরোধীতার অর্থ হচ্ছে যে কমিউনিস্টরা যার জন্যে সংগ্রাম করে তার সমস্ত কিছুই বাতিল করা, এবং এর মধ্যে অনেক কিছুই ন্যায্য এবং অনেক কিছু অন্যায্য। তাদের সব কিছু পুরোপুরি বাতিল করার অর্থ হচ্ছে যেগুলি ন্যায্য এবং যেগুলি অন্যায্য সবই বাতিল করা, এবং যা হচ্ছে খৃস্টান বিরোধীতা।

একজন যাজক হিসেবে আমি কমিউনিস্ট বিরোধী নই, কেন না যদিও ওরা এটা জানে না যে তাদের অনেকেই হচ্ছে প্রকৃত খৃস্টান।

কমিউনিস্টদের অবশ্য জেনে রাখা উচিত যে আমি তাদের দলে যোগ দেবো না, যে আমি হচ্ছি না অথবা হয়ে উঠবো না একজন কমিউনিস্ট, এমন কী একজন কোলোম্বিয়ান হিসেবে নয়, একজন সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে নয়, একজন খৃস্টান হিসেবে নয়, অথবা একজন যাজক হিসেবেও নয়।

ক্যামিলো থোররেসের এই ঘোষিত বক্তব্যের ভিতে রয়েছে দু'টি দিক ; একটি আপাতঃ, অন্যটি অন্তিম। কিন্তু ভাসাভাসা ভাবে দেখলে মনে হবে বুঝি এই বক্তব্যের পরবর্তী স্তরে কমিউনিজম এবং খৃস্ট মতবাদের মধ্যে একটি সমঝোতার মাধ্যমে খৃস্টান-ধারার প্রভাব বিস্তার করা, যে কারণে কমিউনিজমের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে ? এই বক্তব্যকে অবশ্যই দেখা উচিত, প্রথমতঃ কোলোম্বিয়ার সার্বিক সামাজিক পরিস্থিতির ভিত্তিতে, এবং দ্বিতীয়তঃ তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম থেকে চতুর্থ কংগ্রেসের প্রস্তাব ও লেনিনের নির্দেশের ভিত্তিতে। তাথেকেই দেখা যাবে যে এই বক্তব্যের আপাতঃ দিকের ফলস্বরূপ খৃস্টান বিশ্বাসীদের কমিউনিজম বিরোধীতার মাত্রার অবগতির সঙ্গে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের অগ্রগতি এবং অন্তিমে এই পরিবর্তন কমিউনিজম বিরোধীতার মাটিকেই উৎখাত করে দিচ্ছে। কিন্তু তা নির্ভরশীল রয়েছে কমিউনিস্ট পার্টির বৈপ্লবিক আদর্শগত কর্মধারার উপর। তাই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তবতাকে ভিত্তি করে ক্যামিলো থোররেসের ঘোষিত বক্তব্য তথা আদর্শকে বাতিল করা উচিত হবে না। বিপ্লবের মহান আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি শুধু কমিউনিস্টদের নয়—প্রত্যেকটি পরিচিতি ছাড়তে রাজী কমিউনিজম প্রতিষ্ঠাকল্পে।

ক্যামিলো থোররেসের অন্যান্য বক্তব্যে যে আদর্শের প্রকাশ, তা এই বিশ্বে এমন কোন ধর্মযাজক কখনও বৃহত্তর স্বার্থের প্রয়োজনে উচ্চারণও করেনি। যেমন রোমান ক্যাথলিক মতবাদ সম্পর্কে বৈপ্লবিক পথে আমূল পরিবর্তনের প্রশ্নে থোররেস ঘোষণা করেন :

ক্যাথলিক মতবাদের মৌলিক বস্তু হচ্ছে একজন তার প্রতিবেশীকে ভালোবাসবে। যা হবে প্রকৃতই সত্য ভালোবাসা, যা প্রকৃতই কার্যকরী হবে। যদি হিতসাধনের কর্মপ্রণালী, ভিক্ষাপ্রথা, কিছুসংখ্যক অবৈতনিক স্কুল, কিছু সংখ্যক বাসগৃহের পরিকল্পনা, যা বলা হয় দানশীলতা, যা থেকে অবশ্যই অধিক সংখ্যক ক্ষুধার্তরা খেতে পায় না, অথবা অধিক সংখ্যক উলঙ্গদের দেয় না পরিধেয় বস্ত্র, অথবা দেয় না জ্ঞান, তাদের জন্যে যারা রয়েছে অজ্ঞ, সেক্ষেত্রে আমাদের নিশ্চিতই পেতে হবে আরও অধিকতর সার্থক পন্থা জনগণের হিতসাধনের জন্য।

এগুলির অর্থ হচ্ছে যে সুবিধাভোগী সংখ্যালঘিষ্ঠরা এই সব দেওয়ার চেষ্টা করবে না যারা শাসন ক্ষমতা অধিকার করে আছে, কারণ সাধারণতঃ এই ব্যবস্থাগুলি সংখ্যালঘিষ্ঠদের বাধ্য করবে তাদের সুবিধাগুলি ছেড়ে দিতে।

সুতরাং আমাদের অবশ্যই শাসনশক্তি কেড়ে নিতে হবে এই সংখ্যালঘিষ্ঠদের কাছ থেকে দরিদ্র সংখ্যাগরিষ্ঠদের দেওয়ার উদ্দেশ্যে। এই হচ্ছে যা একটি বিপ্লব, যদি পরিপূর্ণভাবে করা হয়। বিপ্লব শান্তিপুর্ণ হতে পারে যদি সংখ্যালঘিষ্ঠরা হিংসাত্মক প্রতিরোধ সৃষ্টি না করে। বিপ্লব হচ্ছে সেই পথ একটি সরকার অর্জনের জন্যে যা ক্ষুধার্তদের খাদ্য দেয়, উলঙ্গদের জন্যে দেয় পরিধান বস্ত্র, অজ্ঞদের জন্যে শিক্ষা, যা কার্যকর করে হিতসাধনের কর্মধারা, যা তার প্রতিবেশীকে ভালবাসে, শুধুমাত্র সুযোগের জন্যে নয় এবং এলোমেলোভাবে নয়, কেবলমাত্র কয়েকজনের

সুবিধের জন্যে নয়, পরিবর্তে আমাদের সহযাত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্যে। এই কারণে বিপ্লব শুধু খৃস্টানদের জন্যে মেনে নেওয়া হচ্ছে না পরিবর্তে যা নৈতিক দায়িত্ব তাদের জন্যে যারা এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছে একটি সক্রিয় সার্থকতা এবং বৃহত্তর পথ যার মাধ্যমে কাজ করা প্রত্যেকের ভালবাসার জন্যে··

ক্যামিলো থোররেস সমাজের প্রত্যেকটি স্তর সম্পর্কে তাঁর ধারণা, তাঁর কর্তব্য ব্যক্ত করেছেন—শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক, ছাত্র, যারা সমাজের মূল অঙ্গ হওয়া সত্বেও এমন একটা স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে থেকে যায়, অথবা বিভক্তি মাধ্যমে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা হয়—সে সম্পর্কে তিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন এক থেকে অন্যের সামাজিক কর্তব্য, সামাজিক দায়িত্ব কি হবে, কি হওয়া উচিত।

যেমন শ্রমিক সম্পর্কে : আমাদের ইতিহাসের এই মারাত্মক সন্ধিক্ষণে, কোলোম্বিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে অবশ্যই পরিপূর্ণভাবে সচেষ্ট হতে হবে ঐক্যের জন্যে এবং জনগণের সংগঠনকে শাসনক্ষমতা অধিকারের জন্যে।

প্রত্যেকটি ছোট ছোট সংগ্রাম বর্তমান ভিত্তিক লাভের জন্যে, অবশ্যই প্রকৃত অবস্থার প্রতি দৃষ্টিহীন না হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর দাবীকে উপলব্ধি করা যা কেবলমাত্র আসতে পারে সংখ্যাগরিষ্ঠের ফলাফল থেকে, কোলোম্বিয়ার জনগণ, শাসনশক্তি যখন অধিকার করেছে।

সমাজের শীর্ষে সৈনিকদের অবস্থান ক্যামিলো থোররেসের কাছে এমন ধারায় দেখা দিয়েছে যে, প্রত্যেকটি বুর্জোয়া তথা প্রতিক্রিয়াশীল দেশে যাদের নিয়ে সামরিক বাহিনী গঠিত হয়, যারা পরিচালনা করে, এরা কেউই শ্রেণীগতভাবে মূলতঃ শাসকশক্তির কেউ নয়, পরিবর্তে এরা হচ্ছে সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আপন কেউ। এবং এই সৈনিকদের এড়িয়ে গিয়ে যে বিপ্লব কখনও

সাফল্য লাভ করে না, সে প্রমাণ ইতিহাসই বহন করছে। ক্যামিলো থোররেসের বৈপ্লবিক উপলব্ধিও সেই বাস্তবতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

সৈনিকদের সম্পর্কে থোররেস বলেন: "বহু ঘটনার মধ্যে আমি দেখেছি সামরিক পোষাক পরিহিত কৃষক এবং শ্রমিকদের, যাদের মধ্যে আমি কখনও দেখিনি শাসকশ্রেণীর কোন সদস্যদের, যারা কৃষক, শ্রমিক এবং ছাত্রদের উপর দৈহিক নির্যাতন এবং আক্রমণ করে, যাদের নিয়ে হচ্ছে কোলোম্বিয়ানদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা। কেবলমাত্র কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া আমি কখনও দেখিনি এন-সি-অ এবং অফিসারদের মধ্যে শাসকশ্রেণীর কোন সদস্য। যে কোন কেউ এই বৈষম্যকে দেখতে পাবেন যে কোলোম্বিয়ার জনগণ যারা বিপ্লবের জন্যে হয়ে উঠেছে উদগ্রীব এবং এইসব জনগণকে নির্যাতন করছে একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘিষ্ঠ সামরিক শক্তি কয়েকটি সুবিধাভোগী পরিবারকে রক্ষার জন্যে, তারা তাদের নিজেদেরই জিজ্ঞেস করুক যে তারা যে বিস্তৃত জনগণের অংশ থেকে এসেছে তারাই আবার তাদের সহযাত্রীদের কেন অত্যাচার করে।

সৈনিকরা: ইউনাইটেড ফ্রন্ট শপথ নিচ্ছে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ এবং সংগঠিত করতে শাসন ক্ষমতা অধিকারের জন্যে। এই নির্দিষ্ট মহাযুদ্ধের অবস্থাকে হারিও না যেখানে আমরা মৃত্যুশেল দিয়ে চরম আঘাত হানবো এই শাসকগোষ্ঠিকে যারা প্রত্যেক কোলোম্বিয়ানকে অমানুষিক নির্যাতন করে, তোমাদের একই সঙ্গে আমাদেরও।

ছাত্র এবং কৃষক, সমাজের দুই ভিন্ন শ্রেণী না হলেও বর্তমান ব্যবস্থা এদের স্বতন্ত্র শ্রেণীতেই পর্যবসিত করেছে। যে কারণে ছাত্রদের মধ্যে এমন ধারার একটা মানসিকতা গড়ে তোলা হয়েছে যে ছাত্ররা বুঝি একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী, কৃষক শ্রমিক শ্রেণী তথা সমাজের

প্রতি তাদের নৈতিক দায়িত্বের পরিবর্তে সীমাবদ্ধ হচ্ছে ছাত্র-স্বার্থের অভ্যন্তরে। ছাত্র-স্বার্থকে কেন্দ্র করে ছাত্র-আন্দোলন কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠেছে শিক্ষক-অধ্যাপক-অধ্যক্ষকে ঘেরাও করার ভবে। অথচ ছাত্ররা যে ভবিষ্যত গড়ে তোলার অগ্রদূত, এই মুখ্য প্রশ্নটি প্রতি-ক্রিয়াশীল শাসকচক্র কখনও দেখিয়ে দিতে চায় না, পরিবর্তে এই ভবিষ্যতের অগ্রদূতদের প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠনগুলির নেতৃত্ব কর্তৃক সংগঠিত ছাত্র-সংস্থা মাধ্যমে ক্রীড়নক পুতুলে সৃষ্টি করে, টেনে নিয়ে যায় স্পেকুলিটিভ বুর্জোয়া দর্শনের ভিতে। ক্যামিলো থোররেস অবশ্যই এই অবস্থাকে লক্ষ্য করেছিলেন, তাঁর বৈপ্লবিক ঐক্যবদ্ধ আদর্শের ভিত্তিতে "মেসেজ টু স্টুডেন্টস" শীর্ষক ঘোষণায় বলেন:

অনুন্নত দেশে ছাত্ররা হচ্ছে একটি সুবিধাভোগী গ্রুপ। দরিদ্র জাতিগুলি বহু অর্থ ব্যয়ে কিছু সংখ্যক স্নাতক তৈরী করে। বিশেষ করে, কোলোম্বিয়ায়, বহু বেসরকারী স্কুল, এবং বিশ্ব-বিদ্যালয় রয়েছে, বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারে অর্থের ভূমিকা হচ্ছে একটি চূড়ান্ত ঘটনা। একটি দেশ যেখানে বাস্তবিক অশিক্ষিত রয়েছে শতকরা ষাট ভাগ, আট ভাগ সেকেণ্ডারি স্কুলের স্নাতক, এবং একভাগ পেশাজীবি, ছাত্ররা হচ্ছে গ্রুপগুলির অন্যতম একটি যারা, কোলোম্বিয়ার অবস্থা বিশ্লেষণ করতে সমর্থ, অন্য অবস্থার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে এবং সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে ভাবতে পারে…

যে বৈপ্লবিক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি সে সম্পর্কে আমি অন্ধ হতে পারি না। আমি যা করতে চাইছি তা হচ্ছে ছাত্রদের সাহস জোগানো যাতে তারা সরাসরি সংবাদ পাওয়ার প্রত্যক্ষ সূত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে মুহূর্তগুলিকে বিচার করে দেখার জন্যে যা থেকে তাদের দায়িত্ব কী হবে এবং কী করা উচিত। ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি যে আমরা

ক্রমেই কোলোম্বিয়ার বিপ্লবের নিকট থেকে নিকটতম হচ্ছি। এবং কেবলমাত্র সেই জনগণই ক্ষমতার-অধিকারে বলতে পারে বৈপ্লবিক মুহূর্তটির কথা যারা হচ্ছে শ্রমিক এবং কৃষকরা। যদি তারা জনগণের নেতৃত্ব নেয়, পৈত্রিকতাবাদ ব্যতিরেকে, শিক্ষকতার পরিবর্তে শেখার প্রেরণা নিয়ে, তাহলেই তারা উদ্দেশ্যের উপযুক্ত মুহূর্ত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে···

ক্যামিলো থোররেসের উপরোক্ত ঘোষণা থেকে যে বিষয়বস্তু পাওয়া যাচ্ছে, তা কোলোম্বিয়ার প্রকৃত অবস্থাকে প্রকাশ করছে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকাই হচ্ছে কৃষি প্রধান এবং কোলোম্বিয়া এই কৃষি প্রাধান্যের বহির্ভূত নয়। শতকরা আশী ভাগই কৃষক এবং গ্রামের অধিবাসী। শ্রমিক সংখ্যা নগণ্য হলেও থোররেসের দৃষ্টি অবশ্যই শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী মূল্য সম্পর্কে ওয়াকীবহাল। যে কারণে একটি জাতীয় বিপ্লবে শ্রমিকদের শ্রেণী বহির্ভূত অবস্থা সৃষ্টি করে আলাদা রাখা যায় না। তদ্রূপ আশী ভাগ কৃষক সংখ্যার দেশে কৃষকরাও কৃষকশ্রেণী অন্তর্ভুক্ত একটি শ্রেণী। এই শ্রেণীর বৈপ্লবিক সহযোগিতাই যে বিপ্লবের সাফল্যের গ্যারান্টি থোররেস তা আন্তরিক ভাবেই মেনে নিচ্ছেন। যে কারণে ছাত্রদের, অন্যতম গ্রুপ হিসেবে চিহ্নিত করা সত্বেও বিপ্লবের নেতৃত্ব নিতে পারে কেবলমাত্র শ্রমিক আর কৃষক, অন্য শ্রেণী নয়—এমন কী ছাত্ররাও নয়। তাই আশী ভাগ সমন্বিত কৃষক শ্রেণীর উদ্দেশ্যে ক্যামিলো থোররেস বলেন :

আদম সুমারী অনুসারে কৃষক জনসংখ্যা ক্রমশঃ কমে গেছে। যাই হোক, ওরা আসলে মনে করে যে সব লোক শহরে বাস করে তাদের সংখ্যা ১,৫০০ জনের বেশী। এটা সত্য নয়। আমরা বলতে পারি কোলোম্বিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠরা গ্রামেই বাস করে।

তাদের সংখ্যা ছাড়াও, খুবই গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হচ্ছে জাতীয়-

আয়ে কৃষকদের অবদানই সর্ববৃহত। রপ্তানির শতকরা নব্বই ভাগ হচ্ছে কৃষিজাত (কফি, কলা, তামাক, চিনি)। এই কৃষিজাত সামগ্রী ছাড়া যন্ত্রপাতি আমদানী করার অথবা যে খাদ্যদ্রব্য আমাদের প্রয়োজন তার অন্য কোন পথ ছিল না। দুর্ভাগ্যবশতঃ কৃষকদের এই কাজ মাত্র সামান্য লোকের সাহায্যে আসে, এই ব্যবস্থার অন্যান্য সব কিছুর মতো। যারা ফেডারেশনগুলি পরিচালনা করে (কফি উৎপাদক, তুলা উৎপাদক, ইউনাইটেড ফ্রুট, কলা উৎপাদক, তামাক উৎপাদকরা ইত্যাদি) এবং যারা পরিচালনা করে ব্যাঙ্ক (বিশেষ করে প্রজাতন্ত্রের ব্যাঙ্ক) সমস্ত লাভ্যাংশ তারাই রেখে দেয়। সরকার যে লাভ্যাংশ পায় ও ব্যবহার করে যা বলা হয় পরিচালনার জন্যে খরচ, অর্থাৎ বলতে হয় সিভিল সার্ভেন্টদের দেওয়ার জন্যে (তাদের মর্যাদা রক্ষার জন্যে যা দ্বিগুণ করা হয়েছে), এবং সেকেণ্ডহ্যাণ্ড অস্ত্রশস্ত্রাদি কেনার জন্যে যা দিয়ে কৃষকদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে যে অর্থ এই কৃষকরাই তাদের জুগিয়েছে।

অর্থনীতি ও কৃষকদের সামাজিক অবস্থানের গুরুত্ব-এর মধ্যে যে বৈষম্য এবং বর্তমান অবস্থা থেকে তারা যে ব্যবহার পেয়ে থাকে তা হচ্ছে এক উন্মত্ত কলঙ্ক।

আমাদের কৃষকরা অবশ্যই জেনেছে যে কী করতে হবে। তারা জানে যে কিসের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। তারা অন্ধভাবে ছুটে যাচ্ছে না অথবা যুদ্ধ করতে অস্বীকার করছে না। জরুরী-অবস্থা প্রয়োগে শাসক গোষ্ঠি ইতিমধ্যেই জনসমাবেশের জায়গা থেকে জনগণকে সরিয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যেই জনগণের উপর মেসিনগান আক্রমণ শুরু করেছে, যে ভাবে মেডলিন-এ করেছিল। শহরের জীবনে আমাদের অবস্থা যখন অসম্ভব হয়ে উঠে, আমাদের অবশ্যই গ্রামে যেতে হয়। আমরা এখান থেকে

সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়তে পারি না, যুদ্ধ করার জন্যে অবশ্যই আমাদের উঠে দাঁড়াতে হবে। এই কারণে কৃষকদের অবশ্যই প্রস্তুত হতে হবে, পাঁচ অথবা দশজন পুরুষ নিয়ে ইউনাইটেড ফ্রন্ট কোমাণ্ডজকে সংগঠিত করা; জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকদের অঞ্চল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া; খাদ্যদ্রব্য ও যন্ত্রাদি সঞ্চয়ের প্রস্তুতি নেওয়া; একটি দীর্ঘ সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হওয়া; তাদের উস্কানী দেওয়া থেকে বিরত রাখা, অথবা বাধা না দেওয়া যখন জনগণের জন্যে অবস্থা হয়ে উঠছে প্রতিকূল।

শাসকগোষ্ঠি সবসময়ই জনগণকে বোঝাতে চাইবে তাদের ধ্যানধারণা যে তারা অবশ্যই বিপ্লবী ফৌজকে সমর্থন করবে। সীমাকোটা গেরিলাদের কেন মুছে ফেলতে পারল না? কেবলমাত্র কৃষকদের সমর্থনের জন্যে।

যখন শাসকগোষ্ঠি আমাদের জন্যে অন্য কোন পথ রাখছে না, অবশ্যই কৃষকরা শহরের বিপ্লবীদের, শ্রমিকদের এবং ছাত্রদের আশ্রয় দিতে হবে।

এই অবস্থায় অবশ্যই তাদের ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হওয়া উচিত, যেহেতু আমাদের জন্যে প্রস্তুত হওয়া এবং শুরু করা দীর্ঘ শেষ সংগ্রাম।[৫৫]

ক্যামিলো থোররেস তাঁর এই সর্ববিধ বক্তব্যাদির মধ্যেই সংগ্রামকে শেষ করেননি। তিনি স্বয়ং কাসটৌনোর নেতৃত্বে ন্যাশনাল লিবারেশন ফৌজের অন্যতম গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে যোগ দিলেন ১৯৬৫ ডিসেম্বরে। রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী হিসেবে রোমান ক্যাথলিক ব্যবস্থাবলীর বিরুদ্ধে—যে ব্যবস্থাবলী কোলোম্বিয়ার শাসকচক্রের মূল ভিত—যে সংগ্রাম করলেন বিস্তৃত জনজীবনের প্রকাশ্য রাজনীতিতে, সেই সংগ্রামের অন্তিম রূপ দেওয়ার জন্যে খৃস্টান

৫৫—রুয়েল গেরিলাজ ইন ল্যাটিন আমেরিকা, পৃঃ ৩৪৭

ব্যবস্থাবলীর বিপরীত আদর্শ সশস্ত্র সংগ্রামই যে একমাত্র মুক্তির পথ, বেছে নিলেন।

গেরিলা যুদ্ধে যোগদানের প্রতিক্রিয়ায় যে সব সংগঠন নির্বাচনী ব্যবস্থাকে মুখ্য এবং একমাত্র আদর্শ বলে গ্রহণ করেছে, এরা ক্যামিলো থোররেসের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করল। অন্যতম হচ্ছে: খৃস্টান ডেমোক্রেটিক পার্টি। এই পার্টি দেখতে পেলো ক্যামিলো থোররেসকে কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক, সহযোগী হিসেবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে মেডলিন-এর সম্মেলন যে সম্মেলন মার্কসবাদী শ্রমিক-কৃষক কর্তৃক সংগঠিত। ক্যামিলো থোররেসের আন্দোলন সম্পর্কে পূর্ববর্তী সময়ে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠি যা ভেবেছিল, অর্থাৎ তাদেরই সমগোত্রীয়, কিন্তু বাস্তবতা প্রমাণ করল যে প্রতিক্রিয়াশীলদের ভাবনা ছিল ভ্রান্ত। রোমান ক্যাথলিক পোষাকে এই পাদ্রী মৌলিক ভাবে তাদের বিরোধী, কমিউনিস্ট ভাব-ধারায় প্রভাবিত, একজন সহজাত বিপ্লবী।

গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে যোগ দিয়ে ক্যামিলো থোররেস কোলোম্বিয়ার জনগণের উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ জানুয়ারী রণাঙ্গণ থেকে নিম্নক্ত ঘোষণা প্রচার করেন:

> কোলোম্বিয়ানস; বহু বছর ধরে আমাদের দেশের গরীবরা শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রাম শুরু করার উদ্দেশ্যে মহাযুদ্ধের আহ্বানের জন্যে অপেক্ষা করছে।
>
> জনগণের বেপরোয়া ভাব যখন অন্তিমে উঠে আসে, শাসক-শ্রেণী সবসময়েই জনগণকে ফাঁকি দেওয়ার একটি পথ পেয়েছে, বিপথগামী করেছে এবং নতুন ভাষা প্রয়োগে শান্ত করেছে যা সব সময়ে নেমে এসেছে একই জায়গায়: জনগণের কষ্টভোগ এবং সুবিধাভোগীদের মঙ্গল সাধন।
>
> জনগণ যখন নেতা পাওয়ার জন্য উদগ্রীব এবং জর্জি

এলিইসার গ্যায়টনের মধ্যে তাঁকে পেয়েছে, তাঁকে শাসকগোষ্ঠি হত্যা করেছে। জনগণ যখন চেয়েছে শান্তি, শাসকগোষ্ঠি সমগ্র দেশ জুড়ে ছড়িয়েছে হিংসা। জনগণ যখন কোনরকমেই এই জিঘাংসার দৌরাত্ম্য সহ্য করতে পারছে না এবং শাসন শক্তি ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে সংগঠিত করেছে যুদ্ধ, শাসক গোষ্ঠি আবিষ্কার করেছে সামরিক কোপ গেরিলাদের বোকা বানিয়ে নিরস্ত্র করার জন্যে। জনগণ যখন গণতন্ত্রের আহ্বান জানিয়েছে, প্লেবিসাইড দিয়ে আবার প্রবঞ্চনা করেছে তাদের এবং একটি ন্যাশনাল ফ্রন্ট যা নিয়ে আসে শাসক গোষ্ঠির একনায়কত্ব।

জনগণ আর তাদের বিশ্বাস করে না। জনগণ তাদের নির্বাচনে বিশ্বাস করে না। জনগণ জানে যে আইনের সবধারার ব্যবস্থাবলী শেষ হয়ে গেছে। জনগণ জানে যে সশস্ত্র ফৌজই একমাত্র পথ। জনগণ আজ দৃঢ় সংকল্প এবং জীবন বিসর্জন দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত যাতে কোলোম্বিয়ার পরবর্তী বংশধররা আর ক্রীতদাস না হয়, যারা আজ তাদের জীবন দিতে কৃতসংকল্প তাদের সন্তানরা যাতে পায় শিক্ষা, গৃহ, বস্ত্র এবং সবকিছুর উপরে মর্যাদা ; যা থেকে আগামী দিনের কোলোম্বিয়ানরা পেতে পারে তাদের নিজের দেশ, আমেরিকার শাসন বহির্ভূত স্বাধীন।

অকৃত্রিম বিপ্লবীরা অবশ্যই স্বীকৃতি দেবেন যে একমাত্র পথ যেটি রয়েছে তা হচ্ছে সশস্ত্র পথ। জনগণ অবশ্যই অপেক্ষা করছে তাদের নেতাদের উপস্থিতি থেকে উদাহরণ তুলে ধরার জন্যে এবং মহাযুদ্ধের আহ্বানের জন্যে।

কোলোম্বিয়ার জনগণকে আমি বলতে চাইছি এই সেই মুহূর্তটি। আমি তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। শহর এবং নগরগুলিতে আমি ছুটে গিয়েছিলাম কাজ করেছি ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে এবং শাসন-ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে সংগঠিত

করেছিলাম। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আমরা আমরণ আমাদের উৎসর্গ করছি এই উদ্দেশ্যের জন্য।

এই সবকিছুই প্রস্তুত। শাসক গোষ্ঠি সংগঠিত করতে চাইছে নির্বাচনের আরেকটি প্রহসন ; যে প্রার্থী পদত্যাগ করে এবং আবার তা মেনে নেয় ; দুই পার্টির কমিটি ; আন্দোলন-গুলিকে রঙবেরঙের পোষাক নিয়ে আসে এবং এইসব মানুষ যারা শুধুমাত্র বয়স্ক নয় অথচ জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। আমরা আর কী আশা করতে পারি ?

আমি যোগ দিয়েছি সশস্ত্র সংগ্রামে। আমি মনে করি কোলোম্বিয়ার এই পর্বতগুলি থেকে যুদ্ধ করে যাবো জনগণ কর্তৃক শাসন ক্ষমতা জয় করা অবধি। আমি যোগ দিয়েছি জাতীয় মুক্তি ফৌজে কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি এদের রয়েছে ইউনাইটেড ফ্রন্টের সেই একই আদর্শ। আমি দেখেছি সেই সংকল্প এবং দেখেছি কৃষকদের মধ্যে, ধর্মীয় অথবা সাবেকী পার্টি ব্যবধান বহির্ভূত, সর্বনিম্ন থেকে রয়েছে ঐক্যের উপস্থিতি এখানে অন্য কোন সেক্টর অথবা আন্দোলন কিংবা পার্টি থেকে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোন ইচ্ছা নেই কারো, এখানে কোন ব্যক্তিত্ববাদী নেতা নেই। শাসক গোষ্ঠি এবং সাম্রাজ্য-বাদীদের কবল থেকে জনগণকে স্বাধীন করার জন্যে এরা রয়েছে সচেষ্ট। তারা তাদের যুদ্ধাস্ত্রকে নামিয়ে নেবে না যতোক্ষণ না জনগণ ভোগ করছে সম্পূর্ণ শাসন ক্ষমতা। তারা মেনে নিয়েছে ইউনাইটেড প্লেটফর্মের উদ্দেশ্য।

কোলোম্বিয়ার সমস্ত দেশপ্রেমিকদের যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হওয়া উচিত। গেরিলা নেতারা দেশের প্রতিটি কোণ থেকে জেগে উঠবে। অবশ্যই ততক্ষণে আমাদের সতর্ক তৎপর হওয়া, অবশ্যই অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ সংগ্রহ করা, গেরিলা যুদ্ধের শিক্ষা

নেওয়া, বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করা, সৈন্য রিক্রুট করা, খাদ্য-সামগ্রী ওষুধপত্র জড়ো করার প্রস্তুতি একটি দীর্ঘ লড়াই-এর জন্যে।

যেখানে বিজয় নিশ্চিত সেখানে শত্রুর বিরুদ্ধে ছোটখাটো আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া। যারা বিপ্লবী বলে দাবী করে তাদের প্রত্যেককে আমাদের পরীক্ষা করে নিতে হবে, এবং বিশ্বাস-ঘাতকদের মুছে ফেলতে হবে। আমাদের অবশ্যই তৎপর হতে হবে, কিন্তু তাড়াহুড়ো করে নয়। একটি দীর্ঘ যুদ্ধে প্রত্যেককেই কোন না কোন সময় সক্রিয় হতেই হবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে যে বিপ্লবের সেই মুহূর্তটিতে যাতে আমরা প্রস্তুত এবং উপযোগী থাকি। প্রত্যেককেই সব কাজ করতে হবে না, অবশ্যই আমরা কাজগুলিকে ভাগ করবো। ইউনাইটেড ফ্রন্টের সৈনিকরা প্রস্তুত রয়েছে সহজাত বৈপ্লবিক চেতনা এবং একসনের জন্যে। অপেক্ষা করার ধৈর্য যেন আমাদের থাকে এবং শেষ বিজয়ের জন্যে থাকে আত্মবিশ্বাস।

জনগণের এই সংগ্রাম অবশ্যই হয়ে উঠবে জাতীয় সংগ্রাম। আমরা শুরু করেছি, কিন্তু দায়িত্বটি দীর্ঘ।…কাপুরুষতা নয়… স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু।…[৫৬]

রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী ক্যামিলো থোররেস—মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে—এই খৃস্টান-তত্ত্বের মধ্যে দেখেছিলেন যে খৃস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষরা মানুষকে ভালবাসে না, পরিবর্তে দেখেছিলেন যে এই খৃস্টান ধর্মালম্বীরাই শাসনের নামে শোষণ, শোষণের নামে অত্যাচার, অত্যাচারের নামে হত্যা, যা হচ্ছে তাদের শাসন-ব্যবস্থার মূল আদর্শ। অমৃতস্য পুত্রায়, অথবা লাহিল্লা আল্লা তত্ত্ব কথার ভিতভূমিও ওই একই আদর্শে নিয়ন্ত্রিত পরিচালিত। ক্যামিলো-

---

৫৬ রুরেল গেরিলাজ ইন ল্যাটিন আমেরিকা, পৃ. ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫০

থোররেস তাই এমন একটি ভিত, এমন একটি ব্যবস্থা, এমন একটি ধারার প্রবর্তন করতে চেয়েছেন: যেখানে মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে, যেখানে মানুষ পাবে তার মানবিক মর্যাদা, যেখানে একের বেদনা অন্যের হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হবে, যেখানে একের আনন্দে উৎফুল্ল হবে অন্যে, যেখানে জিঘাংসা নেই, রয়েছে দায়িত্ব, রয়েছে কর্তব্য।

ফ্যাদার এবং গেরিলা যোদ্ধা ক্যামিলো থোররেস তাঁর আদর্শগত বিপ্লব সাফল্য লাভ করলে—ফলাফল কী হতো, তা আলোচনা করা নিরর্থক। কেন না, তাঁর জীবদ্দশায় যে উদাহরণ তিনি সৃষ্টি করেছেন —তা থেকে অনুমান করা যায়: ক্যামিলো থোররেসের জাতীয় সশস্ত্র বিপ্লব অবশ্যই আন্তর্জাতিক আদর্শে রূপ নিতো, এই কারণে যে কোলোম্বিয়ার শাসক-গোষ্ঠির শাসন-শোষণ-হত্যা-জিঘাংসার ভিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্র, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ। এই আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই দাঁড়াতে হতো।

এই কারণেই কোলোম্বিয়ার শাসক গোষ্ঠি আন্তর্জাতিক সাম্রাজী-বাদীদের সহযোগিতায় রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী ফ্যাদার এবং গেরিলা যোদ্ধা ক্যামিলো থোররেসকে হত্যা করে—১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬।

সময় এবং তারিখটি ঐতিহাসিক কারণে স্মরণীয় চে গুয়েভারার মৃত্যু ও বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে। এই সময়ে চে গুয়েভারা কোলোম্বিয়ায় উপস্থিত ছিলেন না।

* * *   * * *   * * *

ক্যামিলো থোররেসের এই মহান আত্মোৎসর্গ উল্লেখ করে ফেবিও ভেসকুয়েজ কাসটোনো এবং ভিক্টর ম্যডিনা মরঅন জাতীয় মুক্তি ফৌজের পক্ষ থেকে কোলোম্বিয়ানদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন, একটি প্যারাগ্রাফ উদ্ধৃত করছি:

এক গভীর দুঃখ নিয়ে এবং শাসক গোষ্ঠির প্রতি এক তিক্ত ঘৃণা প্রকাশের মধ্য দিয়ে জাতীয় মুক্তি ফৌজ জানাচ্ছে কোলোম্বিয়ার জনগণ এবং বিশ্বের বিপ্লবীদের যে ১৫ই ফেব্রুয়ারী জাতীয় ফ্রন্টের দেশদ্রোহী আর্মীর পাইকারী জরিমানা আদায়ের অভিযানে আমাদের ফৌজের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধে মহান বিপ্লবী নেতা, ফ্যাদার ক্যামিলো থোররেস রেসট্রিপো নিহত হয়েছেন।···

···বীরের মতোই মৃত্যু বরণ করেছেন ক্যামিলো, তিনি জানতেন যে নেতাদেরই উচিত উদাহরণ সৃষ্টি করা। বিপদ বহির্ভূত হয়ে থাকাকে তিনি অস্বীকার করতেন। যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে তিনি ছিলেন ওয়াকীবহাল এবং বিপদকে তিনি মেনে নিয়েছিলেন এই বিশ্বাসে যে তাঁর মৃত্যুই স্ফুলিঙ্গটির সূচনা করবে, সম্ভবতঃ একটি চূড়ান্ত কিছু, যে আলো সৃষ্টি করবে আগুন যা কোলোম্বিয়ার জনগণ স্থাপন করেছে সরকারের শক্তিগুলির বিরুদ্ধে ঘৃণাযোগে এবং গৃহীত প্রস্তাবে যারা সমর্থন করে অন্যায় ও মর্যাদাহীন ব্যবস্থা····

···সর্বশেষে, আমরা আহ্বান জানাই জনসংগঠনগুলিকে সক্রিয় দাবীর জন্যে যাতে আমাদের প্রিয়তম নেতার মরদেহ, উদ্ধার করে নিয়ে আসেন সেই খুনীদের থাবা থেকে। তাঁর সমাধিকে আমরা একটি জাতীয় স্মৃতি সৌধে পরিণত করবো।[৫৭]

* * *   * * *   * * *

ক্যামিলো থোররেসের মৃত্যু সংবাদ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল, বিপ্লবীরা ব্যথিত হল। কিন্তু ল্যাটিন আমেরিকার বিপ্লবীরা হয়ে উঠলো আরোও সক্রিয়। খৃস্টান ধর্মালম্বীদের মধ্যে ক্যামিলোর মৃত্যুর প্রতিক্রিয়ার প্রভাব আর্জেনটিনিয়া, চিলি, উরুগুয়ে ছাড়িয়ে

৫৭ ঐ, পৃষ্ঠা, ৩৫৩

প্রায় প্রত্যেকটি রাষ্ট্রে এক ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি হল। এরা সংগঠন গড়ে তুললেন: 'বিপ্লবী খৃস্টান' সংগঠন। গড়ে উঠল 'ক্যামিলো থোররেস সভা।' আর্জেনটিনিয়ার খৃস্টান যাজক জুয়ান গ্রেসিয়া ইলোররিও সংগঠিত করলেন একটি সম্মেলন: 'কমাণ্ডো ক্যামিলো থোররেস' সংগঠন, তিনি লিখলেন ১৯৬৭ পয়লা মে 'বিপ্লবী মেনিফেস্টো' উরুগুয়ের যাজক জুয়ান কারলস জ্যাকাররনি, গুজমান বেলজিয়ামের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও ছিলেন সহযোগী। এবং মেকসিকোর একজন যাজক পাদ্রী ডি ইউজকারডিয়া লিখলেন আর একটি মেনিফোস্টো, যে মেনিফেস্টোয় ঘোষণা করলেন:

> মার্কসবাদই দিয়েছে একমাত্র বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে এবং সার্বিক জনগণকে দিয়েছে বৈপ্লবিক একসনের জন্যে সক্রিয় উদ্দীপনা।

জানুয়ারী ১৯৬৮ হাভানায় অনুষ্ঠিত কালচারাল কংগ্রেসে ফিদেল কাস্ত্রোও মেকসিকো পাদ্রীর এই বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যাই হোক, তা পরবর্তী সময়ের ঘটনা। কিন্তু কোলোম্বিয়ায় ক্যামিলো থোররেসের মৃত্যুর পটভূমিকায় পর্দার আড়াল থেকে বিপ্লব বিরোধীতা তথা গেরিলা যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র সর্বসময়ে তাঁর বদান্য সাহায্য করে এসেছে। এই বছরেই কোলোম্বিয়াকে প্যাকেজ-লোন হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইণ্টারন্যাশনাল এজেনসীজ দিয়েছে কমবেশী ৩২২ মিলিয়ন ডলার।[৫৮] তৎসময়ের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ ভালেনসিয়া যিনি লেজিসল্যাচারের সদস্যদের সঙ্গে একমত না হওয়ার দরুণ পদত্যাগ করেছিলেন, এই সাহায্য এবং সহায়তায় তিনি আবার প্রেসিডেণ্টের পদে বহাল হলেন। কোলোম্বিয়ার সার্বিক অবস্থা এবং ক্যামিলো থোররেসের নিহত হওয়ার সংবাদকে ভিত্তি করে নিউইয়র্ক টাইমস অভিমত প্রকাশ করে:

৫৮—নিউইয়র্ক টাইমস, ২২শে জানুয়ারী ১৯৬৬।

যদিও কালো কলঙ্কগুলো রইল, ফ্যাদার খোররেস তাঁর উত্তেজনাপূর্ণ পদক্ষেপের সময়টিকে ভুলভাবে পছন্দ করেছিলেন—এবং একটি দুর্বল পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। কোলোম্বিয়া, ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য দেশের মতো, প্রয়োজন হচ্ছে ক্রমবিকাশের, বিপ্লবের নয়।

উপরোক্ত অভিমতটি যদিও একটি মার্কিন সাময়িকীর, কিন্তু পত্রিকাখানির রাজনৈতিক অবস্থান থেকে একথা বুঝলে অন্যায় হবে না যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসক মণ্ডলীর এই একই অভিমত। ১৯৬১ খৃস্টাব্দে ক্রুশ্চেভ জামাতা এডজুবেই-এর সঙ্গে কেনেডীর আলোচনাকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার চুক্তি যাতে বিশ্বের তিনটি মহাদেশ—ল্যাটিন আমেরিকা, এশিয়া এবং আফ্রিকায় শান্তি বিঘ্নিত না হয়, অর্থাৎ বিংশতি কংগ্রেসের সহঅবস্থান নীতি রক্ষিত হয়, যার বাস্তব অর্থ হচ্ছে কোন গেরিলা যুদ্ধ অথবা বিপ্লব যাতে প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থাকে ধ্বংস না করে—নিউইয়র্ক টাইমসের উপরোক্ত অভিমত সরাসরি একই ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

চিলি-ব্রেজিল-প্যারাগুয়ে ও পেরু একনজরে

চিলি

ল্যাটিন আমেরিকায় চিলিই একমাত্র দেশ, রয়েছে একশত দশটি আর্টিকেল যুক্ত সংবিধান। যদিও অনেকগুলো আর্টিকেল ব্যবহারের উর্দ্ধে। সংবিধান রয়েছে বলেই পার্লামেন্টও বর্তমান। এই উপস্থিতির কারণে, কমবেশী পনেরোটি রাজনৈতিক দল ভোট-বাটোয়ারা নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে স্ব-স্ব দলের আদর্শ প্রচারের লড়াই-এ মেতে উঠে। জনসংখ্যা কমবেশী এক কোটি। চিলি রাষ্ট্রে এই সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে কোন সংঘবদ্ধ সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে ওঠেনি।

১৯৪৮ খৃস্টাব্দে ম্যানুয়েল ওরিডা একটি কুপ মাধ্যমে শাসন ক্ষমতা অধিকার করেন এবং ডিকটেটর হিসেবে এই সংগঠনটিকে বেআইনী ঘোষণা করেন। এই সময়ে বাইশ বছরের যুবক পুন্টে গ্রেপ্তার হন এবং নির্বাসিত করা হয়। মেকসিকোতে আশ্রয় নেন এবং এই প্রথম ল্যাটিন আমেরিকার বামপন্থী ব্যক্তি তথা সংগঠনগুলির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেন। মেকসিকোতেই তার রাজনৈতিক রূপান্তর ঘটতে শুরু করে। চে গুয়েভারার সঙ্গে পুন্টের সাক্ষাৎ হয়েছিল কী না, জানা যায় না। ১৯৫৪ খৃস্টাব্দে গোপনে পুন্টে ফিরে আসেন এক বদ্ধমূল ধারনা নিয়ে যে সশস্ত্র সংগ্রাম মাধ্যমে ডিকটেটর ওরিডাকে শাসনচ্যুত করবেন। কিন্তু অচিরেই জনা কয়েক সঙ্গীসহ পুন্টে গ্রেপ্তার হন—যদিও এই সময়ের ঘটনাবলী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ১৯৫৬ খৃস্টাব্দে নির্বাচনের মাস কয়েক পূর্বে পুন্টেকে তার সহকর্মী সহ মুক্তি দেওয়া হয়। বন্দী দশা থেকে মুক্তির পর পুন্টের কর্মধারা এক বিরাট মোড় নেয়। ইউনিভারসিটি অব ট্রুজিললোয় প্রবেশ করে আইনজ্ঞ হয়ে ফিরে আসেন। এই সময়ে তার একটি উল্লেখযোগ্য থিসিস: Towards the Agrarian Reform in Peru প্রকাশিত হয়।

১৯৫৯-এর শেষের দিকে হাভানায় অনুষ্ঠিত হয়: প্রথম জাতীয় কৃষি সংস্কার ফরাম। এই ফরামে যোগ দেন পুন্টে, যিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী কিন্তু মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী সংগঠনের প্রাক্তন সদস্য—কিউবার এই কৃষি সংস্কারকে সমালোচনা করে প্রেসিডেন্ট ডরটিকোস-এর সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করেন, যে তর্ক-বিতর্ক খুবই বিস্ময়কর। পুন্টে অভিযোগ করেন যে কিউবার এই কৃষি সংস্কার হচ্ছে ধনতান্ত্রিক, এই কারণে পুন্টে মনে করেন: 'কিউবার কৃষি সংস্কার যেমন একদিকে স্বীকৃতি দিচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পদ, তেমনি অন্যদিকে ব্যক্তিগত সম্পদের প্রতি জানানো হচ্ছে শ্রদ্ধা।'

কিউবার তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পুন্টের এই বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ—চে গুয়েভারার সঙ্গে ফিদেল কাস্ত্রোর ব্যবধানও এই ভিত্তের উপর দণ্ডায়মান। পাঠকরা স্মরণ করবেন চে গুয়েভারার মরেল ইনসেনটিভ এবং ফিদেল কাস্ত্রোর মেটিরিয়েল ইনসেনটিভ তত্ত্ব। যা ১৯৬৪ খৃস্টাব্দে চে গুয়েভারা এবং ফিদেল কাস্ত্রোর কর্মপন্থার মধ্যে এক তিক্ত অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। চে গুয়েভারার মৌলিক আদর্শের প্রকাশ দেখা যায় এই পুন্টের মধ্যে।

এই রূপান্তরের ধারাবাহিক স্তর হচ্ছে যে মূল রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে পুন্টের বিরোধ সৃষ্টি হল। ১৯৬২, হুগো ব্লেন্কর সঙ্গেও পুন্টে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু ব্লেন্কর ট্রটস্কীবাদকে গ্রহণ করতে পারেন নি, পরিবর্তে একটি নতুন কমিটি গঠন করেন: কমিটি এ্যারিস্টা রিবেলডি—এ-পি-আর সংগঠনের বিদ্রোহী অংশ। কিন্তু অংশ হিসেবে মূল কর্মপ্রণালী বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার দরুণ এই বিদ্রোহী অংশটিকে একটি সংগঠনের রূপ দিলেন: "মুভিমেয়েন্টো ডি ইজকুইরডা রিভলিউশিনারিয়া" সংক্ষেপে এম-আই-আর অর্থাৎ বিপ্লবী বামপন্থী আন্দোলন, প্রতিষ্ঠিত হল ১৯৬২ খৃস্টাব্দে।

এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে উল্কার গতিতে গেরিলাবাহিনী গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন—সময়কাল ১৯৬২-১৯৬৫। ১৯৬৪ খৃস্টাব্দে গেরিলা যুদ্ধের আদর্শ, কর্তব্য এবং দায়িত্ব সম্পর্কে পুন্টে এক দীর্ঘ বক্তব্য ঘোষণা করেন। মূল বক্তব্যের একটি সংক্ষেপিত অংশ উদ্ধৃত করছি:

> "আমাদের দেশের পরিস্থিতিটির হেতু হচ্ছে অনুন্নতা যৌথ বৃহৎ পুঁজির নিষ্পেষণ থেকে নির্যাতন, বৃহৎ বুর্জোয়ারা এবং সাম্রাজ্যবাদীদের সমন্বয়ে চলেছে, এই কারণে যা অতীব প্রয়োজনীয় যে শুষিত অংশের: কৃষক শ্রমিক পেটী বুর্জোয়াদের ঐক্যবদ্ধ করা ইউনাইটেড ফ্রন্টের অভ্যন্তরে

শ্রমিক ও কৃষকদের নেতৃত্বে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির প্রতিনিধিত্বে।'

"পেরুভিয়ান বিপ্লব হচ্ছে এই মহাদেশের একটি অংশ আন্তর্জাতিক ধারার অংশ, যা দাবী জানাচ্ছে প্রত্যেকটি বিষয়ে, প্রত্যেকটি স্তরে একটি প্রগতিশীল সংহতি।"

এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের ভিতটি হচ্ছে পুন্টের আদর্শগত প্রকাশ তার বিখ্যাত রচনা: বিশ্ব বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অবস্থান।* যদিও পুন্টে মাও-নেতৃত্বকে স্বীকার করেন নি—কিন্তু রাশিয়ার নব্য নেতৃত্বের শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান নীতিকে বাতিল করেছেন। ১৯৬৫ অক্টোবরে গেরিলা যুদ্ধে পুন্টে নিহত হন। তবে পেরুর নির্যাতিত জনজীবন বিশ্বাস করে যে লুইস ডি লা পুন্টে বেঁচে আছেন।

পেরুর এই গেরিলা যুদ্ধের সময়কালটি হচ্ছে ১৯৬৫ অক্টোবর অবধি। ফিদেল কাস্ত্রোর ৩রা অক্টোবর ১৯৬৫ ঘোষণা অনুসারে চে গুয়েভারা পয়লা এপ্রিল ১৯৬৫-এর পর কিউবা থেকে নিরুদ্দেশ—নতুন করে গেরিলা যুদ্ধ সংগঠিত করার জন্যে কোন অজানা দেশে পাড়ি দিয়েছেন। কিন্তু ১৯৬৫ এপ্রিল থেকে ল্যাটিন আমেরিকার যে সব গেরিলা যুদ্ধ ছিল ধাবমান, এই সব কোন একটি দেশে চে গুয়েভারার সঙ্গে তাদের কারো দেখা হয়েছিল, এমন কী এই সব দেশেব রাষ্ট্র শাসকদের মধ্যে কেউই সামান্যতম আভাস দেন নি। তা হলে কী একথা বুঝতে হবে যে রোমান্টিক নাটকের নায়কের মতো এই সব দেশের বিপ্লব তথা বিপ্লবীদের সামান্য মূল্য দেন নি চে গুয়েভারা এই উদ্দেশ্যে যে তিনি একক ভাবে ভীষণ একটা কিছু করে বিশ্বকে দেখিয়ে দিতে চান হিরোইজমের চূড়ান্ত রূপ!! ফিদেল কাস্ত্রোর বক্তব্য থেকে তা-ই মনে হয়। কিন্তু তা চে গুয়েভারার সহজাত চরিত্রের পরিপূর্ণ বিপরীতে দণ্ডায়মান।

*—Our position in the Light of World Revolution.

এই কারণেই পেরু, চিলি, ভেনিজুয়েলা, কোলোম্বিয়া অথবা গুয়াটেমালার গেরিলা যুদ্ধের বৈপ্লবিক ভিতে এই সব দেশের কমিউনিস্ট পার্টি—বিপ্লবী হিসেবে অংশ নিতে পারেনি। এই সব গেরিলা যুদ্ধকে একটি ঐক্যবদ্ধ সংগঠনেও নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে পারেনি। যে কারণে ডগলাস ব্রেভোকে এরা নিন্দা করে, সেই একই কারণে কেবরিসিও অজেডাকে সাহায্য করার জন্যে ফিদেল কাস্ত্রোও কিছুই করেননি—অজেডাকে হত্যা করার পেছনে ভেনিজুয়েলার কমিউনিস্ট পার্টির কোন অবদান আছে কি না, কোন প্রমাণ না থাকলেও, বুঝতে অসুবিধে হয় না যে কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্বের সমর্থন ছিল। তদ্রুপ ক্যামিলো থোররেসকে সাহায্যের পরিবর্তে কোলোম্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্ব কাসটোনোকে এবং তাদের সশস্ত্র জাতীয় মুক্তি ফৌজকে তৎসময়ে সমর্থন করেনি—মারুল্যাণ্ডার সশস্ত্র গেরিলাবাহিনীর সঙ্গে যাতে কোনো ধারার ঐক্য গড়ে না উঠে, সেই চেষ্টাই করেছে কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্ব।

*** *** ***

এই সার্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ফিদেল কাস্ত্রো কর্তৃক উত্থাপিত ট্রটস্কীবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তিতে, ৩রা অক্টোবর ১৯৬৫ ঘোষিত চে গুয়েভারার তারিখ বিহীন চিঠিখানি প্রচারের উদ্দেশ্য অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে আসে। কিউবার সঙ্গে সব রকমের সম্পর্ক ত্যাগ করে চে গুয়েভারা যদি ল্যাটিন আমেরিকার কোন একটি বা একাধিক দেশে গিয়ে থাকেন—সে দেশগুলি যে উপরোক্ত একটিও দেশ নয়, যেখানে উদ্দামবেগে গেরিলা যুদ্ধ ছিল ধাবমান, তার একটিতেও চে গুয়েভারার কোন বৈপ্লবিক উপস্থিতি পাওয়া যায় না। চে গুয়েভারার মতো সহজাত-বিপ্লবী অতি অবশ্যই এই দেশগুলির অথবা যে কোন একটি দেশের অকৃত্রিম বিপ্লবীদের সঙ্গে

সাক্ষাৎ করতেন, এই সব বিপ্লবীদের প্রতি যেমন চে গুয়েভারার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল, অনুরূপ এঁদেরও ছিল বৈপ্লবিক শ্রদ্ধা চে গুয়েভারার প্রতি। এঁরা কেউই চে গুয়েভারার উপস্থিতি সম্পর্কে কোন উল্লেখই করেন নি—সময় কাল লক্ষণীয় ১৯৬৫ মে মাসের পর ১৯৬৬ নভেম্বর মাস পর্যন্ত। ফিদেল কাস্ত্রোও এমন কোন প্রমাণ দাখিল করেন নি যে উপরোক্ত সময় কালে চে গুয়েভারা কোথায় ছিলেন।

প্রকৃত পক্ষে এই সময়কালে চে গুয়েভারার উপস্থিতি, ব্যক্তি হিসেবে অথবা কোন রচনা মাধ্যমে তাঁর উপস্থিতির কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ কোথাও নেই, তিনি জীবিত অথবা মৃত, তারও কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। ৮ই অক্টোবর ১৯৬৭ চে গুয়েভারার ঘোষিত মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর চে গুয়েভারা সম্পর্কে যে সব উড়ো সংবাদাদি ছড়িয়ে পড়ে, যা এই পুস্তকের ৯৩ থেকে ৯৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ কবেছি; এই সব সংবাদের সত্যতা কতটুকু সত্য, হলপ করে কেউই বলতে পারবেন না।

১৯৬৭ ১৬ই এপ্রিল হাভানা থেকে পাম্পলেট আকারে: "মেসেজ টু দি ট্রাইকনটিন্যানটাল—ক্রিয়েট টু, থ্রি...মেনি ভিয়েত-নামস" শীর্ষক রচনাটি প্রকাশ করে। এই প্রবন্ধের প্রথম প্যারাগ্রাফে দেখা যাচ্ছে যে রচনাটির সময়কাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার একুশ বছর পূর্তির পর। কিন্তু এই রচনা থেকে অবশ্যই চে গুয়েভারা জীবিত অথবা মৃত যেমন নির্ধারণ করা যায় না, তেমনি ওই "একুশ বছর" শব্দটি প্রক্ষিপ্ত কিনা, তাও নির্ধারণ করার উপায় নেই।

তাই এই সব ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ফিদেল কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে হত্যাকারী অভিযোগকে খণ্ডন করারও উপায় নেই।

বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধ
ষড়যন্ত্রের অভ্যন্তরে

ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে বলিভিয়ার বিস্ময়কর ষড়যন্ত্রের অভ্যন্তরে :

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে ১৫ই মার্চ ১৯৬৫ পর চে গুয়েভারাকে আর জীবন্ত অবস্থায় দেখা যায়নি। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে যে অংশ ব্যাখ্যা করেছি, তা কেবলমাত্র রাজনীতির উপরিভাগের ঘটনাবলী। এই অধ্যায়ে আমরা প্রবেশ করবো বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধ নামক নাটক সৃষ্টির ষড়যন্ত্রের অভ্যন্তরে।

১৪ই মার্চ ১৯৬৫, চে গুয়েভারা আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ সফর শেষে হাভানায় এসে পৌঁছলেন ; তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে ফিদেল কাস্ত্রো, কিউবার প্রেসিডেণ্ট অসভালডো ডরটিকোস, আরোও কয়েকজন নেতা এবং চে গুয়েভারার দ্বিতীয়া স্ত্রী এ্যালেইডা মার্চো উপস্থিত ছিলেন রেনচা বয়েওরস বিমান বন্দরে। চে গুয়েভারা এই যে পৌঁছলেন—শেষবারের মতো জনসমক্ষ থেকে চিরতরে হারিয়ে গেলেন।

এমন কী, চে গুয়েভারার মা শ্রীমতি সিলিয়া ১৯৬৫ এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে আর্জেনটিনিয়ায় বুয়েন্স আইরেজ হাসপাতালে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায়ও চে গুয়েভারার দেখা পাননি। পরিবর্তে নাকি চে গুয়েভারার একখানা চিঠি পান—কিন্তু এই তথাকথিত চিঠিখানি যদি ১৫ই মার্চের পূর্বে লেখা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে চিঠিখানি চে গুয়েভারা লিখিত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু চিঠিখানি যদি ১৫ই মার্চের পরবর্তী সময়ে লেখা হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে এই চিঠিখানি চে গুয়েভারা লিখিত নয়। এই প্রশ্নের সমাধান করতে পারতেন কেবলমাত্র চে গুয়েভারা

ফিদেল কাস্ত্রো আবার জানালেন : 'চে-এর অবস্থান সম্পর্কে হিসেব হাজির করার কোন দায়িত্ব নেই আমাদের।'

পূর্ববর্তী বক্তব্যের সঙ্গে এই বক্তব্যের ব্যবধান আকাশ-পাতাল। এই বক্তব্যের স্পষ্ট অর্থ হচ্ছে : মশাইরা চুপ থাকুন। কিউবায় সবাইকে নিশ্চুপ রাখা সম্ভব হলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তা সম্ভব হল না। বাধ্য হয়ে ফিদেল কাস্ত্রোকে জবাব দিতে হলো : 'চে গুয়েভারা সুস্থ শরীরেই আছেন।'

'কিন্তু কখন চে গুয়েভারার কথা শোনা যাবে?' প্রশ্ন।

মেজর চে যখন ইচ্ছে করবেন। ফিদেল কাস্ত্রো জানালেন : আমরা এ সম্পর্কে কী জানি? কিছুই না। আমরা কী চিন্তা করতে পারি? আমরা মনে করি মেজর চে সব সময়ই বিপ্লবী পথে চলেছেন এবং তাই করতে থাকবেন।

ফিদেল কাস্ত্রোর এই সব অর্থহীন বক্তব্য অবশ্যই বিশ্বের সমাজ-জীবনে কোন গুরুত্ব পেল না, তেমনি প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কিউবার সমাজ জীবনেও চে গুয়েভারার জীবন সম্পর্কে মারাত্মক জিজ্ঞাসা চারদিক থেকে ফিদেল কাস্ত্রোকে ঘিরে ধরলো। পরিস্থিতি এমন হয়ে উঠলো যে আর ঢাকা দিয়ে রাখা সম্ভব নয়, পরস্পর বিরোধী বক্তব্যে সমগ্র ব্যাপারটিই মোড় নিচ্ছে অন্য ধারায়। উইলিয়াম মর্গানকে ফাঁসী দিয়ে সবকিছু আয়ত্তে রাখতে পেরেছিলেন ফিদেল কাস্ত্রো, কিন্তু চে গুয়েভারার অনুপস্থিতি অবশ্যই সহজ হয়ে উঠলো না। স্বীয় পার্টির মধ্যে কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্যদের অনেকে অস্থির হয়ে উঠলেন—চে গুয়েভারা সম্পর্কে পরিষ্কার জানা দরকার। ফিদেল কাস্ত্রোর সিংহাসনেই যেন আঘাত হানলো। ৩রা অক্টোবর ১৯৬৫, কূটনৈতিক ধারার জবাবের পরিবর্তে কিউবান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রিয় কমিটির কনষ্টিটিউয়েন্ট সেসন আহ্বান করলেন, এবং নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করলেন :

আমাদের এই সংস্থায় কেন্দ্রিয় কমিটি লক্ষ্য করছে একজন মানুষের অনুপস্থিতি যিনি হচ্ছেন সর্বোচ্চ শিখরে যুক্ত হওয়ার অঙ্গীকার এবং রয়েছে সর্ববিধ প্রয়োজনীয় বৈশিষ্টগুলি। এই মানুষটি যাইহোক কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্যদের মধ্যে নেই।

আমাদের শত্রুরা এই ঘটনাটিকে চারদিক থেকে ঘিরে তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে একটি মিথ্যার চক্র। আমাদের শত্রুরা চেষ্টা করছে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে এবং সন্দেহ ও অসহনীয়তা জাগিয়ে তুলছে। আমরা যতোটুকু সম্পর্কিত আমরা সময় গুণে চলেছি, এর জন্যে যা প্রয়োজনীয় ছিল...

প্রত্যেক ধরণের দৈবজ্ঞ, ব্যাখ্যাকারক, কিউবা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ এবং কমপিউটারস অবিরাম কাজ করে চলেছে গোলক-ধাঁধার সমাধান করতে। এরা সব রকমের চেষ্টা করছে: আর্নেস্টো গুয়েভারাকে পার্জ করা হয়েছে, আর্নেস্টো গুয়েভারা অসুস্থ, আর্নেস্টো গুয়েভারা নেতৃত্ব থেকে খসে পড়েছেন, এই ধারায় এই ভাবে।

জনগণের অবশ্যই আমাদের উপর আস্থা রয়েছে এবং বিশ্বাস করে। কিন্তু আমাদের শত্রুরা এই ধরণের গুজব রটায়, আমাদের খর্ব করার জন্যে বদনাম করে: ওখানে রয়েছে, ভয়ার্ত, দুষ্ট কমিউনিস্ট শাসন, কোনরকমের চিহ্ন না রেখেই যেখানে মানুষ অদৃশ্য হয়ে যায় এবং কোন কৈফিয়ৎ ছাড়াই। যেমন আমরা, আমাদের জনগণকে বলেছিলাম যখন থেকে তারা তার অনুপস্থিতি দেখতে লাগল যে যখন প্রয়োজন পড়বে তখন আমরা সব বলবো, কিন্তু কিছু সময়ের জন্যে আমাদের নিশ্চুপ থাকার কারণ রয়েছে...

কৈফিয়ৎ হিসেবে এই চিঠিখানি আমরা পড়বো—এটাই হচ্ছে হস্তলিখিত আসল চিঠি এবং এখানে একটি টাইপ করা

এই তথাকথিত চিঠিখানির সারমর্ম হচ্ছে: কিউবাকে সমস্ত দায়িত্ব থেকে মুক্ত দিচ্ছেন চে গুয়েভারা—'প্রথানুযায়ী আমি পার্টির জাতীয় নেতৃত্ব, মন্ত্রী হিসেবে আমার পদবী, মেজর হিসেবে আমার পদবী এবং কিউবার নাগরিকত্ব ত্যাগ করছি। আইনতঃ কিউবার সঙ্গে আমার কোন বাঁধন নেই',...ইত্যাদি ইত্যাদি।

চিঠিখানির এই কথাগুলোকে কোন তারিখ থেকে গ্রহণ করা—১৪ই মার্চ ১৯৬৫ হাভানায় ফেরার পর, অথবা ফিদেল কাস্ত্রো অনুসারে পয়লা এপ্রিল বা ৩রা অক্টোবর ১৯৬৫? যে কোন্ দিনটি থেকে চে গুয়েভারা কিউবার নাগরিক নন। অবশ্যই এই প্রশ্ন আজ মূল্যহীন—চে গুয়েভারা জীবিত নেই, তাই গেরিলা যুদ্ধের ভয়ও নেই? সেই হেতু কিউবার নাগরিক হিসেবে চে গুয়েভারার নাম তালিকাবদ্ধ রাখা যায়?

কিন্তু আজ চে গুয়েভারা জীবিত নেই বলে কি এই ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে আবর্জনার মধ্যে ফেলে রাখা?

* * *   * * *   * * *

রেগিজ দেব্রে—বিপ্লব বিরোধী গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যম ঃ

জানুয়ারী ১৯৬৬, হাভানায় অনুষ্ঠিত ট্রাইকনটিন্যানটাল কনফারেন্সে চিলির সোসিলিস্ট পার্টির নেতা সালভাডোর এ্যালেণ্ডি প্রস্তাব করেন ; এমন একটি সংগঠন গড়ে তোলা দরকার যে সংগঠন ল্যাটিন আমেরিকার বৈপ্লবিক আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করবে। অর্থাৎ এমন একটি সংগঠন যা 'অরগেনাইজেশন অব আমেরিকান স্টেট' (সংক্ষেপে O. A. S, যা মার্কিন প্রেসিডেন্টের নিয়ন্ত্রণে ল্যাটিন আমেরিকার প্রতিবিপ্লবী শাসক সংস্থা) এই সংস্থার বিরুদ্ধে ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিকামী সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার্থে প্রতিনিধিত্ব করবে।

এ্যালেণ্ডির প্রস্তাব অনুসারে এমন কোন সংস্থা ১৯৬৬ খৃস্টাব্দে গড়ে তোলা হয়নি, পরিবর্তে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধ নাটক মঞ্চস্থ করার ভিতভূমি পাকাপোক্ত করার পর ফিদেল কাস্ত্রোর তত্বাবধানে সংগঠিত হয় ঃ 'অরগেনাইজেশন অব ল্যাটিন আমেরিকান সোলি-ডারিটি' আগস্ট ১৯৬৭ খৃস্টাব্দে। কার্যতঃ এই সংস্থায় বিভিন্ন দেশের ল্যাটিন আমেরিকার সাতাশটি ব্রেজনভী কমিউনিস্ট পার্টি ও সোসিলিস্ট পার্টির সমন্বয়ে এই মেকী সংগঠন গড়ে ওঠে। উল্লেখ-যোগ্য যে, এই সংগঠনে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি (অর্থাৎ মাও ধারা), ট্রটস্কীবাদী পার্টি এবং ভেনিজুয়েলা, ব্রেজিল, আর্জেনটিনিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে যোগ দিতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রো নেতা স্টকলে কারমাইকেলকে একজন অতি বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা হিসেবে হাভানায় আনা হয়, যাতে সংগঠনটির বিপ্লব-বিরোধী

মুখোসটি রক্ষা করা যায়। এর মধ্যে আশ্চর্যতম বিস্ময় হচ্ছে যে এই সংস্থাটির অনাহারী প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিখোঁজ চে গুয়েভারাকে নিযুক্ত করা হয়। বিশ্বের মানুষকে বোকা বানাবার একাধিক প্রচেষ্টা এবং যোগসাজসের ইতিহাস আমরা দেখেছি—যেমন, হিটলারের জাতীয় সমাজতন্ত্র নামক মুখোসের অভ্যন্তরে এক জিংঘাসা পরায়ণ দানবিক দর্শনের উপস্থিতি। তদ্রূপ, চে গুয়েভারার নামটিকে অনাহারী প্রেসিডেন্ট হিসেবে রাখার ভিতভূমি কোথায় আজ তা সূর্যের আলোর মতোই স্পষ্ট। অক্টোবর ১৯৬৫ থেকে আগস্ট ১৯৬৭ পর্যন্ত যতো সব ঘটনাবলী উপস্থিত হয়েছে, তার মধ্যে একটি পলকের জন্যেও চে গুয়েভারার ব্যক্তিগত উপস্থিতি এই বিশ্বের মানুষ দেখতে পায়নি। এক কথায় চে গুয়েভারার কঙ্কাল নিয়ে হাভানা নেতৃত্ব বিশ্বকে দেখাতে চেয়েছেন যে ; চে গুয়েভারা জীবিত। তবু কিন্তু চে গুয়েভারা অনুপস্থিত।

যাইহোক, চে গুয়েভারার কর্মক্ষম বাস্তব জীবনের উপস্থিতি পাওয়া যায় ১৪ই মার্চ ১৯৬৫ অবধি। সেইহেতু, আমরা আবার ফিরে আসি বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের মূল প্রশ্নে যে চে গুয়েভারা কী ১৯৬৫ খৃস্টাব্দের পর জীবিত ছিলেন ?

আলজিয়ার্স সম্মেলনকে কেন্দ্র করে যে ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি, তা একতরফা কিউবা বা ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্ব থেকে নয় যা পরিপূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক। আলজিয়ার্স সম্মেলনে চেগুয়েভারা যে ভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির নব্য বুর্জোয়াশাসকদের সম্পর্কে ব্যাখ্যা এবং সমালোচনা করেছেন—তা প্রত্যক্ষভাবে রাশিয়ার নব্য শাসক কুলকেই প্রচণ্ড আঘাত হানে। একদিকে মাও সেতুঙ অন্যদিকে চে গুয়েভারা এঁদের কর্মধারার রূপ আপাততঃ দৃষ্টিতে ভিন্ন মনে হলেও ভিত এবং গন্তব্য অভিন্ন। মাও সেতুঙের গায়ে আঁচড় কাটা সম্ভব ছিল না, রাষ্ট্রনেতা তথা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পিতা হিসেবে মাও সেতুঙ

সুপ্রতিষ্ঠিত।' কিন্তু চে গুয়েভারার আদর্শগত শক্তি এবং ভিত্তভূমি যতোই প্রবল হোক না কেন, তিনি কিউবার মাটিতে একজন বিদেশী এবং রাষ্ট্রশাসক হিসেবে ফিদেল কাস্ত্রোকে স্থানান্তরিত করা কোন রকমেই সম্ভব ছিল না। যে কারণে চে গুয়েভারাকে স্বাভাবিক ভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক সংগ্রামকে ঐক্যবদ্ধ করার ধারণা খুবই বেশী ভাবে তাঁর মানসিক জীবনে চাপ সৃষ্টি করেছিল। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে কিউবার মাটিতে ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয় এবং বিস্তৃতিও অসম্ভব। এই কারণে তাঁর মানসিক দৃষ্টি কেন্দ্রিভূত হয়েছিল আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয় বিপ্লবের সাফল্যের দিকে। কিউবার সমগ্র অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে চে গুয়েভারা স্থির সংকল্পে পৌঁছেছিলেন যে একটি দেয় দেশের বিপ্লবে নিজেকে আর আবদ্ধ করা যায় না— কেন না: সমাজতন্ত্র উপস্থিত থাকতে পারে না, যদি না মানুষের প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটে, মানবতার দিকে জাগিয়ে তুলে নতুন ভ্রাতৃত্বের একটি মনোভাব। এই ধরনের পরিবর্তন অবশ্যই প্রয়োজন ব্যক্তিসত্তার প্রকৃতিতে, একটি সমাজে যেখানে গড়ে তোলা হচ্ছে সমাজতন্ত্র অথবা ইতিমধ্যেই গড়ে তোলা হয়েছে, একই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী ধারায় সামগ্রিক জনগণের জন্যে যারা ভোগ করছে সাম্রাজ্যবাদী নির্যাতন।'

তাই কোন একটি দেয় দেশের পরিবর্তে চে গুয়েভারার কাছে আন্তর্জাতিক প্রালতারিয় বিপ্লব সংগঠিত করার দায়িত্ব গড়ে ওঠেছিল।

আমরা জানি যে বিংশতি কংগ্রেস থেকে ক্রমসারে আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী দুর্গ যে ব্যবসায়ী একজিকিউটিভদের কুক্ষিগত হয়েছে, এই ব্যবসায়ী একজিকিউটিভদের ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষার জন্যে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ বিপ্লব বিরোধী ধারায় এগিয়ে চলেছে। চে গুয়েভারা এই ধারার বিরুদ্ধে। এই বিরুদ্ধতাই চে গুয়েভারার মৃত্যুর কারণ। তাই যতোটুকু বোঝা যে ১৪ই মার্চ ১৯৬৫ আলজিয়ার্স

থেকে ফেরার পরই চে গুয়েভারাকে চিরতরে নিরুদ্দিষ্ট করা হয়েছে। যে কারণে বিপ্লবী ফিদেল কাস্ত্রো কথার পর কথা, বক্তব্যের পর বক্তব্য প্রস্তাবের পর প্রস্তাব নিয়ে যেমন বিপ্লব শুরু করতে পারছেন না, তেমনি চে গুয়েভারাকেও উপস্থিত করানো সম্ভব হচ্ছে না। বিনা বিচারে হত্যাকারী অভিযোগ যা প্রতিদিনকার একটি জীবন্ত ধমক। তাই চে গুয়েভারার মৃত্যু ঘোষণার জন্যে, তাঁকে জীবিত করা, তারপর মৃত্যু ঘোষণা মাধ্যমে চে গুয়েভারার মৃত্যু প্রতিষ্ঠিত করা।

কিন্তু বিপ্লব শুরু করানোর ব্যবস্থাদির জন্যে একটি স্বয়ংক্রিয় মাধ্যম প্রয়োজন—একটি ঘূর্ণাবর্ত—মাকড়সার জালের মতো এই ষড়যন্ত্রের জালে আটকা পড়লেন সাতাশ বছরের এক ফরাসী যুবক : রেগিজ দেব্রে। যে দেব্রে অন্ধের মতো এই ষড়যন্ত্রের জালটির বিস্তার ঘটালেন, রাজনৈতিক অপরিপক্কতা এবং ব্যক্তিগত আকাংখা পুর্তির কারণে।

রেগিজ দেব্রে ১৯৪০ খৃস্টাব্দে ২রা সেপ্টেম্বর প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন। দর্শনশাস্ত্রের একজন উল্লেখযোগ্য ছাত্র হিসেবে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন—এবং আরোও করতে পারতেন, যদি না কিউবার জালে আটকা পড়তেন। কিন্তু ঘটনাটি তাই, বাহ্যিক খোলস এবং ব্যক্তি-অহঙ্কার দেখতে পেল না যে তাকে কেন সুদূর ফরাসী দেশ থেকে হাভানায় জায়গা দেওয়া হল, কেন তাকে একটি ঘূর্ণাবর্ত পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করা হল? যাই হোক, ল্যাটিন আমেরিকা তথা বলিভিয়া নাটকের সঙ্গে তার যুক্ত হওয়ার ব্যবস্থাটি শুরু ১৯৬১ খৃস্টাব্দে, অর্থাৎ একুশ বছর বয়সে। এই বছরেই মাস কয়েকের জন্যে প্রথমবার ল্যাটিন আমেরিকা ভ্রমন করেন। আবার এম-এ ডিগ্রী অর্জন করে ১৯৬৩ খৃস্টাব্দে ফ্রান্সের একটি টেলিভিসন কোম্পানীর জন্যে ছবি তোলার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার এসে পৌঁছান

ভেনিজুয়েলায়। এই দ্বিতীয়বারের ভ্রমণই তাকে জালের দিকে টেনে নিল। ভেনিজুয়েলায় এক বিপ্লবীনি যুবতী এ্যালিজাভেথ বারগাসের সঙ্গে তার পরিচয় ব্যক্তি জীবনের গভীরতায় নিয়ে যায়, বলিভিয়া নাটক থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ১৯৬৮ খৃস্টাব্দে এই বারগোসকেই দেব্রে বিয়ে করেন। যাইহোক, এই মহিলার সঙ্গে পরিচয় থেকেই সম্ভবত ল্যাটিন আমেরিকার প্রতি দেব্রের আকর্ষণ আরোও তীব্র হয়ে ওঠে—বিপ্লবীনি যুবতীর বৈপ্লবিক প্রভাবও দেব্রেকে অধিকার করে। কেন না, ফরাসী দেশে বাস্তবে তৎসময়ে পার্লামেন্টরী রাজনীতিই আদর্শ, এবং কমিউনিস্ট পার্টিও সেই একই পথের যাত্রী হওয়ার কারণে ছাত্র হিসেবে দেব্রের এমন কোন বৈপ্লবিক রাজনৈতিক ধারণা গড়ে ওঠার কথা নয়, ছাত্র জীবনেও তিনি রাজনীতি করেননি। তাছাড়া দেব্রে ভেনিজুয়েলায় এসেছিলেন টেলিভিসন কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসেবে—কোন বৈপ্লবিক সংস্থা অথবা রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে নয়। তাই তার পরবর্তী কর্ম-প্রণালী থেকে স্বাভাবিক ভাবেই মনে হয় যে এ্যালিজাভেথ বার-গোসের প্রভাব থেকেই এই পরিবর্তন ঘটেছিল—মূলতঃ দেব্রের সহজাত চরিত্রে এমন কোন বৈপ্লবিক চিহ্নের উপাস্থিত পাওয়া যায় না।

১৯৬৩ খৃস্টাব্দের জুলাই থেকে ১৯৬৪ খৃস্টাব্দের শেষ অবধি কেবলমাত্র প্যারাগুয়ে ছাড়া ল্যাটিন আমেরিকার প্রত্যেকটি দেশ, কিউবা সহ দেব্রে ভ্রমণ করেছেন। দেব্রের এই ভ্রমণই বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের ভিতভূমি তৈরী করে দেয়। ১৯৬৪ প্যারিসে ফিরে তার ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে ফেলেন: "কাস্ত্রোইজম: লঙ মার্চ অব ল্যাটিন আমেরিকা"। এই প্রবন্ধটি পল সাত্তরের "লা টেমপেস্ট মর্ডানেস" নামক সাময়িকীতে জানুয়ারী ১৯৬৫ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ মূলতঃ ফিদেল কাস্ত্রোর

প্রণতি এবং ২৬শে জুলাই ১৯৫৩-এর আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে কিউবা গেরিলা যুদ্ধের ধারাকে একটি স্থিরধার্য পন্থা ব'লে সমাপ্তি টেনেছেন—যদিও ফিদেল কাস্ত্রোর মানসিকতার সঙ্গে দেব্রে নিজেরও কতকগুলো ধারণা জুড়ে সিদ্ধান্ত টেনেছেন যে কিউবা-ধারার গেরিলা যুদ্ধই ল্যাটিন আমেরিকায় প্রত্যেকটি দেশে প্রযোজ্য।

এই প্রবন্ধটি অচিরেই ফিদেল কাস্ত্রোর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে, এবং ষড়যন্ত্রের প্রথম ধাপ জন্ম নেয় দেব্রের অজান্তে। ১৯৬৫ জুলাই দেব্রে দর্শনশাস্ত্রের উপর আরেকটি ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর মাসকয়েক ইউনির্ভাসিটি অব নানসিতে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত থাকেন। রাশিয়ার নব্য শাসক একজিকিউটিভদের সঙ্গে কোন ধারার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল কী না, জানা নেই। জানুয়ারী ১৯৬৬ "ফ্রাঙ্কো-কিউবান টেকনিক্যাল ও কালচারাল কো-অপারেশন এগ্রিমেণ্ট" অনুসারে ইউনির্ভাসিটি অব হাভানায় দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে কিউবায় চলে আসেন। অধ্যাপক হিসেবে কিউবায় আসা অবশ্যই কোন অসাধারণ ব্যাপার নয়, এবং ঘটনাটি যদি এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো—সেক্ষেত্রে চে গুয়েভারা অথবা ল্যাটিন আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ঘটনাবলীতে দেব্রের স্থান পাওয়ার কোন সুযোগই ছিল না। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই ফরাসী দেশ আগত ছাব্বিশ বছরের যুবক, দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক একজন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দার্শনিক সশস্ত্র সংগ্রাম তথা গেরিলা যুদ্ধের তাত্ত্বিক হিসেবে প্রথম শ্রেণীর একজন বিপ্লবী হয়ে উঠতে পারলেন। তৎসময়ে অনেকেই জানতেন না যে এই রেগিজ দেব্রে কোথাকার লোক, ল্যাটিন আমেরিকার বিপ্লবীদের বেশী সংখ্যক মনে করতেন যে দেব্রে কিউবার নাগরিক। ফরাসী ও স্পেনিস ভাষা দুটিই সমান্তরালে ল্যাটিন আমেরিকার ভাষা, এই ভাষা যেমন একদিকে দেব্রেকে সহায়তা করলো, অন্যদিকে ভেনিজুয়েলার বায়গোসের সঙ্গে আন্তরিকতার কারণে দেব্রে ল্যাটিন

আমেরিকারই একজন হয়ে দাঁড়ালেন। দেব্রে যে কোথাকার লোক, তা নিয়ে কারো মাথা ব্যথা ছিল না—সবাই ধরে নিয়েছিল যে দেব্রে হচ্ছেন কিউবার শাসক গোষ্ঠির একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

ছাব্বিশ বছরের যুবক এই উচ্চাকাঙ্ক্ষ দেব্রের পক্ষে সমগ্র ঘটনাবলী বুঝে ওঠা সহজ ছিল না। দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপনার ব্যাপারাদির বদলে তাকে কেন সক্রিয়ভাবে ল্যাটিন আমেরিকার গেরিলা যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যে ফিদেল কাস্ত্রো ঠেলে দিচ্ছেন? কেন দেব্রের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সশস্ত্র সংগ্রামীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইছেন? রাষ্ট্রীয় সম্মান, মোসায়েবদের তোষামুদ, প্রচুর অর্থ ইত্যাদির প্রভাবে দেব্রে নিজের ছায়ায় নিজেই ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন। যে কারণে; ষড়যন্ত্রের জালটিকে অনুধাবন করা দেব্রের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

কিউবা সরকারের সক্রিয় চেষ্টা এবং সহায়তা থেকে দেব্রে ল্যাটিন আমেরিকার বিপ্লবীদের অন্যতম একজন হয়ে উঠলেন। তার আধিপত্যও গড়ে উঠলো। দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক দেব্রে কিউবা গেরিলা যুদ্ধের সরকারী সৃষ্ট ইতিহাস নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। ফলস্বরূপ আরেকটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা সম্ভব হয়ে উঠলো। "রিভলিউশন ইন দি রিভলিউশন" শীর্ষক প্রবন্ধটি হাভানায় প্রকাশিত হয় জানুয়ারী ১৯৬৭। এই রচনাটি এক তুমুল ঝড় তুলে। সেই সময়ে আবার অনেকেই মনে করেছিলেন যে নিখোঁজ চে গুয়েভারা রেগিজ দেব্রে ছদ্ম নামে এই বইটি লিখেছেন, রেগিজ দেব্রেকে অনেকেই চে গুয়েভারা হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন সেই সব ব্যক্তিরা যারা দেব্রেকে স্বচক্ষে দেখেন নি।

লক্ষণীয় যে কিউবায় দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে এসে থাকলেও দেব্রে ইউরোপের সঙ্গে ঘন ঘন যাওয়া আসার সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। অর্থাৎ কিউবা, ল্যাটিন আমেরিকা এবং ইউরোপের

মধ্যে রেগিজ দেব্রের যাওয়া আসার কারণ সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। সেই হেতু অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে দেব্রে মাধ্যমে কিউবা ভিত্তিক ল্যাটিন আমেরিকা এবং ইউরোপের মধ্যে বিশেষ বিশেষ সংস্থার সঙ্গে নিকট সম্পর্ক বর্তমান ছিল।

দেব্রে হাভানায় আসেন জানুয়ারী ১৯৬৬, দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ঠিক সাত মাস পর আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে বলিভিয়ার বেণী অঞ্চল ভ্রমণ করেন, কিন্তু হাভানায় না ফিরে তিনি সরাসরি চলে যান প্যারিসে, এবং হাভানায় ফিরে আসেন ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭—এই কমবেশী পাঁচ মাস দেব্রে কী প্যারিসে ছিলেন, অথবা অন্য কোথাও? হাভানা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপনা লোপাট যাক, হাভানা থেকে আবার বেরিয়ে পড়লেন, একে একে সান্তিয়াগো, চিলি হয়ে এ্যাণ্টোফাগাস্টা থেকে রেলগাড়ী সহযোগে আটাকামা মরুভূমি পেরিয়ে অল্‌টিপ্লেনোর সুউচ্চ পর্বত ডিঙ্গিয়ে এসে পৌঁছলেন বলিভিয়ার লা প্যাজ শহরে। দেব্রে এলেন অধ্যাপক হিসেবে নয়, পরিবর্তে সাংবাদিক হিসেবে। মেকসিকোর একটি পত্রিকা "সাকসেয়োস"* এবং ফরাসী প্রকাশক এম. মাসপেরো।** দেব্রে জানাচ্ছেন যে: "আমার এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল চে গুয়েভারার ইনটারভিউ নেওয়া।"***

এই সময় কালটা পাঠকদের স্মরণ রাখা দরকার যে এগ্রিমেণ্ট অনুসারে এই দেব্রে হাভানায় এসেছিলেন দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে—কিন্তু তার কার্যাবলী দর্শনশাস্ত্র তথা অধ্যাপনা থেকে বহুদূরে। তাছাড়া, দেব্রেকে যাওয়া আসার মধ্যে রহস্য কেন সৃষ্টি করতে হচ্ছে? অনাহারী সাংবাদিক একেবারে স্বতন্ত্র ব্যাপার

* —Sucesos.
**—M. Maspe´ro.
The idea of my trip was to interview Che Guevara.

—কিন্তু মার্চ ১৯৬৭ দেব্রে বলিভিয়ায় এসেছেন সাংবাদিক হিসেবে, বিশেষ উদ্দেশ্যে : চে গুয়েভারার ইনটারভিউ নেওয়ার জন্যে। তাও আবার হাভানা থেকে নয়, মেকসিকো এবং প্যারিসের সাংবাদিক হিসেবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই প্রকাশক এবং সংবাদ পত্রের মানের মূল্যায়ন কতটুকু? একটি মূল্য রয়েছে যে দেব্রের সংবাদকে ভিত্তি করে বলিভিয়ায় চে গুয়েভারার উপস্থিতি প্রচারিত হতে পারলে—সংবাদটি আপনগতিতে সাংবাদিক তথা সংবাদপত্র মহলে স্থান করে নেবে, এবং প্রমাণিত হয়ে যাবে যে প্যারিস আগত সাংবাদিক পরিবেশিত সংবাদটি সত্য—হাভানা বা ফিদেল কাস্ত্রো নেতৃত্বের সঙ্গে যোগ নেই। নিখোঁজ চে গুয়েভারার হদিস পাওয়া গেল—এক ঢিলে দুই পাখী শিকার করা গেল।

কিন্তু এর মধ্যে আরোও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা রয়েছে, যা চে গুয়েভারার মৃত্যু ঘোষণার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। ১৯৬৫ জানুয়ারী প্রকাশিত : কাস্ত্রোইজম : লঙ মার্চ অব ল্যাটিন আমেরিকা শীর্ষক প্রবন্ধে দেব্রে নির্দিষ্ট করেছেন :

> 'বলিভিয়াই হচ্ছে সেই দেশ যেখানে বিষয়গত এবং উদ্দেশ্যগত অবস্থা যুক্তভাবে দুইই হচ্ছে অতি উৎকৃষ্ট। দক্ষিণ আমেরিকায় এটাই একমাত্র দেশ যেখানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব রয়েছে তার কর্মসূচীতে।' এবং ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেব্রে নির্দিষ্ট করেন : কিউবার বিপ্লব, 'কিউবার জনগণ এবং তাদের নেতৃবৃন্দ প্রারম্ভ থেকে, সব সময়ই নিজেকে ল্যাটিন আমেরিকার বিপ্লবের অগ্রদূতবাহিনী হিসেবে তুলে ধরেছে, এবং ছয় বছরের সংগ্রামের পর, আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়বাদের কোন কিছুই তারা পরিত্যাগ করেনি।[৬০]

এই রচনার মূল বক্তব্য তথা উদ্দেশ্য সম্পর্কে শুধুমাত্র যে

৬০—রুবেন গেরিলাজ ইন আমেরিকা, 483 pp, 29 pp.

চে গুয়েভারার বিরোধীতা করছেন, তা নয়, সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে ল্যাটিন আমেরিকার বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কিউবান বিপ্লব এবং কিউবান বিপ্লবের মূল সূত্রকে নিম্নোক্ত ভাবে নির্দিষ্ট করলেন :

> গেরিলারা তাদের স্বীয় অগ্রদূত পার্টি সৃষ্টি করবে, যে ভাবে কিউবায় করা হয়েছে, এবং পুরাতন কমিউনিস্ট পার্টির উপর আস্থা রাখবে না এবং দ্বিতীয়তঃ জোর দিতে হবে পুরনো সামরিক বাহিনীকে ধ্বংস করার মধ্যে—যা হচ্ছে কিউবা বিপ্লবের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।"[৬১]

রেগিজ দেব্রের রাজনৈতিক তথা দার্শনিক আদর্শটি প্রকৃতই কী—তা বলা বা নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। যদিও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক আদর্শ সশস্ত্র বিপ্লবতত্বকে কেন্দ্র করে এমন একটি তত্ব দাঁড় করিয়েছেন, যে ধারায় সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠিত ও সাফল্যে নিয়ে যাওয়া সম্ভব কী না, তা দেব্রে নিজেই জানেন না। কেন না, লুম্পেনদের লুম্পেনবাদের মধ্যেও দেব্রে দেখতে পাচ্ছেন বিপ্লব, এক কথায় দেব্রে যেখানেই শুনতে পান গোলাগুলির আওয়াজ, সে আওয়াজকেও নির্দিষ্ট করেছেন বিপ্লবী সংজ্ঞায়। দেব্রের কাছে বিপ্লব বা প্রতিবিপ্লব একই সমান্তরালে। যে কারণে কিউবা নেতৃত্বের সর্বনাশা ষড়যন্ত্রকে তার পক্ষে বিচার করে দেখা সম্ভব হয়নি।

চে গুয়েভারার মৃত্যু সংবাদ ঘোষণার ব্যবস্থাদি পাকাপোক্ত হওয়া পর্যন্ত দেব্রেকে প্রথম শ্রেণীর মার্কসবাদী সশস্ত্র সংগ্রামের তাত্বিক হিসেবে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল—তারপর ইতিহাসের কোন এক গভীর অন্ধকারে চিরতরে হারিয়ে গেলেন রেগিজ দেব্রে। বিপ্লবের অভ্যন্তরে বিপ্লব তত্বই দেব্রের রাজনৈতিক সত্তাকে সর্বকালের জন্যে মুছে দিল।

৬১—ঐ, ৫০ পৃঃ

সুন্দরী তানিয়া :

ষড়যন্ত্রের জাল কখনো কোন একটি সমান্তরাল পথ ধরে চলে না। তাই রেগিজ দেব্রেকে দিয়ে যে প্রত্যেকটি কাজ করানো সম্ভব, তা নয়। ষড়যন্ত্রের যারা খোরাক হন, তারা জানেন না যে কোন চক্রান্ত-মূলক কাজে নিজেদের নিয়োগ করেছে। দেব্রে তা জানতে পারেননি যে তার ১৯৬৫ জানুয়ারী প্রকাশিত প্রবন্ধটি যে একটি ষড়যন্ত্রের দোয়ার খুলে দিয়েছে, এই প্রবন্ধে দেব্রে নির্দিষ্ট করেছেন যে ল্যাটিন আমেরিকায় একমাত্র দেশ হচ্ছে বলিভিয়া, যার কর্মসূচীতে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। ১৯৬৪ এবং ১৯৬৫ খৃস্টাব্দে ল্যাটিন আমেরিকায় যে ক'টি দেশে সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনা, তথা সাংগঠনিক শক্তি তথা সংগ্রাম ছিল মারাত্মকভাবে দুর্বল, তাদের মধ্যে বলিভিয়া অন্যতম। সেই বলিভিয়াকে কি ভাবে দেব্রে নির্দিষ্ট করলেন, তা বোঝা দুষ্কর। তৎসময়ে সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকার যে সব দেশে সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ ছিল দুর্বার গতিতে ধাবমান, যা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, সেই সব দেশের একটির দিকেও দেব্রের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি। দেব্রে নির্ধারিত এই বলিভিয়াকে অচিরেই কিউবা নেতৃত্ব গ্রহণ করলো, এবং ষড়যন্ত্রের কর্মধারা সুষ্ঠুভাবে শুরু হল।

সুন্দরী তানিয়া, এক সুন্দরী নারী—নামের পূর্বে সুন্দরী শব্দটি ব্যবহার করেছি তার দেহগত সৌন্দর্য থেকে নয় পরিবর্তে তার নারী চরিত্রে বৈপ্লবিক চেতনাগত বৈশিষ্টের কারণ থেকে। মাতৃহৃদয়া এই নারীর বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট তাকে টেনে নিয়ে যায় একটি গভীর আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রভূমে।

সুন্দরী তানিয়া মূলতঃ জার্মান বংশজাত। হিটলারের দাপট এড়িয়ে ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে তানিয়ার পিতা-মাতা জার্মানী থেকে আর্জেনটিনিয়ায় এসে বসবাস করতে লাগলেন। ১৯৩৭ নভেম্বর ১৯,

এই আর্জেনটিনিয়ায় তানিয়ার জন্ম হয়। আসল নাম হচ্ছে তামারা বাঙ্কী। এই তানিয়া সম্পর্কে অনেকেই অনেক কিছু বলেছেন, যেমন তানিয়া হচ্ছে রাশিয়ার গুপ্তচর, আবার অন্যদিকে রাশিয়ার নব্য শাসকরা চিহ্নিত করেছেন বিপ্লবী বলে—অবশ্য এটা ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে রাশিয়ার নব্য শাসকরা হচ্ছেন ঘোর বিপ্লব বিরোধী, এরাই আবার তানিয়াকে বিপ্লবী বলে আখ্যায়িত করছেন কোন্ উদ্দেশ্যে? যে কারণে তানিয়াকে গুপ্তচর খেতাবটি অলঙ্কৃত করেছে। বাস্তবে এই তানিয়া গুপ্তচরবৃত্তিই করেছেন—যদিও তিনি জানতেন না যে তিনি হয়ে উঠেছেন একটি ষড়যন্ত্রের খোরাক। তার বৈপ্লবিক-চেতনা তাকে অন্ধ করে ফেলেছিল, তিনি ভেবেছিলেন যে তার গুপ্তচরবৃত্তি বিপ্লবের সহায়ক হচ্ছে। ফিদেল কাস্ত্রো তথা রাশিয়াব নব্য নেতৃত্বকে তানিয়া ধবে নিয়েছিলেন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সশস্ত্র বিপ্লবী। এই ভুলটুকুই তাকে বিপথ-গামিনী করেছিল, ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাকে জীবনটাই ছেড়ে দিতে হল। একটি মিথ্যা-ইতিহাস সৃষ্টির কেন্দ্রভূমে দাঁড়িয়ে তানিয়া দেখেছিলেন একটি মহান বিপ্লবের স্বপ্ন।

বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের অন্যতম নায়ক ইন্টির [গুইডো অ্যালভারো পেরিডো লেইগুই] ভূমিকা নিয়ে ১৯৭০ খৃস্টাব্দে হাভানা কর্তৃক প্রকাশিত হয়: 'তানিয়া—অবিস্মরণীয়া গেরিলা যোদ্ধা', শীর্ষক পুস্তকখানি। যদিও ভূমিকায় দাবী জানানো হয়েছে যে এই পুস্তকখানি হচ্ছে তানিয়ার আত্মজীবনী। কিন্তু এই "আত্ম-জীবনী" তানিয়া লিখিত নয়—ইন্টি পেরিডো হচ্ছেন ভূমিকা লেখক মাত্র। সেই হেতু, "চে গুয়েভারার বলিভিয়ার ডায়েরীর" মতো এই পুস্তকের সর্ববিধ ঘটনাবলীর মধ্যে সত্যতা কতটুকু বর্তমান, বলা সম্ভব নয়।

* Tania—The unforgotable Guerrilla Fighter.

যাই হোক, ১৯৫২ খৃস্টাব্দে তানিয়া সহ পিতামাতা আবার জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকে ফিরে যান। জার্মান প্রজাতন্ত্রে থাকাকালিন জার্মান ও রুশ ভাষা আয়ত্ব করেন। তানিয়ার বৈপ্লবিক সত্তা মহান অক্টোবর বিপ্লবের দেশের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নেয়। স্টালিন তখনও জীবিত এবং প্রশাসন ব্যবস্থায় কমবেশী বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড ছিল উপস্থিত, অর্থনীতি অবশ্যই ফটকাবাজী তত্বে নির্ধারিত হত না। কিন্তু স্টালিনের মৃত্যুর পর যে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠি সোভিয়েত-শাসন ক্ষমতা দখল করল, এদের প্রতিবিপ্লবী চরিত্র অবশ্যই তানিয়ার কাছে ধরা পড়ল না। বিংশতি কংগ্রেসের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী সিদ্ধান্ত তানিয়ার কাছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অভিব্যক্তি বলেই মনে হয়েছিল। সেই সময়ে তানিয়ার বয়স মাত্র উনিশ।

বৈপ্লবিক বিশ্বাসই তাকে কিউবা গেরিলা যুদ্ধের প্রতি চুম্বকের মতো আকর্ষণ করেছিল। চে গুয়েভারার প্রতি এই আকর্ষণ ছিল আরোও গভীরে। এই বয়সটিই এমনি, চে গুয়েভারার বীরত্বব্যঞ্জক যোদ্ধা-জীবন তানিয়াকে আকর্ষিত করে। যদিও চে গুয়েভারার যোদ্ধা-জীবনের আদর্শগত ভিতকে তানিয়া উপলব্ধী করতে পারেন নি—কেবলমাত্র বীরত্বের দিকটিই ছিল তার কাছে আকর্ষণ। ১৯৬০ খৃস্টাব্দে চে গুয়েভারার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে দো-ভাষী হিসেবে। এক কুণ্ঠাহীন, দ্বিধাহীন আস্থা গড়ে ওঠেছিল কিউবা বিপ্লবের স্থপতি চে গুয়েভারার প্রতি। ১৯৬১ খৃস্টাব্দে মে মাসে তানিয়া হাভানায় এসে পৌঁছলেন—ষড়যন্ত্রের সুত্রপাত এই সময় থেকেই।

হাভানায় বসবাস করতে লাগলেন, কাজ পেলেন মিনিস্ট্রি অব এডুকেশনে। একই সঙ্গে হাভানা ইউনিভার্সিটিতে সাংবাদিকতা পড়লেন। কিন্তু দোভাষী হিসেবে তার মূল কাজ। তিনি জানতেন স্পেনিস, রাশিয়ান এবং জার্মান ভাষা। এই ভাষাগত বৈশিষ্টে

তাকে প্রশাসন ব্যবস্থার উপরতলায় জায়গা করে দিল। কর্মদক্ষতায় পরিপূর্ণা বিপ্লবীনি যুবতী জানতেই পারলেন না যে তিনি একটি গভীর ষড়যন্ত্রের খোরাক হতে চলেছেন।

ক্ষণিকের জন্যে পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিতে হচ্ছে যে ১৯৬১ খৃস্টাব্দেই চে গুয়েভারা বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি যে কোন মুহূর্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বেন। উইলিয়াম মর্গানের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক ব্যবধান থাকলেও মর্গানের ফাঁসী দেওয়ার বিরুদ্ধেই ছিলেন, চে গুয়েভারা জানতেন যে মানুষের প্রকৃতিগত চরিত্রের রূপান্তর এই ভাবে ঘটে না। ১৯৬১ আগস্টে পুণ্টা ডেল এসটির একটি হোটেলে অধ্যাপক জন গেরাসী নিয়েছিলেন চে গুয়েভারার ইনটারভিউ, সেই সংক্ষিপ্ত ঘটনা উল্লেখে জন গেরাসী জানান :

> তাঁর সৈনিক জীবনের কথার মধ্যে আমরা আবিষ্কার করলাম যে তিনি একজন বিচক্ষণ অনুসন্ধানী, খুবই চাপের মধ্যে রয়েছেন এবং অসম্ভব তড়িৎগতিতে তাঁকে চলতে হচ্ছে। তিনি আমাদের একটি ধারনা দেন যে তিনি নিশ্চিত যে তিনি খুবই তাড়াতাড়ি মারা যাবেন এবং তাই তাঁকে সব কিছুই যতো শীঘ্র সম্ভব শেষ করা।

চে গুয়েভারার এই বক্তব্যটি ১৬ই আগস্ট ১৯৬১, মর্গানের ফাঁসী হলো অক্টোবর ১৯৬১। চে গুয়েভারা তাঁর এই বক্তব্যে কী ইংগিত দিতে চেয়েছেন, তা পরিষ্কার। কেন না, তিনি তৎসময়ে অবশ্যই কোন গেরিলা যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন না। তাই এই বক্তব্যে চে গুয়েভারা যে মৃত্যুর কথা বলছেন—তা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, ১৯৬১ খৃস্টাব্দে চে গুয়েভারার বয়স মাত্র তেত্রিশ বছর। ফিদেল কাস্ত্রো থেকে দু'বছরে ছোট। সেই সময়ে তাঁর আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে মৃত্যু চিন্তার কোন স্বাভাবিক কারণ থাকতে পারে না।

সুন্দরী তানিয়া এই সব ব্যাপার জানতেন না। চে গুয়েভারার বৈপ্লবিক সত্তার প্রতি তার গভীর আকর্ষণ অবশ্যই দেহগত নয়—পরিবর্তে বৃহত্তর সমাজের মৌলিক চরিত্রগত রূপান্তরের ভিত তৈরী করা। চে গুয়েভারার এই আদর্শ—সুন্দরী তানিয়াকে এমন একটি অবস্থার মধ্যে নিয়ে আসে যে ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে চে গুয়েভারার মৌলিক ব্যবধান ধরা পড়ে না। সুন্দরী তানিয়া ১৯৬৪ এপ্রিল একটি ছদ্মনাম লাউরা গুটিয়ারেজ বাউয়ার নাম নিয়ে একটি নকল পাসপোর্টে আর্জেনটিনিয়ার নাগরিক হিসেবে ইউরোপে পাড়ি দেন। (ethnegrapher) জাতি বিন্যাস সংক্রান্ত বিষয়ের পেশা গ্রহণ করলেন। এপ্রিল থেকে অক্টোবর ১৯৬৪ পর্যন্ত রইলেন ইউরোপে—কিন্তু যতোটুকু মনে হয়, এই ইউরোপ অর্থে রাশিয়া বা জার্মানী, অনুমান করা অসংগত নয়। ইউরোপ থেকে পাড়ি দিয়ে তিনি কিউবায় ফেরার্ পরিবর্তে পেরুর রাজধানী লিমা হয়ে বলিভিয়ার লা প্যাজে এসে পৌছান ১৯৬৪ নভেম্বরের মাঝামাঝি প্রচুর নগদ অর্থ সহ—এই প্রচুর অর্থ তানিয়া কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন, কেন করলেন, এবং সর্বপোরি তাঁকে ছদ্মবেশ কেন নিতে হলো? এর কোন উত্তর কোথাও পাওয়া যায় না। মৃত তানিয়া যে জীবিত হয়ে উঠবেন না, সেই হেতু এর উত্তর কখনো পাওয়া যাবে না? কিন্তু উত্তর পাওয়া সম্ভব বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী কার্যাবলী থেকে.।

তানিয়াকে ছদ্মনাম নেওয়ার কারণ হচ্ছে যে কিউবা নেতৃত্ব তথা আন্তর্জাতিক চক্র নিজেদের গোপন রাখতে চায়। এর মধ্যে অন্য কোন কারণ থাকতে পারে না।

ঠিক এই সময়ে নভেম্বর ১৯৬৪ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি একটি সামরিক কুপে প্রেসিডেন্ট প্যাজ এসটানসোসোরো রাষ্ট্র শাসন হারান এবং জেনারেল ব্যরিয়েনটোস শাসন ক্ষমতা দখল করেন।

বলিভিয়ার রাষ্ট্র শাসনে এই পট পরিবর্তন অবশ্যই তানিয়ার কোন অসুবিধে সৃষ্টি করতে পারে না। তানিয়ার চলা ফেরা থেকে বোঝা যায় যে শক্তিশালী বিদেশী রাষ্ট্র শাসকদের পুরোমাত্রায় সমর্থন তথা সাহায্য পাচ্ছেন। কেন না, একজন বিদেশী একটি বিদেশী রাষ্ট্রের প্রেসিডেনসিয়েল ইনফরমেশন বিভাগের প্রধানকর্তা গনজালো লোপেজ মুনজ তানিয়াকে দরাজ হাতে সাহায্য করেন, শুধু তা নয়—মুনজ-এর সক্রিয় চেষ্টায় তানিয়া একই সঙ্গে একটি স্থানীয় সাপ্তাহিকীতে কাজ পান এবং মিনিস্ট্রি অব এডুকেশনের ফোক্‌লোর বিভাগেও কাজ পান। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের প্রধান কর্তার এতো সহায়ক হয়ে ওঠার কারণটি কী? এবং বিদেশীনি হিসেবে বলিভিয়া সরকার কেন কোন অনুসন্ধান করেনি? তানিয়া আরেকটি রহস্যের সৃষ্টি করেন, একজন বলিভিয়ান ম্যারিও মার্টিনেজ আলভারেজ নামক একটি ছাত্রকে নামকাওয়াস্তে বিয়ে করে, এবং বিয়ের পরই ছাত্রটি ইউরোপে পাড়ি দেয়। বিবাহিত স্বামীকে নিয়ে মধুচন্দ্রিকাও করেন নি, এবং তানিয়ার সঙ্গে আর দেখাও হয়নি। ছেলেটি বলিভিয়ান হওয়ার দরুণ তানিয়া বলিভিয়ার নাগরিকত্ব অর্জন করেন। এই বিয়ের ব্যাপারটি তানিয়ার ইচ্ছাকৃত নয়, তা বোঝা যায়। বোঝা যায় যে যারা তানিয়াকে নিযুক্ত করেছেন এই বিয়েটা তাদেরই ইচ্ছার প্রকাশ। তানিয়ার স্বামীটি ইউরোপে পাড়ি দেওয়ার ভিতেও রয়েছে আরেক উদ্দেশ্য—নির্দেশ সংক্রান্ত প্রত্যেকটি সংবাদ এই স্বামীর মাধ্যমে ইউরোপ থেকে আসতে বাধা রইলো না। ইউরোপে থাকাকালিন সময়ে তানিয়া সাংকেতিক ভাষাও শিখেছিলেন—যেহেতু সাংকেতিক ভাষায় তানিয়ার স্বামী প্রত্যেকটি নির্দেশ অক্লেশে পাঠাতে পারেন। . . . .

৮ সামরিক রাষ্ট্র প্রধান প্রেসিডেন্ট ব্যারিয়েনটোস, আভ্যন্তরীন অর্থাৎ পুলিশ মন্ত্রী অ্যানতেনিও আর্গেডেস, পুলিস প্রধান জেনারেল

সান রোমান, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিভাগগুলির কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে নিকট সম্পর্ক গড়ে তুলেন সুন্দরী তানিয়া ১৯৬৪ খৃস্টাব্দের মধ্যেই।

সামরিক কুপের পূর্বে বলিভিয়া এবং কিউবার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক বর্তমান ছিল, এই কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হয় '৯৬৪ নভেম্বরের মাঝামাঝি। কার্যতঃ, এই সম্পর্ক ছিন্ন করায় প্রকাশ্যে দুই রাষ্ট্রের মৈত্রী নষ্ট হয়ে গেল বলেই ধরে নিতে হয়। কিন্তু বাস্তবে এই সম্পর্ক অবশ্যই বেঁচে থাকে, সুন্দরী তানিয়ার কর্ম-তৎপর সক্রিয় কর্মধারা থেকে। যে কারণে কিউবানদের পক্ষে বলিভিয়ায় যাওয়া আসার ব্যাপারে এমন কোন অসুবিধে বা বাধা হয়নি। ১৯৬৪ খৃস্টাব্দেই কয়েক ডজন কিউবান বলিভিয়ায় উপস্থিত ছিল। যদিও এদের অনেককেই চিহ্নিত করা হয়েছে সি-আই-এ সংস্থার এজেন্ট বলে। কিন্তু তার কোন লিখিত প্রমাণ কেউই দাখিল করেনি। তাই এই কিউবানরা যেমন কেজিবি-এর এজেন্ট হতে পারে, তেমনি সরাসরি কিউবার এজেন্ট হওয়াও অবাস্তব নয়। যারই এজেন্ট হোক না কেন, মূল সত্য হল যে ১৯৬৪ খৃস্টাব্দে বলিভিয়ায় ডজন কয়েক কিউবান উপস্থিত ছিল, যারা গেরিলা যুদ্ধ বহির্ভূত।

আবার উল্লেখ করা অপ্রাসংগিক হবে না যে ১১ই ডিসেম্বর ১৯৬৪ খৃস্টাব্দে ইউনাইটেড নেশনস-এ বক্তৃতা করার সময় দুইজন কিউবান বাজুকা মাধ্যমে চে গুয়েভারাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। এই কিউবানদেরও সি-আই-এ এজেন্ট হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। সি-আই-এ যদি চে গুয়েভারাকে হত্যা করতে চাইতো—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে, খুব একটা অসম্ভব কাজ ছিল না। যেখানে লোকচক্ষুর সামনে প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে হত্যা করতে পেরেছিল। সে তুলনায় চে গুয়েভারা একজন সামান্য

ব্যক্তি। তবে আন্তর্জাতিক বিবাদ এড়াবার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্যই এমন কাজ করতো না।*

তাই অন্যাকে দোষারোপ করে নিজের দোষ ঢাকা যায় না। কিউবা নেতৃত্ব সম্পর্কে এই কথাটি সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। এই অবস্থার মধ্যেই সুন্দরী তানিয়া কিউবা তথা ক্রেমলিন নেতৃত্বের স্বার্থ রক্ষার ঘাটি তৈরী করতে পেরেছিলেন। এই ঘাঁটি যখন নিশ্চিত একটি ভিতের উপর তৈরী হলো; কিউবা নেতৃত্ব ষড়যন্ত্রের আরেকটি ধাপ এগিয়ে এলেন: নিখোঁজ চে গুয়েভারার হদিস প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৬৫ জুলাই রিও নানকাহুয়াজু অঞ্চলে ১২২৭ হেক্টরের একটি ফার্ম কেনা হল বলিভিয়ার একজন গেরিলা যোদ্ধা কোকো পেরিডো মাধ্যমে, ত্রিশ হাজার বলিভিয়ান পেসোজ মূল্যে, অর্থাৎ তৎকালিন ভারতীয় মূল্যায়ণে মার্কিন ডলার আড়াই হাজার। তানিয়ার হাতে যে ভাবে প্রচুর অর্থ সমাগম হয়েছিল, অনুরূপভাবে কোকো পেরিডোও যে কোথা থেকে এই অর্থের ব্যবস্থা করলেন, তা জানা যায় না। তানিয়াই কী—কোকো পেরিডোকে অর্থ দিয়েছিলেন—অথবা কিউবা নেতৃত্ব?

বলিভিয়ায় গেরিলা যুদ্ধ শুরু করাব মূল ভিতটি ১৯৬৫ জুলাই-এর মধ্যেই স্থিরকৃত হল। এখানে লক্ষণীয় যে, বলিভিয়াকে অত্যুকৃষ্ট দেশ বলে নির্দিষ্ট করেন দেব্রে ১৯৬৪ ডিসেম্বর, যে প্রবন্ধে তা উল্লেখ করেছেন, আত্মপ্রকাশ করে জানুয়ারী ১৯৬৫। সুন্দরী তানিয়া নিযুক্ত হন ১৯৬৪ খৃস্টাব্দের নভেম্বরে, ১৯৬৪ ১১ই ডিসেম্বর চে গুয়েভারাকে হত্যার চেষ্টা হয়। ১৯৬৫ জুলাই নানকাহুয়াজুয় ফার্ম কেনা হয় গেরিলাদের যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়ে বাস্তব শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

এই যে একটি মিশ্রণ—দেব্রে, তানিয়া, কোকো পেরিডো এদের কেউই কিউবান নন এবং কিউবান নেতৃত্বের সঙ্গে যে কোন

*—লেখকের আর্নেস্টো চে গুয়েভারা পৃঃ ১৩৮ থেকে ২০১ দ্রষ্টব্য।

যোগসাজস আছে, তৎসময়ে তা প্রমাণ করা সহজ ছিল না। কিন্তু বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের ভিতভূমি এইভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

এতোগুলো ঘটনার মধ্যে দিয়ে কিন্তু নিরুদ্দিষ্ট চে গুয়েভারা একটি পলকের জন্যেও উপস্থিত হননি। যে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের সঙ্গে চে গুয়েভারার নাম জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে—তৎসময়ে অনুরূপ গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে চে গুয়েভারার কী ধারণা এবং তাঁর মতামত কী জানা প্রয়োজন।

চে গুয়েভারার
গেরিলা যুদ্ধের শর্ত এবং বলিভিয়া :

imperialism has learnt the lesson of Cuba…It will not again be taken by surprise in any of our twenty republics. Che.

গেরিলা যুদ্ধ যে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা নয়, কোন ষড়যন্ত্র বা চক্রান্ত নয়, তা পাওয়া যাচ্ছে চে গুয়েভারার নির্দিষ্ট নির্দেশ থেকে। মুখ্য শর্তগুলি নিচে উদ্ধৃত করা হলো :

এ্যাল প্যাটোজোর মিলিটারী শিক্ষা সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছিল না।…আমি তিনটি পয়েন্টের উপর আমার পরামর্শ সীমিত রাখি : সর্বদা চলমান থাকা, সর্বদা বিশ্বাস না করা, এবং সর্বদা সজাগ রক্ষী রাখা।

চলমান : একই জায়গায় কখনো থাকবে না, ছ'রাত্রির বেশী একটি স্পটে থাকবে না, এক জায়গা থেকে অন্য কোথাও যাওয়া বন্ধ করবে না।

বিশ্বাস না করা : প্রথম দিকে তোমার ছায়ার উপরও আস্থা রাখবে না, বন্ধুভাবাপন্ন কৃষকদের উপর, ইনফরমারদের উপর, পথ প্রদর্শক বা যোগাযোগকারী লোকদের উপর কখনও আস্থা রাখবে না। যতোক্ষণ না একটি সম্পূর্ণ মুক্ত অঞ্চল তৈরী হচ্ছে ততোক্ষণ কোন কিছুর উপর অথবা কারো উপর আস্থা রাখবে না।

সজাগ রক্ষী : সর্বদা গার্ড এবং স্কাউটিং রাখবে, নিরাপদ স্পটে ক্যাম্প বসাবে, সব কিছুর উপর কোন বাড়ীতে যা ঘিরে

ফেলতে পারে তাই কোন ছাদের তলায় ঘুমোবে না। এটা হচ্ছে আমাদের গেরিলা অভিজ্ঞতার একটি সিনথেসিস আমার বন্ধুকে কেবলমাত্র এই-ই আমি দিতে পেরেছিলাম।

সেখানে আরেকবার এল পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ। প্রশ্নটি জবাবহীন রইল: অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে কেন লাভ করবে না? ওই সহজ উপদেশগুলি কেন মান্য করা হয়নি? ঠিক কী ভাবে এ্যাল প্যাটোজোর মৃত্যু হল সে সম্পর্কে জানবার জন্যে বহুরকমের অনুসন্ধান করা হল। সঠিক ঘটনাগুলো এখনও অজানা রয়েছে, কিন্তু একজনের পক্ষে বলা সম্ভব যে খারাপ ভাবেই অঞ্চলটি পছন্দ করা হয়েছিল, লোকদের দৈহিক অবস্থা চাহিদার মান থেকে নিচে ছিল, তাদের নিজেদের উপর আস্থার ভাগ খুবই বেশী ছিল, এবং সব কিছুর উপরে সেখানে যথেষ্ট সজাগতা ছিল না। অতর্কিতে নিষ্পেষক সৈন্যদল তাদের উপর হামলা করেছিল, জনকয়েককে হত্যা করেছিল, যা থেকে ওরা বিচ্ছিন্ন ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং সৈন্যরা আরেকবার তাদের ধরেছিল। কিছু সংখ্যককে বন্দী করা হল এবং অন্যান্যদের, এ্যাল প্যাটোজোর মতো যুদ্ধের মধ্যেই হত্যা করেছিল। গেরিলারা যখন ঐক্যের সংহতি হারিয়ে ফেলে, পরবর্তী অবস্থাটা হয়ে ওঠে সম্ভবতঃ খোলাখুলি মানুষ শিকার, যেমন একই ভাবে আমাদের ক্ষেত্রে আলেগ্রিয়া ডেল পাইওতে ঘটেছিল।[৬২]

চে গুয়েভারার উপরোক্ত অভিজ্ঞতা ভিত্তিক অভিমতটি বাস্তব ক্ষেত্রে গেরিলা যুদ্ধের সূত্র, এর প্রতিটি স্তর বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে গৃহীত। একটি বাস্তব গবেষণার ফলাফল। গবেষক হিসেবে চে গুয়েভারা যে সূত্র নির্দিষ্ট করেছেন, তা আবার একটি বিশেষ

৬২—The Revolutionary War প্রকাশিত হয় ১৯৬৩, এই রচনায় চে গুয়েভারা গেরিলা যুদ্ধের মূল শর্ত ব্যক্ত করেছিলেন।

আদর্শের প্রতিবিম্ব। কিউবার গেরিলা যুদ্ধে চে গুয়েভারার আদর্শটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়বাদ, যা পরিপূর্ণ আন্তর্জাতিক। কিন্তু ফিদেল কাস্ত্রোর আদর্শ হচ্ছে কিউবানিজোমো-ক্ষুদ্র পরিসরের জাতীয়তাবাদ। যে কারণে গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে চে গুয়েভারার কাছে যে দায়িত্ব ফিদেল কাস্ত্রোর কাছে সে দায়িত্ব আশাতীতভাবে অর্থহীন, হেতুহীন। কিউবার গেরিলা যুদ্ধকে ফিদেল কাস্ত্রো বিদ্রোহী-আর্মীর অধিনায়ক হিসেবে একটি আদর্শ হিসেবে প্রচার তথা প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে, এর ফলাফল সম্পর্কে ফিদেল কাস্ত্রোকে কোন দায়িত্ব নিতে হচ্ছে না। কিন্তু চে গুয়েভারার আদর্শগত দায়িত্ব হচ্ছে আন্তর্জাতিকতাবাদ, তাই কিউবা বিপ্লব বা গেরিলা যুদ্ধ থেকে যা নেওয়া যেতে পারে, তা পাঁচমেশালী আদর্শ নয় পরিবর্তে কেবলমাত্র অভিজ্ঞতা। এই কারণেই গুয়াটেমালার গেরিলা যুদ্ধে এ্যাল প্যাটোজোকে যা বলেছিলেন, তার সারমর্ম হচ্ছে: "কিউবার গেরিলা যুদ্ধের অভিজ্ঞতাটি হচ্ছে একটি সিনথেসিস···আমার বন্ধুকে কেবলমাত্র এই-ই আমি দিতে পেরেছিলাম।" এবং এ্যাল প্যাটোজোর নিহত হওয়ার সংবাদে আক্ষেপ করে চে গুয়েভারা বলেছিলেন: "প্রশ্নটি জবাবহীন রইলো: অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে কেন লাভ করবে না?"

কিউবার গেরিলা যুদ্ধ ১৯৬৩ খৃস্টাব্দেই অতীতের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে জায়গা নিয়েছে, এবং এ থেকে কেবলমাত্র অভিজ্ঞতাটাই গ্রহণীয়, অন্য কিছু নয়···দোষত্রুটি, ভুল-ভ্রান্তিগুলিকে বিশেষভাবে দেখা দরকার, যাতে:

> আমাদের অতি প্রিয়তম নিহত দুর্ভাগাদের অমূল্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমাদের গ্রহণ করতে দাও দৃঢ় প্রস্তাব; যাতে ভুল-গুলির পুনরাবৃত্তি না ঘটে···

কিউবার গেরিলা যুদ্ধের সাফল্যকেই যে শুধু তুলে ধরা, দোষ-

ত্রুটি ও ভুল-ভ্রান্তিকে চেপে রেখে, তা চে গুয়েভারা কখনোও চাননি, তিনি চাননি যে আন্তরিকতা নিয়ে যেসব কমরেডরা সশস্ত্র সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করবেন তাদের দায়িত্ব হবে সেইসব কমরেডদের শোয়ানো দেহের উপর দিয়ে· "তাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া মহাযুদ্ধগুলির বিজয় ঘটিয়ে মুক্তি অর্জনের মধ্য দিয়ে।"

পাঠকদের নিশ্চয়ই স্মরণ রয়েছে রেগিজ দেব্রের গেরিলা যুদ্ধের তত্ত্ব—যে তত্ত্বকে ফিদেল কাস্ত্রো দুই হাতে জড়িয়ে ধরে রেগিজ দেব্রেকে হাভানায় ঠাঁই দিয়ে দু'দিনের মধ্যেই প্রথম শ্রেণীর মার্কসবাদী বিপ্লবী দার্শনিক, যুদ্ধ বিশারদ হিসেবে তুলে আনলেন, তুলে আনলেন এই কারণে যে দেব্রে তুলে ধরেছেন ফিদেল কাস্ত্রোর জাতীয়তাবাদী গেরিলা যুদ্ধের তত্ত্ব। যে তত্ত্ব দেব্রে মাধ্যমে ল্যাটিন আমেরিকায় প্রতিষ্ঠা করানো—এক ঢিলে দুই টার্গেট ধ্বংস করা।

কিউবার বিপ্লব সম্পর্কে চে গুয়েভারা আরো প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর বিখ্যাত রচনা: "গেরিলা ওয়ার ফেয়ার: এ মেথড" শীর্ষক প্রবন্ধে। প্রয়োজনীয় অংশটি নিচে উদ্ধৃত করা হলো:

> প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্নটি উত্থাপিত হলো: 'সমগ্র পশ্চিম গোলার্ধে শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে একমাত্র সূত্র কী গেরিলা যুদ্ধ, অথবা অন্য: কোন ধারার প্রভাবান্বিত একটি? সংগ্রামের জন্যে ব্যবহৃত হতে পারে কী বিভিন্ন পন্থার মধ্যে একটি সহজ ধারা? অথবা একটি চূড়ান্ত অবস্থা গ্রহণ করা, প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে: কিউবার উদাহরণটি কী গোলার্ধের অন্যান্য অবস্থার জন্যে প্রযোজ্য? এই বিষয়ের উপর বিতর্কে সাধারণভাবে ওরা লেবেল এঁটে দেন যারা গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার ইচ্ছে রাখেন, এই কারণটির জন্যে যে তারা জনগণের সংগ্রামের কথা ভুলে যান, যেন এই দুইটি পদ্ধতি হচ্ছে প্রতিযোগিতামূলক! এই অবস্থা থেকে উদ্ভূত ধারাটিকে আমরা বাতিল করি। একটি

গেরিলা যুদ্ধ হচ্ছে জনগণের যুদ্ধ, এবং এটি হচ্ছে জনগণের সংগ্রাম। জনসংখ্যার সমর্থন ছাড়া এই ধারার প্রচেষ্টার প্রয়োগ হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের প্রস্তাব। গেরিলাবাহিনী হচ্ছে মানুষের যুদ্ধরত অগ্রদূত, অবস্থান করছে একটি দেয় সীমান্তের নির্দিষ্ট অংশে, এবং এটি থাকছে সশস্ত্র ও তৈরী রয়েছে কতকগুলো ধারাবাহিক কার্যকরণের জন্যে কেবলমাত্র সম্ভাব্য স্ট্রটাজিক উদ্দেশ্যের দিকে: শাসন ছিনিয়ে আনা। এবং দেয় সীমান্তের সমগ্র অঞ্চলের কৃষক ও শ্রমিক জনগণ কর্তৃক সমর্থিত। এই ভিত্তি ছাড়া, গেরিলা যুদ্ধ অনস্বীকার্য।

আমেরিকায় বিপ্লবী আন্দোলনের মেকানিজ্মে আমাদের ল্যাটিন আমেরিকার অবস্থায়, আমরা বিশ্বাস করি কিউবা বিপ্লবের তিনটি মৌলিক অবদান রয়েছে। প্রথম: জনগণের বাহিনী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে। দ্বিতীয়: একজনকে কোনভাবেই অপেক্ষা করার প্রয়োজন পড়ে না বিপ্লবের সহায়ক অবস্থার উপস্থিতির জন্যে। মহ'-বিদ্রোহের কেন্দ্রমণি (nucleus) যা সৃষ্টি করতে পারে। তৃতীয়: অনুন্নত ল্যাটিন আমেরিকায় সশস্ত্র সংগ্রামের কর্মক্ষেত্র মৌলিকভাবে গ্রামই হওয়া উচিত।[৬৩]

গেরিলা যুদ্ধ যে নিষ্পেষিত জনগণের মুক্তিসংগ্রাম, প্রশ্নটি বিষদ ভাবে চে গুয়েভারা ব্যক্ত করেছেন, দেখিয়ে দিচ্ছেন যে গেরিলা যুদ্ধ মুষ্টিমেয় গেরিলাদের মধ্যেই যদি আবদ্ধ থাকে, এবং দেয় অঞ্চলের অধিকাংশ কৃষক ও শ্রমিকদের সমর্থন লাভে বঞ্চিত হয়—এমন অবস্থায় গেরিলা যুদ্ধের নিয়তি ধ্বংসের মধ্যেই নির্দিষ্ট। চে গুয়েভারার এই ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য যে কত বাস্তব সত্য, তা বাস্তব

৬৩—১৯৬৩ মান্থলি রিভিউ কর্তৃক প্রকাশিত Guevara's Book. গেরিলা ওয়ার ফেয়ার—এ মেথড শীর্ষক প্রবন্ধ।

জীবনেই দেখা যায়। সেই গেরিলা যুদ্ধ হচ্ছে: জনগণের যুদ্ধ, গেরিলারা শুধু সেই জনগণের অগ্রদূত। যা থেকে দুইটি মহান বিপ্লব যথাক্রমে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব, দুইটি বিপ্লবই জনগণের সমর্থনের কারণে অগ্রদূতদের নেতৃত্বে সাফল্যে নিয়ে গেছে। গেরিলা যুদ্ধ কোন চক্রান্ত থেকে উদ্ভূত নয়।

এই সাফল্যের অর্থ অবশ্যই তা নয় যে, আঙ্গিক তথা কৌশলের অনুকরণ করা। অর্থাৎ কিউবার গেরিলা যুদ্ধ পূর্ববর্তী দুইটি বিপ্লবের আঙ্গিক তথা কৌশল থেকে ব্যতিক্রম, কিন্তু সূত্রগত ভাবে কোন ব্যবধান নেই। তাই কিউবার বিপ্লবের ধারাটি কী—ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য দেশের সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্রে অনুকরণীয়? ফিদেল কাস্ত্রো যে ভাবে রেগিজ দেব্রে মাধ্যমে প্রচার চালিয়েছিলেন এবং বলিভিয়ায় যে ধারা প্রয়োগ করা হয়েছিল কিউবার অনুকরণে —এ সম্পর্কেও চে গুয়েভারার বিশ্লেষণ ঐতিহাসিক ভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজনীয় অংশটি নিচে উদ্ধৃত করা হল:

> কিউবার এইসব সর্ববিধ অবস্থা যদি ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে উপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে সংগ্রামে বঞ্চিত শ্রেণীর জন্যে অন্যান্যরা শাসন ক্ষমতা অধিকারের জন্যে এই পন্থা অনুসরণ করে, তাহলে কী হবে? এটা কি সাম্ভব্য অথবা নয়? যদি এটা সাম্ভব্য হয়, তাহলে এটা কি সহজতর হবে অথবা কিউবা থেকে হবে আরোও অসুবিধাজনক? আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এই বাধাগুলি আমরা উল্লেখ করছি যে আমেরিকায় নতুন বৈপ্লবিক সংগ্রামগুলি হয়ে উঠবে আরোও কঠিনতর। প্রত্যেকটি দেশের ক্ষেত্রে সেখানে রয়েছে সাধারণ বাধা এবং রয়েছে আরোও নির্দিষ্ট বাধা তাদের জন্যে যাদের জাতীয় ধারাগুলি অদ্ভুতভাবে ভিন্ন অথবা ভিন্ন রয়েছে উন্নতির মানে।

এই রচনার প্রথম দিকেই উল্লেখ করেছি যে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে আচরণের কারণগুলিকে ব্যতিক্রম হিসেবে আমরা বিবেচনা করতে পারি, একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত, যা কিউবা বিপ্লবের চেহারা থেকে বেমানান হয়ে পড়েছে, জাতীয় বুর্জোয়াদের আচরণও, তাই বেমানান হয়ে উঠেছে, বিদ্রোহীদের একসনকে যদি সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখা যায় যা সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষার চাপ থেকে উদ্ভূত (একটি অবস্থা, প্রকৃতই আমাদের দেশগুলিতে যা রয়েছে সমান্তরালে)। কিউবা আবার বালির উপরে লাইন টেনেছে, এবং আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি পিজারো-এর উভসংকট (Pizarro's Dilemas): একদিকে, সেখানে রয়েছে সেইসব যারা মানুষকে ভালোবাসে, এবং অন্যদিকে যারা মানুষকে ঘৃণা করে। এদের মধ্যে, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কিছুটা নির্দিষ্ট ভাবে, এই লাইনটি বিভক্ত করেছে দুই সামাজিক বৃহৎ শক্তি, বুর্জোয়া এবং শ্রমিক শ্রেণী, যারা নিজেদের পারস্পারিক অবস্থানকে যথাযথভাবে পরিশোধণের মধ্যে দিয়ে নির্ণয় করছে, যে হিসেবে কিউবা বিপ্লবের ধারা এগিয়ে চলেছে।

এটা বলতেই হচ্ছে যে সাম্রাজ্যবাদীরা একটি ভালো শিক্ষা পেয়েছে কিউবা থেকে, এবং এরা কখনো আর অতর্কিতে নিজেদের ধরতে দেবে না আমাদের কুড়িটি প্রজাতন্ত্রের একটিতেও, এমন কী আমেরিকায় এখনোও যে কলোনীগুলো উপস্থিত রয়েছে সেখানেও নয়। এর অর্থ হচ্ছে যে আক্রমণাত্মক সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে বিশাল জনপ্রিয় সংগ্রাম তাদের জন্যে অপেক্ষারত যারা চেষ্টা করবে সমাহিতদের শান্তি বিঘ্নিত করতে, অর্থাৎ রোমানদের শান্তি। এটাই গুরুত্বপূর্ণ কেন না কিউবার মুক্তিযুদ্ধ ছিল কঠিনতর, ক্রমসারে দুই বছরের যন্ত্রণাপূর্ণ, স্থায়িত্বহীন, যে সংগ্রাম তা ল্যাটিন আমেরিকায় অন্যান্য জায়গায়

যে নতুন মহাযুদ্ধগুলি জনগণের জন্যে অপেক্ষা করছে তা হয়ে উঠবে আরোও সীমাহীন দুঃসাধ্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার তাবেদার রাষ্ট্রগুলি যারা হুমকী পাচ্ছে তাদের তড়িৎগতিতে যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করছে; এ থেকেই এরা নির্ভরতার চুক্তি করছে যাতে আইনতঃ নির্যাতন ও হত্যার সামগ্রীর সঙ্গে সৈন্যদের এই দায়িত্বে কর্তব্য রক্ষার জন্যে পাঠাতে পারে। তাছাড়াও, নির্যাতক সৈন্যবাহিনীর সৈনিকদের জন্যে সামরিক শিক্ষা বৃদ্ধি করেছে, এই কারণে যে জনগণের বিরুদ্ধে সামর্থভাবে বর্শাগ্র হিসেবে কাজ করতে পারে।

এবং বুর্জোয়াবা? আমেরিকার বহুদেশে জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে উদ্দেশ্যগত বিবাদ রয়েছে যারা সংগ্রাম করছে উন্নতির জন্যে সেখানে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সামগ্রী দিয়ে বাজার উন্মোচিত করে জাতীয় ইনডাসট্রিয়েলিস্টদের অসম প্রতি-যোগিতাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, একই সঙ্গে মূল্য ও সম্পদ আহরণের বিভিন্ন ধারার সংগ্রামে। এই বিবাদ থাকা সত্বেও জাতীয় বুর্জোয়াদের যোগ্যতা নেই, সাধারণভাবে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আত্মসঞ্চারণের সংগ্রামকে তুলে ধরতে পারে। সাম্রাজ্যবাদের নির্যাতন ও স্বৈরাচারী প্রভাবে সৃষ্ট যন্ত্রণা ভোগের চেয়ে এরা জনপ্রিয় বিপ্লবকে আরোও বেশী ভয় করে, দেশপ্রেমের আবেগকে প্রকাশ্যেই অপমান করে, এবং অর্থনীতিকে পরিবর্তিত করে ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে। বৃহত বুর্জোয়ারা খোলাখুলিই বিপ্লবের বিরোধীতা করে এবং দ্বিধাহীনভাবে সাম্রাজ্যবাদ ও জমিদারের সঙ্গে নিজেদের জোটবদ্ধ করে জনগণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং বিপ্লবের প্রতি জনগণের সমর্থনকে হত্যা করতে।

একটি বেপরোয়া ও মৃগীগ্রস্ত সাম্রাজ্যবাদ, যে সব মানুষ এদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চায় তাদের নিশ্চিহ্ন করতে প্রত্যেক

ধারার বন্দি গ্রহণ করে থাকে, একটি হিংস্র জমিদারিতন্ত্র [লতিকানডিসোমা] কোন বিবেক না দেখিয়ে, প্রত্যেক ধারার পাশবিক নির্যাতনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা মাধ্যমে, এমন কী অস্ত্রশস্ত্র সৈন্য-সামন্ত তাদের তাবেদারদের পাঠাতে ইচ্ছুক, এবং উপর-তলার বুর্জোয়ারা, জনপ্রিয় বিপ্লবের পথগুলির প্রশ্নে যে কোন ভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্যে প্রস্তুত রয়েছে। এরাই হচ্ছে সেই বৃহৎ মিত্র শক্তি যারা প্রত্যক্ষভাবে ল্যাটিন আমেরিকার নতুন জনপ্রিয় বিপ্লবের বিরোধীতা করে।

এই সবই হচ্ছে বাধা, ল্যাটিন আমেরিকার এই নতুন অবস্থায় এই সংগ্রামের মধ্যে নিশ্চিতভাবে যে কোন একটি যুক্ত হবে স্বাভাবিকটির সঙ্গে যখন থেকে কিউবা কেন্দ্রিভূত হয়েছে।[৬৪]

গেরিলা যুদ্ধের বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে ল্যাটিন আমেরিকার নতুন অবস্থায় বাধাটি কোথায়, তা চে গুয়েভারা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন, কিউবার ধারা প্রয়োগ যে আর সম্ভব নয়, তা এই বিশ্লেষণে পরিচ্ছন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিউবার অভিজ্ঞতাকে বিচার করে চে গুয়েভারা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে গেরিলা যুদ্ধের রূপ কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় যোদ্ধাদের মধ্যে আবদ্ধ রাখার বদলে জনপ্রিয় বিপ্লবে রূপান্তর ঘটানো হচ্ছে মুখ্য শর্ত। যে কারণে গেরিলা যুদ্ধের দেয় অঞ্চলের কৃষক ও শ্রমিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন ছাড়া গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তাব নির্দিষ্ট থাকছে ধ্বংসে।

এই মহান সিদ্ধান্তের ভিতভূমি হচ্ছে কিউবার সেইরা মায়েসত্রার রণাঙ্গন। যেখানে যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় চে গুয়েভারা—একমাত্র চে গুয়েভারা কৃষকদের মধ্যে মার্কসবাদী লেনিনবাদী শিক্ষা প্রসারের সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন, যে সংগঠন অঞ্চলের অধিকাংশ সদস্যদের

৬৪—চে গুয়েভারার প্রবন্ধ : Cuba—Exception or Vanguard.

টেনে এনেছিল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সশস্ত্র বিপ্লবী আদর্শের অভ্যন্তরে, কিউবা গেরিলা যুদ্ধের যে রূপান্তর ঘটেছিল জনপ্রিয় বিপ্লবে—বিপ্লবের সাফল্যের ভাণ্ডার ছিল এই কৃষকদের মধ্যে কেন্দ্রিভূত। বিদ্রোহী আর্মী হয়ে ওঠেছিল জনগণের আর্মীতে। ফিদেল কাস্ত্রো তথা কাস্ত্রো নেতৃত্বের কাছে যা অভাবনীয়।

পাঠকরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে চে গুয়েভারা প্রাঞ্জলভাবে বুর্জোয়া বিভক্তির বিন্যাস দেখিয়ে দিচ্ছেন। প্রথমতঃ সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া, দ্বিতীয়তঃ জাতীয় বুর্জোয়া, এবং তৃতীয়তঃ উপরতলার বুর্জোয়া। প্রথম তুইটি বিন্যাস সম্পর্কে প্রত্যেকেরই জানা, কিন্তু এই উপরতলার বুর্জোয়া—এরা কারা? এদের শ্রেণী চরিত্রটি কী?

এই উপরতলার বুর্জোয়ারা কার্যতঃ সম্পদশালী মালিক শ্রেণী নয়, পেটিবুর্জোয়া; পুরোপুরি দোলায়মান ব্যক্তি সত্তা, যারা স্বীয় ব্যক্তি স্বার্থে পেটি বুর্জোয়াদের শ্রেণী সমতুল, উদাহরণমূলকভাবে বলা যায় ক্রুশ্চেভ, ব্রেজনেভ-কোসিগিন-সুসলভ তুল্য ব্যক্তিবর্গ—যারা পেশাজীবি। পেশাকে ভিত্তি করে এই ধারার চরিত্র ব্যক্তি স্বার্থে পরিচালিত, যাদের উপস্থিতি সমাজের প্রত্যেক স্তরে, এরাই কার্যতঃ উপরতলার বুর্জোয়া, কিন্তু সম্পদহীন। সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামে এই ধারার এক বৃহত সংখ্যক ব্যক্তি চরিত্র বর্তমান। সাবেকী কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে এদের কর্মবিধি দেখা যায়। উল্লেখ করা অপ্রাসংগিক হবে না যে যেমন স্তালিন নেতৃত্বকালে এই সব উপরতলার বুর্জোয়ারা ছিল ঘোর স্তালিন-অনুগামী—বিংশতি কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ নেতৃত্বে স্তালিন নেতৃত্ব নিহত হলেন আদর্শগতভাবে, বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি একই ধারায় স্তালিন-নিপাত করে ক্রুশ্চেভ নেতৃত্বের অভিযোগ মেনে নিয়ে রাতারাতি ক্রুশ্চেভের অনুগামী হয়ে উঠলো। যারা তা মেনে নিলেন না, নতুন সংগঠন তৈরী করে সরে এলেন। ফিদেল কাস্ত্রো নেতৃত্বও অনুরূপ এবং এই ধারার পেশাজীবি ব্যক্তি সত্তার

উপস্থিতি ঘটিয়েছেন কিউবা প্রশাসন বিভাগের সর্বস্তরে। মুখে বিপ্লবের ফুলঝুরি ফোটালেও বাস্তবে এই 'উপরতলার বুর্জোয়ারা জনপ্রিয় বিপ্লবের পথগুলির প্রশ্নে যে কোনভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্যে প্রস্তুত রয়েছে। এরাই হচ্ছে সেই বৃহৎ মিত্রশক্তি যারা প্রত্যক্ষভাবে ল্যাটিন আমেরিকার নতুন জনপ্রিয় বিপ্লবের বিরোধীতা করে।'

এই উপরতলার বুর্জোয়াদের বিপ্লব পূর্ববর্তী-অবস্থায় নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয় না। অক্টোবর বিপ্লব, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব অথবা কিউবা বিপ্লবের পূর্ববর্তী সময়ে এবং পরবর্তী সময়ে এই সব পেশাজীবি সত্তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট সম্পূর্ণ আলাদা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় স্তালিন নেতৃত্বকালে ক্রুশ্চেভের কার্যবিধি এবং স্তালিনেব মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভের কর্মকাণ্ড। অনুরূপভাবে, মাও সে-তুঙ জীবিতকালে লিউ শাও চি এবং তেঙ সো পিঙ-এর বাস্তব কর্মধারার মধ্যে পেশাজীবির জীবিকা আত্মপ্রকাশিত।

কিউবা বিপ্লবের সর্বাধিনাযক হিসেবে ২৬শে জুলাই ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৫, ১৪ই মার্চ পর্যন্ত ফিদেল কাস্ত্রোর কর্মকাণ্ড এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপ তথা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে সব ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন—এই সম্পর্কের ভিতভুমে একটি মাত্র সত্য ও শর্ত কাজ করেছে যে সর্বাধিনায়ক হিসেবে ফিদেল কাস্ত্রোর হাতে সব কিছু যাতে কেন্দ্রিভূত থাকে।* তাই উপরতলার বুর্জোয়াদেব সৃষ্টিকারক ফিদেল কাস্ত্রো এদের মাধ্যমে প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। এই পরিচালনা ব্যবস্থায নব্য রাশিয়ার পেশাজীবি শাসক-মণ্ডলীও এই উপরতলার বুর্জোয়া—যারা কিউবার অর্থনীতিকে সম্পূর্ণভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ রেখেছে। এবং বর্তমান প্রশাসন ব্যবস্থাকে

*—গেরিলা যুদ্ধ রাজনৈতিক কুজ্ঝটিকা শীর্ষক উপঅধ্যায় আর্নেস্টো চে গুয়েভারা—কিউবা অধ্যায় পৃষ্ঠাক ৭১ পৃ থেকে ৮৫ পৃ ফিদেলবাদ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।

দীর্ঘস্থায়ী রাখতে বদ্ধপরিকর। এই হচ্ছে একমাত্র কারণ যে বর্তমান অবস্থাকে স্থিতাবস্থায় রাখতে হলে সশস্ত্র বিপ্লবের বিরুদ্ধেই তাদের কর্মকাণ্ডকে পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত করা। বাস্তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া এবং কিউবা তাদের সম্মিলিত প্রয়াসে বিভিন্ন দেশের শাসক গোষ্ঠি ও "জমিদারদের সঙ্গে নিজেদের জোটবদ্ধ" করেছে, "এরাই সেই মিত্রশক্তি যারা প্রত্যক্ষভাবে ল্যাটিন আমেরিকার নতুন জনপ্রিয় বিপ্লবের বিরোধিতা করে।"

ল্যাটিন আমেরিকায় গেরিলা যুদ্ধের বাস্তবতা সম্পর্কে চে গুয়েভারা তাঁর স্বীয় অভিজ্ঞতা ভিত্তিক বিশ্লেষিত মতামত প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এবং এই হচ্ছে একমাত্র হেতু—যে কারণে চে গুয়েভারার কোন উপস্থিতি পাওয়া যায় না ১৪ই মার্চ ১৯৬৫ খৃস্টাব্দের পর যে কোন একটি দেশেও—যথা গুয়াটেমালা, ভেনিজুয়েলা, কোলোম্বিয়া, পেরু, এই সব দেশে গেরিলা মুক্তি সংগ্রাম দুর্বার তথা বৃহত্তর আকার নেওয়া সত্বেও চে গুয়েভারা উপস্থিত হন নি। অথচ এই সব গেরিলা সংগঠন, দেশ এবং এদের নেতৃবৃন্দ-দের ব্যক্তিগতভাবে জানতেন। এই সব গেরিলা যুদ্ধে যে দুর্বলতা বর্তমান ছিল, তা দেয় অঞ্চলের অধিক সংখ্যক কৃষক-শ্রমিক তথা খেটে খাওয়া মানুষ সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন নি। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বর্তমান সোভিয়েত নেতৃত্ব এবং দেশগত জাতীয় বুর্জোয়াদের জোটবদ্ধ বিপ্লব বিরোধী কর্মধারাও ছিল অতীব শক্তিশালী যে কারণে চে গুয়েভারা এই বাস্তব অবস্থা থেকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে ল্যাটিন আমেরিকার কুড়িটি প্রজাতন্ত্রের একটিতেও [কিউবা সহ] অতর্কিতে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করে রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করা সম্ভব নয়।

এই উপলব্ধিই চে গুয়েভারাকে আন্তর্জাতিক অবস্থায় ঠেলে নিয়ে যায়, যাতে অগণ্য জনজীবন একই সঙ্গে গেরিলা যুদ্ধের সঙ্গে

একাত্মা হয়ে উঠতে পারে। এই কারণ থেকেই আমরা দেখতে পাই ১১ই ডিসেম্বর ১৯৬৪ ইউ-এনে যে বক্তব্য উত্থাপন করেছিলেন, প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সোভিয়েতের নব্য নেতৃত্ব এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপ্লব বিরোধী সহযোগিতাকে; রাষ্ট্রগত-ভাবে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান মেনে নেওয়ার অর্থ অবশ্যই শোষক আর শুষিতের সহযোগী অবস্থান নয়। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে ১১ই ডিসেম্বর ১৯৬৪ চে গুয়েভারাকে হত্যার চেষ্টা করেছিল তিনজন কিউবান যুবক।

১১ই ডিসেম্বর ১৯৬৪ থেকে ১৪ই মার্চ ১৯৬৫ পর্যন্ত চে গুয়েভারা তাঁর বিস্তৃত মতামত, উপলব্ধি বিভিন্ন রচনায় প্রকাশ করেছেন দ্বিধাহীনভাবে। ১৯৬৪ ডিসেম্বরের পর চে গুয়েভারার চীন ভ্রমণ, আফ্রিকা ভ্রমণ শেষে ১৪ই মার্চ ১৯৬৫ কিউবায় ফিরে এসে নিখোঁজ হয়ে গেলেন।

চে গুয়েভারা যে নিখোঁজ হয়ে যাবেন, তা তাঁর অজানা ছিল না। কিউবার অর্থনৈতিক তথা সামাজিক যে অবস্থা ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে গড়ে উঠছিল, যে অবস্থাকে চে গুয়েভারা চিহ্নিত করেছেন: ধনতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা।

কিউবার অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে চে গুয়েভারা ব্যাখ্যা দিচ্ছেন:

"এই বিস্ময়ের বৃহৎ বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে ধনতান্ত্রিক চেতনাকে গড়ে তোলার ব্যবস্থাবলীর প্রথম স্তরের অনুরূপ। ধনতন্ত্র বল প্রয়োগই অবলম্বন করে থাকে, কিন্তু আবার এই ব্যবস্থাবলীই জনজীবনকে প্রকৃত শিক্ষিত করে। প্রত্যক্ষ প্রচার কার্য করা হয় যাদের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে তারাই ব্যাখ্যা মাধ্যমে জানিয়ে দেয় শ্রেণী শাসনের অবশ্যম্ভাবিতা, যে এই ব্যবস্থাদি ঐশ্বরিক উদ্ভূত অথবা প্রকৃতি কর্তৃক আরোপিত যান্ত্রিক সত্তা কি না। জনজীবনকে যা শান্ত রাখে, তারা নিজেরাই দেখতে

পায় যে অশুভ শক্তি কর্তৃক নির্যাতীত হচ্ছে যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সম্ভব নয়।

এ থেকেই জন্ম নেয় আশা, যা ধনতন্ত্রের পূর্ববর্তী বর্ণগত শাসনের বৈষম্যের ব্যবধান ঘটায় কিন্তু তা পথ দেখাতে পারে না। কারো জন্যে বর্ণগত সূত্র শাসন-শক্তির মধ্যে বর্তমান থাকে : আজ্ঞানুবর্তীদের মরদেহ অন্য একটি চমৎকার দুনিয়ার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয় দেখানো হয় যেখানে ভালোরা পুরস্কৃত হয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর, এবং পুরুষানুক্রমিক প্রথা চলতে থাকে। অন্যান্যদের জন্যে, নতুনের প্রবর্তন : শ্রেণী বিভক্তির বিষয়টি হচ্ছে অদৃষ্টবাদ, ব্যক্তিরা শ্রেণী ত্যাগ করে যেতে পারে কর্মের ধারা অনুযায়ী যেখানে কাজ করে, উদ্যোগ ইত্যাদি। এই ধারা এবং উন্নতির জন্যে ব্যক্তির যে শিক্ষা, নিশ্চিতই যা গভীর শঠতাপূর্ণ ভণ্ডামী : এটি হচ্ছে স্বার্থগত ব্যবহারিকতার প্রতি আকর্ষণ গড়ে তোলার শিক্ষাগত প্রকাশ যেখানে মিথ্যাকেই সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করান হয়।"*

চে গুয়েভারার উপরোক্ত বক্তব্য শীর্ষক প্রবন্ধটি ১৯৬৫ জানুয়ারী বা ওই সময়ে লেখা। এই বিশ্লেষিত মতামত থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে কিউবার সমাজকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যে আদর্শে গড়ে তোলার ভাবনা তাঁর মানস জগতে বর্তমান ছিল এবং যা বাস্তবায়ন করতে চেয়েছেন প্রতিটি মুহূর্তে, তা বারবার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল। এই কারণেই চালর্স বেতেলহেইমের সঙ্গে "সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা"** বিতর্কে অনুরূপভাবে চে গুয়েভারা তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন।

এবং সমগ্র রচনার সার কথা হচ্ছে : "ভগবান আমাকে রক্ষা

---

*—এই পুস্তকের ৩৩ পৃঃ থেকে ৪৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

**—লেখকের "কিউবা অধ্যায়" পুস্তক ১৪২ থেকে ১৫৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

করুন বন্ধুদের কাছ থেকে, যাতে আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারি শত্রুদের কাছ থেকে।"

বেতেলহেইমের উদ্দেশ্যে এই কথাগুলো বলা হলেও, কার্যতঃ কথাগুলো বলেছেন কিউবার সর্বাধিনায়ক ফিদেল কাস্ত্রো তথা রাশিয়ার নব্য শাসকদের উদ্দেশ্যেও। বন্ধুদের ছদ্মবেশে যারা মেহনতী মানুষের আদর্শকে ধনতান্ত্রিক নাগপাশে বেঁধে রাখছে। চে গুয়েভারা এই কারণে গেরিলা যুদ্ধকে মুষ্টিমেয় যোদ্ধার সীমানা থেকে বৃহত্তর সমাজের মধ্যে জনপ্রিয়-বিপ্লব সংজ্ঞায় নির্ধারিত করেছেন। একমাত্র এই কারণেই ১৪ই মার্চ ১৯৬৫ খৃস্টাব্দের পর চে গুয়েভারাকে জীবন্ত অবস্থায় কেউ দেখতে পায় নি।

বলিভিয়াব গেরিলা যুদ্ধে যাকে চে গুয়েভারা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে—সে ব্যক্তিটি চে গুয়েভারার প্রতিরূপ মাত্র ; যাকে দীর্ঘ এক বছর আট মাস ধরে তৈরী করা হয়েছে, ইউরোপের কোন বিশেষ দেশে। বলিভিয়া-গেরিলা যুদ্ধের প্রতিটি পদক্ষেপে দেখা যায় যে এই প্রতিরূপের প্রতিটি কার্যকারণই চে গুয়েভারার বিপরীতে দণ্ডায়মান।

* * *

বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধের অভ্যন্তরে— ফিদেল কাস্ত্রোর পিকনিক পার্টির দুর্বার গতি ঃ

বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে একদিকে যেমন রেগিজ দেব্রের সমাদর, সুন্দরী তানিয়াকে বিশেষ বিশেষ কর্মে নিযুক্তি, অনুরূপভাবে ভেনিজুয়েলার ডগলাস ব্রেভো, ফেবরিসিও অজেডা, অথবা কোলোম্বিয়ার ক্যামিলো থোররেস, ফেবিও ভেজকুয়েজ কাসটানো, পেরুর লুইস ডি লা পুন্টে, কিম্বা গুয়াটেমালার ওন সোসাকে অবশ্যই এমন কোন সাহায্য দেওয়ার চিন্তা ফিদেল কাস্ত্রো করেন নি, এই সব দেশের সশস্ত্র গেরিলা মুক্তি যুদ্ধকে প্রকৃতপক্ষে কোন মূল্যই দেননি ফিদেল কাস্ত্রো।

পরিবর্তে রেগিজ দেব্রে এবং সুন্দরী তানিয়ার মতো ম্যারিও মোনজে বলিভিয়ান সাবেকী শোধনবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটরী জেনারেলকে আপ্যায়ন করে অতি গোপনে একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলেন ফিদেল কাস্ত্রো। ১৯৬৬ জানুয়ারী ট্রাইকনটি- ন্যানটাল কনফারেন্সে মোনজে উপস্থিত ছিলেন একজন উদ্যোগী সংগঠক হিসেবে। রেগিজ দেব্রে এবং সুন্দরী তানিয়া মাধ্যমে অন্য ব্যবস্থাদি হলেও মূল ব্যবস্থা তখনও একটি সম্পূর্ণ আকার নিয়ে গড়ে উঠতে পারেনি। বলিভিয়াকে কেন্দ্র করে চক্রান্তের জাল অদ্ভুত ধারায় বিস্তৃত হতে থাকে।

১৯৬৬ মে, ফিদেল কাস্ত্রোর ব্যক্তিগত আমন্ত্রণে মোনজেকে হাভানায় যেতে হয়—এই গোপন সাক্ষাৎ এবং আলোচনার মধ্যে

ম্যোনজেকে পঁচিশ হাজার মার্কিন ডলার উপঢৌকন দেওয়া হয়। তৎকালীন ভারতীয় মুদ্রায় কমবেশী একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা। এবং অঙ্গীকার করানো হয় যে সমস্ত ব্যাপারটাই সম্পূর্ণ গোপন রাখা। সমস্ত ব্যাপার বাস্তবে গোপনই ছিল···ততোদিন, চে গুয়েভারার মৃত্যু ঘোষণা অবধি। চে গুয়েভারার নাম ব্যবহৃত না হলে অবশ্যই তা গোপনই থেকে যেতো। ম্যোনজে তার পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে লেখা একখানি চিঠির মধ্যে নিম্নক্ত সম্পূর্ণ ঘটনাটি ব্যক্ত করেছেন :

"১৯৬৬ মে কমরেড ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে কিউবায় আমার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়। এই আলোচনাকালে, আমার আন্তর্জাতিকতাবাদের চেতনাকে যথেষ্টই উষ্ণ করা হয়, তিনি বলেন অন্য কারো সঙ্গে যোগাযোগের পরিবর্তে তিনি আমার সাহায্য চাইছিলেন এই জন্যে যে একজন কমরেডকে নিরাপদে বলিভিয়ায় যাওয়ার পথ করে দিতে যাকে আমরা দু'জনেই চিনি এবং সে একজন ভাল বিপ্লবী। তার নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে, এবং ফিদেল কাস্ত্রো ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করেন চারজন বিশ্বস্ত কমরেডকে স্থির করা যারা তাকে যাওয়ার পথে রক্ষা করবে এবং যদি সম্ভব হয় তাঁহলে যেন পরে আমিও যাই। আমি তার অনুরোধকে স্বীকার করে নিই এবং তিনি নির্দেশ দেন এই ঘটনাটিকে যেন নিজের মধ্যেই রাখি। তারপর বলিভিয়ান কমিউনিস্ট পার্টিকে নিঃশর্ত সাহায্য দেওয়ার অঙ্গীকার করেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি বলিভিয়ান বিপ্লবের সপক্ষে যা বলিভিয়ানরাই পরিচালনা করবে; তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যাতে বলিভিয়ার আভ্যন্তরিক ব্যাপারে মিশে না যান এবং সেই সব ছাত্রদের আটকে রাখবেন যাদের কিউবায় ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে এবং এখন এরা তাদের

দেশে ফিরে যেতে চায়। এই সবের জন্যে আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই।

আমি ফিরে আসবার পর, এই ঘটনাটির কথা ও আমরা যে চুক্তি করেছি এবং যে সব প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, এর সবই ন্যাশনাল সেক্রেটরীকে জানাই।[৬৫]

মোনজে এই চিঠিখানি লিখেছিলেন ১৫ই জুলাই ১৯৬৮, কিন্তু ১৯৬৬ ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে মোনজের গোপন সম্পর্ক প্রকৃতই গোপন ছিল। কিন্তু মোনজের সঙ্গে ফিদেল কাস্ত্রো কেন গোপন সম্পর্ক করেছিলেন, এর জবাব পাওয়া যায় কার্যকারণ থেকে। একদিকে বলিভিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটরী জেনারেল হিসেবে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নিকট সম্পর্ক, অন্যদিকে ল্যাটিন আমেরিকা তথা বলিভিয়ার পুলিস বিভাগের সঙ্গে মোনজের গভীর যোগাযোগ—এই দুইয়ের সমন্বয়ে ফিদেল কাস্ত্রো নিজেকে কিছুটা রেহাই দিলেন এবং মোনজে মাধ্যমে ক্রেমলিন তথা বলিভিয়ার পুলিস মন্ত্রী আর্গেডেসের সঙ্গে যোগাযোগ রইল জীবন্ত যা থেকে সুন্দরী তানিয়ার পক্ষে চক্রান্তের আসল রূপটি জানা সম্ভব হল না; বলিভিয়ায় বিপ্লব হবে, বলিভিয়া মুক্ত হবে স্বপ্ন দেখে দেখে তানিয়া কিউবার সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করলেন।

মোনজের চিঠিতে যে ব্যক্তিকে বলিভিয়ায় পৌঁছে দেওয়ার কথা, তিনি হচ্ছেন; রিকারডো—পাপ্‌ই নামে যার পরিচিতি এবং খ্যাতি। এই পাপ্‌ই হচ্ছেন কিউবার গেরিলা বলিভিয়ান নন,— ৩০শে জুলাই ১৯৬৭ বলিভিয়ায় নিহত হয়েছেন, কিন্তু তা অনেক পরের ঘটনা। কিন্তু ঘটনাটি হচ্ছে যে ফিদেল কাস্ত্রো কেন শোধনবাদী বিপ্লব বিরোধী কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটরী জেনারেল—যে আবার পুলিসের চর, এমন ব্যক্তিকে কেন গেরিলা যোদ্ধা তথা

৬৫—রুয়েল গেরিলাজ ইন ল্যাটিন আমেরিকা—পৃঃ ৪৮১

গেরিলা যুদ্ধের মধ্যে টেনে আনলেন, গোপনে। তেমনি রেগিজ দেব্রে অপরিচিত বিদেশী, রাজনৈতিক কোলাহল বহির্ভূত একটি সত্তা, মোনজের চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই একটি দিক, এবং অন্যদিকে ফিদেল কাস্ত্রো আবার দেব্রে এবং মোনজের বিপরীতে আরেকজন সরলপ্রাণ বিপ্লবী—ওসকার জ্যামোরা, বলিভিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা। পার্টির বিপ্লব বিরোধী শোধনবাদী পন্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং ১৯৬৫ এপ্রিল ওসকার জ্যামোরার নেতৃত্বে ফেডরিকো এসকোবার ও মৌইসেজ গুয়েভারার সহযোগিতায় বলিভিয়ার খনি অঞ্চল সিগলো ভেইনটি নামক স্থানে মাও ধারার বিপ্লবী কর্মকার্যের উদ্দেশ্যে নতুন কমিউনিস্ট পার্টি জন্ম নেয়। যে কারণে বলিভিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হয়ে পড়ে। কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য কোল্‌লে কিউটো যে বিভক্তিকে বলেছেন: "একটি নজীর বিহীন বিভক্তি।"

চৌদ্দটি জেলায় এই বিভক্তির প্রভাব শোধনবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে ছন্ন ছাড়া করে দেয়, ছয়টি জেলায় বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি স্বীয় বৈপ্লবিক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় এবং তা রক্ষা করে। উল্লেখযোগ্য যে এই ছয়টি জেলার কৃষক-শ্রমিকদের মধ্যেই তাদের সংগঠনের মৌল ভিত। প্রধান শহরাঞ্চল লা প্যাজ, কোচাবাম্বা, এবং সান্তাক্রুজের পেটি বুর্জোয়াদের মধ্যে অবশ্যই শোধনবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবে খুব একটা ঘাটতি দেখা যায় না। বলিভিয়ার শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে পেটীবুর্জোয়া শ্রেণীর রূপ ভিন্ন নয়—এদের কেন্দ্র করেই শোধনবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লব বিরোধী অস্তিত্ব।

এই ওসকার জ্যামোরার সঙ্গেও ফিদেল কাস্ত্রো যোগাযোগ করেন। ফিদেল কাস্ত্রোকে একজন সহজাত বিপ্লবী বলেই জ্যামোরা গ্রহণ করেছিলেন। মোনজের সঙ্গে ফিদেল কাস্ত্রোর যোগাযোগ দেখে

জ্যামোরা হুসিয়ারী দিয়ে মোনজে সম্পর্কে ফিদেল কাস্ত্রোকে জানিয়েছিলেন। চিঠিখানির একাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করছি :

'বলিভিয়ার গেরিলাদের কিউবাই পরিচালনা করছে এবং এই ব্যর্থতার জন্যে তারাই সম্পূর্ণ দায়ী।' জ্যামোরা অভিযোগ করছেন : 'আর্জেনটিনিয়ায় অবস্থিত টাবটাগল, আর্জেনটিনিয়ার তরুণদের গেরিলা আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলিভিয়ার ও আর্জেনটিনিয়ার সংশোধনবাদীরা। ম্যোনজে ও তার চক্রীদের সম্পর্কে লা প্যাজে আপনাদের এ্যামবাসী থেকে এবং সরাসরি হাভানায় ভালো ভাবেই জানানো হয়েছে পেরুভিয়ানদের গেরিলা আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনাবলী সত্বেও, আপনি [ফিদেল] ব্যক্তিগত ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ম্যোনজে ও তার পার্টির উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখেছেন আর্জেনটিনিয়ার গেরিলা গ্রুপকে বলিভিয়ার মাটিতে সাক্ষাৎকার এবং ট্রেনিং-এর দায়িত্ব দিয়েছেন। এই গ্রুপটির সঙ্গে টারটাগলে আর্জেনটিনিয়ার পুলিসদের সাক্ষাৎ হয়েছিল সীমান্ত পেরিয়ে আসার সময়ে। জেনারেল সান র্যোমান [General San Roman], বলিভিয়ার পুলিস প্রধান, যাকে এই ঘটনাবলী সম্পর্কে এরাই সংবাদ দিয়েছিল।'

'যখন আমি ১৯৬৪ খৃস্টাব্দে হাভানায় আর্নেস্টো চে গুয়েভারার সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম, তিনি আমার সঙ্গে একমত হয়েছিলেন যে টারটাগলে সর্বনাশা ক্ষতির জন্যে যে ব্যক্তিটি দায়ী সে হচ্ছে ম্যোনজে, কারণ বলিভিয়ার পুলিসের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল : 'গুয়েভাবার ভাষায় : আর্জেনটিনিয়ার জন্যে টারটাগলে যা ঘটেছিল তা ম্যোনজের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে এবং ফিদেল তা জানেন।' খবরাখবর পাচার না করার চুক্তি থাকা সত্বেও গেরিলা আন্দোলন সম্পর্কে এই ম্যোনজেই

আর্জেনটিনিয়ার শোধনবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে খুবই ভালো-ভাবে সংবাদাদি প্রেরণ করে অভিহিত রাখত, এই কারণ থেকে যে গেরিলারা কাজ করে যাচ্ছে আর্জেনটিনিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির বাইবে থেকে। আপনি কমিউনিস্ট পার্টিগুলির যে সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে আপনিই সই করেছিলেন ম্যারিও ম্যোনজে এবং ভিটোরিও-এর সঙ্গে,* প্রয়োজনের তাগিদে যারা ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত রয়েছে টারটাগলে যা ঘটেছে তা ঢেকে ফেলার জন্যে।"

এই ওসকার জ্যামোরা হচ্ছেন একজন সহজাত বিপ্লবী, ১৯৬৪ খৃস্টাব্দে চে গুয়েভাবার সঙ্গে বলিভিয়ায় বিপ্লব সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন, সময়কালটা দুইটি কারণে স্মরণীয়; প্রথমটি বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে চে গুয়েভারা সেই সময়ে বলিভিয়ার বিপ্লবে যোগ দেওয়া সম্পর্কে কোন ইংগিতই দেননি—পরিবর্তে এই সময়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ড আমরা দেখেছি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে যে এককালের ঘোর স্তালিনবাদী স্তালিনের মৃত্যুর পর ঘোর স্তালিন বিবোধী নিকিতা ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব ভরাডুবির পথে—১৯৬৪ নভেম্বরে পুরোপুরি ডুবে গেলেন তারই সুযোগ্য শিষ্য ব্রেজনেভ-কোসিগিন ক্লিকের তথাকথিত যৌথ নেতৃত্বের ঝাপটায়। এই নতুন ক্লিকের একমাত্র রাজনৈতিক পন্থা ছিল চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্র। ল্যাটিন আমেরিকার ক্ষেত্রে এই চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্র আরোও ভীষণ হয়ে উঠলো। যাইহোক, চে গুয়েভারার সঙ্গে জ্যামোরার সাক্ষাৎকার এবং আলোচনা জ্যামেরো নিজেই ব্যক্ত করেছেন:

'১৯৬৪ সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে একদল বলিভিয়ান তরুণ

*—হাভানার ১৯৬৪ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট পার্টি সম্মেলন।

ছাত্র যারা কিউবা এবং ইউরোপে বাস করতো, সম্মত হয়েছিল মার্কসবাদ-লেনিনবাদী আদর্শে আন্দোলন শুরু করবে যা থেকে বিপ্লবী অগ্রদূত বাহিনী গড়ে উঠে বলিভিয়ার মুক্তি সংগ্রামের জন্যে। আমরা ভেবেছিলাম যে তা করতে হলে বর্তমান বলিভিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্বের কাঠামোর বাইরে একটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ফোর্স তৈরী করতেই হবে। এই কারণ থেকে সাহায্যের জন্যে আমি কিউবায় গিয়েছিলাম। সেখানে মেজর আর্নেস্টো চে গুয়েভারা এই সংগ্রামের প্রতি স্পষ্টভাবেই তাঁর সমর্থন প্রকাশ করেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টিগুলির দুর্নীতি-গ্রস্ত নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যারা শোধনবাদের অভ্যন্তরে ডুবেছিল। বলিভিয়ায় সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল; এই-ই একমাত্র পথ, সশস্ত্রতার পথেই যা সম্ভব। চে-এর সঙ্গে আলোচনাকালে, তিনি তখনো কিউবার মিনিস্টার অব ইনডাসট্রিজ কোনভাবেই তিনি তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি যে তিনি বলিভিয়া বা বিশ্বের অন্য কোথাও সশস্ত্র সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবেন। চে-এর সঙ্গে আলোচনা শেষে, দু'জনেই সম্মত হয়েছিলাম যে এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কাউকে কিছু না বলা এমন কী কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্বকেও নয়, কেবলমাত্র আপনাকে [ফিদেলকে] ছাড়া।'[৬৬]

জ্যামোরার উপরোক্ত বক্তব্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ, এই বক্তব্যে স্পষ্টভাবেই পাওয়া যাচ্ছে যে ১৯৬৪ খৃস্টাব্দ থেকেই একটি গভীর ষড়যন্ত্রের জাল চে গুয়েভারার বিরুদ্ধে ক্রমেই বিস্তৃতিলাভ করছিল। কিন্তু এই সব মহান বিপ্লবীদের মনে সামান্যতমও সন্দেহের উদ্রেক হয়নি যে ফিদেল কাস্ত্রোর তত্ত্বাবধানে যে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার কথা, ল্যাটিন আমেরিকাকে যে মুক্ত করার কথা, এর অভ্যন্তরে

৬৬—রুয়েল গেরিলাজ ইন ল্যাটিন আমেরিকা, পৃঃ ৪৭৭

কোন চক্রান্ত বর্তমান থাকতে পারে। এর মূল কারণ চে গুয়েভারা এবং ফিদেল কাস্ত্রোর মধ্যে যে মারাত্মক ব্যবধান রয়েছে, তা ঢেকে রাখা হয়েছিল বিপ্লব শব্দটির মুখোস দিয়ে। তাছাড়া, সাধারণভাবে মানুষের সহজাত চরিত্র মূলতঃ একটি বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকে, যে কারণে মূল তত্ত্ব বা আদর্শের গভীরে যাওয়া সম্ভব হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে বিংশতি কংগ্রেস যে ধাবা বা ধারণার প্রবর্তন করলো একটি মাত্র মুখ্য তত্ত্ব মাধ্যমে যে মানব সমাজের পরিবর্তন ঘটে গেছে, সোভিয়েত রাশিয়া শক্তিশালী হয়ে উঠেছে—সেই হেতু ; শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান নীতি তথা আদর্শের মাধ্যমে বুর্জোয়া দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় পরাজিত করে নির্বাচন সহযোগে শাসন-ক্ষমতা অধিকার করা সম্ভব, এই প্রতিক্রিয়াশীল ধারাকে প্রথম দিকে বিশ্ব জুড়েই প্রায় মেনে নেওয়া হল। 'স্বৈরাচারী স্টালিন' অভিযোগটিকে দাঁড় করানো হল। ১৯৫৭-৫৮ খৃস্টাব্দে এমন কী মাও সে তুঙকেও প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেছিল। পরবর্তী সময়ে কিউবা বিপ্লবের পর অনন্যপায় হয়ে চে গুয়েভারাও অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্যে রাশিয়ার নতুন নেতৃত্বের কাছে গিয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বিংশতি কংগ্রেসের কার্যবিধি এবং বাস্তব রূপ আত্মপ্রকাশ করে—কিন্তু ততদিনে কিউবার প্রশাসন ব্যবস্থা রাশিয়ার নব্য নেতৃবৃন্দের কবজায় চলে যায়, মার্কসবাদী লেনিনবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রামে এই নতুন নেতৃত্ব যে মারাত্মক ক্ষতি করেছে, তার হিসেব-নিকেশ সম্ভবত আজও পরিপূর্ণভাবে হয়নি।

তাই ল্যাটিন আমেরিকার বিপ্লবীরা রাশিয়ার নব্য নেতৃত্বের উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকলেও ফিদেল কাস্ত্রো সম্পর্কে তাদের মনে চুল পরিমাণ সন্দেহ জাগেনি। আমরা দেখেছি গেরিলা রণাঙ্গণ থেকে গেরিলা নেতৃত্ব সরাসরি ফিদেল কাস্ত্রোর

সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছেন এমন একটি সময়, ১৯৬৪, ১৯৬৫, ১৯৬৬, ১৯৬৭ যখন কিউবা নেতৃত্বের সর্বাধিনায়ক ফিদেল কাস্ত্রো কেবলমাত্র কিউবা বিপ্লবের মুখোসটি রক্ষা করছিলেন, অর্থাৎ বিপ্লবী এবং প্রতিবিপ্লবীদের মধ্যে রক্ষা করছিলেন ভারসাম্য। ফিদেল কাস্ত্রোর রাজনীতির যা কেন্দ্রবিন্দু।

এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি স্মরণ রাখা দরকার যে ১৯৬৪ নভেম্বর ক্রুশ্চেভের পতন এবং পেছনের দরজা দিয়ে ব্রেজনেভ-কোসিগিন ক্লিক কর্তৃক সোভিয়েত শাসন ক্ষমতা অধিকার। এই সময়ে বিশ্বের রাজনীতিতে মাও সে তুঙ নেতৃত্বে বৈপ্লবিক সংগ্রাম এবং ব্রেজনেভ-কোসিগিন ক্লিক কর্তৃক প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত স্পষ্ট হয়ে উঠে। ইতিহাসে এই ঘটনাটিকে 'পিকিং-মস্কো বিরোধ' নামে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, উদ্দেশ্যটি এমন যে যেন দুইটি দেশের মধ্যে একটি তুচ্ছ ঝগড়া।

মানব সমাজের জীবন মরণের এই মৌলিক প্রশ্নে ল্যাটিন আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে "পিকিং-মস্কো বিরোধ" প্রশ্নটি দুই দেশের ক্ষুদ্র বিবাদ হিসেবে দেখা দিল না, পরিবর্তে একটি আদর্শগত প্রশ্ন, আভ্যন্তরিক ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি পার্টি বাস্তবে বিভক্ত হয়ে পড়লো যদিও প্রকাশ্যে তা তখনো আত্মপ্রকাশ করেনি। ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে হাভানায় অনুষ্ঠিত হলো : ল্যাটিন আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সম্মেলন—ডিসেম্বর ১৯৬৪।

'পিকিং-মস্কো বিরোধ' সংজ্ঞায়িত সংজ্ঞাটিকে হাভানা সম্মেলনেও দুই দেশের বিরোধ হিসেবে গণ্য করে প্রস্তাব গৃহীত হলো যে : ল্যাটিন আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টিগুলি এই প্রশ্নে নিজেদের নিরপেক্ষ রাখবে। অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে বিভক্তি থেকে রক্ষা করা এবং তা রক্ষিত হলে রাশিয়ার নব্য নেতৃত্বের প্রতিবিপ্লবী কর্মধারাকে আরোও সহজে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব। হাভানা সম্মেলনে বুর্জোয়া ধূর্তামি আবার সম্পূর্ণতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো।

হাভানা সম্মেলনের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ১১ই ডিসেম্বর ১৯৬৪ ইউ-এনে চে গুয়েভারা যে বক্তব্য উত্থাপন করেছিলেন তা হাভানা সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের বিপরীত মেরুতে দণ্ডায়মান।* ফলস্বরূপ, একদিকে মাও সে তুঙ এবং চে গুয়েভারার বৈপ্লবিক কর্মাদর্শে ল্যাটিন আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টিগুলি খণ্ডিত হয়ে যায়। ওসকার জ্যামোরা হাভানা সম্মেলনের প্রস্তাব সম্পর্কে ফিদেল কাস্ত্রোর ভূমিকাকে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

> 'ডিসেম্বর ১৯৬৪...শোধনবাদী কমিউনিস্ট পার্টিগুলির প্রস্তুতি সভায়, আমার এবং চে গুয়েভারার কথাবার্তা আপনি ব্যক্তিগতভাবে ম্যোনজেকে জানান, এবং কিউবায় বসবাসকারী মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ছাত্রদের এই শোধনবাদী পার্টিগুলির নিয়ন্ত্রণে ঠেলে দেন। আপনি ম্যোনজের সঙ্গে অঙ্গীকার বদ্ধ হন যে আমাদের গ্রুপের সঙ্গে সব রকমের সম্পর্ক ভেঙ্গে ফেলবেন, সেই সময়ে আপনি তা ব্যাখ্যা করেছিলেন 'ফেকসন' হিসেবে। এইভাবে আপনি শোধনবাদী কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করেছেন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করতে। এই ঘটনাগুলি আপনি কোনরকমেই অস্বীকার করতে পারেন না, ১৯৬৫ লা প্যাজে স্বয়ং ম্যোনজে আমাকে এই কথাগুলি বলেছিল, সে গর্বিত হয়েছিল এই বলে যে 'এটাই হচ্ছে তার সব চেয়ে বড় রাজনৈতিক জয়।'[৬৭]

ওসকার জ্যামোরার এই গুরুত্বপূর্ণ অভিমত থেকে পাওয়া যাচ্ছে যে ল্যাটিন আমেরিকায় বিপ্লব সম্পর্কে ফিদেল কাস্ত্রোর চক্রান্তমূলক ভূমিকা—জয় পরাজয় কোন ব্যাপার নয়, বিপ্লব অথবা প্রতিবিপ্লব কোন ব্যাপারই নয়; যে কারণে রেগিজ দেব্রে,

*—এই পুস্তকের ৭৩, দ্রষ্টব্য।

৬৭—রুরেল গেরিলাজ ইন ল্যাটিন আমেরিকা, পৃঃ ৪৭৭।

সুন্দরী তানিয়া, ওসকার জ্যামোরা এবং অন্যদিকে শোধনবাদী প্রতিবিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টিগুলি। ম্যোনজের মতো বিশ্বাস-ঘাতকদের সঙ্গে একই সময়ে বিভিন্ন ধারায় ও কৌশলে কাউকে অর্থ উপঢৌকন দিয়ে, কাউকে বিপ্লবের কথার ফুলঝুরি দিয়ে, কাউকে মর্যাদা দিয়ে সম্পর্ক গড়ে তুলছেন ল্যাটিন আমেরিকার দেশে দেশে বিপ্লব শুরু করা—যে উদ্দেশ্য নিয়ে শোধনবাদী কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সমন্বয়ে ট্রাইকনটিন্যানটাল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হলো। অথচ বিপ্লব যেখানে দুর্বার গতিতে আগুয়ান তার ত্রিসীমানা এড়িয়ে চলেছেন ফিদেল কাস্ত্রো।

* * *   * * *   * * *

জর্জ মাসেট্টি, চে গুয়েভারার অতি ঘনিষ্ট কমরেড, ১৯৬৩ খৃস্টাব্দে আর্জেনটিনিয়ায় গেরিলা যুদ্ধের যে সূচনা করেছিলেন, তা বলিভিয়াব শোধনবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল ম্যারিও ম্যোনজের বিশ্বাসঘাতকতায় টারটাগল এবং স্যালটায় যুদ্ধরত গেরিলা বাহিনীতে পুলিশ ও তার অনুচররা ঢুকে পড়ে এবং ধ্বংস হয়ে যায়। জর্জ মাসেট্টির কোন হদিস পাওয়া যায় না—বিশেষজ্ঞদের অভিমত হচ্ছে : 'হয় তাঁকে হত্যা কবেছে অথবা তিনি জঙ্গলেই মারা গেছেন।'

জর্জ মাসেট্টি সম্পর্কে আবার কিছু উল্লেখ করা দরকার। আর্জেনটিনিয়ার একজন সাংবাদিক, ১৯৫৮ কিউবার সেইররা মায়েসত্রায় গিয়েছিলেন চে গুয়েভারা এবং ফিদেল কাস্ত্রোর সাক্ষাৎকারের জন্যে। ফিবে এসে তার অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে একখানি বই* লিখেছিলেন। কিউবায শাসন ক্ষমতা অধিকার করার পর চে গুয়েভারা মাসেট্টিকে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন এবং কিউবার সংবাদ সংস্থা 'প্রেনসা ল্যাটিনা' নামক সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেন। চে গুয়েভারার বিপ্লবী কমরেড হওয়ার দরুণ মাসেট্টির উপর ফিদেল কাস্ত্রোর দৃষ্টি আদৌ ভালো ছিল না, চে

* Los que luchan & los que eloran.

গুয়েভারার হাত সবল করার ইচ্ছেও তাঁর ছিল না। অবশ্য ফিদেল কাস্ত্রোরই সহায়ক হয়। মাসেট্টি একজন আর্জেনটিনিয়ান, সেই হেতু কিউবার একটি সংস্থায় একজন বিদেশী প্রধান হিসেবে থাকবেন, তা সহ্য করা যায় না। বাধ্য হয়ে মাসেট্টি ১৯৬১ খৃস্টাব্দে ইস্তাফা দিয়ে চলে আসেন এবং আর্জেনটিনিয়ায় ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও বলিভিয়ার সীমান্তে থেকে যান। এই সীমান্তেই গড়ে তুলেন গেরিলা সংগঠন। তাঁর সঙ্গে কিউবান রিকারডো (পাপই) ছিলেন। কিন্তু ম্যোনজ্যের বিশ্বাসঘাতকতায় ম্যাসেট্টির গেরিলা যুদ্ধের প্রচেষ্টা ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু রিকারডো বেঁচে যান, আরেকটি চক্রান্তের খোরাক হওয়ার জন্যে।

রিকারডো-এর সঙ্গে ফিদেল কাস্ত্রো যোগাযোগ করেন চে গুয়েভারার নামে। চে গুয়েভারার নাম থাকার দরুণ কোন প্রশ্ন না তুলেই ফিদেল কাস্ত্রোর প্রস্তাবে বিকারডো সম্মত হন। এই প্রস্তাবে যে কোনরকমের চক্রান্ত বর্তমান রয়েছে রিকারডো তা জানতেন না, তার মনে কোন সন্দেহও ছিল না। আর্জেনটিনিয়ায় মাসেট্টির গেরিলা যুদ্ধের প্রচেষ্টার যে ব্যর্থতা, তার সুযোগ নিয়ে রিকারডোকে প্রস্তাব দেন যে সেই ব্যর্থ প্রচেষ্টাকেই আবার নতুন করে রূপ দেওয়া হবে। রিকারডোর সম্মতি তাঁকে অন্যান্য গেরিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্রিয় করে তুললো। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিদেল কাস্ত্রোর নতুন উপদেশ এলো যে গেরিলা যুদ্ধের জন্যে আর্জেনটিনিয়া উপযুক্ত নয়, কেন না সেখানে রয়েছে একটি নির্বাচিত সরকার। কথাটা সত্যি যে ১৯৬৩ খৃস্টাব্দের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নিলেন অ্যারথুরো ইললিয়া এবং ১৯৬৬ পর্যন্ত তিনিই ছিলেন প্রেসিডেন্ট। ১৯৬৭ খৃস্টাব্দে নির্বাচন ব্যবস্থার সমাধি দিয়ে সামরিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু তা পরবর্তী সময়ের কথা। ১৯৬৫-৬৬ আর্জেনটিনিয়ায় নির্বাচিত সরকার, সেই হেতু, সেখানে

গেরিলা যুদ্ধ সম্ভব নয়। ফিদেল কাস্ত্রো এই আরেকটি নতুন তত্ত্ব যুক্ত করলেন গেরিলা যুদ্ধে—যে তত্ত্বের সঙ্গে চে গুয়েভারার গেরিলা যুদ্ধ বিদ্যার কোন সম্পর্ক নেই। রিকারডো অবশ্যই এতো কিছু তলিয়ে দেখতে পারলেন না। ফিদেল কাস্ত্রোর এই পরিবর্তনকে মেনে নিলেন। ফিদেল কাস্ত্রোর নির্দেশ অনুসারে বলিভিয়াই গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার পক্ষে উপযুক্ত দেশ। এই কারণে যে ১৯৬৪ নভেম্বর থেকে বলিভিয়ার শাসন ব্যবস্থা সামরিক শাসনে পরিচালিত।

স্মরণ করতে হয় যে ১৯৬৫ জানুয়ারী রেগিজ দেব্রেই এই বলিভিয়াকে উপযুক্ত দেশ হিসেবে নির্দেশ দিয়েছিলেন, এবং এই উপযুক্ততার কারণে সুন্দরী তানিয়া প্রকৃতপক্ষে গুপ্তচরের কর্মধারা গ্রহণ করে বলিভিয়ায় কর্মরত ছিলেন। কিন্তু চে গুয়েভারা—এই বলিভিয়া সম্পর্কে ১৯৬৪ থেকে ১৪ই মার্চ ১৯৬৫ পর্যন্ত সামান্যতম ইংগিত দেননি, পরিবর্তে ওসকার জ্যামোরার সঙ্গে চে গুয়েভারার ব্যক্তিগত আলোচনা ১৯৬৪ সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে, স্বয়ং জ্যামোরা উল্লেখ করেছেন যে বলিভিয়া বা অন্য কোথাও গেরিলা যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার অঙ্গীকারের পরিবর্তে চে গুয়েভারা শুধুমাত্র তাঁর সমর্থন জানিয়েছিলেন। এর বেশী কিছু নয়। তবু ফিদেল কাস্ত্রো বারবার সহজাত বিপ্লবীদের কাছে চে গুয়েভারার নামে যোগাযোগ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ফিদেল কাস্ত্রোর এই কর্মধারা থেকে যে সারমর্ম পাওয়া যায়, তা হচ্ছে যেন ফিদেল কাস্ত্রোই কনটিনেন্টাল বিপ্লবের সুপ্রীম ঠিকাদার।

* * *　　　* * *　　　* * *

১৯৬৫ জুলাই নানকাহুয়াজু অঞ্চলে ১২২৭ হেক্টরের যে ফার্মটি কোকো পেরিডো কিনলেন, এই ফার্মটি কেনার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে বলিভিয়াই নির্দিষ্ট হয়ে গেল গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার পূর্বপরিকল্পিত ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে। এই উদ্দেশ্য কেবল মাত্র ফিদেল কাস্ত্রোই

জানতেন, এবং বলিভিয়াকে নির্দিষ্ট করার ভিতেও কার্যতঃ ফিদেল কাস্ত্রো, আন্তর্জাতিক কোন বিশ্ব শক্তির সাহায্য কি তিনি পেয়েছিলেন, অবশ্যই তার কোন দলিল-পত্র অথবা প্রকৃত প্রমাণ নেই। তবে ১৯৬৪ খৃস্টাব্দে সুন্দরী তানিয়াকে বলিভিয়ায় নিযুক্ত করার ভিতে যে কেবল মাত্র ফিদেল নেতৃত্ব কাজ করেছেন বলে মনে হয় না, এই কারণে যে বলিভিয়ায় আসার পূর্বে তানিয়া পূর্ব জার্মানীতে ছিলেন এবং বিশেষ বিশেষ কতকগুলো কাজ সম্পর্কে যেমন সাংকেতিক ভাষা গোপন কার্যকলাপ ইত্যাদির শিক্ষা পেয়েছিলেন—যে বলিভিয়ান ছেলেটিকে বিয়ে করেছিলেন সুন্দরী তানিয়া, সেই আলভারেজ বিয়ের পরই পূর্ব ইউরোপে চলে যায়, এবং বিশ্বশক্তির দায়িত্বশীল সংস্থা এই আলভারেজ মাধ্যমে সাংকেতিক ভাষায় তার আইনতঃ স্ত্রীর সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদান করাটা এক সহজসাধ্য ব্যাপার। এই অনুমানটি বাস্তব যুক্তিহীন নয়। কেননা, সুন্দরী তানিয়ার বয়স তৎসময়ে কমবেশী সাতাশ বছর এবং তার নানকাওয়াস্তে স্বামীর বয়সও অনুরূপ। মধুচন্দ্রিকা যাপনের পূর্বেই আলভারেজ তার স্ত্রী তানিয়াকে বলিভিয়ায় রেখে চলে যায়। এই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের অভ্যন্তরে বাস্তব স্বামী-স্ত্রীর কোন সম্পর্ক ছিল না। এবং আলভারেজ তার পড়াশোনার জন্যে ইউরোপেও যাওয়ার এমন মারাত্মক প্রয়োজন ছিল না। সুন্দরী তানিয়ার স্বামী হিসেবে বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীয়ানা দায়িত্ব মুছে যায়? এই থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে চে গুয়েভারার মৃত্যু ঘোষণার ভিতে কোন বিশেষ বিশ্বশক্তিরও সক্রিয় যোগাযোগ বর্তমান ছিল। যে বিশ্বশক্তি শাসক-শুষিতের সম্পর্ক রক্ষার সপক্ষে।

নিখোঁজ চে গুয়েভারা যে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, এই বক্তব্যকে সত্য বলে প্রমাণ করার জন্যে কেবল মাত্র ফিদেল কাস্ত্রো তথা নেতৃত্বই শুধু নয়, সোভিয়েত রাশিয়া, তথা

বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন যুক্তি মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। রিচার্ডগট হচ্ছেন ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ, তার পুস্তকে নিম্নোক্ত যুক্তিটি প্রচার করেছেন :

> মহাদেশ জুড়ে বিপ্লবের মূল পরিকল্পনার যে স্বপ্ন কিউবায় গড়ে উঠেছিল তা গুয়েভারাকে টেনে এনেছিল আর্জেনটিনিয়ায় ফিরে যাওয়ার জন্যে, মাসেট্টি কর্তৃক ফেলে আসা নিভন্ত গেরিলা যুদ্ধের পুনরজীবনের জন্যে, ব্রেজিলের ব্রিজোলা এবং পেরুর এ্যাল চিনো-এর সঙ্গে ঘনিষ্ট সহযোগিতায়, বলিভিয়াকে ব্যবহার করেছিলেন আশ্রয় এবং শিক্ষালাভের জায়গা হিসেবে। ১৯৬৬-এর শুরুতে লুইস ডি লা পুন্টের বাহিনী সম্পূর্ণ মুছে ফেলা হয়েছিল, কিন্তু এ্যাল চিনো—একজন মানুষ যথেষ্ট শক্তি ও উৎসাহের ভাণ্ডার—বিশ্বাস করেছিলেন যে সেখানে প্রচুর গেরিলা বেঁচে গিয়েছিলেন এবং রয়েছে যথেষ্ট নতুন ভলানটিয়ার নতুন ভাবে শুরু করার জন্যে। মূল পরিকল্পনায় বলিভিয়াকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল এই কারণে যে গেরিলা যুদ্ধ সংগঠিত করার জন্যে স্থানীয় শিক্ষিত ক্যাডার তৈরী ছিল না। তৎসত্বেও বলিভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিকে চাপ দেওয়া হয়েছিল এই দিকে তাদের চিন্তাকে উন্নত করা প্রকৃত পরিকল্পনা নিয়ে যে কী ভাবে বলিভিয়ায় বিপ্লবকে উন্নত করা যায়।[৬৮]

রিচার্ড গট-এর ব্যাখ্যায়ও বাস্তবতাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বলিভিয়ার সাবেকী কমিউনিস্ট পার্টিকে দিয়ে বলিভিয়ায় বিপ্লব সংগঠিত করা—অথচ যে পার্টি নির্বাচনকে আদর্শ রেখে বুর্জোয়া ধুর্তামিই করছে, সেই পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল মোনজের কার্যবিধি ও বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস খুবই ভালো ভাবে ফিদেল কাস্ত্রো জানতেন, কিন্তু তবু মোনজের উপর নির্ভর করছেন—যে মোনজের সঙ্গে মস্কোর

৬৮—রূরেল গেরিলাজ ইন ল্যাটিন আমেরিকা, পৃষ্ঠা ৪৮০/৪৮১।

জীবন্ত সম্পর্ক রয়েছে বর্তমান। যা থেকে সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সোভিয়েত নেতৃত্ব, ফিদেল কাস্ত্রো এবং ম্যোনজের নেতৃত্বে একযোগে বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধের ভিতভূমি তৈরী হয় কেবল-মাত্র মৃত চে গুয়েভারার স্বীকৃত মৃত্যু সংবাদ ঘোষণার জন্যে। এ ছাড়া ভিন্ন সিদ্ধান্তের জায়গা নেই। এই কারণে যে কিউবার গেরিলা যুদ্ধ অর্থে ২৬শে জুলাই ম্যোনক্যাডা গ্যারিসন আক্রমণের যে পরিকল্পনা তা অবশ্যই স্বয়ং ফিদেল কাস্ত্রো কর্তৃক পরিকল্পিত এবং তার বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন। কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কোন সলাপরামর্শ বা সাহায্যের কথা ফিদেল কাস্ত্রো চিন্তা করেন নি। পরবর্তী সময়েও ১৯৬১ খৃস্টাব্দ অবধি সাবেকী কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সঙ্গে ব্যবধান রক্ষা করছিলেন।

সাবেকী কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে চে গুয়েভারা কিউবার গেরিলা যুদ্ধে যোগ দেওয়ার পূর্বেও তাঁর মতামত এবং ধারণা স্পষ্ট এবং পরিচ্ছন্ন—যে পার্টি সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সমাজের আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসবে, সে পার্টি যখন বুর্জোয়া নির্বাচন তত্ত্বকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করে এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি মাধ্যমে সাম্রাজ্য-বাদীদের সঙ্গে সমঝোতায় রূপায়িত করে সশস্ত্র সংগ্রামকে নসাৎ করে—এমন পার্টির সঙ্গে চে গুয়েভারা আঁতাত করবেন বিপ্লবের জন্যে, তা ফিদেল কাস্ত্রোর কল্পনারও বাইরে। পাঠকদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে ১৯৬১ খৃস্টাব্দে পুন্টা ডেল এসটিতে অনুষ্ঠিত এ্যলায়েন্স ফর প্রগ্রেস সম্মেলনে উপস্থিত দুইজন সাবেকী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের চে গুয়েভারা জিজ্ঞেস করেছিলেন: 'হেই· তোমরা এখানে কেন এসেছো···প্রতিবিপ্লব করার জন্যে কী।'* সাবেকী কমিউনিস্ট পার্টি তথা পার্টি নেতৃত্ব ও সদস্যদের কখনো বিশ্বাস করতেন না চে গুয়েভারা। বিশ্বাস যে করতেন না,

*—লেখকের আর্নেস্টো চে গুয়েভারা—কিউবা অধ্যায় দ্রষ্টব্য

তার প্রমাণ আমরা পাচ্ছি সারা ১৯৬৪ এবং ১৪ই মার্চ ১৯৬৫ পর্যন্ত।

চে গুয়েভারা নিখোঁজ হওয়ার পর ফিদেল কাস্ত্রো যে ভাবে ম্যোনজের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন এবং ম্যোনজে বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধ শুরু করতে চাইছেন—তা ঠিক দুই শেয়ানের কোলাকুলির মতন। যে কারণে ফিদেল কাস্ত্রো বিভিন্ন কারণে বলিভিয়াকে নির্দিষ্ট করলেও বলিভিয়ায় গেরিলা যুদ্ধ কোন ভাবেই শুরু করতে পারছেন না।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে চে গুয়েভারার অনুগত মাসেট্টির গেরিলা যুদ্ধের ব্যর্থতা ও মৃত্যু রিকারডোর মনের আগুনকে আরোও দুর্বার করে তুলে। রিকারডো অঙ্গীকাব বদ্ধ হন ফিদেল কাস্ত্রোর প্রস্তাবে। রিচার্ডগটের ব্যাখ্যা থেকে আরেকজন গেরিলা যোদ্ধা এল চিনোর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটলো। চিনোর আসল নাম হচ্ছে: জুয়ান পাবলো চাঙ। যদিও মাসেট্টির ই-এন-এল গেরিলা সংগঠনের সার্বিক পরিকল্পনার অন্যতম স্তম্ভ—কিন্তু সরাসরি গেরিলা যুদ্ধে যোগ দেওয়ার পূর্বেই তা ধ্বংস হয়ে যায় যে কারণে চিনো সক্রিয় অংশ নিতে পারেন নি। এই চিনোর সঙ্গেও নতুন করে ফিদেল কাস্ত্রো যোগাযোগ করেন চে গুয়েভারার নামে। একই সঙ্গে ব্রেজিলের ব্রিজোলার সঙ্গেও যোগাযোগ করেন। উল্লেখযোগ্য যে, যে সব গেরিলা যোদ্ধা বা বিপ্লবীদের সঙ্গে চে গুয়েভারার এক বা অন্যভাবে সম্পর্ক ছিল, ফিদেল কাস্ত্রো বাছাই করে করে সেই সব ব্যক্তিদের সঙ্গেই সম্পর্ক গড়ে তোলেন।

এই সব সহজাত বিপ্লবীদের চে গুয়েভারার নামে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা এবং চিহ্নিত করার কৌশলকে প্রশংসা না করে উপায় নেই। এই কৌশল একদিকে তৎসময়ে বৈপ্লবিক সম্ভাবনাকে পিছিয়ে দিল এবং অন্যদিকে চে গুয়েভারার

অনুগামী হিসেবে দেখানো সম্ভব হলো যে ফিদেল কাস্ত্রো পরিকল্পিত গেরিলা যুদ্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে চে গুয়েভারার। এই যে ক'জন বিপ্লবীদের জড়ো করলেন ফিদেল কাস্ত্রো, এদের প্রত্যেককেই স্বপ্ন দেখানো হলো যে তাদের প্রিয় দেশটিতেই শুরু হবে গেরিলা যুদ্ধ। কিন্তু ফিদেল কাস্ত্রোর দৃষ্টি ছায়াছবির মতো ঘুরপাক খেতে লাগল। পেরুকে বাতিল করে আর্জেনটিনিয়ায় বিপ্লব শুরু করার প্রস্তাবের পরিবর্তনে এ্যাল চিনো যে শুধু ব্যথিত হলেন, তা নয় চিনো এই পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারলেন না। কেন না, এ্যাল চিনোর সঙ্গে ফিদেল কাস্ত্রো আলোচনা করেই পেরুকে নির্দিষ্ট করেছিলেন। তেমনি আর্জেনটিনিয়াও পরিবর্তিত হয়ে গেল, এই পরিবর্তন আবার রিকারডোকে মানসিক ভাবে আঘাত হানলো। কিন্তু চিনো বা রিকারডো ততদিনে চক্রান্তের জালে আটক হয়ে গেলেন তাদের অজান্তে। এবং ফিদেল সম্পূর্ণ ভাবে নির্দিষ্ট করলেন বলিভিয়া।

*** *** ***

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে গেরিলা যুদ্ধের জন্যে ফিদেল কাস্ত্রোর কাছ থেকে ম্যারিও ম্যোনজে উপঢৌকন অথবা যে কোন খাতে পঁচিশ হাজার ডলার পেয়েছিলেন। রিকারডোকে পাঠানো হলো ম্যোনজের কাছে বলিভিয়ার লা প্যাজে, চুক্তি অনুসারে রিকারডোকে চার জন বলিভিয়ান 'যোদ্ধা' দিলেন ম্যোনজে। এই চারজন যোদ্ধার প্রত্যেকেই প্রকৃত যোদ্ধা কিনা, অথবা গুপ্তচর তা জানা যায় না। বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধে যে বলিভিয়ানরাই সংগ্রাম করছে—এমন রঙ চড়াবার জন্যে ম্যোনজের মতো বিশ্বাসঘাতকের চারজন অনুচর গেরিলা যুদ্ধ সংগঠন গড়ে ওঠার পূর্বেই সংগঠনে যুক্ত হয়ে গেলো।

এদিকে নানকাহুয়াজু ফার্মে কোকো পেরিডো বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধের স্বপ্ন দেখে দিন গুণছেন। এই অঞ্চলটি হচ্ছে চোরাচালান-

কারীদের দুর্গ—কোকো পেরিডো ক্রাত ফার্মটি এই চোরাচালান-কারীদের কেন্দ্রভূমে, কিন্তু কোকো পেরিডো এদের দলভুক্ত নন—একজন মহান সহজাত বিপ্লবী, চে গুয়েভারার নামই তাঁকে টেনে আনে এই ভীষণ ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রভূমে প্রতিষ্ঠা করলো।

ফিদেল কাস্ত্রোর নতুন নির্দেশ নিয়ে জুলাই মাসে লা প্যাজে এসে পৌঁছলেন দুইজন খ্যাতিবান বিপ্লবী পোমবা এবং তুমা। এঁরা নিয়ে এলেন জায়গা বদলের নির্দেশ, সরাসরি ফিদেল কাস্ত্রোর কাছ থেকে যে আর্জেনটিনিয়ার বদলে গেরিলা যুদ্ধের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে বলিভিয়া: এই নির্দেশটি এসেছে ফিদেল কাস্ত্রোর কাছ থেকে, পোমবো বা তুমা কোথাও উল্লেখ করেন নি যে এই পরিবর্তনের সঙ্গে চে গুয়েভারার কোন সম্পর্ক আছে কিনা। যদিও বলিভিয়া বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যানুসারে যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন যে এই নিদেশের সঙ্গে চে গুয়েভারাও যুক্ত, কিন্তু যুক্তিটি শুধুমাত্র অনুমানের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

পোমজে হচ্ছে একটি ঐতিহাসিক নাম। কেবলমাত্র কিউবা বিপ্লবের ক্ষেত্রে নয় ল্যাটিন আমেরিকার বিস্তৃত সমাজ জীবনের কাছে, বলা হয়েছে যে কমবেশী আট বছর পোমবো ছিলেন চে গুয়েভারার দেহরক্ষী—তবে এই সময়কালটার শুরুর তারিখ থেকে এবং শেষ তারিখ কোন্‌টি জানা বা অনুমান করা সম্ভব নয়, যদি ১৯৫৯ জানুয়ারী থেকে ১৪ই মার্চ ১৯৬৫ অবধি ধরা হয়, সময়টি দাঁড়াচ্ছে কমবেশী সাত বছর। এবং কিউবা নেতৃত্বের হিসেব অনুসারে বলিভিয়ায় উপস্থিত প্রতিরূপী চে গুয়েভারার সময়কালটি ৭ই নভেম্বর ১৯৬৬ থেকে মৃত্যু ঘোষণার দিনটি ৭ই অক্টোবর ১৯৬৭ অবধি ধরা হয়, সে ক্ষেত্রে আট বছর সংখ্যাটি দাঁড়াতে পারছে। তবে বলিভিয়ার সময়কালটি ঐতিহাসিকভাবে গণ্য করা উচিত হবে না।

যাইহোক, চে গুয়েভারার দেহরক্ষী হিসাবে পোমবো সারা ল্যাটিন আমেরিকা জুড়ে পরিচিত। পোমবোর আগমনে যে ক'জন গেরিলা যোদ্ধা যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন—তারা ধরেই নিয়েছিলেন যে চে গুয়েভারা বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধে নেতৃত্ব দেবেন অথবা এই গেরিলা যুদ্ধ চে গুয়েভারা পরিকল্পিত। যদিও পোমবো কোন ভাবেই যোদ্ধাদের কাছে কোন ইংগিত দেন নি যে চে গুয়েভারা এর মধ্যে রয়েছেন। যোদ্ধারা ধরে নিয়েছিলেন যে পোমবো এই কথাটা প্রকাশ করছেন না কারণবশতঃ। এবং তুমা হচ্ছেন আরেকজন খ্যাতিবান কিউবান গেরিলা যোদ্ধা এবং চে গুয়েভারার অতি কাছের একজন। চে গুয়েভারা নিরুদ্দেশ হওয়া সম্পর্কে পোমবো বা তুমা কোথাও কিছুই উল্লেখ করেন নি। চে গুয়েভারার অতি কাছের লোক হওয়া সত্ত্বেও এদের কেউ ফিদেল কাস্ত্রো বিরোধী নন, পরিবর্তে ফিদেল কাস্ত্রোর প্রতিও রয়েছে গভীর আকর্ষণ। এরা কেউই চে গুয়েভারা এবং ফিদেল কাস্ত্রোর মধ্যেকার মূল ব্যবধান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না, মূল কথাটি হচ্ছে যে এরা বা এদের কেউই কার্যতঃ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌল শর্ত তথা উদ্দেশ্য সম্পর্কে খুব একটা গভীরে পৌছতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না, তাদের কাছে শাসকের পরিবর্তনই ছিল মুখ্য। যেমন কিউবা বিপ্লবের মূল শর্ত যা ফিদেল কাস্ত্রো প্রচার করেছিলেন যে বাতিস্তাকে শাসক হিসেবে উৎখাত করা এবং ফিদেল কাস্ত্রো হবেন বাতিস্তার স্থলাভিসিক্ত। নি ক্যাপিটালিজমো নি কমিউনিজমো মাস কিউবানিজমো—অর্থাৎ ধনতন্ত্র নয় কমিউনিজম নয় পরিপূর্ণ কিউবাবাদ, ফিদেল কাস্ত্রো যে আদর্শ কিউবার প্রশাসন ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তাই পোমবো, তুমা, রিকারডো এবং এ্যল চিনো অথবা কোকো পেরিডো বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধের উদ্দেশ্যকে আঁচ করতে পারেন নি।

তেমনি গেরিলা যুদ্ধের বাস্তবতা সম্পর্কে চে গুয়েভারার উপদেশকেও অনুধাবন করেন নি—সামান্য গভীরতা নিয়ে অনুধাবন করলেই দেখতে পেতেন যে বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধ এবং সংগঠন যে ভাবে গড়ে তোলা হয়েছে, পরিচালনা করা হয়েছে : সেই সব পদ্ধতি-কৌশল অথবা আঙ্গিক পরিপূর্ণভাবে চে গুয়েভারার বিপরীতে।

পোমবো এবং তুমা গুরুত্ব দিয়েই রিকারডো-এর সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা করেন—পাঠকদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে ফিদেল কাস্ত্রো ম্যোনজেকে অনুরোধ করেছিলেন কোন একজন কমরেডকে বলিভিয়ায় পৌঁছে দিতে, সেই কমরেড হচ্ছেন এই রিকারডো—মে মাসে বলিভিয়ায় এসেছিলেন। রিকারডো আসার পর দুই সহোদর ভ্রাতা কোকো পেরিডো এবং ইনটি পেরিডো দু'জনেই আন্তরিক ভাবে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার জন্যে উদগ্রীব ছিলেন। পোমবো দীর্ঘ আলোচনা করলেন সেই চারজন সদস্যের সঙ্গে যারা বলিভিয়ান শোধনবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য এবং যারা ম্যোনজের ইচ্ছায় গেরিলা সংগঠনে যোগ দিয়েছেন। এটা লক্ষণীয় যে রিকারডো, পোমবো এবং তুমা হচ্ছেন কিউবান, এ্যল চিনো হচ্ছেন পেরুভিয়ান, এবং ম্যোনজে ও তার চারজন এবং কোকো ও ইনটি পেরিডো হচ্ছেন বলিভিয়ান। এবং এই এগারোজন গেরিলার বাস্তব ও প্রকৃত নেতা হচ্ছেন পোমবো।* কিন্তু এর মধ্যে ম্যোনজে ও তার চারজন অনুচর মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়? দেখা যাচ্ছে যে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতির প্রথম স্তর থেকে সব কিছুই শোধনবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল ম্যোনজের নখ দর্পণে। এটাই বিস্ময়কর যে চে গুয়েভারার দেহরক্ষী হিসেবে যার দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা সেই পোমবো কি ভাবে এবং কেন ম্যোনজেকে বিশ্বাস করতে পারলেন?

*পোমবো হচ্ছে ছদ্মনাম, আসল নাম : হ্যারি ভিলিগাস তামায়ো।

রিকারডোও তদ্রুপ ম্যোনজে সম্পর্কে প্রথম দিকে ছিলেন খুবই আশাবাদী, এই কারণে যে স্বয়ং ম্যোনজে এই গেরিলা যুদ্ধে অংশ নেবেন। ম্যোনজে নিশ্চিতই আশা করেছিলেন যে তিনিই হবেন এই গেরিলা যুদ্ধের নেতা। ম্যোনজেকে জানানো হয়নি যে এই গেরিলা যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে অবশ্যই অন্য কেউ আসছেন। কিন্তু কথাটা ফাঁস না করলেও ম্যোনজের ক্ষেত্রে সমগ্র ঘটনা এবং বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের উদ্দেশ্য বোঝা অসম্ভব নয়। এই কারণে যে ম্যোনজের সঙ্গে যেমন বলিভিয়ার পুলিশ প্রধান এবং আভ্যন্তরিক মন্ত্রী তথা ক্রেমলিন নেতৃত্ব এবং বলসেভিকহীন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বর্তমান ছিল। যে কারণে সপ্তাহ পেরুবার আগেই ম্যোনজের পরিবর্তন ঘটে গেল। ম্যোনজে সম্পর্কে আশাবাদী রিকারডো ম্যোনজেকে অনুরোধ জানালেন: 'কুড়ি জন ছাড়া ম্যোনজে যেন আরো কুড়ি জন যোদ্ধা দেন।'

পরিবর্তে ম্যোনজে ক্ষেপে উঠলেন এবং জবাব দিলেন যে: 'কিসের কুড়ি জন।' ম্যোনজে জানিয়েছিলেন যে কেন্দ্রিয় কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তার ঝামেলা শুরু হয়েছে। এই সব সদস্য তাকে চাপ দিচ্ছে যাতে ম্যোনজে সশস্ত্র সংগ্রামে যোগ না দেন। এই কারণ থেকে যে সাম্প্রতিক নির্বাচনে [জুলাই মাসের নির্বাচন] তাদের সাফল্য ঘটেছে পূর্ববর্তী নির্বাচনেব ফলাফলের তুলনায় শোধনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ভোট পেয়েছে দ্বিগুণ, অর্থাৎ পূর্ববর্তী নির্বাচনেব ১৫০০০ ভোট লাফিয়ে ওঠেছে ৩২০০০ হাজারে। এই সাফল্যকেই শোধনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি আদর্শগত অগ্রগতি বলে মনে করেছে। ম্যোনজের এই পরিবর্তন ফিদেল কাস্ত্রোকে অবশ্যই ভয়ংকর অসুবিধের মধ্যে ঠেলে দিল। সমগ্র মহাদেশ জুড়ে বিপ্লব সৃষ্টির এতো যোগসাজস বুঝি নিমেষে মিলিয়ে যায়। সমগ্র ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে পোমবো সরাসরি চিঠির মাধ্যমে ফিদেল কাস্ত্রোকে জানালেন:

যে সামান্য উন্নতি আমরা করেছিলাম, সেখানে একজন দেখতে পেতো যে হাওয়ার মধ্যে কিছু ছিল আরোও সূক্ষাতিসূক্ষ-ভাবে, সংগ্রামে যোগদানের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে এক গভীরতম অনিশ্চয়তা। প্রকৃত পক্ষে এটা হচ্ছে একটি মৃত ইস্যু ; এবং এই সমস্যা আমাদের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে যে এই বিষয় সম্পর্কে ওদের সামান্যও উৎসাহ নেই। প্রকৃত ঘটনাটি যে মবইলি (রিকারডো) রুদ্ধশ্বাসে মানুষের গলায় ঝুলে চেষ্টা করছে কোন না কোন কিছু করার জন্যে ; এক ভয়ংকর চেতনাহীনতা। আমরাই সেই যারা সংগঠনের জন্যে সবকিছুই করছি কিন্তু ওরা এতোটুকুও সাহায্য আমাদের করছে না।[৬৯]

পোমবো তার ডায়েরীতে এই চিঠিখানার উল্লেখ করেছেন। সময়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ—জুলাই ১৯৬৬। এখানে লক্ষণীয় যে বলিভিয়ায় গেরিলা যুদ্ধ শুরু করা এই উদ্দেশ্যে যে সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকায় বিপ্লব ছড়িয়ে পড়বে বলিভিয়ার এই স্ফুলিঙ্গ থেকে। বিপ্লব হবে বলিভিয়ায় কিন্তু বলিভিয়ান নেতৃত্ব সেখানে নেই—নেতৃত্ব কিউবান পোমবোর হাতে। গেরিলা যুদ্ধের প্রারম্ভের এই অবস্থা থেকে কী মনে হয় যে ফিদেল কাস্ত্রো প্রকৃতই একটি প্রকৃত বিপ্লব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করার জন্যে কাতর? পোমবোর এই চিঠিখানার প্রতিক্রিয়া ছিল খুবই মারাত্মক। লোক বা যোদ্ধা কোথা থেকে হাজির করা…অন্ততপক্ষে কিছু লোক দরকার যাদের দিয়ে বিপ্লব-বিপ্লব খেলা শুরু করা সম্ভব।

*** *** ***

পোমবোর চিঠি থেকে দিনের আলোর মতোই সব পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তবু এই সহজাত বিপ্লবীরা ফিদেল কাস্ত্রোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সামান্য সন্দেহ প্রকাশ করেননি। কিউবা গেরিলা যুদ্ধের অভিজ্ঞতার

৬৯—রুয়েল গেরিলাজ ইন ল্যাটিন আমেরিকা, পৃ ৪৮৬।

পরিপ্রেক্ষিতে পোমবো এবং তুমা দুজনের অবশ্যই সন্দেহ করা উচিত ছিল যে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের সমগ্র ব্যাপারই একটি প্রহসন, তৈরী ব্যাপার। পোমবোর চিঠি যে ফিদেল কাস্ত্রোকে ভাবিয়ে তুলেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ফিদেল কাস্ত্রোর পরবর্তী কার্যকরণ থেকে।

এ্যল চিনো সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করেছি, তাঁর আসল নাম হচ্ছে : জুলিও ডাগনিনো প্যকহিকো, কিন্তু স্যানচেজ নামেও খ্যাত। পেরুর বামপন্থী বিপ্লবী সংগঠনের প্রতিনিধি ল্যা প্যাজে উপস্থিত ছিলেন। কিউবা থেকে তাকেও লোভ দেখানো হয়েছিল যে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার পরই এই যুদ্ধ প্রসারিত হবে পেরুতে। সেইহেতু, এ্যল চিনো অবশ্যই পেরুর গেরিলা যোদ্ধাদের বলিভিয়ায় নিয়ে আসবে, নানকাহুয়াজু ক্যাম্পে শিক্ষালাভের জন্যে এবং গেরিলা যুদ্ধে অংশ নিয়ে যুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করবে, পেরুর যুদ্ধে কিউবার গেরিলারাও যোগ দেবে।

গেরিলা যোদ্ধা সংগ্রহ করার পদ্ধতি অনেকটা মাছ ধরার টোপ। এ্যল চিনো যদিও ফিদেল কাস্ত্রোর এই টোপ গিলেছিলেন, কিন্তু ষড়যন্ত্রের কিছুটা হয়তো বুঝতেও পেরেছিলেন। নির্দিধায় তিনি বলেছিলেন : 'কিউবানরাই সর্বকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে এবং তাদের সিদ্ধান্তই হচ্ছে চূড়ান্ত।'

যদিও এ্যল চিনো তার মতামত প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু তিনি সরে আসেননি। কিউবা থেকে তাকে ব্লেক-মেল করা হয়েছিল কি না, জানা যায় না। এ্যল চিনোর সঙ্গে মোইসেজ গুয়েভারা নামক একজন খান শ্রমিকের পরিচয় ছিল। এই মোইসেজ গুয়েভারা একযোগে ওসকার জ্যামোরা এবং এসকোবারের সঙ্গে বলিভিয়াব শোধনবাদী কামউনিস্ট পার্টি ত্যাগ করে মাওপন্থী কামউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলেন যা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এ্যল চিনোর প্রভাব এবং চেষ্টায় মোইসেজ গুয়েভারা কুড়িজন কমরেড সহ গেরিলা যুদ্ধে যোগ দেবেন

স্বীকার করে নিলেন। মৌইসেজ গুয়েভারার স্বীকৃতির অর্থ অবশ্য এই নয় যে ফিদেল কাস্ত্রো বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন এবং বলিভিয়ান মৌইসেজের উপর আরোপ করলেন—বাস্তবে লোকের অভাব যদিও বলিভিয়ানদের মধ্যে প্রচুর বিপ্লবী বর্তমান ছিল, ট্রটস্কীপন্থীদের এক বিরাট সংখ্যা সশস্ত্র সংগ্রামের সপক্ষে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারতো, কিন্তু এদের কোন আস্থা ছিল না ফিদেল কাস্ত্রোর উপর! এবং যে উদ্দেশ্যে বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধ, এদের সংস্পর্শে এলে সেই উদ্দেশ্যই ভণ্ডুল হয়ে যাবে। এবং তা ছাড়া, অন্য একটি প্রধান পয়েন্ট যে মৌইসেজ-এর পারিবারিক পদবী 'গুয়েভারা' —নামটিও একটি আকর্ষণ, এই 'গুয়েভারা' নামটি প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতে পারে যদি কোন ভাবেই একজন প্রতিরূপী 'চে গুয়েভারার' ব্যবস্থা না হয়। তাই যে ব্যাক্ত যে ভাবেই অঙ্গীকারাবদ্ধ হোক না কেন বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের চাবিকাঠি স্বয়ং ফিদেল কাস্ত্রোর বজ্র-মুষ্টির অভ্যন্তরেই রইল। মৌইসেজ গুয়েভারা সম্পর্কে পোমবো তার ডায়েরীতে লিখেছেন:

আমরা আলোচনা করেছিলাম যখন [মৌইসেজ] গুয়েভারাকে ব্যবহার করা হবে তখন কী করতে হবে তা গ্রহণ করা উচিত। স্যানচেজ পরামর্শ দিয়েছে যে অপারেশনের ও কেন্দ্রিভূতির জায়গা ইত্যাদি সম্পর্কে গুয়েভারাকে বিশ্বাস না করা। সে পরামর্শ দিচ্ছে যে, সব থেকে ভালো ব্যবস্থাটি হবে, যদিও তা কিছু ব্যয় সাপেক্ষ, তবু তার সংগঠনটিকে বাস্তব পরীক্ষার মধ্যে নিয়ে যাওয়া। এই ব্যবস্থার জন্যে, তাকে বলা যেতে পারে যে তার লোকদের সে কোচাবাম্বায় সমবেত করে, বিদ্রোহ করার জন্যে প্রস্তুত থাকবে। এটা করার জন্যে তাকে পনেরো দিনের সময় দেওয়া যেতে পারে, এবং তাকে জিজ্ঞেস করা হোক এই সবের জন্যে যেমন গাড়ী ভাড়া, ঘর ভাড়া

ইত্যাদির জন্যে কি খরচ পড়তে পারে, এইভাবে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে প্রকৃতই তার কোন লোক আছে কী না যারা বিদ্রোহের জন্যে প্রস্তুত।[৭০]

এই চিঠিখানি পোমবো সরাসরি ফিদেল কাস্ত্রোর কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং মৌইসেজ গুয়েভারা সম্পর্কে পোমবোর বিশ্লেষণ থেকে কতকগুলো বিশেষ উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে ওঠে। যেমন, মৌইসেজ গুয়েভারা একজন মাওবাদী বিপ্লবী—অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তার উপর বৈপ্লবিক আস্থা নেই, তা ছাড়া প্রকৃতই তার জনবল কতটুকু সে সম্পর্কেও অবিশ্বাস, এবং লক্ষ্য করা দরকার যে যেখানে সমগ্র মহাদেশ জুড়ে বিপ্লবের প্রস্তুতির কেন্দ্র হিসেবে বলিভিয়ায় গেরিলা যুদ্ধ শুরু করা, সেখানে মৌইসেজের বাস্তব পরীক্ষা নেওয়ার জন্যে মুদি দোকানের ব্যবসায়ীর মতো খরচ পত্রের হিসাবাদি মাধ্যমে বৈপ্লবিক চেতনাশক্তির মানদণ্ড ধার্য কবা হয়। বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধে যোদ্ধা সংগ্রহে এই ধারাই যে একটি নির্দিষ্ট নীতি হিসেবে অনুসৃত হয়েছে—পোমবোর বিশ্লেষণ থেকেই তা বোঝা যায়।

যদিও এই পরিকল্পনা গৃহীত হয় না, কিন্তু মৌইসেজ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা বর্তমান থাকে, তাকে বিশ্বাস করা হয় না। রিকারডো তো বলেই ছিলেন যে মৌইসেজ গুযেভারা হচ্ছে যন্ত্রনাদায়ক কীট এবং বিদ্রোহ করা সম্পর্কে প্রকৃতই অযোগ্য। যদিও স্যানচেজ মনে করতেন যে মৌইসেজের কিছু না কিছু মূল্য আছে। এই মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে পোমবো নিম্নোক্ত রিপোর্ট ফিদেল কাস্ত্রোর কাছে পাঠিয়ে ছিলেন:

> মৌইসেজ তার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বলেছেন যে গেরিলা যুদ্ধে আমাদের পন্থা গ্রহণ করে, তিনি খোলাখুলি লড়বেন যা আমরা স্বীকার করে নিতে ব্যর্থ হয়েছিলাম। তার গ্রুপটি

৭০—রেল গেরিলাজ ইন ল্যাটিন আমেরিকা—পৃষ্ঠা ৫৮৭

হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর নির্যাস [খনি মজুর] ; কৃষক, সাধারণ মানুষ যারা লড়াই-এর জন্যে আত্মনিবেদিত। তাদের প্রায় সবাই সংগ্রামশীল, কুড়ি জন প্রস্তুত রয়েছেন লড়াই-এ যোগ দিতে।[৭১]

পোমবোর পূর্ববর্তী রিপোর্ট এবং উপরোক্ত রিপোর্টের মধ্যে যে অসংগতি বর্তমান, তা হচ্ছে যে বলিভিয়ার এই গেরিলা যুদ্ধে একদিকে শোধনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি যারা বিপ্লব বিরোধী, তাদের সেক্রেটারী জেনারেল মোনজে একদিকে, অন্যদিকে লোকাভাবে মাওপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মৌইসেজ গুয়েভারাকে যে ভাবেই হোক টেনে আনা। মৌইসেজের আরেকটি বৈশিষ্ট হচ্ছে যে তিনি ডিনামাইট বিস্ফোরণে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল, এটি তার পেশাগত জীবিকার অন্তর্গত। পোমবো উপরোক্ত রিপোর্ট পাঠালেও মৌইসেজকে তখনো গোরিলা সংগঠনের অভ্যন্তরে নেওয়া হয়নি।

নানকাহুয়াজুয় ট্রেনিং ক্যাম্প বসালেও গেরিলা যুদ্ধটি যে কোথা থেকে শুরু হবে, সে সম্পর্কে বলিভিয়ায় অবস্থানরত কোন যোদ্ধাই জানতেন না। তাই উড়ো খবরের মতো পরস্পরের মনে বলিভিয়ার এক বা অন্য জায়গা উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিল। নির্দিষ্ট জায়গা বা অঞ্চল সম্পর্কে ছিল অনিশ্চিত ধারণা। ফিদেল কাস্ত্রো তখনো সেই অঞ্চলটি নির্দিষ্ট করেন নি।

এই অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যে সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ কিউবা থেকে আরেকজন নতুন দূত এসে হাজির হলো, প্যাকহো* নিয়ে এলেন নতুন নির্দেশ ল্যা প্যাজ শহরে। দেখানো হয়েছে যে 'চে গুয়েভারা' পাঠিয়েছেন এই নতুন নির্দেশ। বিস্ময়টি হচ্ছে যে বলিভিয়াকে কেন্দ্র করে ১৯৬৪ থেকে যে তোড়জোড় চলে আসছিল তার

৭১—ঐ

*—প্যাকহো-এর আসল নাম আলবার্টো ফারনানডেজ মনটেস ডি ওকা।

মধ্যে চে গুয়েভারার নাম প্রকৃত পক্ষে উচ্চারিতই হয়নি। এই প্রথমবার দেখানো হলো যে 'চে গুয়েভারা' নির্দেশ পাঠিয়েছেন। ঘটনাটি লক্ষণীয় যে ১৪ই মার্চ ১৯৬৫ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ কমবেশী দেড় বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। চে গুয়েভারা নিখোঁজ হওয়ার দিনটি থেকে প্রত্যেক ঘটনা এবং পদক্ষেপ অনুধাবন করলে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে এই কমবেশী দেড় বছরে চে গুয়েভারার প্রতিরূপ তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। কেন না, এই দেড় বছর চে গুয়েভারা যদি প্রকৃতই বেঁচে থাকতেন—প্রথমতঃ গা-ঢাকা দেওয়ার এমন কোন পরিস্থিতি তৎসময়ে গড়ে ওঠেনি এবং ফিদেল কাস্ত্রো যে বক্তব্য হাজির করেছিলেন, তাতেও দেখা যাচ্ছে যে চে গুয়েভারা তাঁর স্ত্রী তথা সন্তান সন্ততির সঙ্গেও ছিলেন না। লেভরেৎস্কী যে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন ; 'চেহারা এতোই পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল যে বিশ্ববিখ্যাত চে-এর সঙ্গে কোন মিলই ছিল না।'[৭২] চেহারা এতো পরিবর্তিত হয়েছিল যে যখন তার স্ত্রী ও কন্যা সেলিয়াকে বিদায় জানাবার জন্যে গিয়েছিলেন, তার নিজের কন্যা তাকে চিনতে পারেনি, এমন কী কন্যাটিকে কোলে তুলে আদর করার পরও। সেলিয়া এ্যালেইডাকে বলেছিল : 'দেখ মা, এই বুড়ো লোকটি আমার ভালবাসায় পড়ে গেছে।'[৭২] তবে এই বুড়ো সম্পর্কে এ্যালেইডার মতামত জানা না গেলেও এটা বোঝা সহজ যে কিউবার রাষ্ট্র শাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো সাহস তার ছিল না, মাতৃসত্তার দুর্বলতার কারণে।

যাইহোক, লড়াই-এর জায়গা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, লোকাভাব, পরস্পরের প্রতি সন্দেহ—এইসব মিলিয়ে যোদ্ধাদের মধ্যে এক অরাজক অশান্তি, যে অশান্তি ফিদেল কাস্ত্রোর পক্ষে মেটানো ছিল অসম্ভব। ১৯৬৫ জুলাই থেকে ১৯৬৬ সেপ্টেম্বর এই দীর্ঘ সময় ধরে শুধু যুদ্ধের কথা হচ্ছে, কিন্তু সবই ফাঁকা। এই পরিস্থিতির মধ্যে

৭২—আই লেভরেৎস্কী প্রণীত আর্নেস্টো চে গুয়েভারা, পৃঃ ২৩১।

প্যাকহো যে চিঠি নিয়ে এলেন তথাকথিত চে গুয়েভারার কাছ থেকে —তা সত্য অথবা মিথ্যা যোদ্ধারা এই প্রশ্নের অভ্যন্তরে যেতে পারলেন না, বিপ্লবীর সহজাত চেতনাই তাদের গেরিলা যুদ্ধের মাদকতায় ডুবিয়ে রেখেছিল। চে গুয়েভারার নাম থাকায় অচিরেই যোদ্ধাদের মধ্যে নেমে এল শান্তি এবং সব বিবাদ ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন গেরিলা যোদ্ধারা।

চে গুয়েভারার নাম ব্যবহার না করে অন্য কোন পন্থা ছিল না, যে নাম যোদ্ধাদের মানসিক জীবনকে জীবন্ত করে তুললো। এই চিঠিখানিতে পূর্ববর্তী অনেক কিছুর রদবদল হলো। এই নির্দেশের মূল বক্তব্যগুলি যথাক্রমে: চে গুয়েভারা নির্ভর করতে চান মৌইসেজ গুয়েভারার উপর শোধনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি অর্থে ম্যোনজের পরিবর্তে। কেন না, ম্যোনজের উপর কোন আস্থা রাখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ নানকাহুয়াজুকে পরিহার করে বেনী অঞ্চলেই শুরু করা গেরিলা যুদ্ধের প্রাথমিক কার্যাদি। যে অঞ্চলটি বলিভিয়ার উত্তরদিকে এবং পেরু পর্যন্ত বিস্তৃত, বলিভিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের পরিবর্তে যার বিস্তৃতি আবার আর্জেনটিনিয়া ও প্যারাগুয়ে সীমান্ত পর্যন্ত।

ফিদেল কাস্ত্রোর নামে এই রদবদল হলে যোদ্ধারা খুব সম্ভবত তা মেনে নিতেন না এবং গেরিলা যুদ্ধই ভণ্ডুল হয়ে যেতো। আর যোদ্ধারা বলতে তো মাত্র চারজন—রিকারডো, স্যানচেজ, পোমবো, তুমা এবং ম্যোনজে বাস্তবে ভাসন্ত। এই চারজনের মধ্যে নিরাশা আর অনিশ্চয়তা ফিরিয়ে আনার জন্যেই চে গুয়েভারার নাম ব্যবহৃত হলো।

চে গুয়েভারার নামে নির্দেশটি পাঠালেও মূল অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব ছিল না। তবে চে গুয়েভারার নাম ব্যবহারে অন্যান্য বিপ্লবীদের যারা গেরিলা সংগঠনে যোগ দেন নি, তাদের আকৃষ্ট করা সম্ভব। শুধু চারজনকে দিয়ে যুদ্ধ শুরু করলেও মূল উদ্দেশ্যটির

সাফল্য আসবে না, অর্থাৎ চে গুয়েভারার মৃত্যু ঘোষণা করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। চে গুয়েভারার নামে নির্দেশ পাঠালেও চে গুয়েভারার উপস্থিতি সম্ভব হলো না। যে কারণে একান্ত বিশ্বস্ত রেগিজ দেব্রেকে কিউবা থেকে পাঠানো হলো: নতুন বেশী অঞ্চল সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া এবং মোইসেজ গুয়েভারা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া, যাতে মোইসেজকে টেনে এনে লোকাভাব দূর করা যায়।

রেগিজ দেব্রের আগমনে ফিদেল কাস্ত্রোর উদ্দেশ্যগত ভিতভূমি আরোও পরিষ্কার হয়ে উঠলো। প্রসঙ্গত স্মরণ রাখা প্রয়োজনীয় যে রেগিজ দেব্রে তার স্ব-নামেই কিউবা থেকে বলিভিয়ায় আসছেন, যাচ্ছেন, এবং তিনি একজন দৃঢ় কাস্ত্রোপন্থী বলেই তার খ্যাতি। দেব্রের যাওয়া-আসায়, বলিভিয়ার অভ্যন্তরে স্বাধীনভাবে চলা-ফেরায় ব্যারিয়েনটোসের সামরিক শাসনের কোন রকমের সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার কারণটি প্রকৃতই আশ্চর্যজনক ভাবে বিস্ময়কর। বলিভিয়ার সামরিক সরকার ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে হাভানায় অনুষ্ঠিত ট্রাইকনটিন্যানটাল কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অন্ধ ছিল না, তদ্রুপ দেব্রের সঙ্গে তানিয়ার মেলামেশা ছাড়াও সামরিক সরকারের এটা বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কারণ ছিল না যে 'কাস্ত্রো-ইজম্—লঙ মার্চ অব ল্যাটিন আমেরিকা' শীর্ষক প্রবন্ধটি ১৯৬৫ জানুয়ারী প্রকাশিত, যে প্রবন্ধে দেব্রে বলিভিয়াকেই উপযুক্ত এবং যোগ্য দেশ বলে নির্দিষ্ট করেছেন—এই বলিভিয়া থেকেই গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার উপদেশ বা নির্দেশ প্রচারিত হয়েছে। যে রচনা দেব্রেকে এক রাতেই বিখ্যাত করে তুলে এবং কিউবায় দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেই দেব্রেকে কেন বলিভিয়ার সামরিক সরকার সন্দেহ করলো না। এ থেকে অনুমান করা অসংগত হবে না যে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের সার্বিক ব্যাপার বলিভিয়ার সামরিক সরকারের সম্মতি নিয়েই এগিয়ে চলছিল? গেরিলা যোদ্ধাদের

পক্ষে যা জানা সম্ভব ছিল না, রেগিজ দেব্রের তা তো জানবার কথাই নয়।

রেগিজ দেব্রের আগমনের সংবাদ, বলিভিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন, মৌইসেজ গুয়েভারার সঙ্গে আলোচনা এবং প্রকাশ্যে বিভিন্ন জায়গায় ফটো তুলে নেওয়া ইত্যাদির খবর যথা সময়ে ম্যোনজের কানে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই ম্যোনজে প্রায় তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন এবং মন্তব্য করলেন যে ফিদেল কাস্ত্রোর এই দু'মুখো নীতি কেন? এবং কৈফিয়ৎ তলব করলেন।

কিউবা থেকে জবাব এলো যে: 'রেগিজ দেব্রের বলিভিয়ায় আগমন সম্পর্কে, উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিউবা কিছুই জানে না, তবে কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ সম্পর্কে কিউবা মোটেই খুশী নয়।'

চে গুয়েভারার নামে যে চিঠিখানি যোদ্ধাদের মধ্যে একটি শান্তি এনেছিল তা আবার যুদ্ধারম্ভের জায়গা পরিবর্তনে, দেব্রের আগমন এবং ম্যোনজের ক্রিয়াকলাপ থেকে পোমবো, তুমা, রিকারডো একটি যন্ত্রনাকর অসুবিধেজনক অবস্থায় পড়লেন। এই যোদ্ধাদের কাছে বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধ একটি স্ফুলিঙ্গ যা ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তি সংগ্রামের অগ্রদূত, সেই স্ফুলিঙ্গ জ্বলবার ব্যবস্থায় যখন এই অবস্থা, সেখানে সমগ্র মহাদেশ জুড়ে বিপ্লব তো একটি স্বপ্ন মাত্র। স্বাভাবিক ভাবে পরস্পর বিরোধী ঘটনাবলী এবং নির্দেশে এরা অস্থির হয়ে উঠলেন। ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে যোগাযোগের পরিবর্তে পোমবো সরাসরি চে গুয়েভারার ব্যক্তিগত নামে নিম্নোক্ত চিঠিখানি পাঠালেন:

> আপনাকে আমরা জানাতে চাই যে পার্টি ও এসটানিসলাও [ম্যোনজের ছদ্মনাম] এর সঙ্গে নৃত্য সংগঠনের জন্যে আমাদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে …* গুয়েভারা গ্রুপের সঙ্গে আলোচনার

*—এই ক'টি লাইনের ইংরাজী: 'We want to let you know that our relationship for the organisation of the dance have been established with the party and with Estanislao [Monje]··

ব্যাপার সম্পর্কে সর্বাধিকার দিয়েছি, আমাদের খুবই অসুবিধেজনক অবস্থার মধ্যে ফেলা হয়েছে। এছাড়াও, এই কারণ থেকে পূর্বেই যা করা হয়ে গেছে, আমরা মনে করি না যে যা করা হয়েছে তা ঠিক ছিল। কেন না আমরা একটি ঐক্যবদ্ধ, কেন্দ্রিয় কমাণ্ড সংগঠিত করতে পারতাম যা দুই পার্টিকেই এবং গুয়েভারার লোকদের অন্তর্ভুক্ত করতো।[৭৩]

চে গুয়েভারার নামে লেখা পোমবোর এই চিঠিখানির ভাষা গভীর অর্থপূর্ণ, গেরিলা যুদ্ধের সংগঠনকে 'নাচনেওলা সংগঠন' নামে অভিহিত করছেন এবং কিউবার পূর্ববর্তী কার্যকরণগুলিকে নিন্দা করছেন, বলছেন যে সেই সব কাজ ঠিক হয়নি। ফিদেল কাস্ত্রোর কাছে পোমবোর রিপোর্টের ভাষা একেবারে স্বতন্ত্র, কিন্তু চে গুয়েভারার নামে লিখিত চিঠিগুলির মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে আন্তরিকতা। যাই হোক, এই চিঠির অভ্যন্তরে নিহিত সত্যটি হচ্ছে যে পোমবো এবং অন্যান্য যে ক'জন যোদ্ধা গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে তাদের আন্তরিকতা ছিল অকৃত্রিম। একমাত্র এই কারণে পোমবো ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে কেন তারা নানকাহুয়াজু অঞ্চলটি পছন্দ করেন, অঞ্চলটি হচ্ছে গ্রীষ্ম মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত, জনশূন্য, গুহা তৈরী করার বহুবিধ সুবিধে রয়েছে। এবং খরচাদির ব্যাপারেও গুরুত্বপূর্ণ।

পোমবোর এই রিপোর্ট থেকে আরেকটি বিস্ময়কর ঘটনা জানা গেল যে এই প্রথমবার চে গুয়েভারাকে উদ্দেশ্য করে রিপোর্ট পাঠালেন। কিন্তু ইতিপূর্বেকার প্রত্যেকটি রিপোর্ট এবং সর্ববিধ যোগাযোগ সরাসরি ছিল ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে। এই রিপোর্টের ভাষা থেকে বোঝা যায় যে পোমবো তথা অন্যান্য গেরিলা যোদ্ধারা ফিদেল কাস্ত্রোর উপর আস্থা হারিয়ে ছিলেন। ব্যথিত চিত্তে পোমবো তার ডায়েরীতে লিখেছিলেন :

৭৩—কয়েল গেরিলাজ ইন ল্যাটিন আমেরিকা—পৃষ্ঠা ৪৮৮।

(১) গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে তারা কোন আস্থাই দেখাচ্ছে না। (২) নিজেদের সংগঠিত করার জন্যে এদের এতোটুকুও চেষ্টা নেই, বরংচ, তাদের দৃষ্টিকোণ দিয়ে বুঝাতে চাইছে যে এই দিয়ে কোন কিছুরই সমাধান করা যাবে না। আরোও বলছে যে তাদের সমস্ত চেষ্টা কেন্দ্রিভূত করছে সাধারণ জাগরণের জন্যে এবং বিবেচনা করছে যে গেরিলা যুদ্ধ বিদ্যা হচ্ছে গৌণ। আমরা তাদের জিজ্ঞেস করেছি আজ পর্যন্ত তোমরা কি করেছ : ওরা জবাব দিয়েছে 'কিছুই না।' আমরা তাদের বলেছি কুড়ি বছরের জন্যে আমরা তোমাদের অপেক্ষায় বসে থাকতে পারি না।[৭৪]

পোমবোর এই অভিমতটি হচ্ছে ম্যোনজে এবং তার পার্টি সম্পর্কে। পরিচ্ছন্ন ভাবেই দেখা যাচ্ছে যে যারা গেরিলা যুদ্ধের সপক্ষে নয়, গেরিলা যুদ্ধের প্রতি যাদের সামান্যতম শ্রদ্ধা নেই, সেই সব ব্যক্তি তথা পার্টিকে টেনে আনার ভিতে কোন্ উদ্দেশ্য ছিল। পোমবোর এই অভিমত যে শুধু তার ডায়েরীতেই উল্লেখ করেছেন, তা নয়—ফিদেল কাস্ত্রোকেও জানিয়েছেন। এই রিপোর্ট ফিদেল কাস্ত্রোকে মারাত্মক অসুবিধের মধ্যে ঠেলে দিল। যে কারণে ফিদেল কাস্ত্রোর পরিবর্তে চে গুয়েভারার নামে এলো নতুন নির্দেশ :

গুয়েভারা (মৌইসেজ) সম্পর্কে আমরা মোটেই নিশ্চিত নই। কোন প্রতিশ্রুতি ছাড়াই আমরা শুধুমাত্র সহযোগিতা করছি। গুয়েভারা ও এসটানিসলাও, এবং আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ো না। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি হচ্ছে প্রয়োজনীয় শর্তাদি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।

এসটানিসলাও-এর সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করো, তর্কবিতর্ক

৭৪—ঐ।

এড়িয়ে যেও। সাহায্যের জন্যে যে অনুরোধ তা পরে বিবেচনা করা হবে।

বর্তমানের ফার্মটি ভালো (নানকাহুয়াজু)। আরেকটি নাও, কিন্তু অস্ত্রাদি সেখানে পাঠিও না যতোক্ষণ না আমি তোমাকে জানাচ্ছি।[৭৫]

পোমবোর উপরোক্ত চিঠির জবাবে চে গুয়েভারার নামে যে নির্দেশ পোমবোর কাছে এসে পৌঁছলো, তা কার্যতঃ দুই বিপরীত মেরুর। চে গুয়েভারার নির্দেশ নামক চিঠিখানি আরোও মারাত্মক—একটি সুবিধাবাদী রাজনৈতিক প্রকাশ। ফ্রন্টলাইন থেকে পোমবো তার অভিজ্ঞতার কথা জানাচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে যে ব্যক্তিটির শ্রদ্ধা নেই গেরিলা যুদ্ধের প্রতি, এই ব্যক্তিটি হচ্ছেন ম্যোনজে। এই নির্দেশের মুখ্য নির্দেশ হচ্ছে যে; ম্যোনজের সঙ্গে শুধু সম্পর্কই রক্ষা করা নয়, তর্কবিতর্কও না করা। এই ধারার রাজনৈতিক চরিত্রকে চে গুয়েভারা নির্দিষ্ট করেছেন: 'বিপদজনক মিত্র' হিসেবে।

কিউবা বিপ্লবে চে গুয়েভারা ম্যোনজের অনুরূপ একাধিক চরিত্রের মুখোমুখী হয়েছেন, এই সব কমরেড ইন আর্মস-এর হাত থেকে বেঁচে আসতেও পেরেছিলেন।[৭৬] চে গুয়েভারা আক্ষেপ করে এই সব ঘটনার সারমর্ম লিখেছিলেন:

এটাই ছিল একটি দীর্ঘ এবং দুর্বিনীত নির্দেশের সারমর্ম। আমরা এগিয়ে চলেছিলাম বিরামহীন, বিস্মিত এবং ব্যথিত, কারণ আমরা এটা তাদের কাছে আশা করিনি যারা আমাদের কমরেড ইন আর্মস হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমরা সংকল্পবদ্ধ ছিলাম যে কোন সমস্যার সমাধান করতে, ফিদেল কাস্ত্রো

৭৫—ঐ।

৭৬—লেখকের আর্নেস্টো চে গুয়েভারা—কিউবা অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২ দ্রষ্টব্য।

কমাণ্ডার ইন চিফ-এর আদেশ অনুসারে যিনি স্পষ্ট আদেশ দিয়েছিলেন যে প্রত্যেক যোদ্ধার মধ্যে ঐক্য রাখার উদ্দেশ্যই হবে আমাদের কাজ।...স্বাভাবিক ভাবেই আমরা কোন নজর দিলাম না, কিন্তু আমরা জানতাম যে আমরা রয়েছি বিপদজনক 'মিত্রের' মুখোমুখী।[৭৭]

কিউবা বিপ্লবের সমগ্র ইতিহাসে ফিদেল কাস্ত্রো এই ধারার পরস্পর বিরোধীদের নেতৃত্বের অভ্যন্তরে টেনে রেখেছেন। কয়েকটি বিশেষ নাম এখানে আবার উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যেমন কিউবা বিপ্লবের প্রথম অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের মিয়ামীই প্রকৃতপক্ষে ছিল কিউবা বিপ্লবের হেড কোয়ার্টার। সর্বাধিনায়ক হিসেবে ফিদেল কাস্ত্রো গেরিলা যুদ্ধ চলাকালিন অবস্থায় ঘনঘন মিয়ামীতে যাওয়া আসা করতেন বিমান যোগে। পেড্রো লুইস ড্যায়াস ল্যাঞ্জ ছিলেন ফিদেল কাস্ত্রোর ব্যক্তিগত বৈমানিক। বিপ্লবের সাফল্যের পর এই ড্যায়াস ল্যাঞ্জকেই কিউবা বিমান বাহিনীর কমাণ্ডার ইন চিফ হিসেবে উন্নীত করেছিলেন। এই ল্যাঞ্জ হচ্ছেন আদর্শের দিক থেকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী এবং দ্বিতীয় ফ্রন্টের সমর্থক। এই ল্যাঞ্জকে অবশ্য ফিদেল কাস্ত্রো শেষ অবধি রক্ষা করতে পারেন নি। রাউল কাস্ত্রো মাধ্যমে চে গুয়েভারার দক্ষতায় ল্যাঞ্জকে সরিয়ে তারই আদর্শগত কমরেড জোয়ান এ্যাইলমেডাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো। ল্যাঞ্জ অবশ্যই ফিদেল কাস্ত্রোর কাছে আবেদন করেছিলেন, কিন্তু ফলপ্রসূ হয়নি। প্রেসিডেণ্ট উরুরটিয়ার কাছে বিদায় নেওয়ার আগে একখানি চিঠি মাধ্যমে ল্যাঞ্জ জানালেন:

আমার বিরুদ্ধে ওইসব ব্যবস্থা নেওয়ার হেতু হচ্ছে যে আমি সবসময় বিরোধীতা করেছি যাতে কমিউনিস্টরা বিদ্রোহী আর্মীর

৭৭*—ঐ।

মধ্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ পজিসন নেওয়ার ব্যবস্থাদি না করতে পারে।[৭৮]

অনুরূপভাবে মেজর এ উইলিয়াম মর্গান ছিলেন ফিদেল কাস্ত্রোর এককালের অতি ঘনিষ্ঠ কমরেড, কমরেড ইন আর্মস। মেজর পদবীতে উন্নীত হয়েছিলেন—বিদ্রোহী আর্মীর সর্বোচ্চ রেঙ্ক। তিনজন মেজর হচ্ছেন (১) মেজর ফিদেল কাস্ত্রো সর্বাধিনায়ক (২) মেজর চে গুয়েভারা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শের প্রতিভূ (৩) মেজর উইলিয়াম মর্গান কমিউনিস্ট বিরোধী দ্বিতীয় ফ্রন্টের অধিনায়ক। ফিদেল কাস্ত্রোব সুযোগ্য তথা দক্ষ নেতৃত্বে এই পরস্পর বিরোধী ধারাকে অবলম্বন করে রাষ্ট্র ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন।

১৯৬১ অক্টোবর উইলিয়াম মর্গানকে ডবল এজেন্ট অভিযোগে ফাঁসী দেওয়া হয়। কিন্তু চে গুয়েভারা—কিউবা বিপ্লবের মুখ্য আদর্শ তথা সাংগঠনিক কার্যকারণকে সুনিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, 'বিপ্লবে পাপ' শীর্ষক প্রবন্ধে। একটি প্যারাগ্রাফ নিম্নে আবার উল্লেখ করছি বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে :

> প্রথম দিন থেকেই মারাত্মক ব্যবধান দেখা দিয়েছিল সেই সময়ে যা হিংসাত্মক কথাবার্তার বিনিময়ে সমাপ্ত হতো, যদিও সব সময়ে আমাদের যথাযথ বৈপ্লবিক ইচ্ছা বর্তমান থাকতো, এবং কেবলমাত্র ঐক্য রক্ষার জন্যে তা উপেক্ষা করতাম। আমরা নীতিগুলো মেনে চলতাম। আমরা কোন ধারার চুরিদারি হতে দিতাম না, অথবা দিতাম না কোন রকমের গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট সেই সবদের যাদের আমরা জানতাম যে তাদের মনে রয়েছে বিশ্বাসঘাতকতার বীজ। যাইহোক, আমরা তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিই ; আমরা সময়ের সঙ্গে তাল রাখতাম—কেবলমাত্র

৭৮—লেখকের আর্নেস্টো চে গুয়েভারা—কিউবা অধ্যায়, পৃঃ ৬০

ঐক্য রক্ষার সুবিধের জন্যে কিন্তু যা সঠিকভাবে বোঝা যায়নি। এটাই হচ্ছে বিপ্লবের পাপ।[৭৯]

চে গুয়েভারার নির্দেশ হিসেবে পোমবো যে চিঠিখানি পান, এবং চিঠিখানির যে মূল বিষয়বস্তু তা চে গুয়েভারার মতো সহজাত বিপ্লবীর পক্ষে কোনরকমেই সম্ভব নয়, কিউবা বিপ্লব ১৯৫৯ থেকে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে চে গুয়েভারা তাঁর কর্ম তথা কার্যকারণে কোথাও এমন সমঝোতার প্রতি সমর্থন জানান নি। ফিদেল কাস্ত্রোর নির্দেশে "বিপদজনক মিত্রের' মুখোমুখী" দাঁড়িয়ে ঐক্য রক্ষা করেছিলেন মাত্র, কিন্তু বিপ্লবের সাফল্যের পর এই 'বিপদজনক মিত্রদের' নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করেছেন—যে চেষ্টা জাতীয়তাবাদী কিউবাকে সারা বিশ্বে কমিউনিস্ট-বিপ্লবী দেশ হিসেবে চিহ্নিত করতে পেরেছিল। এবং সর্বক্ষেত্রে 'সাবেকী কমিউনিস্ট পার্টি' শব্দটি মাধ্যমে চে গুয়েভারা এদের বিপ্লব বিরোধী অর্থাৎ প্রতিবিপ্লবী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, গণ্য করেছেন। তাদের সব সময়ে এড়িয়ে চলেছেন যাদের 'মনে রয়েছে বিশ্বাসঘাতকতার বীজ।' এই 'বিপদজনক মিত্র'দের প্রকৃতই কী চে গুয়েভারা নিশ্চিহ্ন করতে পেরেছিলেন?

পোমবো কর্তৃক উল্লেখিত চে গুয়েভারার নির্দেশ প্রকৃতপক্ষে আসল চে গুয়েভারা লিখিত নয়। ম্যোনজের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা রাখার প্রশ্নে, ম্যোনজের রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রশ্নে, ওসকার জ্যামোরার সঙ্গে আলোচনা কালে জ্যামোরা উল্লেখ করেছেন চে গুয়েভারার অভিমত।*

কিন্তু পোমবো অবশ্যই এই চিঠিখানি চে গুয়েভারার নির্দেশ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। যে কারণে বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধে ম্যোনজের কর্তৃত্ব বজায় ছিল—কিন্তু কেন?

৭৯—আর্নেস্টো চে গুয়েভারা—কিউবা অধ্যায়, পৃঃ ৫৬।

*—এই পুস্তকের ২০০ পৃঃ থেকে ২১৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পোমবো যদিও নির্দেশটিকে চে গুয়েভারা লিখিত বলে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তার মনে নিশ্চিতই কোন সন্দেহ বর্তমান ছিল। কেন না দেহরক্ষী হিসেব চে গুয়েভারার রাজনৈতিক কর্মধারা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা সত্ত্বেও কিউবার সর্বাধিনায়কের বিরুদ্ধে নিজেকে দাঁড় করাবার মতো সাহস পোমবোর ছিল বলে মনে হয় না। এই অনুমানটি সত্য বলে গ্রহণ করা যায় চে গুয়েভারা এবং ফিদেল কাস্ত্রোর উদ্দেশ্যে পোমবোর লেখা চিঠিগুলোর ভাষা এবং বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করলে।

নভেম্বর ১৯৬৬ খৃস্টাব্দের প্রথম দিকে নতুন সংবাদ এসে পৌঁছলো অপেক্ষারত গেরিলা যোদ্ধাদের কাছে যে: চে গুয়েভারা স্বশরীরে এসে পৌঁছচ্ছেন নানকাহুয়াজু ফার্মে।

এ্যাডলফো মেনা গনজ্যালেজের আগমন—চে গুয়েভারার প্রতিরূপ !!

বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে এ্যাডলফো মেনা গনজ্যালেজের ভূমিকা খুবই সংক্ষিপ্ত—৭ই নভেম্বর ১৯৬৬ একই দিন এই নামটির জন্ম এবং মৃত্যু। কিন্তু এই নামটি শ্রেণী সংগ্রামী-ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল কলঙ্ক চিহ্ন হিসেবে যুক্ত থাকবে। এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে এই মেনা গনজ্যালেজ সম্পর্কে সম্যক আলোচনা করেছি।*

মেনা গনজ্যালেজের পরিচয় উরুগুয়ের একজন ব্যবসায়ী। উরুগুয়ে থেকে না এসে, এসেছে স্পেন থেকে ব্রেজিলের সান পাউলো বিমান বন্দরে, সান পাউলো থেকে বলিভিয়ার ল্যা প্যাজে। অরগেনাইজেশন অব আমেরিকান স্টেটের প্রতিনিধি হিসেবে দলিল পত্র এবং পাসপোর্ট-এ পরিচিতি হচ্ছে একজন গবেষক বলিভিয়ায় এসেছে "অর্থ নৈতিক ও সামাজিক" অবস্থা সম্পর্কে গবেষণার উদ্দেশ্যে। রিচার্ড গট-এর ব্যাখ্যানুসারে এই মেনা গনজ্যালেজের দেহগত বর্ণনা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

তবে রুশিয়ান লেখক লেভরেৎস্কীর ব্যাখ্যানুসারে বলা হয়েছে : এই মেনা গনজ্যালেজ নামক ব্যক্তিটির কাছে অন্য আরেকটি পাসপোর্ট ছিল, পরিচিতি হচ্ছে উরুগুয়ের ব্যবসায়ী র‍্যামন বেনিটেজ ফারনানডেজ নামে। তবে মেনা অথবা র‍্যামন নামের কোন্ পাসপোর্টটি ব্যবহৃত হয়েছিল, জানা নেই, পাসপোর্ট দুইখানির একটিও ব্যবহৃত হয়েছিল কিনা, তাও বলা হয়নি। এই রহস্যজনক

*—এই পুস্তকের ৫ থেকে ১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ব্যক্তিটি সম্পর্কে লেভরেৎস্কী উল্লেখ করেছেন: "চুল পড়তে শুরু করেছে, তার চুল ধূসর রঙে রঞ্জিত, মোটা-সিং-এর চশমা এবং একটি টাই, যার সঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত চে-এর এতোটুকু মিল নেই।"[৮০]

এই বর্ণনার সমর্থনে লেভরেৎস্কী অনেকগুলো সংবাদপত্রের উল্লেখ করেছেন যে চে গুয়েভারা লুকিয়ে বলিভিয়ায় রয়েছেন। বিশেষ করে এক্সসেলসিওর** মেক্সিকোর একটি সংবাদপত্রে মেক্সিকোর সাংবাদিক আরমুলফো উজিটা ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ খৃস্টাব্দে লিখেছিলেন:

> "এই বছরের প্রথম দিকে চে বলিভিয়ায় পৌঁছেছিলেন। উজিটা প্রায় একই বর্ণনা দিয়েছিলেন চে-এর চেহারা সম্পর্কে এবং জোর দিয়েই লিখেছিলেন র‍্যামন ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। তবে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে, অন্যান্য সংবাদপত্র ওই সময়ে চে-এর জীবন সম্পর্কে অন্য ধারার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছিল।"

লেভরেৎস্কীর ব্যাখ্যা থেকে দেখা যাচ্ছে যে মেনা অথবা র‍্যামন নামের এই ব্যক্তিটির বাহ্যিক বর্ণনা ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ খৃস্টাব্দেই প্রকাশ্যে সংবাদ হিসেবে প্রচারিত হয়। এবং এই দুইটি নামকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে চে গুয়েভারার ছদ্মবেশ হিসেবে। যেভাবে প্রচারিত হয়েছে যে চে গুয়েভারা বিপ্লব করার উদ্দেশ্যে আত্মগোপন করেছেন, এবং এই আত্মগোপন শুরু হয়েছে ১৪ই মার্চ ১৯৬৫ খৃস্টাব্দের পর থেকে। এটা পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠলো যে চে গুয়েভারার আত্মগোপন আর গোপন নেই, এমন কী ছদ্মবেশও গোপন নেই। এক্সসেলসিওর পত্রিকার সাংবাদিক এই সংবাদ কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন, লেভরেৎস্কী অবশ্যই সূত্র সম্পর্কে কোন ইংগিত দেন নি। চে গুয়েভারা নিখোঁজ হওয়ার পর ফিদেল কাস্ত্রোর পরস্পর বিরোধী

৮০—আই লেভরেৎস্কী প্রণীত আর্নেস্টো চে গুয়েভারা, পৃ ২৩১।

**—মেক্সিকোর সংবাদপত্র Excelsior।

বক্তব্য এবং ৩রা অক্টোবর ১৯৬৫ খৃস্টাব্দের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে মেক্সিকোর সংবাদপত্র যে সংবাদটি জনসমক্ষে প্রকাশ করলেন, তা প্রকৃতই বিস্ময়কর। এই কারণে যে কিউবা নেতৃত্বের ব্যাখ্যানুসারে বলিভিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক সরকার মেক্সিকোর সংবাদের কোন গুরুত্বই দেয় নি, যেখানে ছদ্মনাম, দেহগত বর্ণনা সঠিক প্রচার করা সত্ত্বেও, চে গুয়েভারার নিখোঁজ হওয়ার যুক্তির সঙ্গে উপরোক্ত সংবাদ এবং ফিদেল কাস্ত্রোর ঘোষণা একটি জায়গায় মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। সাংবাদিক তার সংবাদ সংগ্রহের সূত্র প্রকাশ না করলেও বোঝা যাচ্ছে যে কিউবা নেতৃত্ব অথবা রাশিয়ান সূত্র ছাড়া এই সংবাদটি সংগ্রহ করা চারটি খানি কথা নয়, যখন সাংবাদিক গোয়েন্দা নন।

র‍্যামন বা মেনা যে নামেই চিহ্নিত করা হোক না কেন বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের ভাবী নায়ককে, এই নায়কের পক্ষে বলিভিয়ায় আসা বা যাওয়ার ব্যবস্থাবলী ১৯৬৪ নভেম্বর থেকেই পাকাপোক্ত করে রাখা হয়েছে সুন্দরী তানিয়ার নিযুক্তির মধ্য দিয়ে, যা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। র‍্যামন বা মেনাকে যদি চে গুয়েভারা বলে নির্দিষ্ট করা হয়—এই র‍্যামন বা মেনার ছদ্মবেশের বর্ণনা ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ খৃস্টাব্দেই ল্যাটিন আমেরিকায় প্রচারিত হয়ে গেছে। তাই র‍্যামন বা মেনার ছদ্মবেশ নিয়ে প্রকৃত চে গুয়েভারার পক্ষে বলিভিয়ায় আসা সম্ভব ছিল না।

কিন্তু র‍্যামন বা মেনা বহাল তবিয়তে স্পেন থেকে ব্রেজিল হয়ে শুধু যে বলিভিয়ায় আসতে পারলো তা নয়, সরাসরি প্রেসিডেন্টের প্রেস এণ্ড ইনফরমেশন ডাইরেক্টরেটের প্রধান, ডাইরেক্টর গনজ্যালো লোপেজ মুন্‌জ-এর কাছে হাজির হলেন অরগেনাইজেশন অব আমেরিকান স্টেটের প্রতিনিধি এ্যাডলফো মেনা গনজ্যালেজ পরিচয়ে। মেনা তাই ছাড়পত্র পেয়ে গেলেন স্বীয় ইচ্ছায় যেখানে খুশী, যখন

খুশী যাওয়া আসা করতে পারে। কিন্তু গোয়েন্দা কাহিনীর যুক্তির মতো বিবিধ রহস্যজনক ঘটনা মাধ্যমে ব্যক্তিটিকে চে গুয়েভারা নামে নির্দিষ্ট করার সকল প্রচেষ্টা এবং তোড়জোড়-এর প্রয়োজন কেন পড়লো! তৎসময়ে ল্যাটিন আমেরিকার রাজনৈতিক অবস্থায় যেখানে গেরিলা যুদ্ধ দুর্বার গতিতে বর্তমান ছিল—বর্তমান ছিল চে গুয়েভারার অনুপস্থিতিতে, এমন পরিস্থিতিতে চাইলেই চে গুয়েভারা স্বশরীরে এবং স্বনামে এক বা একাধিক গেরিলা যুদ্ধে যোগ দিতে অসুবিধে হওয়ার কোন কারণ ছিল না। এবং গেরিলা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ অথবা নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যেও ছদ্মবেশ গ্রহণের কোন প্রয়োজন ছিল না। যখন দেখা যাচ্ছে; পোমবো, রিকারডো বা এ্যল চিনোর মতো পরিচিত বিপ্লবীদের বলিভিয়ায় আসতে এতোটুকুও বাধা হয় নি, যখন দেব্রের মতন বিখ্যাত তথাকথিত মার্কসবাদী বিপ্লবী দার্শনিক যথা গেরিলা যুদ্ধের তাত্ত্বিক, যে দেব্রে বলিভিয়াকেই নির্দিষ্ট করেছেন ল্যাটিন আমেরিকার বিপ্লবের কেন্দ্রস্থল হিসেবে—সেই দেব্রেই বলিভিয়ায় আসছেন, যাচ্ছেন স্বনামে কোন ছদ্মবেশ বা মুখোস ছাড়া, সেখানে চে গুয়েভারার জন্যে এমন গোয়েন্দা কাহিনী তৈরীর প্রয়োজনীয়তা ছিল কী?

চে গুয়েভারার সাবলীল চরিত্র অতি অবশ্যই এই ধারার বুজরুকী পন্থার বিরুদ্ধে, পরিবর্তে স্বয়ং ফিদেল কাস্ত্রো এই ধারার মুখোস ব্যবহারের স্বপক্ষে। চে গুয়েভারা এমন একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক রচনা রেভলিউশনারী ওয়ার শীর্ষক প্রবন্ধে যে, ফিদেল কাস্ত্রো কী ভাবে বাতিস্তার আর্মীর একজন মেজরের ছদ্মবেশে অভিনয় করেছিলেন, সেই অংশটুকু নিয়ে উদ্ধৃত করা হলো:

"পুরগাটরিও নামক জায়গায় আমরা একটি ছোট কুড়ে বাড়ীতে পৌঁছলাম। সেখানে ফিদেল এক বাহবা ভূমিকায় নামলো, বাতিস্তার আর্মীর 'মেজর গনজ্যালেজের' ছদ্মবেশে, বিদ্রোহীদের

সন্তানে। শত্রু ব্যক্তিটি অবশ্যই খুব ভদ্র এবং ঠাণ্ডা মস্তিষ্কের, কিন্তু আরেকজন, এক প্রতিবেশী হচ্ছেন প্রকৃত মোসায়েব। আমি এতোই অসুস্থ ছিলাম যে লোকটির সঙ্গে মেজর গনজ্যালেজের ভূমিকায় ফিদেলের কথাবার্তা পুরোপুরি উপভোগ করতে পারি নি, সে জোর করে ফিদেলকে উপদেশ দিচ্ছিল এবং ক্রমাগত বলে যাচ্ছিল যে সে কোনরকমেই বুঝে উঠতে পারছিল না যে কাস্ত্রো নামক ছেলেটি জঙ্গলে থেকে কেন লড়ছে।[৮১]

'মেজর গনজ্যালেজের' ভূমিকায় ফিদেল কাস্ত্রোর অভিনয়ের মধ্যে চে গুয়েভারা দেখতে পেয়েছিলেন কৌতুক। এই ধারার মুখোস পরা ভাঁড়ামীকে চে গুয়েভারা কখনো প্রশংসা তো করেনই নি, সামান্য গুরুত্বও দেন নি। চে গুয়েভারার রাজনৈতিক জীবন হচ্ছে সাবলীল, পরিচ্ছন্ন। র‍্যামন বা মেনা নামক ব্যক্তির ছদ্মবেশ যারই পরিকল্পিত হোক, নিঃসন্দেহে বলা যায় তা চে গুয়েভারা পরিকল্পিত নয় এবং গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে চে গুয়েভারা যেমন ছদ্মবেশ গ্রহণ করেন নি, তেমনি তা সমর্থনও করতেন না! চে গুয়েভারার উপরোক্ত উদ্ধৃতির সঙ্গে এডলফো মেনা গনজ্যালেজের আগমন এবং পরবর্তী ঘটনাবলীর সাদৃশ্য এবং দুর্ভাগ্যক্রমে 'মেজর গনজ্যালেজ' ও মেনার পদবীটিও মিলে গেছে।

এই মেনা, তার সঙ্গীদলসহ কোচাবামবায় এসে পৌঁছাল। মেনার সঙ্গে এলো প্যাকহো,* যে সেপ্টেম্বরে চে গুয়েভারার নামে নির্দেশ নিয়ে এসেছিল। মেনার সঙ্গে প্যাকহোর আসার একটি মাত্র রাজনৈতিক হেতু হচ্ছে যে; এই মেনার সঙ্গে বিশ্ব বিখ্যাত চে গুয়েভারার সামান্যতমও মিল ছিল না। সেই হেতু, এই মেনাকে চে গুয়েভারা হিসেবে গেরিলা যোদ্ধারা গ্রহণ না-ও করতে পারে।

৮১—চে গুয়েভারার প্রবন্ধ : গেরিলা ওয়ার দ্রষ্টব্য।

*—যার অন্য একটি ছদ্মনাম : প্যাকহুনগো।

গেরিলা যুদ্ধের পরিকল্পকরা এই কথাটি জানতেন। চে গুয়েভারার চেহারার সঙ্গে যে মেনার এতোটুকুই মিল নেই তা জর্জির আচরণ থেকেও বোঝা যায়। রাশিয়ান লেখক চে গুয়েভারার জীবনীকার লেভরেৎস্কীও তা প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সেই হেতু, মাধ্যম হিসেবে প্যাকহোকেই যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল মেনাকে চে গুয়েভারা হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যে।

কোচাবামবা হচ্ছে বলিভিয়ার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর। এই শহরে মেনা যোগাযোগ করলো জর্জি ভেসকুয়েজ ভাইয়ানা নামক আঠাশ বছরের একটি যুবকের সঙ্গে। এই জর্জি যদিও বলিভিয়ার বিখ্যাত ঐতিহাসিক হামবারটো ভেসকুয়েজ মেকহিকাডোর পুত্র, কিন্তু তার রাজনৈতিক পরিচয় হচ্ছে শোধনবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য এবং পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল ম্যোনজের একান্ত অনুগত। কিন্তু মেনা অন্য কোনো বিপ্লবীর সঙ্গে যোগাযোগের পরিবর্তে এই জর্জির সঙ্গেই যোগাযোগ করে, এবং মেনার জন্যে এই জর্জি অপেক্ষারত ছিল। যদিও উল্লেখ্য যে ওসকার জ্যামোরা বা আরোও অনেক বিপ্লবীর সঙ্গে চে গুয়েভারার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল, যারা শোধনবাদী কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শগত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে, এদের কারো সঙ্গেই মেনা যোগাযোগ করেনি। অর্থাৎ বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের প্রত্যেকটি স্তরে শোধনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি সদস্যদের রয়েছে উল্লেখযোগ্য মৌলিক ভূমিকা।

মেনার জন্যে জর্জি দু'খানা টোয়োটা জীপ ব্যবস্থা করে রেখেছিল। জর্জি জানতো না যে কাকে নিয়ে যাচ্ছে এবং এডলফো মেনা গনজ্যালেজ ব্যক্তিটিই বা প্রকৃত কে। জর্জি এদের নিয়ে দু'দিনের যাত্রা পথে রওয়ানা দেয় লাগুনিললাস শহরের উদ্দেশ্যে। লাগুনিললাস শহর পেরিয়ে যাওয়ার পর যে জীপে মেনা ছিল, জঙ্গলের ভেতরে লুকিয়ে রেখে অন্যান্যদের নিয়ে চলে যায় তার ফার্মে রেখে আসার জন্যে।

এই অঞ্চলেই রয়েছে জর্জির একটি ফার্ম কাসা কালামিনা নামে খ্যাত। জর্জির ফার্মের কাছে এ্যাল পিনক্যাল নামে খ্যাত আরেকটি ফার্ম, মালিক কিরো আল্মগারানাজ, খুবই পরিচিত ব্যক্তি। লাগুনিলাস পৌরসভার মেয়র ছিলেন এবং এই শহরেই রয়েছে একটি কাচা মাংসের দোকান। কিন্তু জর্জি সম্পর্কে কিরো ছিল সন্দিগ্ধ, কিরো সন্দেহ করতো যে জর্জি বেআইনী কোকেন তৈরী ব্যবসা করে। এমন সন্দেহ অবশ্য হেতুহীন নয়, কেন না এই সমগ্র অঞ্চলটি হচ্ছে কোকেন ইত্যাদির চোরাচালানকারীদের আড্ডা—প্যারাগুয়ের সীমান্ত থেকে কমবেশী শ'দেড়েক মাইল দূরত্বে অবস্থিত। যে কারণে এক যোগে চোরাচালানকারী এবং পুলিসের যাওয়া আসাই একমাত্র জনসংখ্যা বলা যায়। এই কারণ থেকেই কিরোর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ছিল জর্জির উপর এবং প্রতিটি গতিবিধি লক্ষ্য করতো। কিরোর ঘটনাটি উল্লেখ করতে হলো এই কারণে এই অঞ্চলেই হবু গেরিলা যুদ্ধের প্রধান ঘাঁটি তৈরী হয়েছে, তার অবস্থানটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার উদ্দেশ্যে।

কাসা কালামিনা ফার্ম থেকে ফিরে এসে জর্জি লুকোনো জীপখানা নিয়ে মেনাকে পৌছে দেওয়ার জন্যে রওয়ানা দেয় নানকাহুয়াজু ফার্মের দিকে। খানিক চলার পর জর্জির দৃষ্টি আকর্ষণ করে মেনা বলে: 'আমিই হচ্ছি চে গুয়েভারা, যে কিউবা থেকে ১৯৬৫ এপ্রিল নিখোঁজ হয়েছে।'

মেনার কথা শুনে জর্জি ভূত দেখতে পেয়েছিল কী না কোন বিশেষজ্ঞ কোন কিছু উল্লেখ না করলেও, জর্জি তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, জীপটিকে আর সামলাতে পারে না, খাদের কিনারায় এসে ঝুলতে থাকে। পরদিন ওই কিরোর সহায়তায় জর্জি তার জীপখানিকে তুলে আনে। কিন্তু সে রাতে মেনা নিজেকে চে গুয়েভারা বলে দাবী করায় যে দুর্ঘটনা, ফলস্বরূপ মেনাকে শেষ অবধি কমবেশী

কুড়ি কিলোমিটার পায়ে হেঁটে নানকাহুয়াজু ক্যাম্পে পৌঁছতে হয় গভীর রাতে।

এডলফো মেনা গনজ্যালেজের স্পেন থেকে নানকাহুয়াজু আগমনের প্রতিটি ঘটনা কোন রহস্য কাহিনীর নায়ক অথবা গোয়েন্দার মতো কেন! সারা বিশ্বের কোন বিশেষজ্ঞ এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেন নি, প্রত্যেকেই এই ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন মাত্র। কিন্তু এই ছদ্মবেশের পেছনে এতো গোপনতা, যে চে গুয়েভারা নিখোঁজ, দীর্ঘ দেড় বছর ধরে সারা বিশ্বে যা শুধু জিজ্ঞাসা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে, চে গুয়েভারা যদি মেনার ছদ্মবেশ নিয়ে আসতেন, সেখানে জর্জির কাছে স্বীয় পরিচয় অর্থাৎ ছদ্মবেশের মুখোস ভেঙে ফেলার কোন প্রয়োজন ছিল কি? এটা সাধারণ তথা রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে দেখলেও চে গুয়েভারার চরিত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান।

এডলফো মেনা গনজ্যালেজের অভিনয়ের সমাপ্তি এখানেই। এবং এই মেনা নামের রূপান্তর এবং র‍্যামন নামের ঘটে আবির্ভাব। বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের দলিল পত্রে এই র‍্যামন নামটি অধিকার করে আছে, চে গুয়েভারার নাম কোথাও নেই। র‍্যামন নামের পরিবর্তে চে গুয়েভারা নামের আবির্ভাব ঘটে কেবলমাত্র ৮ই অক্টোবর ১৯৬৭ খৃস্টাব্দের পর চে গুয়েভারার স্বীকৃত মৃত্যু ঘোষণার মধ্য দিয়ে। সরকারী ঘোষণাকে অনুসরণ করে সংবাদপত্র তথা রাজনৈতিক সাহিত্যে র‍্যামন নামটি স্থলাভিষিক্ত হয় চে গুয়েভারা নামে।

গেরিলা যুদ্ধের প্রারম্ভ—
৭ই নভেম্বর ৬৬ থেকে :

নানকাহুয়াজুয় ১৯৬৫ জুলাই ককো পেরিডো নামক ল্যা প্যাজের একজন মিলিট্যান্ট ১২২৭ হেক্টরের একটি ফার্ম কেনেন, তৎকালিন বলিভিয়ান ত্রিশ হাজার পেসোজ মূল্যে যা মাত্র আড়াই হাজার মার্কিন ডলারের সমান, ভারতীয় মুদ্রার তৎকালিন মূল্যায়নে পাঁচ টাকা ডলার হারে কমবেশী সাড়ে বারো হাজার টাকা, যা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

এই ককো পেরিডো একটি মহান আত্মনিবেদিত সত্তা, তাঁর সহোদর ভ্রাতা ইনটি পেরিডোও অনুরূপ। তবে দুই ভ্রাতার রাজনৈতিক পরিপক্কতা কতোটুকু ছিল, হলপ করে কোন বিশেষজ্ঞ কোন মান নির্দিষ্ট করেন নি। ককো যুদ্ধের মধ্যেই নিহত হয়েছেন এবং ইনটি পরবর্তী সময়ে নেতৃত্ব নিয়েছিলেন, কিন্তু তা পরের কথা। যদিও প্রারম্ভের ঘটনাবলী থেকে একটি পরিচ্ছন্ন ষড়যন্ত্রের আভাষ পাওয়া যায়, যে কারণে ককো এবং ইনটির রাজনৈতিক পরিপক্কতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা অমূলক নয়। দুই ভ্রাতাই ষড়যন্ত্রের খোরাক হয়েছিলেন, ভাবাটা অহেতুক নয়।

ককো এবং ইনটির ভগ্নিপতি হচ্ছেন : লোপাজ মুনজ, প্রেসিডেনসিয়েল ডাইরেকটরেটের ডাইরেকটর, যিনি সুন্দরী তানিয়াকে তৎপর সাহায্য করেছেন, দেব্রেকে ছাড়পত্র দিয়েছেন, এবং এডসকো মেনা গনজ্যালেজকে সরকারী অনুমতি দিয়ে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের মৌলিক ভিত তৈরী করেছেন। ইনটিকে কথা দিয়েছেন যে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধে তিনি সহায়তা করবেন। মুনজ

তার কথা সম্পূর্ণই রেখেছেন—কিন্তু ঐতিহাসিক ভাবে এই মুনজকে বা তার অবদান সম্পর্কে বিশেষ কোন উল্লেখ কেউই করেন নি। কিন্তু বিস্ময়টি হচ্ছে; ভিত্তভূমি গড়ার জন্যে মুনজ যে তৎপর সহায়তা করেছিলেন তা কেবলমাত্র ব্যক্তিস্বার্থগত, রাজনৈতিক আদর্শ বহির্ভূত। মুনজ একজন ছাপোষা উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং সামরিক সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের কর্তা। তার পক্ষে তারই সরকারের সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার উদ্দেশ্য কতোটুকু সৎ, কতোটুকু স্বাভাবিক তা ভাবতে গিয়ে বিস্ময় জাগে। ককো এবং ইনটির ভগ্নিপতি হওয়ার অর্থ অবশ্যই শ্যালকের গেরিলা যুদ্ধের জন্যে স্বীয় ভবিষ্যতকে জলাঞ্জলি দেবেন, যা একেবারেই অস্বাভাবিক।

যে কোন রাষ্ট্র শাসনব্যবস্থায় শাসক গোষ্ঠির স্বার্থরক্ষার জন্যে যেমন ইনটেলিজেন্স, সি-আই-ডি, পুলিস, বিশেষ বিশেষ গুপ্তচর ইত্যাদি ইত্যাদি বিভাগ কর্মব্যস্ত থাকে, প্রেসিডেন্ট জেনারেল ব্যারিয়েনটোসের সামরিক সরকারেরও তাই ছিল, এবং ছিল সক্রিয় তৎপর, তুলনামূলকভাবে যে কোন পার্লামেণ্টরী সরকারের থেকে অনেক বেশী। ফিদেল কাস্ত্রো অবশ্যই নির্বাচিত সরকারের দেশ-গুলিকে বাতিল করে বলিভিয়াকেই নির্দিষ্ট করেছিলেন। যা থেকে মুখ্য উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কারণ নেই যে জেনারেল ব্যারিয়েনটোসের সামরিক সরকারের অনুমোদন তথা সহায়তা নিয়েই বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

তা আরোও স্পষ্ট হয়ে উঠে, যখন বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধের অঞ্চলকে বিচার করা যায় চে গুয়েভারা প্রতিষ্ঠিত গেরিলা যুদ্ধের সূত্রগত নীতি মাধ্যমে*। বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধে চে গুয়েভারার নাম না জড়ালে এই প্রশ্নাদি উত্থাপনের কোন সুযোগ ছিল না। কিংবা গেরিলা যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে গুয়াটেমালায় সামাজিক উত্থান এবং গেরিলা

*—এই পুস্তকের ২০০ থেকে ২১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যুদ্ধকে কেন্দ্র করে মার্কসবাদ লেনিনবাদের মৌল নীতিকে ভিত্তি করেই চে গুয়েভারা গেরিলা যুদ্ধের নীতিগত সূত্র নির্দিষ্ট করেছেন, যা সহজভাবে বলা যায়: একটি গেরিলা যুদ্ধ হচ্ছে নির্যাতীত জনগণের মুক্তি সংগ্রাম, এবং তার ফলাফল নির্দিষ্ট করছে ভবিষ্যত তথা অনাগত জনগণের শোষণ মুক্ত সমাজ। যে কারণে চে গুয়েভারা নির্ভিক কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন; 'গেরিলা যুদ্ধ হচ্ছে জনগণের যুদ্ধ, এবং এটি হচ্ছে জনগণের সংগ্রাম। জনসংখ্যার সমর্থন ছাড়া এই ধারার প্রচেষ্টার প্রয়োগ হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের প্রস্তাব।'

চে গুয়েভারার এই নির্দিষ্ট সংজ্ঞা অনুসারে এবার দেখা যাক বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের যুদ্ধাঞ্চলের অবস্থান: নানকাহুয়াজু হচ্ছে ক্যামেরি-ভেলীগ্রেণ্ডি বৃহতাংশের একটি অংশ, এই নানকাহুয়াজুর ককো পেরিডো কৃত ফার্মে প্রতিষ্ঠিত হল গেরিলা যুদ্ধের শিক্ষা কেন্দ্র। কিন্তু ১৯৩০ খৃস্টাব্দে চাকো-যুদ্ধের সময়কাল থেকে এই সমগ্র অঞ্চল মার্সাল-ল এর অধীনে সামরিক এলাকা হিসেবে পরিগণিত। সমগ্র অঞ্চল যেমন একদিকে জনবসতিহীন, উঁচু পর্বত এবং পাহাড় সমকুল, ভীষণ খরস্রোতা নদী, খাল, নালা এবং অগম্য গভীর খাদ। তাছাড়া নানকাহুয়াজু অঞ্চলে ছুটির দিনে শিকারী এবং পর্যটকের ভীড় জমে। লোকবসতি প্রতিবর্গ মাইলে* একজন দাঁড়ায় কী না সন্দেহ। ফসল বলতে জঙ্গলের-হালকা কাঠ আর চোরাচালানকারীদের আড্ডা, যা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। নানকাহুয়াজুর অবস্থিতি হচ্ছে সান্তাক্রুজ প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে নানকাহুয়াজু নদীর তীরে। সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ উচ্চতা হচ্ছে ছয়শত থেকে তিন হাজার মিটার যথাক্রমে। এই নানকাহুয়াজুর বৈশিষ্ট হচ্ছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র প্যারাগুয়ে

*—সমগ্র বলিভিয়ার রাষ্ট্রীয় সীমানা হচ্ছে চার লক্ষ চব্বিশ হাজার একশত চৌষট্টি বর্গমাইল। তৎ-সময়ে মোট জনসংখ্যা ছিল পঞ্চাশ লক্ষ। প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ১১.৭৮ জন, কিন্তু তা মূলতঃ শহরাঞ্চল কেন্দ্র করে।

থেকে কমবেশী দেড়শত মাইল দূরবে। সীমান্ত অঞ্চল হওয়ার দরুন জোরদার চোরাচালান ব্যবসা হচ্ছে মূল অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা। যা থেকে এই অঞ্চলের বাসিন্দা বা আগন্তুকদের মৌলিক চরিত্র সম্পর্কে অনুমান করা যায় যে এদের মধ্যে একজনও পাওয়া যাবে না যে বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থের কথা ভাবতে পারে, ব্যক্তিস্বার্থের মাপকাঠিতে।

বলিভিয়ার অর্থনীতি প্রেসিডেন্ট সাইলেস জুয়াজো-এর সময়কাল ১৯৫২ খৃস্টাব্দ থেকে প্রত্যক্ষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে। ১৯৫৮ থেকে শুরু হয় সামরিক সাহায্য। পূর্ববর্তী সময়ে প্রেসিডেন্ট প্যাজ এ্যাসটানসোরো খনি মজুরদের আগ্নেয়অস্ত্র রাখার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন যা থেকে গড়ে ওঠে সশস্ত্র পিপুলস মিলিসিয়া, সে অধিকার কেড়ে নেন প্রেসিডেন্ট জুয়াজো এবং পিপুলস মিলিসিয়াকে বাতিল করেন। এই পিপুলস মিলিসিয়ার মধ্যে ট্রটস্কীপন্থীদের প্রভাব ছিল বিস্তর। বলিভিয়ার ভৌগলিক অবস্থিতির কারণে ১৯৫৮ থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সক্রিয় সামরিক সহায়তা করে আসছে।

ল্যা প্যাজের ভিয়াকোয় রাজধানী রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে দুই রেজিমেন্ট দক্ষ সৈনিক মোতায়েন ছিল। একটি আল্‌প্যাইন ব্যাটালিয়ান [পাহাড়-পর্বতে যুদ্ধে বিশেষভাবে শিক্ষিত] অরুরু অঞ্চলের চাললাকোল্‌লা নামক জায়গায় ছিল অবস্থিত। একটি রেঞ্জার ব্যাটালিয়ান নিযুক্ত ছিল কোচাবামবার কৃষকদের রক্ষণা-বেক্ষণের জন্যে। নদী তথা জলপথে যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে আরেকটি বিশেষ গ্রুপ প্রতিষ্ঠিত ছিল উত্তর সীমান্তে রিভালটা নামক জায়গায়, এখানেই ছিল তাদের প্রধান কার্যালয়। ১৯৬৫ খৃস্টাব্দেই গেরিলা বিরোধী বাহিনী সংগঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা কাউন্টার-ইনসারজেন্সী নামে খ্যাত। আরোও উল্লেখযোগ্য: এই অঞ্চলে প্রত্যেকটি প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি মুফতি পোষাকে কৃষকের বেশে এবং

-পেশায় বসবাস করতো, এরা হচ্ছে বলিভিয়ান ইনটালিজেন্সের কর্মী, যাদের যুক্তরাষ্ট্রই শিক্ষিত করতো। রুশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক কার্যকারণের পরিপ্রেক্ষিতে আবার স্মরণ করা দরকার যে ১৯৬১ খৃস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে যে নৈতিক চুক্তি হয়েছিল তা বিশ্বের অনুন্নত তিনটি মহাদেশকে শান্তিরক্ষার জন্যে সশস্ত্র মুক্তি-যুদ্ধাবস্থার বাইরে রাখা। এই কারণে দুই বিশ্বশক্তির সামরিক সাহায্য খুবই তৎপরভাবে সক্রিয় রেখেছিল, স্বীয় প্রভাবিত দেশগুলির মধ্যে। যে কারণে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের এই নির্দিষ্ট অঞ্চল ছিল একটি জাঁদরেল সামরিক ব্যূহের অভ্যন্তরে অবস্থিত।

এই ব্যূহের মধ্যেই নানকাহুয়াজু কার্মে এসে পৌঁছলো এতলকো মেনা গনজ্যালেজ, বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধে নেতৃত্বের জন্যে, যে যুদ্ধ হচ্ছে সমগ্র মহাদেশ জুড়ে বিপ্লব শুরু করার প্রথম স্ফুলিঙ্গ। এই কার্মে সেই সময়ে মাত্র তিনজন পার্টি-কর্মি উপস্থিত ছিল।

বলিভিয়া ডায়রীর লেখক ৭ই নভেম্বরের দিনপঞ্জীতে যাকে বিগোটেস নামে অভিহিত করেছে—এই লোকটিই হচ্ছে জর্জি।* জর্জির সঙ্গে মেনা ওরফে র‍্যামনের রাজনৈতিক আলাপ হয়। জর্জি যদিও ম্যোনজের অনুরক্ত, তবু জর্জি অনুসারে রডলফো এবং ককো পেরিডোও এই গেরিলা যুদ্ধে যোগ দেবে এবং এটা প্রয়োজনীয় যে বলিভিয়ান কমিউনিস্ট পার্টিকে যুদ্ধ করার জন্যে প্রভাবিত করা। এই দিনপঞ্জীতে জর্জিকে র‍্যামন বলে যে এই যুদ্ধে তাদের সাহায্য করা কিন্তু র‍্যামন জোর দিয়ে স্মরণ করিয়ে দেয় যে সে যেন পার্টি এবং ম্যোনজেকে এই ব্যাপারে অভিহিত না করে, যে (ম্যোনজে) বুলগেরিয়া যাচ্ছে।

বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বলিভিয়ান কমিউনিস্ট

*—বিগোটি শব্দের স্পেনিস অর্থ হচ্ছে গোঁপ, এই চচ্ছে জর্জি ভেংকুয়রজ-এর ডাক নাম। সে আবার লরো নামেও পরিচিত।

পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল মোনজের সঙ্গে র‍্যামনের দশ কথাকথির ইতিহাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তা নিম্নোক্ত দলিলাদি থেকে পাওয়া যায়, যা ৭ই নভেম্বর ১৯৬৬কে কেন্দ্র করে গৃহীত। অর্থাৎ এই দিনটিতে মেনা ওরফে র‍্যামনের আগমনের পর নভেম্বরের শেষের দিকে বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির পার্টি-কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্যে মোনজে আমন্ত্রিত হন। বলিভিয়া থেকে সরাসরি বুলগেরিয়া যাওয়ার পরিবর্তে ডিসেম্বরের প্রথম দিকে মোনজে পৌঁছলেন হাভানায় পার্টির অন্যতম নেতা জর্জ কোললে কিউটোকে সঙ্গে নিয়ে। এটা লক্ষণীয় যে বুলগেরিয়া পার্টি কংগ্রেসে মোনজের আমন্ত্রণ, যে মোনজে একদিকে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত এবং অন্যদিকে হাভানা নেতৃত্বের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক ; যার উপরে ফিদেল কাস্ত্রোর অঢেল আস্থা ছিল। হাভানায় ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে মোনজের আলোচনা হলো। সেই আলোচনার বিস্তৃত রিপোর্ট স্বয়ং মোনজেই প্রকাশ করেছেন নিম্নোক্ত চিঠিখানি মাধ্যমে :

> ডিসেম্বরে আমি হাভানায় পৌঁছাই এবং ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে আরেকবার কথা হয়, এবং তাকে বলেছিলাম আমার উদ্বেগের কথা যে দেশে কী কী সব ঘটে চলেছিল। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, তার প্রতিনিধির সঙ্গে আমার যে কথা হয়েছিল, সেই প্রতিনিধির ব্যবহারের জন্যে তিনি ক্ষমা চেয়েছিলেন, এবং তিনি আবার বলেছিলেন যে আমার সঙ্গে তিনি সম্পূর্ণ একমত যে বলিভিয়ার বিপ্লব বলিভিয়ানদের দিয়ে সাধিত হবে। আমি তাকে বলেছিলাম যে আমি নিশ্চিতই ব্যাপারটিকে মূল্য দেবো এবং কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির আরেকটি সম্মেলনের প্রয়োজন সম্পর্কে তাকে প্রভাবিত করতে পেরেছিলাম। তারপর তিনি আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কমরেড আর্নেস্টো চে গুয়েভারার সঙ্গে কথা বলতে, তিনি বলেছিলেন যে চে

গুয়েভারা বলিভিয়ার সীমান্তের কাছে কোন একটি দেশে রয়েছে। দেখা করার জায়গা সম্পর্কে পরে আমাকে জানানো হবে, অগ্রবর্তী অঞ্চলের কোন একটি জায়গায়। আমি খুবই উৎসাহিত হয়ে আমন্ত্রণটি গ্রহণ করলাম। পার্টিগুলির প্রস্তাবিত সম্মেলন সম্পর্কে, তিনি বললেন যে তা নির্ভর করছে কমরেড গুয়েভারার সঙ্গে একটি এগ্রিমেন্টের উপর। তিনি আমাকে আবার বললেন যে এই কথাবার্তা গোপন রাখতে এবং এই সম্পর্কে কেবলমাত্র পরবর্তী সময়ে কথা বলা। তিনি আমার সমালোচনা করেছিলেন এই কারণে যে পূর্ববর্তী সাক্ষাৎকারকে কঠোরভাবে গোপন রাখিনি।'[৮২]

এই চিঠিখানিকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা উচিত। বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধের ব্যাপারে ম্যোনজে যেমন বলিভিয়া থেকে হাভানা পৌঁছলেন, তদ্রুপ বুলগেরিয়া থেকে রাশিয়ার সঙ্গে হাভানার সম্পর্ক রক্ষা আর বলিভিয়ার শাসক পার্টি তথা পার্টি কর্ণধারদের সঙ্গে গভীর রাজনৈতিক সম্পর্ক বর্তমান রাখা সম্ভব। বুলগেরিয়া যাওয়ার পূর্বে ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ম্যোনজে জানতে পারেন যে 'চে গুয়েভারা' বলিভিয়ার সীমান্তের কোন দেশে রয়েছেন। পূর্ববর্তী গোপন সাক্ষাৎকার-এর কথা যে ম্যোনজে গোপন রাখেন নি, তা ফিদেল কাস্ত্রো জানতেন। জানা থাকা সত্বেও ম্যোনজেকে এই গোপন তথ্যাদি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করার উদ্দেশ্যে কী হতে পারে? এবং এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের কথাও গোপন রাখার জন্যে ম্যোনজেকে হুঁসিয়ার করলেন কেন?

ম্যোনজের সঙ্গে গোপন সাক্ষাৎ এর আলোচনাকে কেন্দ্র করে ফিদেল কাস্ত্রো নিম্নোক্ত চিঠিখানি র‍্যামনের কাছে পাঠান। এই

৮২—এই চিঠিখানি ২৫শে জুলাই ১৯৬৮ প্রেসেনসিয়ায় প্রকাশিত হয়। রুয়েল গেরিলাস ইন ল্যাটিন আমেরিকা—পৃঃ ৫০০।৫০১।

জরুরী সংবাদটি নিয়ে এলো ম্যোনজেরই এক অনুরক্ত দশজন গেরিলা যোদ্ধার গ্রুপের এক নেতা :

Czo No24

প্রিয় র‍্যামন, স্টানিসলাও-এর (অর্থাৎ ম্যোনজের) এখানে আসার কারণটি হচ্ছে পাপই-এর (রিকারডো) ক্রিয়াকলাপ কি আভ্যন্তরিক দিকে অথবা দক্ষিণের দিকে যাচ্ছে জেনে নেওয়ার জন্যে এবং দক্ষিণকে সাহায্য করার জন্যে আমার সঙ্গে কোন চুক্তি আছে কি না এবং আভ্যন্তরিক পরিকল্পনা তার হাতেই তুলে দেওয়া। সে অবশ্য পাপই সম্পর্কে আবার নালিশ করেছে, বলছিল যে চুক্তি অনুসারে তার পরিকল্পনায় সে সাহায্য করেনি। এই অবস্থাই ভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে এবং এটার সুযোগ নিয়ে কোল্লে স্টানিসলাওকে চাপ দিচ্ছে যাতে খুবই কম সময়ের নোটিশে পার্টি পরিত্যাগ করে। এটা করার কথাই সে ভাবছে যে কোনরকমে তার মিলিটারী গ্রুপটিকে নিয়ে পার্টি ত্যাগ করার পরিকল্পনা করছে এবং একটি মহাজাগরণ ঘটাতে চায় পার্টিকে আত্মসমর্পন না করিয়ে অথবা কমপক্ষে পার্টিকে নিরপেক্ষ রেখে। সে দেখছে যে যদি তাকে পার্টির উপর নির্ভর করতে হয় সেক্ষেত্রে সেখানে মহাজাগরণ হবে না। এই অবস্থার মধ্যে আমরা স্বীকার করে নিয়েছি যে তোমার সঙ্গে কথা না হওয়া অবধি সে পার্টি ছেড়ে আসা স্থগিত রাখবে। সে মনে করে যে বাইরে থেকে আসার পরিবর্তে সেক্রেটরী জেনারেল পদবী নিয়ে তোমার সঙ্গে যোগ দেওয়াটা ভালো হবে। বাস্তব অবস্থাকে ব্যাখ্যা করে তুমিই সিদ্ধান্ত নেবে যে কোনটি ভালো হবে। আমি পরামর্শ দিয়েছি তোমার সঙ্গে তার কথা বলা উচিত। কেন না তুমিই হচ্ছ এই অপারেশনের কৌশলগত নেতা যার আরম্ভ সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই ভবিষ্যতবাণী করা যাবে না। দক্ষিণের

পরিবর্তে স্টানিসলাও-এর অঞ্চলে অপ্রত্যাশিত ঘটনাবলী শুরু হয়ে যেতে পারে। তোমার নাম ওর কাছে করায় সে খুবই আশান্বিত হয়েছে এবং সে স্থিরভাবে জবাব দিয়েছে যে প্রত্যেক ক্ষেত্রে তোমাকে অনুসরণ করবে এবং সাহায্য করবে প্রত্যেক সাক্ষাৎ অবস্থায়, কথা বলার জন্যে অনুমানিক ২৫শে থেকে ৩০শে ডিসেম্বরের মধ্যে করা, পাপই সঠিক সময় এবং জায়গা স্থির করবে। ওয়াকিবহাল করার জন্যে আমি তাকে বলেছি সাক্ষাৎকারটি হবে দেশের বাইরে। আমি বলতে পারছি না যে স্টানিসলাও-এর চূড়ান্ত আচরণ শেষ পর্যন্ত কী হবে তবে সে কিছু ভালো লোক নিয়ে আসবে ··এই সংবাদবাহকটি হচ্ছে দশ জনের একটি গ্রুপের নেতা যাদের স্টানিসলাও পাঠিয়েছিল এবং ইনি এদের নিয়ন্ত্রণ করছে। বাকী সব ডিসেম্বরের শেষ দিকের জন্যে রেখে দাও, দেখ যদি ওদের ভেতরে নিয়ে আসা যায়। অভিনন্দন, লেচে, ১৪ই ডিসেম্বর।'[৮৩]

র‍্যামনের উদ্দেশে তথা নামে লিখিত ফিদেল কাস্ত্রোর এই চিঠিখানি অক্টোবর ১৯৬৭ ল্যা প্যাজের সংবাদপত্র এ্যল ডায়েরিওতে প্রকাশিত হয়। চিঠিখানির ভাষা ও বক্তব্য যদিও সহজ এবং বোধগম্য, কিন্তু এই সহজতার মধ্যে কোন সাংকেতিক-ভিত আত্মগোপন করে আছে কিনা, এ সম্পর্কে অবশ্য কোন বিশেষজ্ঞ কিছুই বলেন নি। তবে এই চিঠির বক্তব্যে গেরিলা যুদ্ধ সংগঠন সম্পর্কে একটি মুখ্য বিষয় হলো যে ম্যোনজে সম্পর্কে ফিদেল কাস্ত্রো শুধু সন্দিহান নন, তাকে যেমন একদিকে মোটেই বিশ্বাস করেন না, অন্যদিকে তাকে ছেড়ে দিতেও নারাজ, এই ম্যোনজেকে দিয়েই আবার গেরিলা যুদ্ধের জন্যে যোদ্ধা সংগ্রহ করেন। ম্যোনজে যে এই গেরিলা যুদ্ধে তার মিলিটারী গ্রুপ নিয়ে যোগ দিতে চায় এবং পার্টিকে না জড়িয়ে

৮৩—রুবেন গেরিলাজ ইন ল্যাটিন আমেরিকা, পৃঃ ৫০১।৫০২।

প্রাণজাগরণ ঘটাতে চায়—ম্যোনজের এই দু'টি কর্মধারাকে ফিদেল কাস্ত্রো বাতিল করেন। কিন্তু পরিবর্তে র‍্যামন নামক ব্যক্তিটিকে একথাও জানাতে ভুলেন না যে স্টানিসলাও-এর অঞ্চলে অপ্রত্যাশিত ঘটনাবলী শুরু হয়ে যেতে পারে, অর্থাৎ ম্যোনজেই গেরিলা যুদ্ধ শুরু করতে পারে। যেহেতু, র‍্যামনকে হুঁসিয়ারী দিয়ে যেমন সাবধান করেছেন যাতে ম্যোনজে এমন কোন গেরিলা যুদ্ধ শুরু করতে না পারে। ম্যোনজের কার্যকারণে বাধা সৃষ্টি করার জন্য ইংগিত দেওয়া হচ্ছে যাতে ম্যোনজের মিলিট্যান্ট গ্রুপটি ফিদেল কাস্ত্রোর পরিকল্পনার অভ্যন্তরে নিয়ে আসা যায়। এদিকে আবার র‍্যামনকে চাঙ্গা রাখার জন্যে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে : 'আমি পরামর্শ দিয়েছি তোমার সঙ্গে কথা বলা উচিত কেন না তুমিই হচ্ছ এই অপারেশনের কৌশল-গত নেতা যার আরম্ভ সম্পর্কে পুর্বাহ্নেই ভবিষ্যতবাণী করা যাবে না।'

ল্যাটিন আমেরিকার মহাদেশ জুড়ে বিপ্লব করার যে কেন্দ্রস্থল, এই বলিভিয়ায় গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার জন্যে এই ব্যবস্থার মধ্যে বৈপ্লবিক আন্তরিকতা একেবারেই অনুপস্থিত। ফিদেল কাস্ত্রো এবং ম্যোনজের ঘটনাবলী থেকে যা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যা ষড়যন্ত্রমূলক একটি অভিযান।

চে গুয়েভারার নামে প্রচারিত 'বলিভিয়ার ডায়রী' শীর্ষক পুস্তকে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৬৬ ম্যোনজের সঙ্গে তথাকথিত চে গুয়েভারার সাক্ষাৎকারের ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন বলিভিয়া ডায়রীর লেখক :

> ম্যোনজের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু হয় সাধারণভাবে, কিন্তু ম্যোনজে মূল প্রশ্নগুলো সঙ্গে সঙ্গে উত্থাপন করলেন, তা তিনটি মূল শর্তের মধ্যেই নিবদ্ধ :
>
> (১) তিনি পার্টি নেতৃত্ব থেকে পদত্যাগ করবেন, কিন্তু পার্টিকে অন্ততঃ পক্ষে নিরপেক্ষ রাখতে সচেষ্ট হবেন এবং সংগ্রামের জন্যে ক্যাডার আনবেন।

(২) রাজনৈতিক এবং সামরিক নেতৃত্ব তার কাছেই থাকবে যতদিন বিপ্লব বর্তমান থাকবে বলিভিয়ার পরিস্থিতিতে।

(৩) তিনিই পরিচালনা করবেন দক্ষিণ আমেরিকার পার্টি-গুলির সঙ্গে সম্পর্কগুলি, তাদের সেই অবস্থায় নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে (তিনি ডগলাস ব্রেভোর উদাহরণ দিয়েছিলেন)।

আমি জবাব দিয়েছিলাম যে পার্টি সেক্রেটারী হিসেবে প্রথম শর্তটি হচ্ছে তার বিষয়, যদিও আমি বিবেচনা করেছিলাম যে তার অবস্থাটি হচ্ছে ভ্রান্তিযুক্ত। এটা ছিল তার অস্থিরতা এবং সুবিধাবাদী ধারা এবং সেইসব ঐতিহাসিক নাম যাদের বাতিল করা উচিত অস্থিরতা এবং সুবিধাবাদী ধারা এবং সেইসব ঐতিহাসিক নাম যাদের বাতিল করা উচিত আত্মসমর্পণ মূলক নীতির জন্যে তাদেরই রক্ষা করার জন্যে সহায়তা করা। সময় তা প্রমাণ করবে যে আমিই ঠিক।

তৃতীয় শর্ত সম্পর্কে, আমার কোন বাধা ছিল না যে তিনি এটা করার চেষ্টা করুন, কিন্তু তা ব্যর্থতার মধ্যেই ডুবে যাবে। ডগলাস ব্রেভোকে সমর্থন করার জন্যে কোডোভিলাকে বলাটি একই সমান্তরালে যে তাকে বলা পার্টি অভ্যন্তরে বিদ্রোহকে ক্ষমা করুন। সময়ই এখানে তা বিচার করবে।

দ্বিতীয় শর্ত সম্পর্কে, আমি কোনভাবেই তা গ্রহণ করতে পারিনি। আমিই হব সামরিক প্রধান (military chief) এবং এই সম্পর্কে কোনরকমের অনিশ্চয়তা মেনে নিতে পারি না। এখানে আলোচনাটি দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে উঠল এবং শেষ হল একটি বৈরীযুক্ত অবস্থার মধ্যে।

আমরা স্বীকার করে নিই যে তিনি আবার এটা ভেবে দেখবেন এবং বলিভিয়ান কমরেডদের সঙ্গে কথা বলবেন।

আমরা নতুন ক্যাম্পে গেলাম এবং সেখানে প্রত্যেকের সঙ্গে তিনি কথা বললেন ও তাদের পছন্দ করে নিতে বললেন যে তারা থাকবে অথবা পার্টিকে সমর্থন করবে। প্রত্যেকেই পছন্দ করলো থাকবার জন্যে এবং এ থেকে তিনি বিস্মিত হলেন।

১২টায়, আমরা প্রীতিপান করলাম, এই দিনটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্মরণ করে। তার কথাগুলোর সুযোগ নিয়ে আমি জবাব দিয়েছিলাম এবং এটাকে চিহ্নিত করেছিলাম মহাদেশে বিপ্লবের নতুন 'গ্রিতো ডি মুরিলুলো', ও বলেছি যে আমরা যখন বিপ্লবের কর্মকাণ্ডের মুখোমুখী আমাদের জীবন সেক্ষেত্রে মূল্যহীন।[৮৪]

৩১শে ডিসেম্বর ১৯৬৬ তারিখটিকে কেন্দ্র করে ডায়রীর উপরোক্ত বক্তব্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ ফিদেল কাস্ত্রোর Czo24 চিঠিখানির পরিপ্রেক্ষিতে, পরোক্ষে র‍্যামনকে যে নির্দেশ দেওয়া হল, এর বাস্তব অর্থ খুবই পরিষ্কার। চে গুয়েভারার নামে র‍্যামন বলিভিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি অভ্যন্তরে যে সব মিলিটান্ট সদস্য গেরিলা যুদ্ধ শুরু করা সম্পর্কে উদ্যোগী, সেইসব সদস্যদের মোনজের হাত থেকে কৌশলে ছিনিয়ে আনলেন, যা থেকে কমিউনিস্ট পার্টিকে পরিষ্কার করে ফেলা হলো বিপ্লবী সদস্যদের হটিয়ে দিয়ে। অন্যদিকে মোনজের দু'মুখো নীতিকে র‍্যামন সমর্থন জানালেন যে ল্যাটিন আমেরিকার কমিউনিস্ট তথা ওয়ার্কাস পার্টিগুলির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে কোন বাধা নেই। মোনজের এই কর্মকাণ্ডের ফল কি ঘটবে সে ইঙ্গিতও র‍্যামন দিচ্ছেন যে ; 'তা ব্যর্থতার মধ্যেই ডুবে যাবে'। অর্থাৎ শোধনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি অভ্যন্তরে যে মিলিটান্ট সদস্যরা রয়েছে এবং বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছেন, এরা মোনজের সঙ্গে যোগ-সাজসের কারণে চিহ্নিত হবেন, নিরুদ্দেশ হবেন। এবং সব থেকে

৮৪—Che Guevara Diary in Bolivia—PP 20-21 and Rural Guerrillas in Latin America—PP 502-503.

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে যে ম্যোনজের কর্মকাণ্ড থেকে সারা ল্যাটিন আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়বে সংবাদ যে বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধে যুক্ত রয়েছেন অথবা নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্বয়ং চে গুয়েভারা। তাই র‍্যামনকে হুঁসিয়ারী দিয়ে স্মরণ করানো হচ্ছে: 'তুমিই হচ্ছ এই অপারেশনের কৌশলগত নেতা'—এই সতর্কবাণী অর্থহীন হয়ে পড়ে, যখন র‍্যামনকে চে গুয়েভারা ছদ্মবেশে বলিভিয়ায় পাঠানো হয়েছে দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে গেরিলা যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে।

র‍্যামনের সঙ্গে ম্যোনজের দীর্ঘ আলোচনা সম্পর্কে রিচার্ড গট জানাচ্ছেন: 'ম্যোনজের সঙ্গে গুয়েভারার এই মোকাবেলা দুর্ভাগ্যজনক।'…'গেরিলা যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে ল্যাটিন আমেরিকার দুই প্রধান ব্যাখ্যাকারক তর্ক করতে বাধ্য হলেন কর্মভার প্রাপ্ত ক্ষুদ্র কমিউনিস্টের সঙ্গে। কিন্তু তাদের পারস্পরিক শক্তিতে দুই বিরোধী কমবেশী সমান। গুয়েভারার দৃষ্টি ছিল এবং ছিল সহজাত গুণ এবং কুড়ি জন লোক ইতিমধ্যেই জঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার হাতে ছিল অর্থ ভাণ্ডারের প্রাচুর্য। ম্যোনজে যাই হোক পার্টি মেসিনকে নিয়ন্ত্রণ করতো।'

'এটি ছিল একটি ঐতিহাসিক সাক্ষাত। যা তুলে ধরেছে যেভাবে কিউবায় কমিউনিস্টদের শাসন ক্ষমতায় আসার থিসিসকে চূড়ান্তভাবে বাতিল করার অঙ্গীকার। এবং যা চিহ্নিত করলো ল্যাটিন আমেরিকায় এবং পৃথিবীর রাজনীতিতে একটি নতুন যুগের আরম্ভ, একটি যুগ যা রোপণ করলো বামপন্থার উপর কমিউনিস্ট পার্টির কর্তৃত্বের অবসান।'

* * *　　* * *　　* * *

ডায়রী লেখক র‍্যামন পয়লা জানুয়ারী ১৯৬৭ ম্যোনজে সম্পর্কে তার দিনপঞ্জীতে লিখেছে:

"সকালবেলা, আমার সঙ্গে আলোচনা না করেই, ম্যোনজে

বলেছিলেন যে তিনি নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেন এবং পার্টি নেতৃবৃন্দের কাছে ৮ই জানুয়ারী পদত্যাগ পত্র পেশ করবেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, তার উদ্দেশ্য শেষ হয়ে গেছে। তাকে দেখাচ্ছিল যেন ফাঁসীর দড়ির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমার মনে হয়েছিল যখন তিনি ককোর কাছ থেকে জানতে পারলেন আমার সিদ্ধান্ত যে স্ট্রাটাজিক ব্যাপার সমূহ তাকে দেওয়া হবে না, এই পয়েন্টকেই তিনি সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে ভাঙ্গনের ব্যবস্থাদি প্রয়োগ করলেন, যেমন তার যুক্তিতর্কগুলি অসঙ্গতিপূর্ণ।

দুপুরের পর, আমি সবাইকে জড়ো করলাম ও ম্যোনজের আচরণ সম্পর্কে তাদের কাছে ব্যাখ্যা করলাম। ঘোষণা করলাম আমরা ঐক্যবদ্ধ হব তাদের সঙ্গে যারা বিপ্লব করতে চায় এবং পূর্বাহ্নেই আমি বলে রাখলাম অসুবিধেযুক্ত সময় ও দিনগুলি সম্পর্কে যে বলিভিয়ানদের জন্যে রয়েছে নৈতিক যন্ত্রণা; আমরা তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব যৌথ আলোচনার মধ্য দিয়ে অথবা পলিটিক্যাল কমিসারসদের মাধ্যমে।...সংবাদটি আমি ফিদেলের কাছে লিখে পাঠালাম যা পাওয়া যাবে ২ নম্বর দলিলে।

দিনপঞ্জীর এই বক্তব্যের মধ্যে ঘটনাবলী তথা র‍্যামন বা ম্যোনজের সম্পর্ক ব্যতিরেকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি কতকগুলো মুখ্য শব্দ এবং ব্যাখ্যার প্রতি: যেমন বলিভিয়ানদের নৈতিক যন্ত্রনা থেকে মুক্তি দেওয়ার সংগ্রামের দায়িত্ব যেমন হাভানা শাসক গোষ্ঠির উপর টেনে নিচ্ছে, অনুরূপভাবে বলিভিয়ানরা শর্তহীনভাবে গেরিলা নেতৃত্বকে মেনে নেবে—নচেৎ বলিভিয়ানদের ভুগতে হবে নৈতিক যন্ত্রনায়। তাছাড়া র‍্যামন অর্থাৎ বলিভিয়া ডায়রীর লেখক যে দু'টি বিশেষ শব্দ ব্যবহার করেছে: (১) যৌথ আলোচনা (২) পলিটিক্যাল কমিসারস। এই দুটি শব্দের মূল উৎস হচ্ছে বিংশতি কংগ্রেস এবং কমিসারস শব্দটি রুশিয়ান ভাষা আগত। এই ডায়রী ছাড়া বলিভিয়া

গেরিলা যুদ্ধের যাবতীয় দলিলপত্রে স্পেনিস ভাষা তথা শব্দ ছাড়া ব্যবহৃত হয় নি। ইংরাজী অনুবাদকরা স্পেনিস-ভাষাই ইংরাজী অনুবাদে ব্যবহার করেছেন। র‍্যামন কোন্ উদ্দেশ্য অথবা উৎস থেকে এই শব্দের ব্যবহার করল, তা কোন বিশেষজ্ঞ কোথাও উল্লেখ করেন নি।

৭ই নভেম্বর ১৯৬৬ কেন্দ্র করে উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাদি জানা যায়। কিন্তু ২২শে মার্চ ১৯৬৭ পর্যন্ত গেরিলা যোদ্ধাদের যুদ্ধানুরূপ কোন ঘটনাবলী ঘটেনি। মেনার আগমন দিন থেকে সাড়ে চার মাসের উপর কিভাবে গেরিলা মুক্তি যুদ্ধ ব্যবস্থাদি এগুচ্ছিল—অর্থাৎ প্রথম যে অ্যামবুস ডায়রী লেখক উল্লেখ করেছেন এবং দলিল-পত্রে বর্তমান রয়েছে, তা ২৩শে মার্চ ১৯৬৭। তাই ওই দিনটিতে পৌঁছতে হলে এই দীর্ঘ সাড়ে চার মাসকে দেখা প্রয়োজন—যা থেকে পরিচ্ছন্নভাবে দেখা যাবে যে মেনা ওরফে র‍্যামন ব্যক্তিটির চারিত্রিক সহজাত চরিত্রের সঙ্গে আর্নেস্টো চে গুয়েভারার কোন সাদৃশ্য নেই। পরিবর্তে এই র‍্যামন একদিকে শুধু ডায়রী লেখক নয় প্রতিদিনকার ঘটনাবলীকে কেন্দ্র তাকে লিখতে হয়েছে রিপোর্ট, যে দলিলগুলো সরাসরি ফিদেল কাস্ত্রোর কাছে পাঠানো হয়েছে, একেবারে সেই প্রথম দলিল থেকে। এবং দেখা যাচ্ছে যে এই ডায়রীর লেখক ডায়রীর দিনপঞ্জী ছাড়া মৌলিক ঘটনা ও প্রশ্নকে কেন্দ্র করে অদৃশ্য কালি মাধ্যমে হাভানায় ডকুমেণ্ট পাঠাচ্ছে, পরিবর্তে হাভানা থেকে র‍্যামনের কাছে আসছে নির্দেশ। এই ডায়রী, ডকুমেণ্ট এবং নির্দেশ পরস্পরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত। হাভানা থেকে তৈরী এই অঞ্চলের মানচিত্র নিয়েও র‍্যামনকে মারাত্মক অসুবিধে পোহাতে হয়েছে। মানচিত্রে উল্লেখিত নামগুলোর সঙ্গে অঞ্চলের নামের দূরত্ব র‍্যামনকে মাইলের পর মাইল হাঁটিয়েছে।

গেরিলা যুদ্ধ সংগঠিত করার জন্যে এই সাড়ে চার মাস বাস্তব

ক্ষেত্রে র‍্যামনের নেতৃত্বে মাটি-জরিপ দলের অনুরূপ কাজ দিনের পর দিন ধরে টেনে নেওয়া হচ্ছিল। এবং এই জরিপ কাজের কারণে এদের বিচরণ ভূমি ৫৮০ মিটার থেকে ১১৮০ মিটার উচ্চতা অবধি, পরবর্তী সময়ে এই উচ্চতা ২২৮০ মিটার অতিক্রান্ত করেছে। এই ভ্রমণের মধ্য দিয়ে এখানে ওখানে গুহা তৈরী হয়েছে, এবং পিকনিক পার্টির মতো কখনো ঘোড়া মেরে, কখনো পাখী, বাঁদর, গরু বাছুর মেরে খাওয়ার মধ্য দিয়ে সাড়ে চার মাসে যে যোদ্ধারা এসে লড়াই-এর জন্যে জড়ো হয়েছিলেন, লড়াই শুরু না করার দরুন আরেক ক্ষিপ্ত নিরাশ। তাদের সহজাত মান-কে নামিয়ে নিয়ে এল। এই সময়ের মধ্যে বলিভিয়ার ডায়রী অনুসারে ১৬ই মার্চ অবধি ৩২টি সাংকেতিক সংবাদ এসে পৌঁছয় র‍্যামনের কাছে, এই সময়ের মধ্যে কমবেশী সতেরোটি ডকুমেন্ট তৈরী হয়েছে বলিভিয়া-ডায়রী ব্যতিরেকে ২৭শে মার্চ অবধি।

২১শে মার্চ বলিভিয়া ডায়রী লেখক দিনপঞ্জীতে লিখেছে : 'সাঁতরে এবং বি-র‍্যাসেলের কাছে আমি লিখবো যেন তারা একটি আন্তর্জাতিক ফাণ্ড সংগঠিত করেন বলিভিয়া মুক্তি আন্দোলনের সাহায্যের জন্যে।'*

বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের অর্থ-ভাণ্ডারের জন্যে র‍্যামন লিখবে সাঁতরে এবং বি. র‍্যাসেলকে—এই বক্তব্যটিকে দেখা দরকার চে গুয়েভারার সহজাত চরিত্রের মাধ্যমে। তবে ঘটনাটি এই যে সাড়ে চার মাস সমগ্র পর্বতাঞ্চল জরিপ করার পরও গেরিলা যুদ্ধ শুরু হচ্ছে না কী অর্থনৈতিক কারণ থেকে ?

টাকার-খেলা এই গেরিলা যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ধারাবাহিকভাবে এগুচ্ছিল, কথাটা স্মরণ রাখা দরকার যে জরিপের কাজই পুরো মাত্রায়

---

*—I have to write to Sarte aud B. Russell to have them Organise an international fund to help the Bolivian liberation movement.

ছিল একমাত্র কাজ। ২০শে মার্চ দেখা যাচ্ছে যে চিনো সরাসরি দাবী জানিয়েছে মাসে পাঁচ হাজার ডলার হিসেবে দশ মাস ধরে দিতে হবে, হাভানা থেকে বলা হয়েছে এই ব্যাপারে র‍্যামনের সঙ্গে কথা বলতে।* অনুরূপ ভাবে ২১শে মার্চ র‍্যামন লিখেছে: ৯ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সয়লার দেড় হাজার ডলারের হিসেবে পেয়েছি।

৮ই এপ্রিল অবধি উনিশ খানা ডকুমেন্ট পাঠানো হয়েছে। লক্ষ্য করা প্রয়োজনীয় যে ডায়রী লেখক লিখেছে: এই ব্যাপারে জোয়াকিন রিপোর্ট করেছে ও অন্যান্য সমস্যাগুলি সংশ্লিষ্ট দলিলটিতে রয়েছে।** এই দিনপঞ্জীর বক্তব্যটি সহজ এবং সরল, অর্থাৎ এই দিনপঞ্জীটির সঙ্গে উপরোক্ত দলিলটিও পাঠানো হয়েছে—স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ যে তা হাভানাকে পাঠানো হয়নি? এই ডায়রীর ভূমিকায় ফিদেল কাস্ত্রো লিখেছেন যে ডায়রীটির ফটোস্টাট কপি হস্তান্তরিত করা হয়েছে বলিভিয়া সামরিক সরকারের তৎকালিন আভ্যন্তরিণ মন্ত্রী অ্যানতোনিও আর্গেডেস কর্তৃক। সে ক্ষেত্রে এই র‍্যামন দিনপঞ্জীগুলি ও দলিলাদি কাকে অথবা কারে র কাছে পাঠালো।

যাই হোক, ২২শে মার্চ '৬৭ পর্যন্ত র‍্যামনের নেতৃত্বে যা ঘটছিল, কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে এই সাড়ে চার মাস ধরে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছিল। এই অভিমত শুধু যেমন যুক্তিপূর্ণ তদ্রুপ বাস্তব। কেন না, যোদ্ধাদের কেবলমাত্র শিক্ষা দেওয়া নয়—যুদ্ধের রসদ খাদ্যসামগ্রী, পরিচ্ছদ, ওষুধপত্র ইত্যাদি সংগ্রহ যেমন অত্যাবশ্যক, অনুরূপ ভাবে কেবলমাত্র গেরিলা যুদ্ধের নেতৃত্বের ক্ষেত্রেই নয় প্রতিটি

*—I spoke to Chino first. He asked for five thousand dollors monthly for ten month and he was told in Havana that he should speak to me.

**—Joaquin has reported on these and other problems in the enclosed document (DXIX).

গেরিলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে দেয় অঞ্চলের টপোগ্রাফি, ভৌগলিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি শুধু জানা নয়—মণ্ডপর্ণে রাখা। কিন্তু বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের প্রশ্নে কারোই এগুলো জানা ছিল না—র‍্যামন তো বার বার খেই হারিয়ে ফেলেছে। যে বা যারা র‍্যামনকে অঞ্চলের মানচিত্র দিয়েছিল, শুধু নাম নয় স্থানেরও মিল ছিল না। ৩রা ফেব্রুয়ারী ডায়রী লেখক উল্লেখ করেছে : এই খালটি কোন রকমেই ফ্রাইআস নদী হতে পারে না, এটা মানচিত্রে দেওয়াই হয়নি।*

অনুরূপ ভাবেই ডায়রী লেখকের ভাব প্রকাশ পেয়েছে। যেমন ২৩শে ফেব্রুয়ারী লেখক উল্লেখ করেছে : যেভাবে মানচিত্রে দেখান হয়েছে তা থেকে টপোগ্রাফি একেবারে আলাদা।** এই উক্তির ভাষা ও প্রকাশ থেকে পরিচ্ছন্নভাবে বোঝা যায় যে ডায়রী লেখক অভিযুক্ত করছেন ওদের যারা গেরিলা যুদ্ধাঞ্চলের মানচিত্র তৈরী করেছে। মানচিত্র সরকারী অথবা অন্য কারো সৃষ্ট নয় গেরিলা যুদ্ধের পরিকল্পক তথা সংগঠক কর্তৃক তৈরী করা হয়েছে। যে কারণে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের সময়কালে প্রতিটি ঘটনার মধ্যেই দেখা যায় যে একটি সহজাত বৈপ্লবিক দায়িত্ব পালনের জন্যে এই মুক্তি সংগ্রাম সংগঠিত করা হয়নি, পরিবর্তে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের কারণে এই বহুল প্রচারিত নাটকের সৃষ্টি। মেনা ওরফে র‍্যামন, গেরিলা যুদ্ধের সত্ত্বাধিকারী যে আর্নেস্টো চে গুয়েভারা নন তা তার প্রথম দিনের উপস্থিতি থেকেই বোঝা যায়।

যেমন ; ৮ নভেম্বর ৬৬ : আরগারানাজের সহায়তায় জর্জি তার জীপখানাকে খাদ থেকে তুলে নিয়ে আসে এবং প্রতিদানে কথা দিতে হয় যে জর্জি ওর কাছ থেকে শুয়ার ও মুরগি কিনবে। ঐই

*—The Creek cannot be the Frias river, it is simply not on the map

**—The topography is different from that shown on the map.

নভেম্বর-ডায়রী -লেখক লিখছে : তার শরীর থেকে ভেড়া বা ষাঁড়ের ছয়টি এঁটুলি ছাড়ানো হয়েছিল। ১০ই নভেম্বর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে পরদিন সকালে নতুন ক্যাম্পে জঙ্গলের ভেতরে স্থানান্তরিত করা হবে। ১১ই নভেম্বর নতুন ক্যাম্পে ঘটনাবিহীন দিন কাটানো হলো বাড়ীর অন্য দিকটায় যেখানে আমরা ঘুমিয়েছিলাম। তুমানি গিয়েছিল আরগারানাজের সাক্ষাৎ করতে তার কাছ থেকে কিনে আনলো মুর্গি, টার্কি।

এই মেনা ওরফে র‍্যামনের গেরিলা যোদ্ধা এবং সমর্থক সংগ্রহের পদ্ধতিও অদ্ভুত, যেমন ১৩ই নভেম্বর: 'রবিবার। কিছু শিকারী, আরগারানাজের কর্মীরা, আমাদের আড্ডার পাশ ঘেঁষে চলে গেলো। এরা এই জঙ্গলের মানুষ, কমবয়সী ও সরল, এবং মালিকের প্রতি রয়েছে প্রচণ্ড ঘৃণা, রিক্রুট করার পক্ষে খুবই যোগ্য।'

১১ই নভেম্বর ডায়রী লেখকের রিপোর্টের শেষ কথাগুলো: আমার চুলগুলো বাড়ছে, যদিও খুব হালকা ভাবে এবং ধূসরগুলো সোনালী হচ্ছে এবং পড়ার জন্যে তৈরী হচ্ছে; আমার দাড়িও গজাচ্ছে। মাস কয়েকের মধ্যেই আমি আবার আমি হয়ে উঠবো।'

চে গুয়েভারা হিসেবে ডায়রী লেখক নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার মনবাসনা ঐকান্তিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে—পাঠকরাও যাতে নিশ্চিত হতে পারেন যে এই মেনা ওরফে র‍্যামনই চে গুয়েভারার ছদ্মবেশে। এখানে চে গুয়েভারার সহজাত চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বলা অসংগত হবে না যে ডায়রী লেখক এই অহেতুক মনবাসনা ব্যক্ত করলেও চে গুয়েভারার চরিত্রের সঙ্গে পরমাণু-সমানও মিল নেই। কয়েকটি বিশেষ ঘটনা থেকে তা আরোও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফেব্রুয়ারী ৬৭ দিনপঞ্জী থেকে উদাহরণ আরোও উল্লেখযোগ্য।

পয়লা ফেব্রুয়ারী নানকাহুয়াজু থেকে র‍্যামনের নেতৃত্বে সাতাশ জন গেরিলার একটি দল উত্তর দিকে এগিয়ে চললো। এই সাতাশ

জনের মধ্যে পনেরো জন হচ্ছে কিউবান এবং বারো জন বলিভিয়ান। এই গেরিলা যোদ্ধাদের সংখ্যা থেকে কথাটি নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে বলিভিয়ার মুক্তি যুদ্ধে কিউবানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ—বলিভিয়ানরা শুধু তাবেদার। পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে আটই ফেব্রুয়ারী একটি ভেলা তৈরী করে রিও গ্র্যাণ্ডি নদীটি পেরিয়ে ম্যাসিকুরি নদীটির পূর্বে যেখানে রিও গ্র্যাণ্ডির সঙ্গে মিশেছে, পুয়েস্টো মাউরিসিয়ো সেখানে অবস্থিত, দলটি এখানে এসে পৌঁছয়। এই সময়ে একজন কৃষকের সঙ্গে মেনা ওরফে র‍্যামনের দেখা হয়—হনোয়োটো রোজাস। যে কৃষকটি বাস্তবে বলিভিয়া ইনটালিজেন্স-বাহিনীর গুপ্তচর, এই রোজাসের উপর আস্থা নিয়ে গেরিলা বাহিনীতে চর হিসেবে রিক্রুট করা হয়। এই রোজাসের জন্যে যে কারণে কমপক্ষে দুইটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে কুড়িজন গেরিলা যোদ্ধা প্রাণ হারান। জোয়াকুইনও এই রোজাসের ফাঁদে পড়ে বলিভিয়ান-সৈনিকের গুলিতে ৩০শে আগস্ট নিহত হন।*

এদিকে নানকাহুয়াজু ক্যাম্পে যে দলটিকে রেখে যাওয়া হয়েছিল, তাদের নেতা মারকোস, একজন কিউবান। সে দেখলো যে অভুক্ত অবস্থায় দলটি প্রায় অজ্ঞান। এই অঞ্চল থেকে কোন সাহায্য কেউই সংগ্রহ করতে পারে নি। কিন্তু মারকোস তাদের অস্ত্রশস্ত্র সহ খাদ্য-সংগ্রহের জন্যে পুরো দলটিকে নিয়ে খানিকটা দূরত্বে বলিভিয়ান পেট্রল তৈরীর কোম্পানীতে পৌঁছল এবং গিয়ে উঠলো এ্যপিফানিও অরগাস নামক একজন কর্মচারীর বাড়ীতে। নিজেদের পরিচয় দিল মেক্সিকো থেকে আসা একদল ভূতাত্ত্বিক। কিন্তু ভাবতে বিস্ময় জাগে যে এই কর্মচারীটিকে এরা কেন এতো বোকা ভেবেছিল—ভূতাত্ত্বিক আর যোদ্ধাদের মধ্যে ব্যবধানটি যেকোন সাধারণ মানুষের

*—যদিও রোজাসকে পরবর্তী সময়ে সামরিক নিরাপত্তা দেওয়া সত্ত্বেও ১৯৬৯ ই-এল-এন কর্তৃক বন্দী ও ফাঁসী দেওয়া হয়।

পড়ে নির্বাচিত, [illegible] একেবারে তাই হয়েছে। যদিও ভারগাস তাদের [illegible] মেনে নেন—কিন্তু মারকোস-এর দল নিয়ে চলে যাওয়ার পর ভারগাস তাদের অনুসরণ করে শুধু নানকাহুয়াজু পর্যন্ত নয়, পরিবর্তে ক্যামেরি পৌঁছে সরকারের কাছে এই বিশেষ খবরটি দিয়ে আসে।

অনুরূপভাবে ১৯ জানুয়ারী দিনপঞ্জী: দুপুরের পর চারটের লেফটানেন্ট ফারনানডেজ নামক পুলিশ অফিসার চারজন পুলিশ সঙ্গী নিয়ে সার্চ করার উদ্দেশে ফার্মে আসে এবং লরোর কাছ থেকে রিভলবার বাজেয়াপ্ত করে, যদিও অন্য দুইটি অস্ত্র রাখতে অনুমতি দেয়। রিভলবারটি যদি লরোকে ফেরত পেতে হয় সেক্ষেত্রে লরোকে অবশ্যই তা ক্যামেরি গিয়ে নিয়ে আসতে হবে। ডায়রী লেখক মন্তব্য করেছে ; এটা হচ্ছে আরগারানাজের কীর্তি। ২০শে জানুয়ারী মেনা ওরফে র‍্যামন লিখছে : 'এ থেকে ঘটনাদি যদি খারাপ পথে যায় তাহলে এই অঞ্চল ছেড়ে যাওয়ার আগে তাকে দেখে নেবো।'* ২৫শে আরগারানাজকে এই ব্যাপার জানানোর জন্যে লরোকে পাঠানো হয় যে এই ডায়রী লেখকের মনোভাব কী। আরগারানাজ অবশ্যই স্বীকার করে যে গুপ্তচরের জন্যে লোকটিকে সে-ই পাঠিয়েছে, তবে অস্বীকার করে যে এই ঘটনাটির উৎস কর্তা সে নয়।

২২শে জানুয়ারী ডায়রী লেখক সরাসরি ফিদেল কাস্ত্রোর কাছে রিপোর্ট পাঠালেন যাতে ফিদেল কাস্ত্রো পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করেন এবং তাকে যোগাযোগের চেষ্টা করেন।** ২৫শে জানুয়ারী ম্যানিলা থেকে একটি সংবাদ এসে পৌঁছয়, ডায়রী-লেখক উদ্ধৃত করেছেন :

*—If things goes wrong, we shall get even with him before we leave the zone.

**—I wrote a document to Fidel A 3, in order to expiain the situation and try out the mailing contact,

ম্যানিলা থেকে একটি সংবাদ এসে পৌঁছেছে, যাতে জানানো হয়েছে যে সব কিছুই ভালোভাবে পৌঁছেছে এবং কোলে তার নির্দিষ্ট জায়গার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে, যেখানে সাইমন রিয়েস ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। ফিদেল সাবধান করে দিয়েছেন যে তিনি শুনবেন এবং ওদের প্রতি কঠোর হবেন।***

বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের প্রধান কার্যালয় এবং এই সব আগন্তুক সম্পর্কে বলিভিয়ার সামরিক সরকার শুরু থেকেই সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল; কিন্তু সরকারী বিধি ব্যবস্থা কোন রকমের একসন নেয়নি, যেখানে বাস্তবে পার্লামেন্টারী রাজনীতির উপরও রয়েছে কঠোর হস্তক্ষেপ, কৃষকদের হাত থেকে শুধু অস্ত্রশস্ত্রই কেড়ে নেয়নি পিপুলস মিলিসিয়াকে বাতিল করেছে, সেখানে সামরিক সরকার এই আগন্তুকদের প্রতি সহানুভূতিশীল কেন? তাছাড়া, ফিদেল কাস্ত্রো কাদের কথা শুনবেন এবং কঠোর হবেন, ডায়রী লেখক তাদের নাম উল্লেখ করেনি।

দেখা যাচ্ছে যে ডায়রী লেখক ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে যে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করছেন তা নয়, হাভানা থেকে আসছে নির্দেশ, হুমকী। বলিভিয়া অবশ্যই হাভানার অন্তর্গত নয়, অনুরূপ গেরিলা যোদ্ধারাও সাবেকী সামরিক বাহিনীর সৈনিক নয় যে হেড-কোয়ার্টার থেকে দৈনন্দিন কর্মধারা সম্পর্কে নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করবে, কিন্তু বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের প্রশ্নে শুধু হাভানা নয় ম্যানিলা নামক আরেকটি কেন্দ্র যুদ্ধ সম্পর্কে শুধু সংবাদাদি পাচ্ছে তা নয়, নির্দেশও পাঠাচ্ছে। এই ম্যানিলা কোথায় অবস্থিত?

পাঠকরা স্মরণ করবেন যে মেনা ওরফে র‍্যামন ওরফে ডায়রী

***—A message was received from Manila, reporting that everything had been received in good order and that Kolle was on his way to the place where Simon Reyes is waiting for him. Fidel warns that will listen and be hard on them.

লেখক বলিভিয়ায় এসেছে সরাসরি স্পেন থেকে, অর্থাৎ এই লোকটির সম্পর্ক ছিল ইউরোপের সঙ্গে। এবং ইউরোপ থেকে সামরিক সরকারের প্রেসিডেনসিয়েল ইনফরমেশন ডায়রেকটরেটের প্রধান কর্তা গোপাজ মুনজ বলিভিয়ায় থাকায় অনুমতি দিয়েছে। ১৯৬৪ নভেম্বর তানিয়া নামক যুবতীকে বলিভিয়ায় প্রতিষ্ঠা করেছে, তানিয়াকে বিশেষভাবে ইউরোপে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং একজন বলিভিয়ানকে নামকাওয়াস্তে বিবাহ করে। বিয়ের পরই তানিয়ার স্বামী শিক্ষা-লাভের জন্যে ইউরোপে পাড়ি দেয়। বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় তানিয়ার যোদ্ধা রূপে সক্রিয় অংশ গ্রহণকালে তার স্বামীর অবস্থান অথবা স্বামীটি কী করছিল, সে সম্পর্কে কোন সংবাদ বা মন্তব্য কোন বিশেষজ্ঞ এমন কী লেভরেৎস্কীও করেন নি। অথচ বলিভিয়ার নাগরিকত্ব পাওয়ার উৎসে এই লোকটিই ছিল মুখ্য। প্রসঙ্গত যদি ধরে নেওয়া যায় যে এই লোকটিকেই এডলফো মেনা ওরফে র‍্যামন নামে ইউরোপে দেড় বছর ধরে বিশেষভাবে তৈরী করা হয় আর্নেস্টো চে গুয়েভারার ভূমিকায় অভিনয় করার জন্যে—ধারণাটিকে অবাস্তব বা অসঙ্গত বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই কারণে যে গেরিলা যুদ্ধের নেতা মেনা ওরফে র‍্যামন যে বিষয় ও ঘটনার উপর জোর দিচ্ছে, এবং ম্যানিলা ও হাভানার নির্দেশে—তা চে গুয়েভারার সহজাত চরিত্রের সঙ্গে কোন রকমেই মিলছে না।

যেমন ২রা ডিসেম্বর '৬৬ ডায়রী লেখক গুরুত্ব দিয়েই উল্লেখ করেছে :

> ককোর উপর নির্দেশ রয়েছে যোগাযোগের প্রস্তুতি করতে সানচেজ [যার সঙ্গে পরে দেখা করবে] এবং প্রেসিডেন্সি ইনফরমেশন বিভাগের প্রধান কর্তার সঙ্গে দেখা করা, যিনি ইনটির ভগ্নিপতি আমাদের সাহায্য করবেন বলে জানিয়েছেন। এই যোগাযোগ ব্যবস্থাবলী এখনো খুবই পুরনো।

এই উক্তিটিকে অনুসরণ করে ২০শে ডিসেম্বরের দিনপঞ্জীতে ডায়েরী লেখক উল্লেখ করেছে : 'প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে যে ইনকরমেশনের লোকটির সঙ্গে তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করা হবে৷ যাকে অবহেলা করছে এবং ইভান ও লোকটির সঙ্গে মেগিয়া যোগাযোগ রাখবে। এই ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে মেগিয়া, সানচেজ ও তানিয়া সম্পর্ক রক্ষা করবে এবং পার্টি থেকে একজন যাকে এখনো নির্দিষ্ট করা হয়নি। সম্ভবতঃ ভিলমামন্টেজ-এর একজন হতে পারে, কিন্তু এখন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। ম্যানিলা থেকে একটি টেলিগ্রাম পাওয়া গেছে, বলা হয়েছে যে মোনজে দক্ষিণ থেকে তার পথে রওয়ানা দিয়েছে।'

২৫শে জানুয়ারী '৬৭ ম্যানিলা থেকে সংবাদ প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে ২০শে ডিসেম্বর '৬৬ ডায়েরী লেখক উল্লেখ করেছে : ম্যানিলা থেকে একটি টেলিগ্রাম পাওয়া গেছে এবং মোনজের রওয়ানা হওয়ার সংবাদ পাঠিয়েছে। এই উদ্ধৃতি থেকে ম্যানিলা শব্দটির উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। অর্থাৎ মোনজে বুলগেরিয়া কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্যে গিয়েছিল এবং বুলগেরিয়া থেকে অতি অবশ্যই এই ম্যানিলা নামক জায়গায় গিয়েছিল, যেখান থেকে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে, সেখানে মোনজের ভূমিকা নির্দিষ্ট হয়েছিল—এই ম্যানিলা মস্কো ছাড়া অন্য কোন জায়গা হওয়ার সম্ভাবনা আছে কী না, তা গবেষকরা নির্ধারিত করতে পারেন।*

ডায়েরী লেখক এই দিনপঞ্জীর অন্য অংশে মন্তব্য হাজির করেছে :

> ওরা যোগাযোগের একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে, কিন্তু আমাকে তা সন্তুষ্ট করছে না, কারণ এটা পরিষ্কারভাবে দেখাচ্ছে যে মোনজের উপর তার নিজের কমরেডদেরই আস্থা

*—এই পুস্তকে ২৩৬ থেকে ২৭৫ দ্রষ্টব্য।

নেই। সকাল একটায় ওরা লা প্যাজ থেকে একটি সংবাদ পাঠাবে, যদি ওরা ম্যোনজের সঙ্গে ইতিমধ্যেই দেখা করার জন্যে গিয়ে থাকে।'

গেরিলা যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ডায়রী লেখকের উপরোক্ত রিপোর্ট অন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিগন্তকে উন্মুক্ত করছে ম্যোনজের কমরেডরা যে ম্যোনজেকে অবিশ্বাস করছে, কিন্তু কেন তা ডায়রী লেখকের মন্তব্যে অনুপস্থিত। *যদি বিশ্বাস না করেই থাকে সেক্ষেত্রে এদের তো* আর ম্যোনজের কমরেড হিসেবে অভিহিত করা যায় না। ফিদেল কাস্ত্রোর Czo No 24 চিঠিখানিতে যে নির্দেশ* দেওয়া হয়েছে, সেখানে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন ইংগিত রয়েছে, ফিদেল কাস্ত্রো লিখছেন :

দক্ষিণের পরিবর্তে স্টানিসলাও-এর অঞ্চলে অপ্রত্যাশিত ঘটনাবলী শুরু হয়ে যেতে পারে।

অর্থাৎ ফিদেল কাস্ত্রোর এই নির্দেশের ভিত্তিতে ডায়রী লেখক সেই অবস্থারই সৃষ্টি করেছে যোদ্ধাদের মধ্যে। যেখানে ম্যোনজেকে অপদস্থ করা হল, এই কারণে যাতে ম্যোনজের নেতৃত্বে কোন সশস্ত্র আন্দোলন সংগঠিত হতে না পারে, একমাত্র এই কারণেই শোধনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি অভ্যন্তরে যে সব মিলিট্যাণ্ট সদস্য এদের প্রত্যেকে ম্যোনজের অনুরক্ত হওয়া সত্ত্বেও ম্যোনজে সম্পর্কে বিরোধী ধারণা তৈরী করে পরোক্ষে কমিউনিস্ট পার্টিকে মিলিটাণ্ট সদস্য মুক্ত করলো এবং ম্যোনজেকে ডাল-পালা কাটা একটি শুকনো গাছের পর্যায়ে নামিয়ে এনে স্বীয় কব্জায় পিঞ্জিরাবদ্ধ করলো। বাস্তবে ম্যোনজেকে বিশ্বাস করতে পারছিল না হাভানা ও ম্যানিলা নেতৃত্ব, ম্যোনজে যদি প্রকৃতই গেরিলা যুদ্ধ সংগঠিত করে এবং শুরু করে দেয় ; সে যুদ্ধ যে ডগলাস ব্রেভোর অনুরূপ হয়ে উঠবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এই কারণেই ম্যোনজেকে কেন্দ্র করে উপরোক্ত

*—এই পুস্তকের ২৬৬ থেকে ২৭২ দ্রষ্টব্য।

ঘটনাবলী সৃষ্টি হয়েছিল যাতে বলিভিয়ায় কোনভাবেই অন্য কোন গেরিলা যুদ্ধ শুরু করা না হয়।

ফেব্রুয়ারী মাসে ডায়রী লেখক রিপোর্ট দিচ্ছে যে এই মাসের মধ্যেই ফ্রান্সম্যান অর্থে দেব্রের পৌঁছে যাওয়া উচিত, ইতিমধ্যেই যদি পৌঁছে গিয়ে না থাকে। যদিও দেব্রে মার্চের প্রথম দিকে ল্যা প্যাজে এসে পৌঁছন, এবং শহরেই হোটেলে থাকেন। হোটেল থেকে গেরিলা যুদ্ধাঞ্চলে যাওয়া আসা করেন। যোদ্ধা, রাজনৈতিজ্ঞ, দার্শনিক, তাত্ত্বিক হিসেবে নয়, পরিবর্তে সাংবাদিক হিসেবে, গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সংবাদ প্রেরণ করার উদ্দেশ্যে মেক্সিকোর একটি সাধারণ পত্রিকার পক্ষে বলিভিয়া 'গেরিলা যুদ্ধের নেতা চে গুয়েভারার' ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্যে।

যুদ্ধই যেখানে শুরু হলো না, হবে কী না এমন কোন নিশ্চয়তা গড়ে ওঠার পরিবর্তে যেখানে যোদ্ধাদের মধ্যে ক্রমেই ভীষণ তিক্ত নিরাশা গড়ে উঠেছে ; ডায়রী-লেখক মার্চ মাসের প্রায় প্রতিদিনকার রিপোর্টে তা উল্লেখ করেছেন। ৭ই মার্চ দিনপঞ্জীই শুরু হয়েছে :

চার মাস। লোকগুলি ক্রমেং আরো এবং আরোও নিরুৎসাহ হয়ে পড়ছে।

যাদও এই মন্তব্যকে ডায়রী-লেখক ঢেকে রাখতে চাইছে খাদ্য-সামগ্রী ঘাটতির অজুহাত মাধ্যমে যে এইভাবে চলতে থাকলে যুদ্ধের পরিবর্তে অনাহারে সবাইকে মরতে হবে। এই পরিস্থিতির মধ্যে সাংবাদিক হিসেবে দেব্রের আগমন একদিকে যেমন হাস্যস্কর অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করে। আত্মপক্ষ সমর্থনে দেব্রের জবানবন্দী অতীব গুরুত্বপূর্ণ, মৌলিক অংশ পাঠকদের উদ্দেশ্যে উদ্ধৃত করা হলো :

১১ মার্চের পূর্বে মিলিটারী অপারেশন সম্পর্কে কেউ কিছু ভাববার আগেই, মৌইসেজ গুয়েভারা গ্রুপের দু'জনকে শিকার

করার উদ্দেশ্যে পাঠানো হলো, সকাল সাতটায় গেরিলাদের কেন্দ্রিয় ক্যাম্প ছেড়ে গেল, তাদের রাইফেল সঙ্গে নিলো এবং নেমে গেল নদীর দিকে। কিন্তু ডান দিকে পূর্বাভিমুখী, শিকার ক্ষেত্রের দিকে যাওয়ার পরিবর্তে, ক্যামেরির পথে, পশ্চিমাভিমুখে, অদৃশ্য হয়ে গেল। এরাই হচ্ছে এই প্রথম দুজন ভাগুড়া।

লা প্যাজে পৌঁছুনর পূর্বে, 'রিপোর্ট দেওয়ার জন্যে,' যেখানে তারা যাচ্ছিল, যা তারা যে ভাবে বলেছিল যে, ১৪ই মার্চ ওই অঞ্চলে তাদের গ্রেপ্তার করা হল।

সেই একই দিনে তারা তাদের বিস্তৃত এজাহার দিয়েছিল যেমন এদের একজনের ।ড-আই-সি এবং পলিটিক্যাল পুলিসের সঙ্গে পূর্ব থেকেই যোগাযোগ ছিল*। সে যা তার স্বীকারোক্তিতে বলেছিল, তা আমি উদ্ধৃত করছি: সে গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল, খবরাখবর সংগ্রহের জন্যে, ভেবেছিল যে তার এই সব রিপোর্ট দেওয়ার জন্যে তাকে পুরস্কৃত করা হবে।' সাক্ষী হিসেবে তার লিখিত জবানবন্দী পৃষ্ঠা 30 et seq এ রয়েছে। যা জনসমক্ষে পড়া যেতে পারে না, আমি অফিসারদের বলবো, যত্ন নিয়ে এগুলো তারা পড়ুন। তারা সেখানে পাবেন গেরিলা সংগঠনের সঠিক বর্ণনা, কতজন গেরিলা অভিযানের জন্যে ভেলী গ্র্যাণ্ডিকে কেন্দ্র করে চে-এর সঙ্গে রয়েছে [ত্রিশজন লোক], গেরিলাদের জাতি, নাম, পরিকল্পনা সমূহ, ক্যাম্পের অবস্থান, পথঘাট, রেডিও ইত্যাদির উপস্থিতি · সেখানে আপনারা চে-এর উপস্থিতিই শুধু দেখতে পাবেন না, পাবেন তার ছদ্মনাম র‍্যামন, এবং সে কখন এবং কি ভাবে বলিভিয়ায় এল, তার কৃত্রিম চেহারা, তার কর্মধারা। তার জিনিসপত্রাদি, কি ভাবে ওরা তার জন্যে প্রধান ক্যাম্পে অপেক্ষা করছিল ইত্যাদি…

—এই গেরিলাটির নাম ভাসেন্টি রোকাবাডো।

তৎসময়ে এ্যান্টনিও ছিল ক্যাম্প প্রধান,* ওদের আপ্যায়ন করেছিল সাধারণ কমরেড হিসেবে, কোনো কিছুই লুকোয়নি, এমন কী ফটোগুলোর পুরো সেট অবধি যা তখনো গোপন ছিল এবং সেইগুলোও যা চে ও তার সঙ্গীরা নভেম্বর মাস থেকে তুলছিল। যেহেতু, তার ফিরে আসার জন্যে আর অপেক্ষা না করেই, ওরা চলে গিয়েছিল। নিজেরাই ব্যক্ত করেছে কী ভাবে তৎক্ষণাৎ ওরা গাইড হিসেবে মাটির উপরে ও আকাশে বিমানের জন্যে সক্রিয় ছিল এবং ২৩শে মার্চের পূর্বেই, তাদের রিপোর্ট সম্পুর্ণ করতে, লা প্যাজে জেনারেল হেড কোয়ার্টারে তাদের পাঠানো হয়েছিল। অতঃপর সেখানে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না, কোক্ইউ-কোক্ইউ, মৌইসেজ গুয়েভারা গ্রুপের একজন, কোনরকমের প্রতিরোধ ছাড়াই ১৭ তারিখে বন্দী হলো। তার কমরেডরা যা বলেছে, সে তা অনুমোদন করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে গাইড হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে, আর্মীকে দেখিয়ে দিয়েছে কি ভাবে ক্যাম্পে যেতে হয় এবং কী ভাবে তা রক্ষা করা হয়েছিল···

সংবাদ সংগ্রহের তৃতীয় সুত্র যা সামরিক বাহিনী সক্ষম হয়েছিল গেরিলা অবস্থানের একটি সম্পূর্ণ ছবি তৈরী করতে নানকাহুয়াজু-এর পদপ্রদর্শক ভারগাসের পূর্বে, যে হচ্ছে মুফতি পোষাকে একজন সিভিলিয়ান যে ২৩শের এ্যামবুসে আহত হয়েছিল যখন সামরিক কলামকে পথ দেখিয়ে ক্যাম্পের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল।*···এর সঙ্গে আলগারানাজের পুণঃপুণঃ রিপোর্ট যুক্ত হলো এবং মারকসের হঠাৎ আগমন ও মজুরদের সামনে অগ্রদূতদের উপস্থিতি, স্বাভাবিকভাবে সামরিক বাহিনী এগিয়ে এলো এবং শুরু হলো আক্রমণ। ১৬ই মার্চ সামরিক বাহিনী

*—এই লোকটি হচ্ছে এ্যাপিকানিও ভারগাস, ২৮০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।

ককোর বাড়ীতে [কাসা কালামিনা] ঢুকে পড়ল, ফলস্বরূপ একজন সৈনিকের মৃত্যু হল। পরবর্তী কয়েকদিন সামরিক বাহিনী, ক্যাম্পের উপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিল টার্গেট অনুরূপ, আরোও অনেক পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করেছিল। পরিদর্শক-পরিক্রমার বিমান সমস্ত দিন ধরে এই অঞ্চলের উপর উড়তে থাকলো। গেরিলারা শুধু খাদ্যদ্রব্য থেকে বঞ্চিত হল না ফার্ম ও ক্যামেরী পর্যন্ত পথঘাট বন্ধ রইল, এবং অপ্রস্তুততার মধ্যে ধরা পড়ল, চে তাদের লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, যে বলেছিল যে তারা নানকাহুয়াজু ক্যাম্পে পয়লা মার্চ ফিরে আসবে, সেখানে পৌঁছতে তিন সপ্তাহ লেগেছিল। এই অদেখা অবস্থার কথা জানিয়ে হুঁসিয়ারী দিয়ে বার্তাবহ মাধ্যমে খবর পাঠানো হয়েছিল। ইতিমধ্যে মারকস, যে সেন্ট্রাল ক্যাম্পের চার্জে ছিল, এ্যন্টনিওর সহায়তায় ক্যাম্প পরিত্যাগ এবং প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কারণ ক্যাম্প রক্ষা করার জন্যে তার কাছে যথেষ্ট লোকজন ছিল না। ২০শে, যখন চে এসে পৌঁছল, সে দেখতে পেল যে সামরিক বাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে গেরিলাদের পশ্চাদমুখি গতি। সে বিবেচনা করেছিল যে, পিছু হটা হচ্ছে পরাজয়ের লক্ষণ। মারকসকে তার পোস্ট থেকে হটিয়ে দিল, সবাইকে ফিরিয়ে আনলো মেইন-ক্যাম্পে, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহন করলো যে আর্মী আক্রমণের বিরুদ্ধে ক্যাম্পকে রক্ষা করবে। ক্যাম্প থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের দূরত্বে নানকাহুয়াজু-এর খাদে, ছয়জন লোককে পজিসন নিতে পাঠালো। ২৩ মার্চ এ্যামবুসের পূর্বে কি ঘটেছিল যা পরবর্তী ক্যাম্পেইনগুলোর উপর এনেছিল এক চূড়ান্ত ও ধ্বংসাত্মক প্রভাব।[৮৫]

৮৫—রুরেল গেরিলাজ ইন ল্যাটিন আমেরিকা. পৃঃ ৫১৯,৫২০,৫২১।

বলিভিয়া ডায়রীর পরিপ্রেক্ষিতে দেব্রের জবানবন্দী থেকে ারিছন্নভাবে পাওয়া যাচ্ছে গেরিলা যোদ্ধাদের মধ্যে গুপ্তচর ইত্যাদি রনের লোকের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। ঘটনাটি এই ভাবে দেখা প্রয়োজন যে জুলাই ১৯৬৫ নানকাহুয়াজু ফার্ম কেনার সময় থেকে ২ মার্চ ১৯৬৭ কমবেশী দেড় বছরের প্রস্তুতির মধ্যে গুপ্তচর, চর ইত্যাদি গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে বাহিনীর অভ্যন্তরে অবস্থান করছে। এই অবস্থা ও পরিস্থিতিকে দেখার পরও দেব্রে নিঃসন্দেহে মেনা ওরফে র‍্যামন ওরফে ডায়রী লেখককে চে গুয়েভারা বলে নির্দিষ্ট করছেন।

কিন্তু ২৮ মার্চ বলিভিয়ার ক্যাথলিক পত্রিকা প্রেসেনসিয়া হেডলাইনে খবর পরিবেশন করল: 'কাস্ত্রো কমিউনিস্ট গেরিলারা দেশে কাজ করে যাচ্ছে।' যে সংবাদ পরের দিন পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হল: 'গেরিলা ও আর্মীর মধ্যে একটি সংঘর্ষ হয়েছে বিস্ময়কর নিখুঁতভাবে—একজন কিউবান ও দুই জন বলিভিয়ান নেতৃত্ব দিচ্ছে।'

এই সংবাদে চে গুয়েভারার নামই উল্লেখ করা হয়নি। এই সংবাদটি যদিও হাভানা এবং ম্যানিলার প্রথম কিস্তির ব্যবস্থাটি পাকাপোক্ত করলো, অর্থাৎ বলিভিয়ায় যে কিউবার নেতৃত্বে গেরিলাযুদ্ধ চলছে, তা স্বীকৃতি লাভ করলো। এখন এই গেরিলা যুদ্ধকে আরো কিছুদিন টেনে নিতে পারলেই গন্তব্যস্থলে পেঁাছানো সম্ভব।

ডায়রী লেখক ২০ মার্চের দিনপঞ্জীতে উল্লেখ করেছে: 'ঘটনাটি আরোও পেঁচালো হয়ে উঠেছে ভেলীগ্র্যাণ্ডীনোর আড্ডায় ৬০ জন সৈনিক ঢুকে পড়েছে এবং একজন সংবাদ-বাহক সালুউসটিওকে বন্দী করে নিয়ে গেছে, যে গুয়েভারার লোক।...যাইহোক, আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম অসো ক্যাম্পে ফিরে যাবো, এখন যা নাম হয়েছে।'

এই অসো ক্যাম্প হচ্ছে নানকাহুয়াজুর প্রথম অর্থে প্রধান

ক্যাম্প। ২০ মার্চ এই ক্যাম্পে ফিরে এলো র‍্যামন, বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের নেতা। ডায়রী লেখক সেই অবস্থাকে ওই দিনের দিনপঞ্জীতে উল্লেখ করেছে :

> আমি সেই একই সংবাদ-বাহককে ফেরত পাঠালাম এবং বলেছিলাম যে বুলেট দিয়েই যুদ্ধ জিততে হয় এবং ওরা সবাই ক্যাম্পে ফিরে যাবে ও সেখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। এখানকার সবকিছুর অবস্থা দেখে মনে হয় যেন ঘুর্ণিবাত্যা বয়ে গেছে। ওরা জানে না যে কি করবে না করবে।

বুলেট দিয়ে যেমন যুদ্ধ জেতা যায়, অনুরূপভাবে আত্মহত্যাও করা যায়। চে গুয়েভারার বুলেট দিয়ে যুদ্ধ জেতার কথাটি তার কৈশোর ও যৌবনের কথা, কিউবা-যুদ্ধে অভিজ্ঞতার পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বের রাজনীতির চেহারা তিনি হৃদয় দিয়েই অনুধাবন করেছেন, এবং এই বিস্তৃত অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে তিনি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, তা বিস্তৃতভাবে ব্যক্ত করেছেন ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ ১৪ মার্চ অবধি লিখিত প্রবন্ধগুলিতে। পাঠকদের খানিকটা কষ্ট করে ওই প্রবন্ধগুলি অবশ্যই নিরপেক্ষভাবে পড়ে দেখা দরকার। দেখা যাবে যে : একমাত্র বুলেট দিয়ে যুদ্ধ জেতা যায় না, মুক্তি সংগ্রাম তো জেতা যায়ই না। সেই কারণগুলো চে গুয়েভারা খুবই প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। কিউবার অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সারা বিশ্বের রাজনৈতিক দাবাখেলার পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করেই ল্যাটিন আমেরিকার গেরিলা যুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামের সম্ভাবনাকে বিচার করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। ডায়রী লেখক এই বাক্যটি ধার করে ব্যবহার করেছেন, যাতে সাধারণ যুবক তথা মানুষকে সহজে প্রভাবিত করা যায়। গেরিলা মুক্তি যুদ্ধ আত্মহত্যার যুদ্ধ নয়, চে গুয়েভারা এই বাস্তব কথাগুলো তার অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে

পেরেছিলেন। যে কারণে বুলেটকে স্বাধীন সত্তায় রূপান্বিত করেন নি।

বহুল প্রচারিত ২৩ মার্চের এ্যামবুসের সংবাদ সরকারীভাবে স্বীকৃতি জানানো হয়। প্রেসিডেন্ট ব্যারিয়েনটোস রেডিও মাধ্যমে জাতির উদ্দেশ্যে যে ঘোষণা করেন, তাতে প্রথম দিকে চে গুয়েভারার নাম ছিল না। কিন্তু পরবর্তী ঘোষণায় এসোসিয়েটেড প্রেসের সাংবাদিক জর্জি ক্যানিলাস লা প্যাজ থেকে যে খবর পাঠিয়েছিলেন, এই সংবাদকে ভিত্তি করে চে গুয়েভারার নাম যুক্ত করে প্রেসিডেন্ট ব্যারিয়েনটোসের বক্তৃতার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যদিও বলিভিয়ার সংবাদপত্র প্রেসেনসিয়া চে গুয়েভারার নাম উল্লেখ করে নি।

অনুরূপভাবে প্রেসিডেন্ট ব্যারিয়েনটোস পয়লা এপ্রিল ইউ-পি-আইকে বলেছিলেন: তিনি ব্যক্তিগতভাবে ভেবেছিলেন যে চে গুয়েভারা মৃত। রিচার্ড গট বলেছেন: প্রেসিডেন্ট ব্যারিয়েনটোস পঃবর্তী মাস গুলোতে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য দিচ্ছিলেন। অন্তবর্তী-কালিন কমাণ্ডার ইন চিফ ব্যলমন্টি আর্ভিলেস [জেনারেল ওভানডি ছিলেন ইউরোপ ভ্রমণে] সংবাদপত্রে অনুমোদন করে বলেন: 'তাকে বলা হয়েছে গুয়েভারার উপস্থিতি রয়েছে ছুই গেরিলা বাহিনীতে।' সরকারের স্বীকৃত ঘোষণায় বলা হয়েছে: জাতীয় সীমান্ত আক্রান্ত হয়েছে একটি সশস্ত্র গ্রুপ কর্তৃক যা গড়ে উঠেছে বহু জাতির লোক নিয়ে অধিকসংখ্যকের আস্থা হচ্ছে কাস্ত্রো-কমিউনিস্ট লাইন। এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে রাজনৈতিক সেক্টর থেকে দেশের কিছু সংখ্যক উগ্রপন্থীরা। অবশ্য কাস্ত্রো-কমিউনিস্ট লাইনের কোন ব্যাখ্যাই কেউ দেন নি।

বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধে চে গুয়েভারার নাম মেশানোর ভিতে বিভিন্ন গোষ্ঠি ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়েছে। ২৩ মার্চের

সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে বলিভিয়ার বিমান বাহিনীর প্রধান লিও কোললে কিউটোকে* পাঠানো হলো প্রতিবেশী দেশগুলোতে যাতে সহায়তাও সমর্থন আদায় করে নিতে পারে। তৎসময়ে বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গ যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এই গেরিলা যুদ্ধকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করছে বলিভিয়া এই উদ্দেশ্যে যে 'ইনটার আমেরিকান মিটিং অব হ্যাড অব স্টেট' অনুষ্ঠিত হতে চলেছে পুন্টা ডেল এসটিতে। এই মিটিং-এ চাপ সৃষ্টি করে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে যাতে বর্দ্ধিত সাহায্য নিতে পারে।

এই একটি দিক, অন্যদিকটি হচ্ছে চে গুয়েভারা এই বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের নেতৃত্ব দেওয়ার স্বীকৃতিও পরোক্ষে দাঁড় করানো যায়। কিন্তু বাস্তবে আত্মরক্ষা ব্যতিরেকে বলিভিয়ায় এই র‍্যামনের নেতৃত্বে কোন সাধারণ গেরিলা যুদ্ধও অনুষ্ঠিত হয় নি। সমগ্র ঘটনাবলী কার্যতঃ ছক বাধা নাটক। যে নাটকে চে গুয়েভারার তত্ত্বগত বা সূত্রগত দিকের সামান্যতম উপস্থিতি নেই।

রেগিজ দেব্রে যদিও র‍্যামনকেই চে গুয়েভারা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, এই ব্যক্তিটি সম্পর্কে দেব্রে নিম্নোক্ত বক্তব্য বিশ্লেষণ মাধ্যমে তার জবানবন্দীতে উল্লেখ করেছেন :

> যখন বাসস্তোস ও আমি গেরিলাদের ছেড়ে এলাম, চে অপেক্ষা করছিল বাইরে থেকে আসা অন্যান্য লোকদের পৌঁছনোর জন্যে, আমি বলছি লা প্যাজ থেকে, এই লোকরাই প্রকৃত বার্তাবাহক। দুর্ভাগ্যবশতঃ ওদের কেউ এলো না। গেরিলারা তাদের গ্রুপ ছেড়ে কোন কিছু করার জন্যে শহরে যেতে পারতো না, চে-এর কড়া হুকুমের জন্যে, গেরিলাদের ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে চে-এর রাজনৈতিক ও

---

*—বিমানবাহিনীর প্রধান এই লিও কোল্লে হচ্ছেন বলিভিয়া কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা জর্জি কোল্লের সহোদর ভ্রাতা।

সামরিক কড়াকড়ি, জঙ্গলে আসার পর, কোন যোদ্ধাকে শহরতলে যেতে মত দিত না। এবং একই ভাবে এরা আবার শহরতল থেকে জঙ্গলে যেতে পারতো না, যেখানে গড়ে ওঠেছিল এক ভয়ংকর ভুল বোঝাবুঝি, একদিক অপেক্ষা করতো অন্যদিক আসার জন্যে জরুরী ঘটনাবলীর উপর সিদ্ধান্তের জন্যে।[৮৬]

বলিভিয়ার ব্যর্থতার জন্যে রেগিজ দেব্রে অভিযুক্ত করেছেন চে গুয়েভারাকে। এই তথাকথিত চে গুয়েভারাকে এপ্রিল ১৯৬৫ থেকে লালনপালন করে পাঠানো হয়েছে স্পেন থেকে ১৯৬৬ নভেম্বর, মেনা থেকে র‍্যামন নামান্তরে, যে ব্যক্তির জন্যে চাতক পাখীর মতো অপেক্ষা করছিল জনকতক মহান জীবন, নানকাহুয়াজুর ক্যাম্পে, যে ব্যক্তির মস্তক মৃত অথবা জীবন্ত অবস্থায় নিয়ে আসতে পারবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে বলিভিয়ান ডলার ৫০০০০, যা মার্কিন ডলার ৪২০০ সমতুল যে ব্যক্তিকে বন্দী করার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সহায়তায় মার্কিন শিক্ষিত সৈন্য নিযুক্ত হয়েছিল—সেই ব্যক্তিটিকেই দেব্রে ব্যর্থতার জন্যে অভিযুক্ত করছেন কিন্তু ব্যক্তিটিকে গুয়েভারা হিসেবে নির্দিষ্ট করে। র‍্যামনকে অভিযুক্ত করলে ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন ছিল না—কিন্তু দেব্রে দাঁড় করিয়েছেন আর্নেস্টো চে গুয়েভারার নাম।

র‍্যামনকে চে গুয়েভারা বলে নির্দিষ্ট করার ধারনাটি অবশ্যই ঐতিহাসিক ভাবে সঠিক বলে গ্রহণ করলে অভিযোগগুলো বাতিল করতে হয়, এবং অভিযোগগুলোক সত্য বলে মেনে নিলে, র‍্যামনকে চে গুয়েভারা বলে বাতিল করতে হয়। এই সিদ্ধান্তের ভিতে মূল প্রশ্নটি হচ্ছে দেব্রের অভিযোগগুলো বিচার্য বলিভিয়ার ডায়রীর ভিত্তিতে নয়, র‍্যামন বা ফিদেল কাস্ত্রোর ভিত্তিতে নয়, পরিবর্তে

৮৬—রেজো গেরিলাজ ইন ল্যাটিন আমেরিকা, পৃঃ ৫৩

গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে চে গুয়েভারার নির্দিষ্ট ধারণা, রীতি তথা সূত্রের ভিত্তিতে ; এই পুস্তকে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে চে গুয়েভারার গেরিলা যুদ্ধের নীতি ও সূত্র সম্পর্কে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ এবং অভিমত তুলে দেওয়া হয়েছে।

তাছাড়া, দেব্রের সঙ্গে চে গুয়েভারার কোন কালে কখনো দেখাই হয় নি, দেখা হওয়ার কোন সম্ভাবনাও ছিল না। বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধে যে র‍্যামনকে চে গুয়েভারা বলে অভিহিত করছেন, তা হাভানা তথা ফিদেল কাস্ত্রোর প্রভাব থেকে। দেব্রেকে বিশেষ সাংবাদিক হিসেবে বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধে চে গুয়েভারার ইনটারভিউ নেওয়ার উদ্দেশ্যে পাঠানোর ভিতভূমিটি সম্পর্কেও দেব্রে শুধু যে জানতেন না, তা নয়, অনুমানও করতে পারেন নি। যে ভাবে তিনি বুঝতে পারেন নি যে কেন তাকে হাভানায় দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে নিয়ে আসা হয়েছিল, তার বোঝা উচিত ছিল যে দর্শন শাস্ত্রের পরিবর্তে তাকে কেন ল্যাটিন আমেরিকার গেরিলা যুদ্ধের ব্যাপারে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এবং কেনই বা গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে র‍্যামন তাকে জায়গা দেওয়ার পরিবর্তে ঠেলে বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। দেব্রের বোঝা উচিত ছিল ; যে কোন দেয় গেরিলা যুদ্ধে চে গুয়েভারার নাম প্রচারিত হলেই গেরিলা যুদ্ধ বিজয়ী হবে না— তা যদি হতো, সারা বিশ্বে মার্কসবাদী সমাজ কবেই না প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতো। যাই হোক, দেব্রে এই সম্পর্কে তার জবানবন্দীতে আরোও বলেছেন :

> আমার ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই, আমি এটা জোর দিয়ে বলতে চাইছি যে যখন আমি প্রধান ক্যাম্পে পৌঁছলাম বলিভিয়ার গেরিলাদের আদর্শে পরিপূর্ণ অংশ নিতে, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম অংশ নেওয়ার জন্যে গেরিলাদের কষ্টকর জীবন ও ডিউটিতে ক্যাম্পের ভেতরে এবং

বাইরে শাস্ত্রী হিসেবে দাঁড়াবো, রান্নাঘরে, [illegible], বাড়ার ভেতরে এবং প্রত্যেক দিনের অন্যান্য কর্তব্যে। এইভাবে আমি বলেছিলাম ডিউটির তালিকায় জায়গা দিতে, যে কোন জনের মতো, আমার এখানে পৌঁছবার উদ্দেশ্য থেকে, কেন না একজন বিপ্লবী হিসেবে, আমি পারি না অথবা চাই না, হোটেলে থেকে, জোড় হাতে, ভালো ভাবে ঘুমিয়ে, আমাকে আগন্তুক হিসেবে বিচার করা, যেখানে আমার কমরেডরা নিজেরা চেষ্টা করছে আমার জন্যে খাবার আনছে, আমি ঘুমোতে পারছি কি না নজর রাখছে। এই ভাবেই চলছিল যখন না আমি ২০ মার্চ চে এর সঙ্গে কথা বলি। যদিও সাংবাদিক হিসেবে আমার আসা, আমি ব্যক্তিগত ভাবে চে কে জিজ্ঞেস করি সেই সময়ে যে আমার কাজের জন্যে অন্য কাউকে নিয়ে আসা হোক, আমাকে আগন্তুক হিসেবে বিবেচনাটা বন্ধ করা এবং আমাকে গেরিলাদের সঙ্গে যোগ দিতে দেওয়া, বলিভিয়ানদের সঙ্গে কথা বলার পর। কিন্তু তিনি প্রত্যাখান করেন, বলেন যে আমার কর্তব্য হচ্ছে সেখানে যে তার উপস্থিতি এবং উদ্দেশ্যকে সারা পৃথিবীকে জানানো, যা লড়াই করার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। তারপর সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছিল যে যতো শীঘ্র সম্ভব এই অঞ্চল ছেড়ে আমার চলে যাওয়া, এবং যদিও সেই সময়ে আমি ক্যাম্পের প্রতিদিনকার সঙ্গতে যেতে পারতাম অংশ নিতে পারতাম কিন্তু আমি নিজেকে গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে বিবেচনা করিনি।[৮৭]

দেব্রের উপরোক্ত জবানবন্দী থেকে মূল প্রশ্নটি পরিচ্ছন্নভাবে বোঝা যায়। বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের পটভূমিকায় দেব্রের ভূমিকা তার আবির্ভাবের সময় থেকেই কেবলমাত্র মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। দেব্রের রাজনৈতিক ঐতিহাসিক তথা দার্শনিক

৮৭—বিচারকদের কাছে দেব্রের চিঠি ১২ই অক্টোবর ১৯৬৭, সূত্র : ঐ, পৃঃ ৫৩০/৫৩১

গভীরতা যে খুবই অগভীর তা ফিদেল কাস্ত্রোর মতো বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে উপলব্ধী করা খুবই সহজ। ফিদেল কাস্ত্রোর এই উপলব্ধী ডায়রী লেখক র‍্যামনের মধ্যেও আত্মপ্রকাশিত। দেব্রের উপরোক্ত জবানবন্দীর ভিতটি র‍্যামন তার ২১ মার্চের দিনপঞ্জীতে ব্যক্ত করেছে :

> সে এখানে থাকতে এসেছে, কিন্তু আমি তাকে বলেছি ফিরে যেতে, ফ্রান্সে সহায়ক মৌলিক কাজ সে সংগঠিত করতে পারে, এবং যাওয়ার পথে তার কিউবাতে যাওয়া উচিত, আমি জানি সে যা চায় ; বিয়ে করতে এবং তার কমরেডের কাছ থেকে একটি সন্তান পেতে।

তা ছাড়া, র‍্যামন ওই দিনই দেব্রের ব্যাপার জানিয়ে ফিদেল কাস্ত্রোকে রিপোর্ট পাঠিয়েছে। এটা লক্ষণীয় যে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের প্রতিটি মৌল ঘটনা তথা প্রশ্নকে কেন্দ্র করে র‍্যামনকে হাভানা—ম্যানিলায় রিপোর্ট পাঠাতে হচ্ছে। দেব্রেকে যে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে তা প্রতিটি কার্যকারণ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন দেব্রে কাকুতি মিনতি করছে গেরিলা হিসেবে অংশ নেবে। অথচ তাকে কোন রকমেই র‍্যামন জায়গা দেবে না। কিন্তু ৩১ মে মাসিক সারাংশে ডায়রী লেখক ব্যক্ত করেছে :

> দেব্রের মামলা নিয়ে ক্রমসারে যে তোলপাড় চলছে ফল স্বরূপ এই লড়াই-এর অবস্থায় আমাদের আন্দোলন ১০টি যুদ্ধ জয়ের বেশী সাফল্য এনেছে।

ডায়রী লেখকের এই বক্তব্য থেকে ঘটনাটি সূর্যের আলোর মতোই স্পষ্ট হয়ে উঠলো। অর্থাৎ গেরিলা যুদ্ধের তাত্বিক, দার্শনিক দেব্রে, যোদ্ধার পরিবর্তে সাংবাদিক হিসেবে প্রচার কার্যের জন্যে আরো মূল্যবান। অবশ্য একটি দিকে প্রচারের মূল্য রয়েছে, তা যোদ্ধার মধ্যে যাতে কোনো নিরাশা দেখা না দেয়। ইতিমধ্যেই নিরাশার ঢেউ

নব-বাকুনিনের নেতৃত্বে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের পশ্চাদমুখি অগ্রগতি ঃ

২৪ জুলাই দিনপঞ্জীতে ডায়রী লেখক ওরফে মেনা ওরফে র‍্যামন উল্লেখ করেছে যে তাকে নতুন খেতাবে ভূষিত করেছে বন্ধুরা ; সে লিখেছে : 'বন্ধুরা আমাকে বলে একজন নতুন বাকুনিন, যে রক্তপাত হয়েছে তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে এবং বলে যে আরোও রক্তপাত হবে যদি ৩ অথবা ৪টি ভিয়েতনাম হয়।'*

পূর্বে উল্লেখ করেছি যে র‍্যামনের কাছে ছিল দেব্রে এবং ট্রটস্কীর লেখা বই। যে বইগুলো অন্যান্য সামগ্রীর সঙ্গে বলিভিয়া সরকারের হাতে পৌঁছে যায়। র‍্যামন গর্ববোধ করেছে যে এই সব বই এবং দলিলপত্র পাওয়ার অর্থ হচ্ছে বলিভিয়া সরকারের ভাগ্য। এই বইগুলির লেখক যথাক্রমে দেব্রে ও ট্রটস্কী এবং এই সঙ্গে র‍্যামন গর্বের সঙ্গে যুক্ত করলো আরেকটি নাম নব-বাকুনিন। লেনিনের নেতৃত্বে এই বাকুনিনের সোভিয়েত প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা তথা অবদান থাকলেও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌল তত্ব এবং ব্যাখ্যা যেভাবে লেনিন দিয়েছেন, তা থেকে অনেক দূরে। বাকুনিনের রাজনীতির সঙ্গে ট্রটস্কীর রাজনীতির সাদৃশ্য আছে এবং বাকুনিন কার্যতঃ লেনিন তথা লেনিনবাদ বিরোধী। এবং স্বাভাবিকভাবে চে গুয়েভারার রাজনীতি তথা রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না।

বহুল প্রচারিত ২৩ মার্চের সংঘর্ষটিই একমাত্র আক্রমণাত্মক সংঘর্ষ, কিন্তু বাধ্যতামূলক। এই কারণে, সাড়ে চারমাস ধরে যে

*—The friends call me a new Bakunin, regretting the blood spilled and that to be spilled in case of 3 or 4 Vietnams.

'থোড় বড়ি খাড়া' চালিয়ে যাচ্ছিল র‍্যামন, তাতে গেরিলা যোদ্ধাদের মধ্যে শুধু নিরাশা নয়, এসেছিল ভাঙন। যে ক'জন সহজাত যোদ্ধা কোনরকমে নিজেদের নৈতিক-চেতনা বর্তমান রাখলেও, কিন্তু যারা কেবলমাত্র মুক্তি যুদ্ধের উন্মাদনা নিয়ে এসেছিলেন, তাদের মধ্যে এক তিক্ত নিরাশা গড়ে উঠছিল। এরমধ্যে আরেকটি মুখ্য হেতু যে গেরিলা যোদ্ধাদের মধ্যে কিউবানরাই ছিল সংখ্যাধিক। এবং নেতৃত্বও তাদের হাতে, হাভানার নির্দেশ ছাড়া কিছুই হচ্ছে না। যে কারণে বলিভিয়ানদের মনে কমবেশী সন্দেহ এবং ক্ষোভ বারবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। এবং অনেক বলিভিয়ান ছেড়ে চলে যাবে বলে হুমকীও দিয়েছিল। কিউবানদের কথা স্বতন্ত্র, সব কিছু থেকে যতোটুকু মনে হয়, এই গেরিলা যোদ্ধাদের প্রত্যেকই কিউবান সামরিক বাহিনীর বেতনভুক্ত সৈন্য। যে কারণে র‍্যামন প্রায় প্রতিদিনকার ডায়রীর দিনপঞ্জীতে যোদ্ধাদের বলতো ট্রুপস।

১২ এপ্রিল ডায়রী লেখক উল্লেখ করেছে; 'এল্ রুবিও-এর প্রতি শেষ সম্মান দেখিয়ে স্পষ্ট করে বললাম যে প্রথম রক্তপাত করেছে একজন কিউবান। কিউবানদের মূল্য না দেওয়ার একটি ঝোঁক দেখা যাচ্ছে অগ্রদূতদের মধ্যে যা গতকাল স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যখন কাম্বা মত জাহির করেছিল যে প্রত্যেকদিন কিউবানদের উপর তার আস্থা কমছে, রিকারডো-এর সঙ্গে একটি ঘটনা থেকে যা হয়েছে। আমি আবার তাদের কাছে আবেদন করছি ঐক্য রাখার প্রয়োজনীয়তার জন্যে, এটাই হচ্ছে একমাত্র পথ যা দিয়ে আমাদের আর্মীকে উন্নত করা যায়, যা আগ্নেয়-শক্তি বাড়িয়েছে এবং যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, কিন্তু সংখ্যার দিকে বাড়েনি, পরিবর্তে ক্রমে তা ছোট হয়ে পড়েছে।'

এ শুধু কাম্বা নয়, কিউবান-বলিভিয়ান প্রশ্নটি যে আদর্শ থেকে মেটানো সম্ভব ছিল, যে আন্তর্জাতিকতার রূপ দেওয়া সম্ভব ছিল,

সেই রাজনৈতিক আদর্শই ছিল অনুপস্থিত। ১৮ আগস্ট র‍্যামন উল্লেখ করেছে যে ; ইনটি তাকে বলেছে কাম্বা গেরিলা বাহিনী থেকে চলে যেতে চায় প্রথমতঃ তার স্বাস্থ্যের জন্যে, দ্বিতীয়তঃ এই গেরিলা যুদ্ধে সে কোন ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে না। ২৬ সেপ্টেম্বর একটি গ্রুপ মিউগেল, ককো, জুলিও, এনিস্টো, পাবলিটো এবং কাম্বা, এই গেরিলাদের সঙ্গে নিয়ে র‍্যামন সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ে—পর্বতই বলা উচিত, ২২৮০ মিটার উচ্চতা অর্থাৎ কমবেশী ৮৯৭৬ ফুট প্রায় জনশূণ্য, আস্তানা নিয়েছিল। চারদিক থেকে সৈন্যবাহিনী ঘিরে রেখেছিল—র‍্যামন যদিও শীর্ষে নিরাপদ আশ্রয়ে ওই আস্তানায় ছিল, আস্তানাকে রক্ষার জন্যে দূরে আত্মগোপন করে থাকা সত্বেও কিন্তু গ্রুপটি সৈন্যবাহিনীর ফাঁদে পড়ে যায়, এনিস্টো ও পাবলিটো আহত হয়ে কোনরকমে আড্ডায় পেঁছিয়, কিন্তু মিউগেল-ককো-জুলিও মারা যায়। কাম্বা নিরস্ত্র হয়ে পড়ে এবং ফিরে আসার কোন পথ পায় না। গভীর জঙ্গলে পরদিন ধরা পড়ে, তার ন্যাকস্যাক জঙ্গলেই ফেলে যায়। কাম্বার পুরো নাম : অরল্যাণ্ডো জিমন্যাজ বাজান। সামরিক সরকার এই কাম্বার কাছ থেকে গেরিলাদের উপস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্ট খবরা-খবর জেনে নেয়। কাম্বাকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়েছে।

কাম্বাকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করা ন্যায় সিদ্ধান্ত হবে না। কেননা, পরিপক্কতার দিক থেকে কাম্বার বয়স যেমন গুরুত্বপূর্ণ, অনুরূপ ভাবে র‍্যামন নেতৃত্ব তাকে প্রায় ব্লেকমেল করে ধরে রেখেছিল। যদিও কাম্বা এপ্রিল মাস থেকেই তার মনোভাব প্রকাশ করে আসছে, সে কিউবানদের নেতৃত্বের উপর যেমন খুশী নয়, তেমনি কোন আস্থা নেই, কেন না এই যুদ্ধে সে কোন ভবিষ্যত দেখতে পাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে তাকে জোর করে ধরে রাখার উদ্দেশ্যটি অপরিষ্কার নয়। কাম্বা তার আগমন দিন থেকে দেখে আসছে যুদ্ধ নয়, যুদ্ধের নাটক

দেখে আসছে যে র‍্যামন খচ্চর, গাধা বা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেশী সংখ্যক গেরিলাদের একটি দল নিয়ে, যে দলে কাহারও সদস্ত, পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে শুধু চলা আর চলা। বাস্তবে র‍্যামন সরাসরি কোন যুদ্ধ করেনি তেমনি তার চোখের সামনে কোন যুদ্ধও হয়নি। র‍্যামন হুকুম দিয়েই খালাস···গ্রুপ আর গ্রুপে বিভক্ত করে সাঁইত্রিশ জন গেরিলাকে অগম্য পাহাড়ের খাদে পাঠিয়ে দেয় বিভিন্ন জায়গায় আত্মগোপন করার জন্যে। সমগ্র ডায়রী জুড়ে প্রতিদিনকার দিনপঞ্জীকে শুধু সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

দেখা যাবে যে, খাদ্যাভাব তেমন মারাত্মক না হলেও যুদ্ধের জন্যে এই অঞ্চল যেমন পানীয় জলহীন, অনুরূপ ভাবে জনশূন্য। এই সমগ্র অঞ্চলের ভৌগলিক তথা প্রকৃতিগত অবস্থা মরুভূমিতুল্য। শহর বা গ্রাম বলতে দশ বা পঞ্চাশটি পরিবারে সীমাবদ্ধ। পাহাড় এবং সুউচ্চ পাহাড় রাজ্য সম্পর্কে যাদের ধারণা রয়েছে তারাই বুঝতে পারবেন যে এই সমগ্র অঞ্চলে যেখানে শহর বা গ্রাম, যা মরুভূমির মরুদ্যানের মতো। সমগ্র অঞ্চল জুড়ে পানীয় জল যে কী সমস্যা হয়েছিল তা প্রায় প্রতিদিনকার দিনপঞ্জীতে উল্লেখ আছে। ৩০ আগস্ট র‍্যামন লিখেছে :

> অবস্থাটা হয়ে উঠেছে এক নিদারুণ মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণা। দেখা যাচ্ছে জঙ্গলকাটুয়েরা মূর্ছায় ভুগছে। মিউগেল ও ডারিও তারা নিজেদের মূত্রই খাচ্ছে এবং চিনোও তাই করছে, এই কারণে ডাইরিয়া ও ক্রাম্প হচ্ছে। উর্বানো, বেনিগনো এবং জুলিও নিচে গিরিখাদে গেছে এবং জল দেখতে পেয়েছে। ওরা আমার কাছে খবর পাঠিয়েছে যে খচ্চরগুলি নিচে নামতে পারেনি এবং আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি ন্যাটোর সঙ্গে থাকব, কিন্তু ইনটি আবার উপরে উঠে এসেছে জল নিয়ে এবং আমরা ৩ জন সেখানে

রইলাম ঘোটকীর মাংস খেয়ে। রেডিওটি নিচেই রয়ে গিয়েছিল তাই সেখানে কোন সংবাদ নেই।

পানীয় জল না পাওয়ার দরুণ র‍্যামন সিদ্ধান্ত নিল যে সে ন্যাটোর সঙ্গে থাকবে, এবং সম্ভবতঃ সেখানে কিছু জল ছিল। কিন্তু মত পরিবর্তন করল ইনটি জল নিয়ে ফিরে আসার পর। আগস্ট মাসের মাসিক সারাংশে র‍্যামন লিখেছে: 'এটা ছিল কোন রকমের সন্দেহ ছাড়াই, যে যুদ্ধ শুরু হওয়া থেকে এই ছিল নিকৃষ্টতম মাস। সবগুলি গুহা যেখানে ছিল সবরকমের দলিলপত্র এবং ওষুধ খোয়া গেছে যা একটি প্রচণ্ডতম আঘাত, সবকিছুর উপরে মানসিক ভাবে। এই মাসের শেষে দু'জন লোকের প্রাণহানি এবং এই সঙ্গে ঘোড়ার মাংস খেয়ে লোকগুলো নীতিভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে এবং ছেড়ে দেওয়ার জন্যে খুঁচাচ্ছে প্রথম ঘটনাটি হচ্ছে কাম্বা, অন্যরকমের পরিস্থিতিতে এটা সুবিধেজনক হতো, কিন্তু এই অবস্থায় নয়।…অন্যদিকে জল ছাড়া পর্বতগুলি ডিঙ্গিয়ে কষ্টদায়ক মার্চিং লোকদের মধ্যে নিয়ে এসেছে নাস্তিক মনোভাব।'

কাম্বাকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করার সিদ্ধান্তটি টিকছে না। ডায়রী লেখক র‍্যামনের উপরোক্ত দিনপঞ্জী থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কে বিশ্বাসঘাতক এবং কে দেশপ্রেমিক তা বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের অবতারণার পূর্বে, আর্নেস্টো চে গুয়েভারার নিখোঁজ হওয়ার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী ঘটনাবলীকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে টাকার-খেলা হচ্ছে মূল ভিত। র‍্যামনের সঙ্গে নাগরিকদের সাক্ষাতে বকসিস দেওয়া অথবা অধিক মূল্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনার জন্যে অবহেলা যুক্ত ব্যয় করেছে।

৩১ জুলাই যোদ্ধাদের সংখ্যা নেমে এসেছে ২২ জন, এর মধ্যে প্যাক্ছো এবং পোমবো আহত। এবং দিনপঞ্জীর শেষ লাইনটি: 'এবং আমি আমার হাঁপানী একেবারে শীর্ষে।' এই 'হাঁপানী'

সম্পর্কে বক্তব্যের একটি উত্তর হতে পারে যে কর্তাকে হুঁশিয়ারী দেওয়া হচ্ছে: আমি আর এখানে এই অবস্থায় চালাতে পারবো না। এই বিশ্লেষণের সঙ্গে ১৪ জুন দিনপঞ্জীর মন্তব্য জোড়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে এই বিশ্লেষণ হেতুহীন নয়। র‍্যামন স্পষ্ট করে তার মনোভাবের কথা উল্লেখ করেছে, যেমন:

আমি ৩৯ পেঁ ৗছেছি, এবং অপ্রতিরোধ্য বয়স এগিয়ে চলেছে যা আমাকে ভাবাচ্ছে গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে আমার ভবিষ্যত সম্পর্কে; যাইহোক এই সময়ের জন্যে আমি সমর্থ।*

কাম্বা যে ভাবে তার নেতৃত্বের কাছে অসমর্থতার মতামত হাজির করেছিল, অনুরূপ ভাবে র‍্যামন—যারা তাকে নিযুক্ত করেছে; তাদের জানিয়ে পূর্বাহ্ণেই ইংগিত দিচ্ছে তার অসামর্থতার কথা। ৭ আগস্ট দিনপঞ্জীতে র‍্যামন লিখেছে:

আজকার দিনটি আমাদের পেঁ ৗছন এবং সংগঠনটির দিন থেকে ঠিক নয় মাস পূর্ণ হল। প্রথম ছয় মাসে, দু'জনের মৃত্যু হয়েছে, একজন অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং দু'জন আহত; আমি হাঁপানীতে ভুগছি যা আমি জানি না কিভাবে বন্ধ করব।

র‍্যামন তার প্রতিদিনকার দিনপঞ্জী যে ভাবে লিখেছে, তা যেমন রোজনামচা বা ডায়রী নয়, পরিবর্তে রিপোর্ট, প্রতিদিনকার সমস্ত খুঁটিনাটি জানিয়ে কর্তাদের অভিহিত রাখছে। ১৫ এপ্রিল র‍্যামন দিনপঞ্জীর তৃতীয় ও চতুর্থ প্যারাগ্রাফে লিখেছে:

কিউবা থেকে আসা একটি দীর্ঘ সংবাদের অংশত পাঠোদ্ধার করা হল। সংক্ষেপে, আমি কি করছি লেচিন তা জানে এবং

---

*—বাংলা পাঠকদের প্রতি: ডায়রীর বাংলা অনুবাদে এই প্যারাগ্রাফটি অনুপস্থিত। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত ইংরাজী অনুবাদে এই প্যারাগ্রাফট বর্তমান রয়েছে। —সম্পাদক।

সমর্থনে একটি ডিকলারেশন লিখতে যাচ্ছে, ২০ দিনের মধ্যে ছদ্মবেশে চোরাগুপ্তা পথে এই দেশে আসবে।

ফিদেলের কাছে একটি নোট [প৪] লিখেছি সাম্প্রতিক খবরগুলো দিয়ে তাকে অভিহিত করেছি। এটা সাংকেতিক ভাষা ও অদৃশ্য কালি দিয়ে লিখেছি।

এ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে র‍্যামন শুধু ফিদেল কাস্ত্রোর কাছেই রিপোর্ট পাঠাচ্ছে না, অন্য আরেকটি নির্দিষ্ট জায়গায়ও রিপোর্ট যাচ্ছে। র‍্যামন এখানে লেচিন যে নামটি উল্লেখ করেছে তা ছাপার ভুল কিনা বলা যায় না, ফিদেল কাস্ত্রো 'লেচে' [Leche] ছদ্মনামটি গ্রহণ করেছিলেন। তাই এক্ষেত্রে এই লেচিন নামটি লেচে হবে। এবং এর যুক্তিটি যে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের সমর্থনে একমাত্র কিউবা সরকারের দায়িত্বে সব রকমের ঘোষণা, প্রচার হয়েছে। চতুর্থ প্যারাগ্রাফে র‍্যামন স্পষ্ট করেই ফিদেল নামটি লিখেছে। এই লেচিন এবং ফিদেল একই ব্যক্তি। তৃতীয় প্যারাগ্রাফে ছদ্মনাম ব্যবহার করার কারণটি হচ্ছে যে চোরাগুপ্তা পথে যে ব্যক্তিটি আসবে তার নাম প্রকাশ করা অনুচিত। কারণ রিপোর্টটি যদি খোয়া যায় তাই এই সাবধানতা, ফিদেল কাস্ত্রোর সক্রিয় ভূমিকা প্রকাশ হয়ে পড়বে: অর্থাৎ র‍্যামনের রিপোর্ট থেকে সংবাদাদি পাওয়া গেলেও ঘটনাদি বাস্তবে কী রূপ নিচ্ছে, সে সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল থাকা দরকার। তাছাড়া, বলিভিয়া সামরিক সরকারের পদস্থ কর্তা-ব্যক্তিদের সঙ্গে যে সম্পর্ক ১৯৬৪ নভেম্বর থেকে গড়ে ওঠেছিল তাও যাচাই করে দেখা প্রয়োজনীয়।

র‍্যামনের এই হাঁপানী নামক অসুস্থতাকে বারবার দিনপঞ্জী-গুলোতে উল্লেখ করার ভিতভূমি কবি গানের ধুয়ার মতো, হাঁপানী শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষ কারণে। আর্নেস্টো চে গুয়েভারার হাঁপানী ছিল...বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের নেতার যদি

হাঁপানী না থাকে এবং দিনপঞ্জীগুলোতে উচ্চারিত না হয়, সেক্ষেত্রে র‍্যামনকে আর্নেস্টো চে গুয়েভারা বলে নির্ধারণ করা অসম্ভব। তাই হাঁপানী শব্দটি এখানে অসামর্থতা শব্দের প্রতিনিধিত্ব করছে।

***　　　***　　　***

২৩ মার্চের সংঘর্ষটিকে আক্রমণাত্মক যুদ্ধারম্ভের প্রথম দিন হিসেবে ধরে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না যে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধে যে ক'টি যুদ্ধ হয়েছে তার সব ক'টি যুদ্ধ বিপ্লব সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে গেরিলা বাহিনীর ভূমিকা এবং এর প্রতিটি যুদ্ধে র‍্যামন নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তটি বিশ্বের জনসমক্ষে প্রচারিত হয়েছে। ২৩ মার্চের প্রথম সংঘর্ষকে মূলধন করে হাভানা থেকে ল্যাটিন আমেরিকা তথা এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধের প্রচার চালিয়েছে। ২৩ মার্চের সংঘর্ষটি ঘটাতে হয়েছে সাড়ে চার মাসের একটি হিসেব নিকেশের বেলেন্স সিট হিসেবে। কারণ, এই সাড়ে চার মাসের ভূমিকার জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছে, সময় পেরিয়ে গেছে। প্রচুর ঘাম ঝরেছে একদিকে···অন্যদিকে যোদ্ধারা র‍্যামনের নেতৃত্বে গুপ্তচর বুহ্যের অভ্যন্তরে শুধু জরিপ আর বনভোজনের অনুরূপ কর্মাদিতে ব্যস্ত থাকায় শুধু গেরিলাদের মনোবলই ভেঙ্গে পড়ছে না, হারিয়ে যাচ্ছে যুদ্ধারম্ভের যুদ্ধগত নৈতিক চেতনা। যোদ্ধাদের মধ্যে প্রেরণা তথা নৈতিক চেতনাবর্দ্ধক হিসেবে ২৩ মার্চের সংঘর্ষটির অবতারণা।

অনুরূপভাবে সামরিক সরকারের আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী এ্যন্তনিও আর্গেডেস, প্রেসিডেন্সিয়েল ইনফরমেশন ডাইরেক্টরেটের প্রধান কর্তা লোপাজ মুনজ এবং পুলিশ কর্তা জেনারেল সান রোমান এবং অন্যান্যরা যে সহায়তা করে আসছিলেন; ২৩ মার্চের সংঘর্ষটি তাদেরও আঘাত হানে। এক তরফা সামরিক বাহিনীর ক্ষতি তাদের ব্যক্তি জীবনকে কোথায় নিয়ে যাবে, সে সম্পর্কে অনিশ্চয়তা দেখা

দিল। গেরিলা যুদ্ধ যদি বাস্তব রূপ নেয় তাহলেই মুস্কিল। তাই ২৩ মার্চের সংঘর্ষের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সামরিক সরকার স্বীয় উপস্থিতি জানিয়ে দিল, ১২ এপ্রিল সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব বলিভিয়াকে মার্সাল ল মাধ্যমে সামরিক এলাকায় পরিবর্তিত করল। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে ক্যামেরী, ভেলী গ্র্যাণ্ডী এবং পর্বতাঞ্চলের গেরিলা যুদ্ধের নির্দিষ্ট জায়গা জনমানবহীন অঞ্চল ১৯৩০ খৃস্টাব্দের চ্যাকোয় যুদ্ধের সময় থেকেই সামরিক এলাকা হিসেবে চিহ্নিত এবং নির্দিষ্ট। তাই গেরিলা যুদ্ধের সমগ্র অঞ্চল এপ্রিল মাস থেকেই পূর্ব প্রতিষ্ঠিত সামরিক-বূহ্যকে আরোও কঠোর এবং সক্রিয় পিঞ্জিরায় আবদ্ধ করল। বলিভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি, ট্রটস্কীপন্থী পি-অ-আর এবং অন্যান্য সব বামপন্থী সংগঠন তথা ব্যক্তিবর্গের রাজনৈতিক কার্যকলাপ বেআইনী বলে ঘোষণা করা হল। এই কঠোরতার মধ্যেও র‍্যামনের নেতৃত্বে গেরিলা যুদ্ধকে মূল্যবান মুক্তি সংগ্রাম বলে প্রচার তথা স্বীকৃতি দেওয়া হল। হাভানা থেকে অহোরাত্র প্রচার চলতে লাগল। কিন্তু এতো কিছু করা সত্ত্বেও সামরিক বাহিনী যেমন গেরিলাদের মোকাবেলা করছে না, অনুরূপ তাদের চলাফেরাতেও কোন বাধা দিচ্ছে না। র‍্যামন এপ্রিল মাসের সারাংশে লিখেছে :

> মিলিটারী স্ট্রাটাজির নোটগুলি থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া যায় (ক) এখন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী হয়নি, তাদের গতিহীনতা ও দুর্বলতার কারণ থেকে ; ওরা আমাদের অমনোযোগী করছে কিন্তু চলাফেরায় প্রতিরোধ করছে না।… (খ) কলরব চলছে, যদিও এখন দু' দিক থেকেই এবং হাভানায় আমার প্রবন্ধটি প্রকাশ হওয়ার পর, আমি যে এখানে রয়েছি সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না,…

ডায়রী লেখক তার রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রমূলক জ্ঞানের পরিচয় দিতে গিয়েও খানিক গোলমাল করে ফেলেছে যেমন ; ১২ এপ্রিল

সামরিক সরকারের কার্যকারণ গেরিলা যুদ্ধাঞ্চলে ফলপ্রসূ হয়নি, গেরিলাদের প্রায় স্বাধীনভাবে ঘোরা-ফেরা করতে দিচ্ছে, অনুরূপ ১৯৬৫ এপ্রিলে নিখোঁজ আর্নেস্টো চে গুয়েভারা সম্পর্কে বিশ্বজুড়ে তখনো জীবিত এবং মৃত প্রশ্নে আলোচনা চলছে। আর্নেস্টো চে গুয়েভারা লিখিত : Message to Tricontinental : Create two three··· many Vietnams শীর্ষক প্রবন্ধটি ১৬ এপ্রিল হাভানায় প্রকাশিত হয়। ডায়রী লেখক এই প্রবন্ধের কথাই উল্লেখ করে দেখাতে চেয়েছে যে র‍্যামনই হচ্ছে আর্নেস্টো চে গুয়েভারা। মাসিক সারাংশে এই কথাগুলো উল্লেখ করে নিখোঁজ চে গুয়েভারা সম্পর্কে নিষ্পত্তি ঘটাতে চায়। ১৯৬৭ এপ্রিল প্রবন্ধখানির প্রকাশ এবং অন্যদিকে ডায়রীতে র‍্যামনের মন্তব্য অবশ্যই প্রমাণপত্র নয় যে চে গুয়েভারা জীবিত এবং বলিভিয়ায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এই বিশেষ প্রবন্ধখানি ১৯৬৫ ১৭ মার্চের পূর্বেই লেখা, নিখোঁজ হওয়ার পর কোনরকমেই নয় এবং বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধের দিনপঞ্জী থেকে তা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে যে এই প্রবন্ধখানি লেখার মতো সময় সুযোগ ডায়রী লেখকের ছিল না, এবং ডায়রী লেখক এই লেখা সম্পর্কে কোন উদ্ধৃতিও দেয়নি। তাছাড়া বলিভিয়ার সামরিক সরকারের বিশেষ বিভাগের দৃষ্টি নিশ্চিতই এই প্রবন্ধখানির উপর পড়েছিল, কিন্তু সামরিক সরকার এই মারাত্মক প্রবন্ধটি দেখার পরও বলিভিয়ার গেরিলাদের প্রতি খড়্গহস্ত হওয়ার পরিবর্তে ডায়রী লেখকের মত অনুসারে দেখা যাচ্ছে যে সৈন্যবাহিনীর স্বীয় এলাকায় কোন নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার পরিবর্তে গেরিলাদের যাওয়া আসায় কোন বাধ সাধছে না। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ভাবে তাদের সহায়তা করছে, যাতে এই বাহিনীতে যারা সদ্যজাত যোদ্ধা জরিপ ও সন্ধান কার্যের মাধ্যমে হয়রান হয়ে পড়ুক। শুধু লক্ষ্য রাখছে যাতে যুদ্ধ বা যুদ্ধাবস্থা ছড়িয়ে পড়তে না পারে।

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে মে মাসে গেরিলা যোদ্ধা

সংখ্যা মাত্র ২৫ জন। এই বাহিনীকে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করে অগম্য জায়গায় 'আবিষ্কারের' জন্যে পাঠান হচ্ছে। র্যামন স্বয়ং জন কয়েককে নিয়ে দিশেহারার মতো চলছে, ঘোড়া-খচ্চর অথবা গাধার পিঠে চড়ে। সঙ্গী যোদ্ধারা কার্যতঃ র্যামনের দেহরক্ষী। র্যামনকে সবসময়েই প্রকৃত-লড়াই এর জায়গা থেকে নিরাপদ জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। ২২৮০ মিটার* উচ্চতায় র্যামন তার দল নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য কোথাও প্রকাশ করেনি। কেনই বা গেল এবং কেনই বা ফিরে এল, তারও কোন বাস্তব উত্তর নেই। ২৫ সেপ্টেম্বর ১৮০০ মিটার, ২৬শে ২২৮০ মিটার, ২৭শে ১৪০০ মিটার, ৩০শে ১৬০০ মিটার। ২রা অক্টোবরে ১৩০০ মিটার, ৪ঠা ১৬৫০ মিটার, ৬ই ১৭৫০ মিটার এবং ডায়রীর শেষদিন ৭ অক্টোবর ২০০০ মিটার। এই ভ্রমণ কাহিনীতে, লক্ষ্য করা দরকার এই গ্রুপের যোদ্ধারা কত শত মিটার সুউচ্চ পর্বত শৃঙ্গে গেরিলা যুদ্ধ করতে গেছেন। ডায়রী লেখক ২৯ আগস্ট লিখেছে: 'আমরা ১৬০০ মিটারে এসে ক্যাম্প করলাম তুলনামূলক ভাবে জায়গাটি আর্দ্র কম পরিমাণে আখ আছে, এই কমল আখ তেষ্টা মেটাল। কিছু কমরেড, চাপাকো, ইউস্টাকিউঅ এবং চিনো তারা জলের জন্যে হাহুতাশ করছে। এটা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে যে আগামীকাল সোজা সেই জায়গায় যেতে হবে যেখানে জল রয়েছে। খচ্চর-চালকরা ভালোই আছে। রেডিও থেকে কোনো বড় খবর নেই; খুবই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দেব্রের বিচার যা এই সপ্তাহ থেকে পরবর্তী সপ্তাহে পরিবর্তিত করা হচ্ছে।'

গেরিলা যুদ্ধের নেতা খচ্চর-চালকের সাহায্যে খচ্চরের পিঠে চড়ে হাপানীর অজুহাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রেডিওতে দেব্রের বিচারকে গুরুত্ব দিয়েই লক্ষ্য রাখছে। সহজাত যোদ্ধারা তবু আস্থা নিয়ে

*১ মিটার = ৩৯·৩৭ ইঞ্চি, তাই ২২৮০ × ৩৯·৩৭ = ৮৯৭৬·৩৬ ফুট।

চলেছেন, স্বপ্ন দেখছেন বলিভিয়ার মুক্তি। কিন্তু এরা যুবক, কুড়ি থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে যাদের বয়স, রক্তমাংসের একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ কিন্তু 'অসম্পূর্ণ' মানুষ। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আলেয়ার পেছনে ছুটে চলেছেন। বিভিন্ন গ্রুপ…পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। তারা কেমন আছেন, কোথায় লড়াই করছেন—একের সংবাদ অন্যের কাছে নেই।

যেমন জোয়াকুইন-এর গ্রুপ। ১৫ এপ্রিল র‍্যামন তাদের হুকুম দিল: 'আমি কাউকে পাঠালাম যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল ধরে আনার জন্যে এবং ওরা জোয়াকুইনের সঙ্গে থাকবে; যাদের হুকুম দিয়েছিলাম এই অঞ্চলে শত্রুর গতিকে কমিয়ে রাখতে শক্তি দেখাবার ব্যবস্থা করতে এবং তিন দিন অপেক্ষা করতে, তারপর এই অঞ্চলেই ওরা থাকবে কিন্তু মুখোমুখী মোকাবেলা না করে এবং আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে না ফেরা অবধি।'

র‍্যামন এই হুকুমটি ১৫ এপ্রিল দিয়ে থাকলেও উল্লেখ করেছে ১৭ এপ্রিলের দিনপঞ্জীতে। ১৫ এপ্রিল জোয়াকুইন-এর সঙ্গে এই যে বিচ্ছিন্নতা হল, তা আর জোড়ল না। রিচার্ড গট বলেছেন: এই গ্রুপে মোট সতেরো জন যোদ্ধা এরা প্রত্যেকেই ক্লান্ত, অসুস্থ, দুর্বল, প্রয়োজন ওষুধপত্রাদি, খাদ্য এবং বিশ্রাম।' কিন্তু তাদের সহজাত বৈপ্লবিক-চেতনা তাদের বিরোধী করে তুলতে পারল না। হুকুম অনুযায়ী সব কাজই তারা করলেন। তিন দিন পেরিয়ে গেল, র‍্যামন বা তার গ্রুপের দেখা নেই। র‍্যামন তার গ্রুপ নিয়ে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে চলেছে, কেবলমাত্র রেডিও, হাভানা আর ম্যানিলা—এই-ই তার দেড় হাজার সিসি মগজে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

জোয়াকুইন তার গ্রুপ নিয়ে প্রকৃত পক্ষে একটি পিঞ্জিরার অভ্যন্তরে আটকে গেল। দিশেহারা, বেরিয়ে যাওয়ার মতো কোন পথের সন্ধান নেই। ৩০ আগস্ট সন্ধ্যের পর এরা কোনরকমে এসে

পৌঁছলো রিওগ্রাণ্ডীর ঠিক উত্তরে মান্দিকুরির পূর্বতীরে হুনোরোটো রোজাসের ফার্মে। কুকুরের তীব্র ডাক এই অতিথিদের আগমন বার্তা জানিয়ে দেয়। ওরা দেখতে পায় তিনজন কৃষক-বেশী লোক রাতের খাবার খাচ্ছে। জোয়াকুইন গ্রুপের কাছে এরা অপরিচিত, র‍্যামনের সঙ্গে ১০ ফেব্রুয়ারী হুনোরোটোর সাক্ষাৎ এবং কথাবার্তা হয়েছে, ডায়রীতে তা ১০ ফেব্রুয়ারী উল্লেখ করেছে। এবং হুনোরোটোর দু'টি সন্তানকে কোলে নিয়ে ফটোও তুলেছে র‍্যামন, যে ফটোটির বহুল প্রচারও হয়েছে। র‍্যামন এই হুনোরোটোর প্রশংসাও করেছে। ওই সময়ে অসুস্থ অবস্থায় জোয়াকুইনও সঙ্গে ছিল। এই তিনজন লোক কৃষকবেশী হলেও ছদ্মবেশী সৈনিক: ওদের একজন গা ঢাকা দিয়ে চলে যায়, খালি পায়ে পুরো রাত হেঁটে পৌঁছয় লা লাজো নামক জায়গার সামরিক ক্যাম্পে এবং গেরিলাদের আগমন সংবাদ দিয়ে আসে। সৈনিকরা সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা দেয়।

জোয়াকুইন অবশ্য প্রথম দিকে বুদ্ধিমানের কাজ করেছিল—হুনোরোটোর ফার্মে থাকার বদলে চলে যায় জঙ্গলের গভীরে। যদিও হুনোরোটোর কাছ থেকে নানকাহুয়াজু যাওয়ার পথের সন্ধান নিয়ে। কিন্তু নানকাহুয়াজু যাওয়ার জন্যে একটি নদী পেরিয়ে যেতে হবে, জল কম হলেও স্রোত আছে। সেই সাড়ে চারমাস পর বাহিনীর নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ অবশ্যই প্রয়োজন—তিন দিনের বদলে সাড়ে চার মাস পেরিয়ে গেছে। গভীর জঙ্গলে গেলেও সৈন্যবাহিনী ওত পেতে তাদের জন্যে ছিল অপেক্ষারত।

ব্রাউলিও একজন গেরিলা যোদ্ধা, সে বেরিয়ে এসে চারদিক লক্ষ্য করল, গোপনে অপেক্ষারত সৈনিকদের উপস্থিতি অবশ্যই তার দৃষ্টিতে ধরা পড়ল না। পড়ার কথাও নয়। সে নিঃসন্দেহ হওয়ার পর হাত তুলে সহযোদ্ধাদের ইসারা করল। জোয়াকুইন তার গ্রুপ নিয়ে একে একে বেরিয়ে এসে নদীতে নামল। বুক উঁচু জল। পিঠে-

ন্যাপস্যাক, দু'হাতে ধরা রাইফেল অথবা মেসিন গান নিয়ে ব্রোঞ্জ ঠেলে ওরা নদীর মাঝামাঝি আসার সঙ্গে নদীর দুই পার থেকে শুরু হল গোলা বৃষ্টি, গোলার ঝড়। সতেরো জন যোদ্ধার মধ্যে মাত্র জোয়াকুইন এবং সুন্দরী তানিয়া বারকয়েক প্রত্যুত্তর দিয়েছিল কোনরকমে। কিন্তু সমস্ত ঘটনা ঘটে গেল চোখের পলকে। সতেরো জন আত্মত্যাগী যোদ্ধা নিমেষে নিঃশেষ হয়ে গেলেন। বলিভিয়ার মুক্তির স্বপ্ন এই নদীর জলের সঙ্গেই যেন ভেসে যেতে লাগল।...

বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের ভিত প্রস্তুত করার জন্যে এই মহান নারী, ১৯৬৪ নভেম্বর বলিভিয়ায় এসেছিলেন, নাম বদলে, বিয়ে করেছিলেন বলিভিয়ার মুক্তি যুদ্ধের স্বার্থে, যে স্বামীর সঙ্গে বসবাসই করেন নি, এই সব কিছু করার ভিতে ছিল ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তির জন্যে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধে যে স্ফুলিঙ্গ জ্বালবেন, তার ব্যাপ্তিতে আসবে সে বিজয়।

জোয়াকুইন হচ্ছেন কিউবান সামরিক বাহিনীর সৈন্য। তিনিও অনুরূপ স্বপ্ন দেখে কিউবা থেকে এসেছেন, স্বপ্ন দেখেছেন আন্তর্জাতিক বিপ্লবের অংশ হিসেবে এই বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধ। এবং এই গ্রুপের অন্যান্য পনেরো জনেরও মনে, দু'চোখে ছিল স্বাধীনতার স্বপ্ন।

এই মহান আত্মত্যাগীদের জীবন নিঃশেষ করার পেছনে বীরপুরুষটি হচ্ছে হনোরোটো রোজাস। হনোরোটোর এই বীরত্বকে হয়তো জন কয়েক অথবা কেবলমাত্র একজন—যার মনে গেঁথে ছিল এই হত্যার স্মৃতি; হনোরোটোকে সামরিক নিরাপত্তা দিয়ে সান্তা ক্রুজে রাখা হয়েছিল—কিন্তু তাকে রক্ষা করতে পারেনি। ই-এল-এন এর কোন গেরিলা ১৯৬৯ এর মাঝামাঝি হনোরোটোকে গ্রেপ্তার করে এবং ফাঁসী দেয়।

যদিও র‍্যামন তার গ্রুপ নিয়ে ঠিক পরের দিন হনোরোটোর ফার্মে পেঁছয়, সম্ভবতঃ জোয়াকুইন এবং তানিয়ার খবরাখবরের

জন্যে। ২ সেপ্টেম্বর দিনপঞ্জীতে র‍্যামন উল্লেখ করেছে: ভয়েস অব আমেরিকার রেডিও সংবাদ থেকে জানতে পায় যে জোয়াকুইন এর ১০জনের গ্রুপকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়েছে। র‍্যামন যদিও সংবাদটি বিশ্বাস করেনি।

৮ সেপ্টেম্বর র‍্যামন উল্লেখ করেছে: বলিভিয়া রেডিও সংবাদ যে প্রেসিডেন্ট ব্যারিয়েনটোস উপস্থিত ছিলেন তানিয়ার দেহের অবশিষ্টাংশের সমাধি দেওয়া উপলক্ষে।

*** *** ***

জোয়াকুইন এবং সুন্দরী তানিয়ার গ্রুপকে ধ্বংস করার পেছনে যে হনোরোটো রোজাস, তাকে গুপ্তচর অথবা দুর্বল-মানসের ব্যক্তি হিসেবে র‍্যামন জানত, গেরিলা গ্রুপের অন্যান্য নেতারাও জানতেন। কিন্তু র‍্যামনের আস্থা থাকায় হনোরোটোকে তারা হিতাকাঙ্ক্ষী বলেই গ্রহন করেছিলেন; যে কারণে গেরিলা যুদ্ধের শুরু থেকেই প্রায়, গেরিলাদের গতিবিধি, ক্যাম্প ইত্যাদি হনোরোটোর জানা ছিল।

মার্চ মাসেই গভীর জঙ্গলে যে নতুন ক্যাম্পটি তৈরী হল, এর মুখ্য স্থপতি হচ্ছেন মাওপন্থী মৌইসেজ গুয়েভারা। তিনিই ডিনামাইট মাধ্যমে গুহা তৈরী করেছিলেন। এই গুহায় যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্য সামগ্রী, ওষুধপত্র জড়ো করে রাখা হয়। নানকাহুয়াজুর ক্যাম্পের চারদিকই সৈন্যবাহিনী প্রায় ঘিরে রেখেছিল, যা থেকে যোদ্ধাদের উপর চাপ সৃষ্টি হয়—সৈন্যবাহিনীও তা-ই চাইছিল, যাতে এরা গভীর জঙ্গলে চলে যেতে পারে। র‍্যামন সিদ্ধান্ত নিল যে এই নতুন ক্যাম্পে গেরিলাবাহিনী চলে যাবে। ৩ এপ্রিল গেরিলা-বাহিনী নতুন ক্যাম্পে চলে গেল।

৪ এপ্রিল হনোরোটো রোজাস গাইড হিসেবে পথ দেখিয়ে সামরিক-বাহিনীকে এই পরিত্যক্ত ক্যাম্পে নিয়ে এল। ভাবটা যেন লড়াই করে ক্যাম্প অধিকার করল। এই ব্যাপারটিকে

আন্তর্জাতিক রূপ দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল—সামরিক বাহিনীর সঙ্গে দু'জন সাংবাদিককেও নিয়ে আসা হল: স্পেনিস-ভাষীদের জন্যে সান্তিয়াগো মারকিউরিও, এবং ইংরাজীভাষীদের জন্যে লণ্ডন টাইমস।

সাংবাদিকরা খুবই যত্নসহকারে সারা বিশ্বে সংবাদটি পরিবেশন করলেন। পাঠকদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ উদ্ধৃত করা হল। মুররে সেইলী লণ্ডন টাইমসে লিখলেন:

> জঞ্জালগুলো খুবই সুন্দরভাবে রাখা ছিল, বাসস্থানের সীমায় আমি একটা ফটো পেলাম ডাঃ চে গুয়েভারার ছবি জঙ্গলে তোলা হয়েছে এবং উত্তর ভিয়েতনামের জেনারেল ভো ন্য গুয়েন গিয়াপের একটি বক্তৃতা স্পেনিস ভাষায় অনুদিত।
>
> সেই গেরিলা ক্যাম্পটি বহন করছিল প্রত্যেকটি চিহ্ন যে নিয়মতান্ত্রিক ধারায় ওরা পরিত্যাগ করেছে, মূল্যবান কিছুই ফেলে যায়নি এবং সমস্ত দলিলপত্র জ্বালিয়ে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। জমা করা ব্যবহৃত গোলাগুলির খোল থেকে বিচার করা যায়, ক্যাম্পের একটি অংশ অস্ত্র চালনা শিক্ষার জন্যে ব্যবহৃত হচ্ছিল।[৮৫]

সাংবাদিক অবশ্যই পাঠকদের জন্যে নির্দিষ্ট মতামত দিচ্ছেন যে ক্যাম্প পরিত্যাগের সময় গেরিলারা মূল্যবান কিছুই ফেলে যায় নি। কিন্তু সাংবাদিক জানতেন না যে এই বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের সবচেয়ে মূল্যবান বস্তুটি হচ্ছে ডাঃ চে গুয়েভারার ফটোগ্রাফ। সাংবাদিকের এই মন্তব্য হাভানার সমান্তরালে থাকায় এই সংবাদটিও দেব্রের পূর্বসূরী হিসেবে বিশ্বের রাজনীতিতে কথাটা পাকাপোক্ত করার ব্যবস্থা করে দিল যে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ডাঃ চে গুয়েভারা। সাংবাদিক অবশ্যই যাচাই করে দেখেন নি যে

৮৫—রুরেল গেরিলাজ ইন ল্যাটিন আমেরিকা, পৃঃ ৫২৫।

ফটোগ্রাফ থেকে একটি মানুষকে বাস্তবে নির্দিষ্ট করা যায় না। অপ্রাসংগিক হলেও একটি বাস্তব উদাহরণ দিতে হয়: খুব সম্ভবতঃ ১৯৩০ মানবেন্দ্রনাথ রায় ভারতে আসার জন্যে তোড়জোড় করছিলেন, পাশপোর্টের অভাবে তা হয়ে উঠছিল না। প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্তকে টেররিস্ট অভিযোগে ইংরাজ সরকার দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, পরে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেন এবং আজাদ হিন্দ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হয়েছিলেন। এই প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত তাঁর আরেক বন্ধুসহ ডাঃ মামুদ নামক কোন একজন ভারতীয়ের পাসপোর্ট হাতসাফাই করে মানবেন্দ্রনাথ রায়কে দিয়েছিলেন। এই ডাঃ মামুদকে পছন্দ করার হেতুটি হচ্ছে যে দু'জনের চেহারার ছিল নিকট সাদৃশ্য। এই পাসপোর্ট নিয়েই মানবেন্দ্রনাথ ভারতে ফিরে এসেছিলেন ডাঃ মামুদ পরিচয়ে। পাসপোর্টের ফটোর সঙ্গে জলজ্যান্ত মানুষটির ব্যবধান বন্দর কর্তারা তথা পুলিস বিভাগ খুঁজে পায়নি।* তাই ফটোগ্রাফ যে সত্যের সাফাই হতে পারে, তা সর্বক্ষেত্রে নয়। তাছাড়া ফটোগ্রাফ পাওয়ার অর্থও আসল ব্যক্তির উপস্থিতির কথা বলে না। কিন্তু এই সংবাদ অবশ্যই তৎসময়ে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের পরিকল্পকদের সহায়তায় আসে।

*** *** ***

বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধ শুরু থেকেই জয়ের পথে অগ্রগতি ঘটাবার কোন পরিকল্পনা, কোন ধারার কার্যক্রম গ্রহণ করার কোন চেষ্টাই করেনি। দিনপঞ্জীগুলিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধে র‍্যামনের কোন রাজনৈতিক কার্যকারণ ছিল না, অর্থাৎ এই গেরিলা যুদ্ধ হচ্ছে রাজনীতির উর্দ্ধে। ১৯৬৬ ডিসেম্বর মাসিক সারাংশে স্পষ্ট ভাবেই র‍্যামন রিপোর্ট দিচ্ছে:

*—এই ঘটনাটি প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্তের কাছ থেকে লেখক জেনেছিলেন।

এক দিকে ম্যোনজের কার্যকলাপ উন্নতিকে ধরে রাখতে পারে কিন্তু অবদান থাকবে অন্যদিকে, কেন না রাজনীতির ঝামেলা থেকে আমাকে মুক্ত করেছে।

গেরিলা যুদ্ধকে সর্বনাশের দিকে টেনে নেওয়ার যে অবস্থা সে সম্পর্কে র‍্যামন আনন্দিত, অর্থাৎ ম্যোনজের কাছ থেকে গেরিলা যুদ্ধের নেতৃত্ব চেলেঞ্জ করার বাধাটি কেটে গেল। তাই র‍্যামনের হিসেব অনুসারে ম্যোনজে আর ধ্বংসের উন্নতিকে ধরে রাখতে পারবে না। এবং অন্যদিকে অবদান সম্পর্কে যে বলিভিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি থেকে মিলিটাণ্ট সদস্য মুক্ত হল এবং ল্যাটিন আমেরিকায় গেরিলা যুদ্ধের নামে শোধনবাদী ধারার প্রচার ও প্রসার ঘটাতে পারবে। নয়াবাকুনিন হিসেবে র‍্যামন ভালোভাবেই বক্তব্যটি রেখেছে। ম্যোনজের কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করছে রাজনীতি বহির্ভূত হওয়ার দরুন। শুধু নিজেকেই রাজনীতির উর্দ্ধে রাখতে চায়, তা নয়—যোদ্ধাদেরও একই ধারায় শিক্ষিত করে শপথ মাধ্যমে। ২৬ জানুয়ারী দিনপঞ্জী র‍্যামন লিখেছে :

> আমি গুয়েভারার কাছে আমার শর্তগুলো তুলে ধরলাম : গ্রুপ গঠনের অবসান, কারো কোন রেঙ্ক থাকবে না, কোন রাজনৈতিক সংগঠন এখনও নয় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিরোধীতামূলক বিতর্ক পরিহার করার প্রয়োজনীয়তা। সরল সহজভাবে সে সব কিছুই গ্রহন করেছে এবং শান্তভাবে শুরু করার পর, বলিভিয়ানদের সঙ্গে সম্পর্ক আন্তরিক হয়েছে।

ম্যোনজে সম্পর্কে র‍্যামনের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন রিক্রুটদের শপথ থেকে যে কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠে, তা হচ্ছে পরিপূর্ণ সুবিধাবাদী পন্থা। এবং এই সুবিধাবাদী পন্থা আরোও স্পষ্ট হয়ে উঠে গেরিলা যুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই-এর জন্যে মাওপন্থী মৌইসেজ গুয়েভারা একদিকে অন্যদিকে ব্রেজনেভ পন্থী পার্টির সেক্রেটারী

জেনারেল ম্যোনজে এবং তার প্রায় পঁচিশ জন অনুরক্তের মধ্যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বহির্ভূত আন্তর্জাতিক আদর্শগত প্রশ্ন—যেখানে ইতিমধ্যেই ১৯১৭ খৃস্টাব্দের অনুরূপ ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক ফ্রন্টে সারা বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলন বিভক্ত হয়ে গেছে, যেখানে ১৯৬৫ ফেব্রুয়ারী আলজিয়ার্স সম্মেলন উপলক্ষে স্পষ্টভাবে চে গুয়েভারা স্বীয় রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত করে নিজেকে চিহ্নিত করেছেন—সেক্ষেত্রে চে গুয়েভারা বলে দাবীদার র‍্যামন এই সুবিধাবাদী পন্থা কী ভাবে গ্রহন করল।* যে পন্থা চে গুয়েভারার আদর্শের বিপরীত মেরুতে দণ্ডায়মান।

রাজনৈতিক প্রশ্নে গ্রুপ না করলেও সর্বমোট সাঁইত্রিশ জন গেরিলাকে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করে প্রতিদিন এই জনমানবহীন পাহাড়ে মক্-ফাইট শিক্ষণের জন্য অথবা পানীয় জলের সন্ধানে বা খাদ্য সংগ্রহে শিকারের সন্ধানে পাঠিয়ে দিত, এবং র‍্যামন একটি গ্রুপ নিজের দেহরক্ষী হিসেবে রাখতো। সেই সব যোদ্ধাদের রাখত যারা অস্ত্রশস্ত্র চালাতে শিখেছে। এই দেহরক্ষী আবৃত হয়ে র‍্যামন এই ক'মাস ঘুরে বেড়িয়েছে। এই ক'মাসের মধ্যে ১৩ দিনের দিনপঞ্জী অনুপস্থিত। বলিভিয়া ডায়রীর সম্পাদকদের পক্ষে ফিদেল কাস্ত্রো ব্যক্ত করেছেন যে এই দিনগুলি** গুরুত্বপূর্ণ নয়, তাই ডায়রা লেখক তা ছেড়ে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ডায়রীতে কমবেশী আত্মরক্ষামূলক লড়াই-এর জন্যে, সাতটি দিন মাত্র গুরুত্বপূর্ণ, অন্যান্য দিনগুলি গরু-ঘোড়া-পাখী ইত্যাদি শিকার, বা মেরে খাওয়ার ইতিবৃত্ত ছাড়া অন্য কিছু নয়।

কিন্তু এই অনুপস্থিত দিনগুলি দিনপঞ্জী অনুসারে পয়লা জানুয়ারা

*—লেখকের আর্নেস্টো চে গুয়েভারা-কিউবা অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

**—ডায়রীতে যে দিনগুলির দিনপঞ্জী নেই: জানুয়ারা ৪, ৫ ও ৮ এবং ৯। ফেব্রুয়ারী ৮ ও ৯। মার্চ ১৪। এপ্রিল ৪ এবং ৫, জুন ৯ এবং ১০, জুলাই ৪ এবং ৫ তারিখ যথাক্রমে।

র‍্যামন লিখেছে: 'ককো সান্তাক্রুজ যাবে কারলস ভ্রাতাদের একজনের ইনটারভিউ নিতে এবং তাকেই ইনচার্জ করলাম যে তিনজন হাভানা থেকে আসছে তাদের নেওয়ার জন্যে। আমি ফিদেলের কাছে একটি সংবাদ পাঠালাম যা ২ নম্বর দলিলে আছে।'

২ জানুয়ারী দিনপঞ্জীর প্রথম প্যারা: 'সকালবেলা কেটে গেছে সাংকেতিক ভাষায় চিঠিখানা লিখতে। অন্যরা [সানচেজ, ককো এবং তানিয়া] বিকেলবেলা চলে যায় যখন ফিদেলের বক্তৃতা শেষ হল। সে আমাদের এমনভাবে উল্লেখ করেছে যে আমরা আরোও বেশী কৃতজ্ঞ, যদি তা সম্ভব হয়।'

৩ জানুয়ারী দিনপঞ্জী: 'আমবা গুহার ছাদে কাজ করেছিলাম, যা শেষ করা যায় নি, আগামীকাল তা শেষ করতে হবে। মাত্র দু'জন গিয়েছিল ভারী সামগ্রী তুলে আনতে এবং তারাই খবর নিয়ে আসে যে গত রাতে ওরা প্রত্যেকেই চলে গেছে।'

উপরোক্ত তিনটি দিনের কার্যক্রম থেকে ৪ এবং ৫ জানুয়ারীব দিনপঞ্জী না থাকার কারণটি খুঁজে পাওয়া দুস্কর নয়। পয়লা জানুয়ারী হাভানা থেকে তিন জনকে নিয়ে আসার জন্যে ককোকে সান্তাক্রুজে পাঠানো হল। ২ জানুয়ারী ফিদেলের বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর সানচেজ, ককো ও তানিয়া চলে গেল। অনুমান করা যায় যে তিনজন হাভানা থেকে এসেছে এরা হচ্ছে (১) ফিদেল কাস্ত্রো (২) সানচেজ (৩) তানিয়া। এবং পরদিন ফিদেল বক্তৃতা শেষে চলে গেলেন, সঙ্গে ককো গেল পথপ্রদর্শক তথা রক্ষী হিসেবে। এটা যে ফিদেলের রেডিও বক্তৃতা নয় তা র‍্যামনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ থেকে বোঝা যায়। তাছাড়া র‍্যামন সাংকেতিক ভাষায় চিঠি লিখতে সারা সকাল কাটিয়ে দিয়েছে। এবং ৩ জানুয়ারী দুই জন বাহক যারা ভারী সামগ্রী আনতে গিয়েছিল, এরাহ খবর নিয়ে এল যে

গতকাল রাতেই এরা সবাই চলে গেছে। একপত্র ৪ এবং ৫ জানুয়ারী র‍্যামনের দিনপঞ্জী অনুপস্থিত।

সংগত যুক্তিটি হচ্ছে ফিদেল কাস্ত্রোর নির্দেশে র‍্যামন শহরে গেছে, লোপাজ মুনজ অথবা আর্গেডেস বা জেনারেল সান রোমানের সঙ্গে আলোচনার জন্যে। ৬ জানুয়ারী র‍্যামনের ভাষণ একমাত্র একটি তথাকথিত উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্যে, পরোক্ষে বিশ্রাম।

অনুরূপভাবে ৮ এবং ৯ জানুয়ারীর দিনপঞ্জী অনুপস্থিত। কিন্তু ১০ জানুয়ারী শেষ প্যারাগ্রাফটি অনুপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ। র‍্যামন লিখছে: 'হাভানা থেকে একটি রেডিও সংবাদ পাওয়া গেল, বলছে যে এ্যল চিনো ও এ্যল মেডিকো ১২ রওয়ানা দেবে, এবং রেডিও টেকনিশিয়ান ও রিআ ১৪, আমাদের অন্য দুই কমরেড সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই।'

১৭ জানুয়ারী দিনপঞ্জীর শেষ লাইন: 'এখনও ককোর কোন উল্লেখ নেই; এই সময়ে, এটা সঙ্কটের ইংগিত।' ককোর জন্যে এতোই চিন্তিত হল র‍্যামন যে ১৯ জানুয়ারী লিখছে: 'লরোকে নির্দেশ দেওয়া হল···শিকারের অজুহাতে পিস্তলটি নিয়ে আসার জন্যে ক্যামেরী যাবে, আসলে ককোর সঙ্গে দেখা করার জন্যে।' ২১ জানুয়ারী র‍্যামন লিখেছে: 'বৃষ্টির মধ্যে পেড্রো এসে পৌঁছেছে, তার সঙ্গে ককোকে নিয়ে এসেছে, এই সঙ্গে তিনজন নতুন রিক্রুট: বেনজামিন, ইয়ুসিবায়ো এবং ওয়ালটার। প্রথম জন এসেছে কিউবা থেকে এবং তাকে দেওয়া হয়েছে অগ্রদূতদের সঙ্গে, কেন না অস্ত্র সম্পর্কে তার জ্ঞান রয়েছে, এবং অন্য দুজন পশ্চাদরক্ষীদের সঙ্গে। যারা কিউবা থেকে এসেছে ওদের তিনজনের সঙ্গে ম্যারিও মোনজে কথা বলেছে এবং গেরিলা যুদ্ধে যোগ না দেওয়ার জন্যে তাদের পেছনে লেগেছিল। সে শুধু পার্টি কমিটি থেকে পদত্যাগ করেনি, সে ফিদেলের কাছে সঙ্গের [D IV] দলিলটি পাঠিয়েছে।'

বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে এই অনুপস্থিত দিনপঞ্জীর দিনগুলি কেবলমাত্র মার্চ ১৪ ছাড়া বাকী দিনগুলি ক্রমসারে একই সঙ্গে দু'দিন করে। র‍্যামনের এই অনুপস্থিত দিনগুলিকে দেখা প্রয়োজন ডায়রী অনুসারে র‍্যামনের অবস্থান এবং হাভানা-ম্যানিলা-চিলি থেকে প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে। রেডিও-ট্রান্সমিটার যোগেও র‍্যামনকে জমে পড়ে থাকা রিপোর্ট যথারীতি দু'টি কেন্দ্রেও পাঠাতে হয়েছে।

অনুরূপ ম্যোনজের অনুরক্ত লরো ওরফে জর্জি ওরফে বিগোটেস, ককো, পাকস এরাও মাঝে মধ্যে আচম্বিতে অদৃশ্য হয়ে যায়। যেমন লরো ১০ জানুয়ারী সান্তাক্রুজে যায়, কিন্তু সেদিনই ফিরে আসে না। ফিরে আসে ১৭ জানুয়ারী এবং তার ট্রিপ সম্পর্কে র‍্যামনের কাছে রিপোর্ট দাখিল করে :

> যখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে কেন সে গিয়েছিল, জবাব দিয়েছিল যে সে ভেবেছিল তার ট্রিপটি স্বাভাবিক ভাবে অনুমোদিত, এবং স্বীকার করেছে যে সে একটি মেয়েলোকের কাছে গিয়েছিল যে সেখানে ছিল।

এই লরো ৬ জানুয়ারী দুই হাজার পেসজ মূল্যে দু'টি খচ্চর কিনে নিয়ে ফিরে এল, র‍্যামন এই সওদার প্রশংসা করেছে। আবার ১০ তারিখ চলে যায়, ১৬ তারিখ ব্রাউলিও এবং পেড্রো আসে এ্যল মেডিকো ও কারলসের বদলী হিসেবে, এরা খবর দেয় যে লরো আরো খচ্চর নিয়ে ফিরে আসছে। ১৭ জানুয়ারী লরো সম্পর্কে র‍্যামন উপরোক্ত মন্তব্য হাজির করেছে। র‍্যামন যে বক্তব্য হাজির করেছে যে লরো একটি মেয়েলোকের কাছে গিয়েছিল···অনুরূপভাবে জালিস্কার এবং লয়লার যাওয়া-আসা মাধ্যমে মেয়েলোকদের সঙ্গে গেরিলাদের যে সম্পর্ক তা আর্নেস্টো চে গুয়েভারার গেরিলা যুদ্ধের আদর্শ তথা সূত্রের একেবারে বিপরীত।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি জোয়াকুইন এবং তানিয়ার মৃত্যুর পরিস্থিতি, এই সতেরো জনের গ্রুপটির মৃত্যু যেমন র‍্যামনের দৃষ্টির বাইরে ঘটেছে, অনুরূপভাবে প্রত্যেকটি মৃত্যু ঘটেছে র‍্যামনের অগোচরে। যেমন এ্যাল রুবিও-এর মৃত্যু। এ্যাল রুবিও-এর মৃত্যু সংবাদও সংবাদ পরিবেশকের মতো ১০ এপ্রিল র‍্যামন লিখেছে :

> এ্যাল নিগ্রো উত্তেজিত হয়ে দৌড়ে এসে বলল আমাদের সাবধান করতে যে ১৫ জন নদীর দিকে নেমে আসছে। অ্যামবুসে রোলণ্ডকে সাবধান করতে ইনটি গিয়েছিল। এই অবস্থায় আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া করার মতো অন্য কিছুই ছিল না সেইহেতু আমরা তাই করলাম; আমি তুমা-কে হুকুম দিলাম আমাকে খবর দেওয়ার জন্যে তৈরী থাকতে। যথাশীঘ্র সে খারাপ খবর নিয়ে এল : এ্যাল রুবিও, জেসাস সুয়ারেজ গেয়ল, মারাত্মকভাবে আহত। সে ক্যাম্পে এল মৃত অবস্থায়, মাথায় ঢুকানো রয়েছে একটি বুলেট। এটা এইভাবে ঘটেছিল : পশ্চাদরক্ষীদের মধ্যে থেকে অ্যামবুসে ৮ জন লোক ছিল, এদের সঙ্গে যুক্ত ছিল অগ্রদূতদের তিনজন, নদীর দুই পারে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। পনেরো জন সৈন্যের আগমন বার্তা জানাবার জন্যে আসার পথে, ইনটি গিয়েছিল এ্যাল রুবিও-এর পাশ দিয়ে এবং দেখেছিল যে সে খারাপ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, যেমন নদী থেকে তাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। খানিক সাবধানতা নিয়ে সৈনিকরা এগিয়ে গেল, ফাঁদ আবিষ্কারের জন্য নদীর কিনারা দেখতে লাগল এবং এই করতে থাকার সময়ে ওরা জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং ব্রাউলিও ও পেড্রোকে লক্ষ্য করে দৌড়য়, অ্যামবুসে পৌঁছনর আগেই। গোলাগুলি চলে কয়েক সেকেণ্ড, মাটির উপর পড়েছিল একজন মৃত এবং তিনজন আহত। অল্প সময় পরে নিচের রেঙ্কের একজন অফিসার পড়ে

বায় ৪ জন পালিয়ে যায়। এ্যাল রুবিও আহত হয়ে ওদের সঙ্গেই পড়েছিল দেখাচ্ছিল দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, তার গেরেভ আটকে গিয়েছিল এবং তার পাশে একটি না-কাটা গ্রেনেড পড়েছিল, চাবিটি ছিল ঢিলে।

১১ এপ্রিল : আমাদের জিনিষপত্র নিয়ে চলতে শুরু করলাম এবং একটি অগভীর কবরে এ্যাল রুবিওকে সমাধি দিলাম।···

১৫ এপ্রিল জোয়াকুইনের শেষ যাত্রার দিনটি থেকে র‍্যামন তার দেহরক্ষী গ্রুপ নিয়ে পাহাড়, খাদ জনশূন্য অঞ্চল পেরিয়ে চলেছে, কখনো কোথাও দেখা যাচ্ছে উল্কার মতো কৃষকবেশী পথিক, বাস্তবে এরা কৃষক-পথিক অথবা চর, গুপ্তচর, ছদ্মবেশী সৈনিক র‍্যামন হলপ করে কোথাও কিছু লেখেনি। তবে তাদের এই চলা এবং স্থান পরিবর্তন কখনো গোপন থাকেনি। পানীয় জলের অভাব, খাদ্যের অভাব, তাছাড়া নানকাহুয়াজু ক্যাম্পে থেকে সামরিক-শিক্ষায় অবশ্যই গেরিলাদের মন ভরছে না। সেইহেতু, পরিস্থিতির কারণে মূল গন্তব্যে না পৌঁছন অবধি উদ্দীপনায় যাতে ভাঙ্গন না আসে ; তাই র‍্যামনের চলার শেষ নেই। ১৮ এপ্রিল পুরো রাত ধরে বিরামহীন হাঁটার পরদিন দুপুরে ওরা এসে পৌঁছল মাটাগাল নামক জায়গায়, পাডইললা নামক একজন লোকের বাড়ী, সেখানেই এরা আশ্রয় নেয়। র‍্যামন যুক্তি দেখিয়েছিল যে বৃষ্টি পড়ছিল যে কারণে বাধ্য হয়ে এই ভাতগ্রস্ত লোকটির বাড়ীতে থেকেছে। ১৯ এপ্রিল এই বাড়ীতেই থেকে যায়। দু'দিক থেকে যাওয়া-আসা পথিক কৃষকদের আটকে বন্দী করে।

দুপুর ১টায় খবর নিয়ে এল কোন গেরিলা যে একটি 'খাদ' রয়েছে, এবং রথ নামে একজন সাংবাদিক গেরিলাদের অনুসরণ করছে। এখানে সব থেকে বড় বিস্ময় যে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের নেতা এই র‍্যামন ১৫ থেকে ১৯ এপ্রিল পাঁচ দিন সবার চোখে ধুলো

দিয়ে এই মা টাগালে এসেছে বলে তাদের সবারই যে ধারণা, র‍্যামনের এই গোপনতা কিন্তু লাগুনিল্লাস-এর বালক তথা বাচ্চাদেরও জানা ছিল।

লাগুনিল্লাসের ওই বাচ্চারাই খচ্চরের পিঠে করে সাংবাদিক রথকে মাটাগালে পৌঁছে দেয়। বলিভিয়ার সামরিক সরকার তথা প্রত্যেকটি সরকারী বিভাগগুলো সেক্ষেত্রে লাগুনিল্লাসের বাচ্চাদেরও সমকক্ষ নয়, বলে কী মনে হয়! গভীর রাত অবধি এই বিদেশী সাংবাদিকের সঙ্গে দর কষাকষি চলে যে এই সাংবাদিক ভালো সংবাদ পরিবেশন করবে যদি তাকে মাটাগাল থেকে চলে যেতে সাহায্য করা হয়। র‍্যামন এবং দেব্রে তা স্বীকার করে নেয়।

সাংবাদিক দু'জনকে নিয়ে র‍্যামন তার দেহরক্ষী সহ রওয়ানা দেয় মুয়ুপাম্পা নামক জায়গার উদ্দেশ্যে। যদিও রাত ৯টায় ওরা একটি শহরের কাছে পৌঁছয়, শহরটির নাম ডায়রীতে উল্লেখ করা হয়নি। রাত পৌনে বারোটায় সাংবাদিক রথ এবং দেব্রে, র‍্যামনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। র‍্যামন লিখেছে: 'আমি পেছনে থেকে গেলাম, পোমবো, তুমা এবং উর্বানোকে নিয়ে। রাতটি ছিল হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা এবং আমরা একটি জঙ্গলে-আগুন জ্বাললাম। রাত ১টায় ন্যাটো ফিরে এল খবর নিয়ে যে শহরে হুঁসিয়ারী পড়ে গেছে এবং আর্মী সৈনিকদের ২০ জন করে গ্রুপ করে হাজির করা হচ্ছে এবং সেখানে আত্মরক্ষার টহল রয়েছে। ওদের একজন ২টি এম-৩ ও ২টি রিভলবার নিয়ে আমাদের আউট পোস্টে আত্মসমর্পণ করেছে কোনরকমের লড়াই ছাড়া।' এবং র‍্যামন গেরিলাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসে কারণ রাতের শেষ দিক এবং যাতে সাংবাদিকরা ভালো-ভাবে পৌঁছতে পারে। কিন্তু ২০ এপ্রিল এই দেব্রে এবং রথ এবং গেরিলা কারজস ও ভানটন বন্দী হয় মুয়ুপাম্পায়, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

৮ এপ্রিলে এ্যাল রুবিও এর নিহত হওয়ার পর লা
থেকে ১৫ এপ্রিল থেকে র‍্যামনের কার্য বিবরণী যে ভাবে ডায়রীতে উল্লেখ করা হয়েছে, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যেমন; ২২ এপ্রিল টকুটা নামক জায়গা থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে র‍্যামন গ্রুপের মাথার উপরে একটি বিমান ঘুরতে থাকল, চারদিকের বাড়ীগুলি থেকে কুকুরগুলো ভীষণভাবে ডাকতে লাগল। রাত ৮টায় র‍্যামন ঠিক করল যে তাদের উপস্থিতি স্থানীয় লোকেরা জেনে ফেলেছে। একটি ক্ষুদ্র লড়াইও হয়ে গেল এবং গেরিলারা শুনতে পেল যে তাদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে: আত্মসমর্পণ করতে। গেরিলারা র‍্যামন সহ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল বুঝে উঠতে পারল না যে কি হচ্ছে। এই অবস্থার মধ্যে লরো অনুপস্থিত অবশ্য র‍্যামন নিশ্চিত ছিল যে লরোর কিছু হয়নি, কেন না ক্ষুদ্র লড়াইটি রিকারডোর সঙ্গে হয়েছিল এবং খুব সম্ভবত একজন সৈনিক আহত অথবা নিহত হয়েছে। রাত ৩টা ৩০ মিনিটে ওরা টিকুচা পৌঁছয় এবং এ্যাল মেসন, ধর্মযাজকের সম্পত্তিতে, সকাল সাড়ে ছয়টায় 'আমরা একটি গর্তে আটকে গেলাম।' র‍্যামন সিদ্ধান্ত নিল যে এই যাজকের ফার্মে ৪দিন থাকবে, তারা রইল ২৩, ২৪ এবং সম্ভবত রোলাণ্ডর মৃত্যু অবধি ২৫ এপ্রিল।

'একটি কালো দিন।' র‍্যামন ২৫ এপ্রিল দিনপঞ্জী শুরু করেছে: 'যখন গোলাগুলি বন্ধ হয়ে গেছে, আমি উর্বানোকে পাঠালাম বিরতির জন্যে কিন্তু সে খবর নিয়ে ফিরে এল যে রোলাণ্ড আহত; একটু পরেই তাকে আনা হল, ইতিমধ্যেই খুব দুর্বল, প্লাজমা দেওয়া শুরু হতেই মৃত্যু হল। একটি বুলেট ফিউমার এবং সমস্ত নার্ভাস ভাসকুলার বাণ্ডিলকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে এবং তার যথেষ্ট রক্তক্ষরণ হয়েছে, কোন কিছু করার আগেই।' র‍্যামন আরো লিখেছে: 'আমরা হারালাম গেরিলাদের মধ্যে সব থেকে ভালো লোকটিকে, এবং স্বাভাবিকভাবে,, তার অন্যতম স্তম্ভ,, আমার কমরেড সেই সময় থেকে কলাম ৪-এ.সে.

মেসেঞ্জার ছিল [তখন, প্রায় বালক] সেই হানা দেওয়া পর্যন্ত এবং এখন 'নতুন বিপ্লবী এডভানচার, যা তার অজানা এবং নিয়ে এল অনাহুত মৃত্যু, একটি কল্পিত ভবিষ্যতের জন্যে।'…রাত তিনটেয় রোলাণ্ডর মৃতদেহ হাল্কা মাটির আবরণে কবরস্থ করা হল।'

২৬ জুন তুমা নিহত হল। র‍্যামন দিনপঞ্জীতে রিপোর্ট দিচ্ছে: 'আমার জন্যে আজ একটি কালো দিন। · পোমবোর পায়ে আঘাত লেগেছে এবং তুমার পেটে। আমাদের যা ছিল তা দিয়েই অপারেশনের জন্যে তাদের সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল।…তুমার যকৃত একেবারে থেথলে গেছে এবং পেট ভরে উঠেছে অসংখ্য ছিদ্রে, অপারেশনের সময় সে মারা যায়।' এবং তুমাকে কবর দেওয়া হয়।

কিন্তু ২০ জুলাই র‍্যামনের কাছে খবর আসে মেলগার নামক এক ব্যক্তি, যার কাছ থেকে দু'টো ঘোড়া ভাড়া করা হয়েছে, জানায় যে র‍্যামন তার গ্রুপ নিয়ে চলে যাওয়ার চারদিন পর বন্য জন্তু তুমার দেহ কবর থেকে বের করে নিয়ে খেয়ে ফেলেছে, অবশিষ্ট রয়েছে শুধু কঙ্কাল।

২০ জুলাই বলিভিয়া রেডিও সংবাদ হচ্ছে: একটি গেরিলার মৃতদেহকে মৌইসেজ গুয়েভারা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। যদিও জেনারেল ওভাণ্ডো তার বিভাগকে দোষারূপ করেছে যে ঘটনাটি সত্য নয়। র‍্যামনও এই সংবাদকে সাজানো ঘটনা বলে উল্লেখ করেছে।

৩০ জুলাই রাউল এবং রিকারডো নিহত হলেন। র‍্যামন এই দু'টি মহান আত্মত্যাগ সম্পর্কেও দিনপঞ্জীতে রিপোর্ট হাজির করেছে: 'ঘটনাটি এইভাবে ঘটেছে: রিকারডো ও এ্যানিস্টো বেপরোয়ার মতো খোলা জায়গা দিয়ে যাচ্ছিল, আগের জন ছিল আহত। এ্যান্তনিও আক্রমণ করার জন্যে একটি লাইন ঠিক করেছে এবং

আর্থুরো, এ্যানিস্টো ও পাকহো তাকে রক্ষা করে আনল, কিন্তু পাকহো আহত হল এবং ওরা রাউলকে মুখে গুলি মেরে হত্যা করল।'

কিন্তু রিকারডো মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল এবং যে শেষ প্লাজমা ছিল তা উইলির ন্যাপস্যাকের সঙ্গে হারিয়ে গেছে। রাত্রি দশটায় রিকারডো মারা গেল। র‍্যামন লিখেছে: 'একটি খুবই লুকনো জায়গায়, যা সৈন্যরা খোঁজ পাবে না, নদীর কাছাকাছি আমরা তাকে সমাধিস্থ করলাম।'

মহান আত্মত্যাগীদের জীবনাহুতির মধ্য নিয়ে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের উদ্দেশ্য প্রায় সফল হতে চলেছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সংবাদ, ম্যানিলা-হাভানা-চিলি এবং অন্যান্য রাষ্ট্র এবং বিশেষ করে বলিভিয়ার সামরিক সরকারের বিবিধ প্রচার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুপরিকল্পিতভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে: চে গুয়েভারার নেতৃত্বে বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধ। বলিভিয়া সরকার আস্থা প্রকাশ করেছে যে গেরিলা যুদ্ধের নেতাকে বন্দী করা তাদের হাতের মুঠোয়।

কিন্তু বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের নেতা এডলফো মেনা ওরফে র‍্যামনের চোখে তখনো প্রকৃতির সৌন্দর্য ধরা পড়ছে। ২৩ সেপ্টেম্বর র‍্যামন লিখেছে: জায়গাটিতে এক অতীব সুন্দর কমলা বাগান যেখানে এখনো অনেক ফল রয়েছে।' এই সুন্দর কমলা বলতে র‍্যামন কি বলতে চাইছে যে এখানে এখনও কিছু অপরিপক্ক মিলিট্যান্ট কিশোর রয়েছে, যাদের মৃত্যুর জন্যে টেনে আনা যায়? অবশ্য র‍্যামন কী তা-ই ব্যক্ত করেছে? এই সুন্দর জায়গাটি কমবেশী দেড় হাজার মিটার উঁচু। ২৪ ওরা পৌঁছয় লোমা লাবগা উচ্চতা ১৮০০ মিটার। ২৬ সেপ্টেম্বর র‍্যামনের ভ্রমণ উত্তুঙ্গে উঠে ২২৮০ মিটার পায়কাকোহো নামক স্থানটি। এই দিনই এরা নেমে এল হিগুয়েরা, কমবেশী ১৬০০ মিটার উঁচু। রেডিও ঘোষণায় ওভাণ্ডোর মত হচ্ছে যে; যে কোন মুহূর্তে গেরিলা যুদ্ধের নেতাকে বন্দী করতে

পারে। এই অবস্থায় ককো গেল টেলিগ্রাফ অফিসে খবরাখবর নেওয়ার জন্যে, জেনে এল যে ২২ তারিখ এখানকার মেয়রের কাছে সংবাদ রয়েছে যে এই অঞ্চলে গেরিলা উপস্থিতি বর্তমান। অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ডায়রী লেখক তাদের চলা-ফেরায় গোপনতা রক্ষা হয়েছে বলে দাবী করলেও কিন্তু সেই ৭ নভেম্বর ৬৬ থেকে একটি পলকের জন্যে প্রত্যেকটি গেরিলা গ্রুপের অবস্থান তথা গতিবিধি সম্পর্কে কোন গোপনতা ছিল না, বলিভিয়া সরকারের কাছে প্রতিটি মুহূর্তের সংবাদ বর্তমান ছিল। এবং হাভানা-ম্যানিলার কাছে ছিল প্রত্যেকটি সংবাদ। দিনপঞ্জীগুলিতে কোথাও তা স্পষ্ট, কোথাও তা আত্মগোপন করে আছে।

২৬ সেপ্টেম্বর হিগুয়েরায় নিহত হলেন মিউগেল, ককো এবং জ্যুলিও, আর কাম্বা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। র‍্যামন লিখছে : 'রেডিও সংবাদে বলা হয়েছে গেলিগো কোম্পানীর সঙ্গে আমার লড়াই হয়েছে ও তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। এদের ভেলাগ্র্যাণ্ডীতে চিহ্নিত করার জন্যে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে যে কাম্বা এবং লিও ধরা পড়েনি। এই সময়ে আমাদের ক্ষতি খুবই বেশী, মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে ককো, কিন্তু মিউগেল ও জ্যুলিও ছিল উজ্জ্বল যোদ্ধা এবং মানবিক মূল্যায়ণে এই তিনজন প্রশংসার উর্দ্ধে।'

*** *** ***

র‍্যামন লিখিত বলিভিয়া যুদ্ধের কাহিনী-মূলক ডায়রীখানি একেবারেই সংক্ষিপ্ত হয়ে এল, ৭ অক্টোবর পর্যন্ত কাহিনীর বিস্তৃতি। এই গেরিলা যুদ্ধে সরকারী ব্যবস্থাবলীর প্রকাশ্য ক্ষয়ক্ষতি যা-ই হোক, সব থেকে লাভজনক মূলধন হচ্ছে : গেরিলা যুদ্ধকে যে মুক্তি-সংগ্রামে রূপান্তরিত করা যায়, তত্ত্বটিকে, আপাতঃ হলেও স্বীকৃতি লাভ করান হল, সম্পূর্ণভাবে বিপরীত অর্থে। কারণ, ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের পর সমগ্র বিশ্বে এই স্বীকৃতির প্রতিক্রিয়া কে

াশা সৃষ্টি করল, তা প্রায় দুই দশক অতিবাহিত হওয়ার পরও য়েছে বর্তমান।

৪ অক্টোবর র‍্যামনের দিনপঞ্জীর শেষ ক'টি লাইন: এই প্রতিবেদনে ারোও বলা হয়েছে চতুর্থ ডিভিসন যদি আমাকে শক্তিবলে বন্দী ের সেক্ষেত্রে বিচার হবে ক্যামেরীতে এবং যদি তা ৮ হয় তাহলে স্তা ক্রুজে।'

র‍্যামনের এই ভবিষ্যতবাণী অনুসারে ৭ অক্টোবরই র‍্যামনের ায়রী লেখার শেষ দিন। ২৩ মার্চ থেকে ৭ অক্টোবর অবধি রাজিত বন্দীর মতো গেরিলা যোদ্ধারা গা ঢাকা দিয়ে কোন রকমে াত্মরক্ষা করেছে, কিন্তু একটি বূহ্যের অভ্যন্তরে। র‍্যামনের কী বে না হবে এই প্রশ্ন অমূলক। কিন্তু র‍্যামনকে যারা বিশ্বাস করে াই গেরিলা যুদ্ধকে মুক্তি-যুদ্ধ বলে গ্রহন করেছিলেন, প্রশ্নটি হচ্ছে াদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। যা অনাগত কালের ভবিষ্যতের সঙ্গে ম্পর্কিত।

বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের নেপথ্য নায়কের আবির্ভাব ঃ

৮ অক্টোবরের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের নেপথ্য নায়কের আবির্ভাব ঘটল, তিনি হচ্ছেন এ্যান্তনিও আর্গেডেস। বলিভিয়া সামরিক সরকারের আভ্যন্তরিণ মন্ত্রী, কিন্তু তিনি শুধু মন্ত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন না পরিবর্তে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধে যে 'আর্নেস্টো চে গুয়েভারা নেতৃত্ব দিয়েছেন, নিহত হয়েছেন'— তা প্রমাণ করার জন্যে অতীব তৎপর ভাবে হন্যে হয়ে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। কীর্তিকলাপ দেখে মনে হয় এই দায়িত্বটি যেন স্বাভাবিক ভাবে আর্গেডেসের উপর রয়েছে। বিশ্বভ্রমণে যাওয়ার পূর্বে ৩০ অক্টোবর ল্যা প্যাজে একটি সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করলেন। প্রমাণ স্বরূপ সাংবাদিকদের কাছে বহুবিধ দলিলপত্র হাজির করলেন। প্রশ্নোত্তরে জানালেন যে বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন চে গুয়েভারা এবং নিহত হয়েছেন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে প্রেসিডেন্সিয়েল ইনফরমেশন বিভাগের প্রধান কর্তা লোপাজ মুনজের কার্যবিধি, যে এই মুনজই তানিয়াকে বহাল করেছিলেন, দেব্রেকে থাকার অনুমতি দিয়েছেন, মেনাকে বহাল তবিয়তে বলিভিয়ায় ঠাই দিয়েছেন এবং ইনটি পেরিডো তথা র‍্যামনকে কথা দিয়েছেন গেরিলা যুদ্ধে সহায়তা করবেন। মুনজের বিভাগটি অবশ্যই আর্গেডেসের মন্ত্রীত্বের অন্তর্গত।

আর্গেডেসের মূল পরিচয় শুধু মন্ত্রী নন, তাকে এফ-বি-আই শিক্ষিত করেছে, তিনি সি-আই-এ এজেন্ট এবং ৮ অক্টোবরের পরবর্তী সময়ের ভূমিকা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে আর্গেডেস হাভানারও

এজেন্ট। এ থেকে সিদ্ধান্তে আসা অমূলক নয় যে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের সমর্থনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সক্রিয় সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক।

বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে আর্গেডেস প্রথমে গেলেন ইংল্যাণ্ড, যেখান থেকে প্রচার কার্য সব থেকে বেশী হতে পারে, তারপর যুক্তরাষ্ট্র, চিলি, লিমা, প্রত্যেক জায়গায় সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করলেন। কোথাও কোথাও তার বক্তব্য পরস্পর বিরোধী হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। তবে মূল বক্তব্যে কোন বিরোধীতা ছিল না। আর্গেডেসের এই প্রচার অসংখ্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হল। একদিকে হাভানা এবং অন্যদিকে আর্গেডেসের প্রচারের মূল উদ্দেশ্য যে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধে আর্নেস্টো চে গুয়েভারা নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং নিহত হয়েছেন। যে অজ্ঞাত গেরিলা যোদ্ধাকে চে গুয়েভারা নামে অভিহিত এবং নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, সে মৃতদেহটিকে কেন জনসমক্ষে দেখানো হল না, অন্ততপক্ষে জনপ্রতিনিধি অথবা চে গুয়েভারার স্ত্রী, ভ্রাতা কাউকে দেখিয়ে এই দাবীর সত্যতা প্রমাণ করা অসম্ভব ছিল না, যদি প্রকৃতই এই গেরিলা যুদ্ধে চে গুয়েভারা নিহত হতেন।

একমাত্র এই কারণেই 'চে গুয়েভারার' নিহত হওয়ার বক্তব্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে হত্যাকারীদেরই একজন বেরিয়ে এসে অন্য হত্যাকারীদের রক্ষার জন্যে নতুন মুখোস পরে আর্গেডেস দেশপ্রেমিক তথা গুয়েভারাপন্থী হয়ে উঠলেন। জুলাই ১৯৬৮ 'চে গেভারার বলিভিয়ার ডায়রী' শীর্ষক একখানি পুস্তক হাভানা থেকে প্রকাশিত হল; এই ডায়রীর ভূমিকায় ফিদেল কাস্ত্রো লিখেছেন: কিভাবে ডায়রীটি তার হাতে এসেছে সেই সূত্র প্রকাশ করার সময় এখনও আসেনি। তবে ডায়রীখানি 'চে গেভারা' লিখিত দাবী জানিয়ে বিশ্ববাসীকে ওয়াকীবহাল করেছেন। ফিদেল কাস্ত্রোর ভূমিকা সমন্বিত ডায়রী যেহেতু সত্য না হয়ে যায় না। একশ্রেণীর মানুষ হয়তো তা বিশ্বাস করল, আরেক শ্রেণী অবশ্যই পুরো ডায়রীখানিকে

একটি অহেতুক স্থূল পুস্তক বলে গ্রহণ করল। অনেকেই সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শোধনবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকাও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। আগেভাগে বহু দেশে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অনুবাদ হয়ে গণনা বহির্ভূত সংখ্যায় বিক্রয় হল। ফিদেল কাস্ত্রো ঢালাওভাবে কপিরাইট তুলে নিয়েছিলেন। ক্রেতাদের মধ্যে বিশ্বাসী, ঔৎসুকপরায়ণ পাঠকরা ছিলেন—তারা কি এই ডায়রীখানির বিষয়বস্তুতে চে গুয়েভারার আদর্শ তথা কর্মাদর্শের খোঁজ পেয়েছেন কিনা, জানা যায় না। যদিও ডায়রীর বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন লিখিত সমালোচনা বর্তমান লেখকের দৃষ্টিতে আসেনি। অধ্যাপক জনগেরাসী চে গুয়েভারার সমগ্র লেখাগুলিকে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়ে পুস্তক প্রকাশও করিয়েছেন। জনগেরাসী অবশ্য এই ডায়রী সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

এই ডায়রীখানি ফিদেল কাস্ত্রো কিভাবে পেয়েছিলেন তৎসময়ে ভূমিকায় উল্লেখ না করলেও তা আত্মপ্রকাশ করল; আর্গেডেস সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করলেন যে তিনিই ডায়রীখানি ফিদেল কাস্ত্রোকে পাঠিয়েছেন। এই সঙ্গে এটাও উল্লেখযোগ্য যে 'পোমবোর ডায়রী'* শীর্ষক পুস্তকটিও এই ১৯৬৮ নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয়—কিন্তু এই পুস্তক নিয়ে এমন কোন হৈ চৈ অবশ্যই হয় না। বাদ প্রতিবাদও হয়নি।

যাই হোক, কিন্তু হাভানা প্রকাশিত ডায়রীখানি নিয়ে এমন তুমুল ঝড় যে কেন তোলা হল, আপাতঃ দৃষ্টিতে বুঝতে অসুবিধে

*—বইখানির নাম হচ্ছে: Pombo's Diary' The Complete Bolivian Diaries of Che Guevara and Other Captured Documents. কোন বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে এই বইখানি যদিও আসল কপি বা প্রেসেনসিয়ার স্পেনিস ভাষায় ক্রমসারে বেরিয়েছিল, কিন্তু এখন স্পেনিস ভাষায় যে বইটি পাওয়া যাচ্ছে তা আবার ইংরাজী অনুবাদ থেকে গৃহীত।

হলেও একটি ভিত বর্তমান। কেন না ডায়রীখানির সত্যতা সম্পর্কে গভীর সন্দেহ ছড়িয়ে রয়েছে। ডায়রীর প্রতি সন্দিগ্ধ হলে একেবারে ভিতেই আঘাত পড়ে যায়। অর্থাৎ ডায়রীখানি যদি চে গুয়েভারা লিখিত না হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবে গেরিলা যুদ্ধের নেতা সম্পর্কেও প্রশ্নটি এসে যায়। যে চে গুয়েভারা গেরিলা যুদ্ধে নেতৃত্ব করেন নি। এর অর্থ দাঁড়াবে যে এত জল বয়ে যাওরার পর আবার ফিরে যেতে হবে ১৫ মার্চ ১৯৬৫, এই প্রশ্ন নিয়ে: আর্নেস্টো চে গুয়েভারা কোথায়?

তাই যে কোন ভাবে প্রশ্নটি চেপে দিতে হবে, মিটিয়ে ফেলতে হবে, অথবা সৃষ্টি করতে হবে কুয়াশা—যা সব কিছুকে ঢেকে দেবে। কিন্তু তবু বিস্ময়ে হতবাক একশ্রেণীর মানুষ আর্গেডেসের বক্তব্যকে বিশ্বাস করল না। প্রেসিডেণ্ট ব্যরিয়েনটোস এবং জেনারেল ওভাণ্ডো পর্দার পেছন থেকে সহায়তা করলেন। বিশ্বভ্রমণ শেষ করে আর্গেডেস ফিরে এলেন ল্যা প্যাজে, সঙ্গে সঙ্গেই তাকে বন্দী করা হল। এই সংবাদও ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। কাহিনী তৈরী হতে বেশীক্ষণ লাগে না—আর্গেডেস বাস্তবে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধকে কেন্দ্র করে শিরোনাম হয়ে দাঁড়ালেন। সামরিক ট্রাইব্যুনেলে বিচার চলল। কিন্তু কুয়াশা সৃষ্টির জন্যে সমগ্র শুনানি রাখা হল গোপন। বিচারই যখন চলছে, তা গোপন করার কি প্রয়োজন—যা সহায়তা করে নতুন থেকে নতুন কাহিনী সৃষ্টির। আর্গেডেসের ক্ষেত্রেও তাই হল। কিন্তু শুনানী গোপন রইল না, ট্রাইব্যুনেলই তা প্রকাশ করল, এই গোপনতার কারণ বোঝা গেল তখনই। বহুবিধ প্রশ্ন এবং উত্তরের মধ্যে নিম্নোক্ত প্রশ্নটিই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের প্রশ্নে:

ট্রাইব্যুনেলের প্রশ্ন: 'আপনি কি কমিউনিস্ট?'

আর্গেডেস: 'আমি একজন মার্কসিস্ট-হিউমানিস্ট।'

উপরোক্ত প্রশ্ন এবং উত্তর খুবই সুপরিকল্পিত, হত্যাকারীকে রক্ষার একটি বিস্ময়কর উদাহরণ। প্রসঙ্গত আরেকটি ঐতিহাসিক উদাহরণ দেওয়া যায়: জেনারেল রোমেল যদিও জার্মানদের চোখে একটি মূর্ত তারকা, কিন্তু হিটলারের কুনজরে। জার্মানদের মানসিক ভাবে আঘাত না করার উদ্দেশ্যে হিটলার বাহক মাধ্যমে দু'টি শর্ত রোমেলের কাছে পাঠালেন একহাতে রইল পটাসিয়াম সায়েনাইড ও রাষ্ট্রীয় সম্মান—অন্য হাতে বিচার এবং ফাঁসী। রোমেলকে দু'হাতের শর্তের একটি বেছে নিতে। বুদ্ধিমান রোমেল পটাসিয়াম সায়েনাইড ও রাষ্ট্রীয় সম্মান নিয়ে চলে গেলেন। অভ্যন্তরের ব্যাপার কেউ জানল না।

আর্গেডেসের বিচারও অনুরূপ, কোন শাস্তি হল না, বেকসুর মুক্তি পেলেন আর্গেডেস। কিন্তু কেন তাকে বন্দী করা হল, কেন গোপন বিচার হল, কেন বেকসুর মুক্তি পেলেন—এই প্রশ্ন নিয়ে কোন বিশেষজ্ঞ কোন মন্তব্য করেন নি। এ থেকে একমাত্র একক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে চে গুয়েভারার নামে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধকে কেন্দ্র করে যে কাহিনী সৃষ্টি করা হয়েছে, তার উৎসে রয়েছে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত। সম্ভবত আর্গেডেস ট্রাইব্যুনেলকে এই দিয়েই হুমকী দিয়েছেন। তাকে মুক্তি দেওয়ার অন্য কোন কারণ থাকতে পারে না। তাই আর্গেডেসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যুক্ত হল: এফ-বি-আই শিক্ষিত সি-আই-এ এজেন্ট, বলিভিয়ার আভ্যন্তরীণ মন্ত্রীর পরিচয় হচ্ছে মার্কসিস্ট হিউমানিস্ট—অর্থাৎ মার্কসীয় মানবতাবাদী। মার্কসবাদের আরেকটি নতুন সংস্করণ।

ফিদেল কাস্ত্রোও ঘোষণা মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিলেন যে 'চে গেভারার বলিভিয়ার ডায়রী'খানি আর্গেডেসই তার কাছে পাঠিয়েছেন। ফিদেল কাস্ত্রোর ঘোষণা এবং আর্গেডেসের দাবীর সমান্তরালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রচারিত হল: 'হাভানা থেকে প্রকাশিত ডায়রীখানি জাল, সত্য নয়—আসল বা সত্য ডায়রীখানি

রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের জিম্মায়'। পরস্পর বিরোধী রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে 'ডায়রী' নিয়ে একটি মিথ্যা বিবাদ সৃষ্টি করে মূল প্রশ্নটিকে কুঝটিকায় ঢেকে দেওয়া হল। ঘটনাটি দাঁড়াল যে জনসাধারণকেই বেছে নিতে হবে দুখানির মধ্যে কোন ডায়রীটি সত্য।

বাজার-মূল্যের নিম্ন থেকে ঊর্ধগতির টানাপোড়নে দিশেহারা যন্ত্রণাগ্রস্ত মানুষ জিজ্ঞাসা নিয়ে থমকে দাঁড়াল যে প্রকৃতই কোন্ ডায়রীটি অকৃত্রিম। চে গুয়েভারা বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধে ছিলেন কি না, প্রশ্নটি হারিয়ে যেতে লাগল; কিন্তু নিঃশেষ হল না। যুক্তরাষ্ট্র দাবী জানালেও কিন্তু কোন ডায়রী প্রকাশ করল না।* যদিও যুক্তরাষ্ট্রের এই দাবী প্রত্যক্ষভাবে আর্গেডেস এবং ফিদেল কাস্ত্রোর দাবীকে সাহায্য করল। ১৯৬৮ প্রকাশিত ডায়রীখানি ১৯৮৫ খৃস্টাব্দেও পুণঃপ্রকাশিত হয়েছে বিশ্বের অনেক দেশে। হাভানা ও যুক্তরাষ্ট্রের এই দাবীকে কেন্দ্র করে সোভিয়েত রাশিয়াও হাভানাকে সমর্থন করে প্রচার করেছে যে হাভানা প্রকাশিত ডায়রীখানি সত্য। এই দাবী এবং পাল্টা দাবীর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সমাজনীতির দুই স্কুলের মধ্যেকার দূরত্ব আরোও বেড়ে গেল। যেমন চে গুয়েভারার লেখাগুলির অনুবাদ করিয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্যে অধ্যাপক জন গেরাসীকে যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ কর্তৃপক্ষ বহিষ্কার করেছিল। লেভরেৎস্কীর পুস্তকও এই কুয়াশা ঘন হতে সহায়তা করেছে, যদিও তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যখন অনুসন্ধানের পর আর্নেস্টো চে গুয়েভারার ১৫ অক্টোবর ১৯৬৫ থেকে নিখোঁজ সময়কালের কোন হদিস পাননি, তিনি নির্দিষ্ট ভাবে বলেছেন: যা একটি রহস্য। কিন্তু বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধে চে গুয়েভারা নেতৃত্ব দিয়েছেন তত্ত্বকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। যে কারণে আর্গেডেসকে একজন অসীম সাহসী ব্যক্তি খেতাবে ভূষিত করেছেন।

*—সাম্প্রতিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত যে কোন প্রকাশক কয়েক মিলিয়ন ডলারে প্রকাশের জন্যে কপিটি কিনেছেন—বর্তমান লেখক।

কিন্তু এত প্রচার, এত খেতাব পাওয়া সত্বেও আর্গেডেসের জীবন খুব সুখকর ছিল না। বিপ্লবীরা যেমন ওকে ঘৃণা ভরে দেখত অনুরূপভাবে ফিদেল কাস্ত্রো যে আর্গেডেসকে বিশ্বাস করতে পারেন নি, তা-ই স্পষ্ট হয়ে উঠে পরবর্তী কার্যকারণ থেকে। আর্গেডেস অহরহ হুমকী পেতে লাগলেন, তাকে হত্যা করা হবে এমন ধারার হুঁসিয়ারী আসতে থাকল।

১৯৬৯ সেপ্টেম্বর ল্যা প্যাজের পথে একদিন আর্গেডেসকে লক্ষ্য করে চলন্ত গাড়ী থেকে মেসিন-গান চালিয়ে গুলি করে। কিন্তু মৃত্যু হওয়ার জন্যে হয়তো গুলি করা হয়নি, কেন না মেসিন-গানের গুলির টার্গেট চ্যুতি ঘটে না। কিন্তু আর্গেডেস গুরুতর আহত হলেন, চিকিৎসার জন্যে হাসপাতালে রইলেন অনেকদিন। সুস্থ হয়ে সোজা মেক্সিকোর এ্যমবাসীতে আশ্রয় নিলেন, আততায়ী ধরা পড়ল না। যারা গুলি করেছিল, ঘটনা থেকে মনে হয় যে তাকে হত্যা করতে চায়নি, পরিবর্তে হুসিয়ারী দিয়ে গেল: হয়তো অসম্পূর্ণ কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্যে।

মেকসিকো এ্যমবাসী থেকে ফিদেল কাস্ত্রোর আমন্ত্রণে আর্গেডেস সোজা পাড়ি দিলেন ক্যারাবিয়ান সমুদ্র, পৌঁছলেন হাভানায়। ফিদেল কাস্ত্রো তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপরই ফিদেল কাস্ত্রোর বিশ্বের উদ্দেশ্যে বিস্ময়কর ঘোষণা: আর্গেডেসই ফিদেল কাস্ত্রোকে পৌঁছে দিয়েছেন আর্নেস্টো চে গুয়েভারার কাটা হাতের পাঞ্জা এবং প্লাস্টার অব প্যারিসে নেওয়া মুখাবয়বের ছাপ। ২৬ জুলাই ১৯৭০ মহাসমারোহ পূর্ণ একটি জনসভায় ফিদেল কাস্ত্রো ঘোষণা করলেন: 'বিষয়টি যাইহোক, ডাঃ আর্গেডেস যা করেছেন তার জন্যে তার কাছে আমরা যারপর নাই কৃতজ্ঞ থাকবো।'[৮৯]

৮৯—লেভরেৎস্কী প্রণীত আর্নেস্টো চে গেভারা, পৃঃ ২৯৬, ইংরাজী সংস্করণ।

ফিদেল কাস্ত্রোর ঘোষণা থেকে যদি এই কথাটি বোঝা যায় যে আর্গেডেসের চরিত্রের রূপান্তর ঘটে গেছে—সেক্ষেত্রে, এই ঘটনাটি বোঝা যায় না যে কিউবা গেরিলা যুদ্ধে দ্বিতীয় ফ্রন্টের অন্যতম নায়ক মেজর উইলিয়াম মর্গানকে ডবল-এজেন্ট অভিযোগে ১৯৬১ অক্টোবর কেন ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল, মর্গানের চরিত্রের রূপান্তর কেনই বা ঘটেনি? যেখানে দেখা যাচ্ছে আর্গেডেসের মতো সত্তা হচ্ছে ট্রিপল-এজেন্ট।*

বাস্তব কথাটি হচ্ছে ১৯৬৮ ডায়রী প্রাপ্তি সম্পর্কে ঘোষণার পর অপূর্ণ কাজটি হচ্ছে হাতের পাঞ্জা এবং মুখের ছাপের প্রাপ্তির স্বীকৃতি ঘোষণা। যে কারণে আর্গেডেসের পক্ষে যেমন বলিভিয়ায় থাকা সম্ভব হল না, তেমনি মেকসিকোতে থাকা গেল না। হাভানায় সে নিরাপত্তা আর্গেডেসের জন্যে ছিল, যে কারণে আর্গেডেস স্থায়ী ভাবে কিউবায় থেকে গেলেন। ফিদেল কাস্ত্রোর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ থেকে বোঝা যায় যে আর্গেডেস কিউবায়ই নিরাপদ থাকবেন।

আর্গেডেস কিউবায় চলে গেলেও মুখ্য দু'টি প্রশ্ন অবশ্যই অমিমাংসিত থেকে গেল, অর্থাৎ আর্গেডেস যে ডায়রীখানির ফটোস্টাট কপি ফিদেল কাস্ত্রোকে পৌঁছে দিয়েছেন—সে ডায়রীটি প্রেসিডেন্ট ব্যারিয়েনটোসের জিম্মায় তারই তালাবন্ধ সিন্দুকে ছিল। এই তালাবন্ধ সিন্দুক থেকে কিভাবে আর্গেডেস তা বের করলেন, কখন ফটো কপিটি তুললেন এবং মূল কপিটি কি করলেন, তা কি আবার সিন্দুকে তালাবন্ধ অবস্থায় ফিরিয়ে রাখলেন। যদি তা সিন্দুকে ফিরিয়ে রেখে থাকেন সে ক্ষেত্রে ডায়রীটি যুক্তরাষ্ট্রে না যাওয়ার কোন কারণ নেই। যদি ফেরত না রেখে থাকেন তাহলে মূল কপিটির কী হল। দুই স্কুলের বিশেষজ্ঞরা কিন্তু এই পয়েন্টের উপর

*—মর্গান সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে লেখকের: আর্নেস্টো চে গুয়েভারা কিউবা অধ্যায় পৃঃ ৪৯—৬৬।

একেবারে নিশ্চুপ। ফিদেল কাস্ত্রোর বক্তব্য অনুসারে তিনি শুধু ফটোস্টাট কপিই পেয়েছিলেন। এই ডায়রীর ফটোস্টাট কপিটির প্রাপ্তির ব্যাপার হচ্ছে ১৯৬৭ এবং প্রকাশকাল জুলাই ১৯৬৮।

ফিদেল কাস্ত্রো আরও বলেছেন যে ফটোস্টাট কপিতে হাতের লেখার অবস্থা এমন যে তা প্রায় পড়াই যায় না, এবং সত্যতা মিলিয়ে দেখার জন্যে বেঁচে আসা গেরিলাদের প্রয়োজন। যে তিনজন বেঁচে আসা গেরিলা, হাভানায় পৌঁছেছিলেন ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮; এদের বক্তব্যকে ভিত্তি করে যেহেতু, ১১ মাসের দিনপঞ্জীর প্রত্যেকটি ঘটনাবলীকে মিলিয়ে দেখা সম্ভব হতে পারে কেবলমাত্র পাঠোদ্ধারের পর। এরপর ছাপাকার্য, বাঁধাই হয়ে দোকানে দোকানে বিক্রয়ের জন্যে যাবে। মুখ্য পয়েন্টটি হচ্ছে যে ৮ অক্টোবর ১৯৬৭ থেকে কবে ডায়রীটি হাভানায় পৌঁছল, তার তারিখ ও সময় সম্পর্কে আজো কিছুই জানা যায় না।

২৬ জুলাই ১৯৭০ ফিদেল কাস্ত্রোর ঘোষণা অনুসারে জানা গেল হাতের পাঞ্জা ও মুখের ছাপও আর্গেডেস পৌঁছে দিয়েছেন। এখানেও সেই একই প্রশ্ন এসে যাচ্ছে যে আর্গেডেস যখন ৩০ অক্টোবর ১৯৬৭ পূর্বেই সামরিক সরকারের কর্মভার ও ব্যবস্থাদি থেকে সরে গেলেন, এরপর তাব সরকারী তথা সামজিক অবস্থান অনেকটা অচ্যুতের অনুরূপ হয়ে উঠল। এই অবস্থার মধ্যে এলকোহলে ডুবানো হাতের পাঞ্জা কোন কৌশলে আর্গেডেস হস্তগত করলেন এবং হাভানায় বয়ে নিয়ে গেলেন, জানা যায় না। কোন বিশেষজ্ঞ এই ব্যাপারে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেন নি, মন্তব্যও করেন নি। ঘটনাবলী থকে মনে হয় যে হাতের পাঞ্জা কোনকালেও বলিভিয়ায় ছিল না, ছিল অন্য কোথাও, যদিও তা অনুমান মাত্র কিন্তু সংগতিহীন বা যুক্তিহীন নয়।

আর্গেডেসের এই ভয়ংকর ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে আরো

কতকগুলো ঘটনা সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে চলেছিল যে আর্গেডেসের ভূমিকা একটি স্বকীয় স্বতন্ত্র ঘটনা নয়, এর বিস্তার অনেক গভীরে, বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিচ্ছিন্নভাবে ঘটে চলেছে। যেমন ২৭ এপ্রিল ১৯৬৯ প্রেসিডেণ্ট ব্যারিয়েনটোস হ্যালিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহত হলেন। ভাইস প্রেসিডেণ্ট সাইলেস সালিনাস হলেন প্রেসিডেণ্ট। কিন্তু মূল সমস্যার সমাধান তখনও হয়নি – যে কারণে পাঁচ মাস যেতে না যেতেই সালিনাস পদচ্যুত হলেন এবং কমাণ্ডার ইন চিফ জেনারেল ওভাণ্ডো হলেন প্রেসিডেণ্ট ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯। প্রেসিডেণ্ট হয়েই আর্গেডেসের মতো রূপান্তর ঘটে গেল, ওভাণ্ডো হয়ে উঠলেন সমাজতান্ত্রিক। মুখ ঘুরিয়ে রুখে দাঁড়ালেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে। নিদর্শন স্বরূপ সর্ববৃহৎ ইউ-এস গালফ্ ওয়েল কোরপোরেশন জাতীয়করণ করলেন। এবং সব থেকে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ: সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করলেন। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি হল: চে গুয়েভারার হত্যাকারী রূপে প্রাক্তন এবং মৃত প্রেসিডেণ্ট ব্যারিয়েনটোসকে অভিযুক্ত করলেন। তৃতীয় উল্লেখযোগ্য এবং বিস্ময়কর পদক্ষেপ হল: চে গুয়েভারার প্রশংসায় বলিভিয়ার আকাশে বাতাসে ঝড় তুললেন। বিশ্বের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন: বলিভিয়ান বিপ্লবে চে গুয়েভারার নিশ্চিত অবদান রয়েছে। এবং সেই একই আদর্শের জন্যে ওভাণ্ডো সংগ্রাম করছেন, তবে ভিন্ন উপায়ে।[৯০]

৬ অক্টোবর :৯৭০ জেনারেল ওভাণ্ডোকে উৎখাত করে শাসন ক্ষমতা অধিকার করলেন জেনারেল টরবেস এবং তিনিই ছয়জন জেনারেলের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে প্রেসিডেণ্ট হলেন। শাসন ক্ষমতা এবং বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের প্রতিটি স্তর সম্পর্কে অন্যতম ওয়াকিবহাল এবং শেষ শাসনকর্তা জেনারেল ওভাণ্ডো পরিস্থিতির

৯০—লেভরেৎস্কী প্রণীত আর্নেস্টো চে গেভারা, পৃঃ ৩০০

সঙ্গে ভারসাম্য রাখতে না পেরে পালিয়ে গেলেন স্পেনে। কেন না, ওভাণ্ডোর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল যে প্রেসিডেন্ট ব্যারিয়েনটোসের হ্যালিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহত হওয়ার ঘটনাটির পরিকল্পক হচ্ছেন স্বয়ং ওভাণ্ডো। কিন্তু তিনি তখন স্পেনে। তবু তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হল। যদিও বলিভিয়া সরকার জানে যে ওভাণ্ডো আর কখনো বলিভিয়ায় ফিরে আসবেন না, সেইহেতু এই ঘটনার একমাত্র হেতু হতে পারে যে এই মামলাটি ঝুলতে থাকল একটি ঝকঝকে-তলোয়ার স্বরূপ হুঁসিয়ারীর প্রতীক হিসেবে।

তাই বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে র‍্যামন ওরফে মেনা ওরফে বলিভিয়া ডায়রী লেখক যে কোন ব্যক্তি শাসক গোষ্ঠির মধ্যে যারা হদিস দিতে পারতেন, তাদের মধ্যে আর্গেডেস হাভানায় আশ্রিত, ব্যারিয়েনটোস মৃত, পলাতক ওভাণ্ডোর চোখের সামনে ঝকঝকে তলোয়ারের ঝিলিক হয়তো তার বাকশক্তি টেনে রেখেছে।

উল্লেখ করা অপ্রাসংঙ্গিক হবে না যে দুজন বলিভিয়ান বেঁচে আসা গেরিলা: ইনটি পেরিডোকে ল্যা প্যাজে ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ হত্যা করা হয়, ডারিওকে হত্যা করা জানুয়ারী ১৯৭০, আততায়ী ধরা পড়েনি। এরা দু'জন আবার গেরিলা যুদ্ধ সংগঠন গড়ে তোলার কাজে নিজেদের নিয়োগ করেছিলেন। এরা হয়তো বা কিছু বলতে পারতেন। ডারিও থেকে ইনটির অবস্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ, তিনি র‍্যামনের সঙ্গে সঙ্গে কাটিয়েছেন প্রায় ১১ মাস। অন্য তিনজন বেঁচে আসা গেরিলা হচ্ছেন কিউবান, ওরা কিউবাতেই রয়েছেন, সেই হেতু রাষ্ট্র পরিচালকের বিরুদ্ধে কিছু বলা তাদের পক্ষে কোন রকমেই সম্ভব নয়।

উপরোক্ত ঘটনাবলীর একমাত্র ভিত হচ্ছে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের নেতাকে কেন্দ্র করে প্রশ্নটি যে এই যুদ্ধে চে গুয়েভারা নেতৃত্ব দিয়ে না থাকলে একদিকে 'চে গেভারার বলিভিয়ার ডায়রী' মিথ্যা

বলে প্রমাণিত হয়, অন্যদিকে হাতের পাঞ্জা এবং মুখের ছাপ সেক্ষেত্রে বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধের নেতা র‍্যামনের নয় এবং তা বলিভিয়া থেকে আসেনি। আর্গেডেসের দাবী মিথ্যা বলে প্রমাণিত হলে ফিদেল কাস্ত্রোর সমগ্র ঘোষণাবলী হয়ে উঠে মূল্যহীন।

এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ করা অমূলক হবে না যে ১৫ মার্চ ১৯৬৫ আর্নেস্টো চে গুয়েভারা নিখোঁজ হওয়ার পরে চে গুয়েভারা সম্পর্কে ফিদেল কাস্ত্রো যেসব বক্তব্য মাধ্যমে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করে-ছিলেন, তা এতোই অসংগতিপূর্ণ যে সাধারণভাবে মানুষের মনে সন্দেহ জাগাবে। যে সন্দেহ আরোও সম্পূর্ণতা লাভ করবে যখন একজন চিন্তাশীল পাঠক ফিদেল কাস্ত্রোর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে 'চে গেভারার বলিভিয়ার ডায়রী'খানি মনোযোগ সহকারে পড়বেন। দেখতে পাবেন যে ডায়রী লেখক স্বয়ং ফিদেল কাস্ত্রোর নামে রিপোর্ট পাঠাচ্ছে, নির্দেশ পাচ্ছে, ফিদেল কাস্ত্রো স্বয়ং নানকাহুয়াজু ক্যাম্পে এসেছেন। ১৭ই জুন ১৯৬৫ প্রশ্নের জবাবে যখন ফিদেল কাস্ত্রো জানালেন : 'চে এর অবস্থান সম্পর্কে হিসেব হাজির করার কোন দায়িত্ব নেই আমাদের।'* এই বক্তব্যের ভিত্তিতে ডায়রীখানির সঙ্গে একযোগে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের সমাপ্তির পর ফিদেল কাস্ত্রোর ভূমিকার সঙ্গে তুলনা করে একজন সাধারণ মানুষ এই প্রশ্ন নিশ্চয় তুলতে পারে যে : সেদিন ফিদেল কাস্ত্রো কেন সত্য কথা বলেন নি ?

উত্তর যদি হয় : কৌশল হিসেবে সত্য গোপন করা হয়েছে।

সেক্ষেত্রে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতেও এই একই সূত্র এবং উত্তরও এসে যায় যে : কৌশল হিসেবে কী বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের সত্য গোপন করা হচ্ছে ?

সত্য যে গোপনই থাকছে, তা ডায়রীর বিভিন্ন দিনপঞ্জীতে পাওয়া যায়। আর্গেডেসের মতো ট্রিপল-এজেন্টকে বিশ্বাস করা খুবই

*—এই পুস্তকের ১৭১—১৮০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

মারাত্মক হতে পারে। কখন যে রূপ পালটে কেমনবে বলা যায় না। আর্গেডেসের দেওয়া ডায়রীখানির সত্যতা সম্পর্কে প্রথমতঃ বেঁচে আসা গেরিলাদের পরিসংখ্যানের সঙ্গে মিলে গেলেই সত্য বলে প্রমাণিত হয় না। ডায়রীর হাতের লেখা সম্পর্কেও একই প্রশ্ন, ডায়রীর পৃষ্ঠার যে প্রতিলিপি পুস্তকখানির সঙ্গে প্রমাণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে তা আতস কাচ দিয়ে দেখেও পাঠোদ্ধার তো দূরের কথা হাতের লেখাই ভ্রান্তিযুক্ত, অর্থাৎ হস্তলেখা বিশারদদের পক্ষেও হলপ করে বলা মুস্কিল হবে ডায়রীর হাতের লেখা প্রকৃতই চে গুয়েভারার কিনা। ফটোস্টাট কপিতে লেখার স্পীড এবং কালির প্রবাহমান বেগ উপস্থিত হয় না। এবং প্রকৃত লেখকের পূর্ববর্তী লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার জন্যেও বিশেষ লেখাটির গঠনধরণ তুলনা করা হয়।* কিন্তু সমগ্র ডায়রীখানি যদি ওই একই ধারায় লেখা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে চে গুয়েভারার নিখোঁজ হওয়ার পূর্ববর্তী লেখাগুলোর বিশেষ বিশেষ অংশ ডায়রীর সঙ্গে যুক্ত করা উচিত ছিল। কথাগুলো বলা হল এই জন্যে যে সাধারণ বুদ্ধিজীবিদের অনেকেই এমন মত ব্যক্ত করেছেন। এই পয়েন্টের ভিত্তিতে যে বুর্জোয়ারা এ হেন ব্যভিচারী কাজ করতে দ্বিধা বোধ করে না। কেন না, যেখানে আর্গেডেসের মত ট্রিপল এজেন্ট ডায়রীখানি পাঠিয়েছে।

আর্গেডেসের পাঠানো ডায়রীর আরেকটি দিক দিনপঞ্জীতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে আর্গেডেস যেভাবে ৮ অক্টোবর 'চে গুয়েভারার মৃত্যু ঘোষণার' সঙ্গে সঙ্গে মেতে উঠেছিলেন এ থেকে মনে হওয়াটা অস্বাভাবিক নয় যে তিনিই কিনা এই ডায়রীখানির লেখক! কেন না, ডায়রী লেখক সরাসরি মুনজের নাম উল্লেখ করেছে কিন্তু অন্য আরেকজনের নাম উল্লেখ করেনি, যাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্যে ইনটি, ককো এবং তানিয়াকে সম্পর্ক রাখার নির্দেশ দিয়েছে র‍্যামন।

*—হস্তলেখা প্রমাণ সম্পর্কে কয়েকজন অভিজ্ঞ এক্সপার্টদের সঙ্গে লেখক আলোচনা করেছিলেন।

অবশ্যই এটা স্মরণযোগ্য যে রেগিজ দেব্রের প্রথম রচনা 'কাস্ত্রোইজম : লঙ মার্চ অব ল্যাটিন আমেরিকা' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্যারিসে প্রকাশিত হয় জানুয়ারী ১৯৬৫। কিন্তু তার পূর্বেই নভেম্বর ১৯৬৪ সুন্দরী তানিয়াকে ছদ্মনামে বলিভিয়ায় প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেব্রের রাজনৈতিক-দূরবস্থা থেকে পরিষ্কার হয়ে উঠে যে দেব্রেব ভূমিকা ছিল যন্ত্রতুল্য, সুন্দরী তানিয়ার অনুরূপ যা ডায়রীর মধ্যে স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। চে গুয়েভারার নাম জড়িয়ে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের প্রচার-মাধ্যম ছাড়া দেব্রের পক্ষে অন্য কিছুই করার ছিল না। ডায়রী লেখক র‍্যামনেরও যুদ্ধের পরিবর্তে প্রচার কার্যের উপরেই ছিল মুখ্য দৃষ্টি।

এক শ্রেণীর মানুষ যে ভাবে গভীর আস্থা নিয়ে ধর্মগ্রন্থের বক্তব্যাদিকে সত্য বলে মনে করে, অনুরূপ অন্ধ আস্থা অবশ্যই সমাজনীতি, রাজনীতি এবং বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন আর আবিষ্কারের ক্ষেত্রে কোনভাবেই প্রযোজ্য নয়। যদি তা-ই হতো তাহলে মানব-সমাজ সেই আদিম ব্যবস্থাতেই থেকে যেতো। যে কারণে 'চে গেভারার বলিভিয়ার ডায়রী' নামক পুস্তকখানিকে বাস্তবতার দিক থেকে অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে অনেকেই গ্রহণ করেন নি। কেন না, আর্নেস্টো চে গুয়েভারাকে এরা কোন দেবতা অথবা কোন অলৌকিক ব্যক্তি সত্তার পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করেন নি। চে গুয়েভারা কার্যতঃ সাধারণের মধ্যে অসাধারণ, যে কোন মানুষের মতো তাঁর অনুভূতি, জিজ্ঞাসা ইত্যাদি ছিল। কিন্তু বলিভিয়াব গেরিলা যুদ্ধকে কেন্দ্র করে প্রচার মাধ্যমে চে গুয়েভারাকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থাদি করেছে। কিন্তু কেন !! ১১ মাসের ঘটনাবলীর যে দিনপঞ্জী ওই বহুল প্রচারিত ডায়রীতে আত্মপ্রকাশ করেছে, তা গেরিলা যুদ্ধের বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে একমাত্র 'দেবতার' পক্ষে এমন দিনপঞ্জী লেখা সম্ভব, কোন মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

প্রথম সাড়ে চার মাসের সময়কাল যথা ৭ নভেম্বর থেকে ২২ মার্চ অবধি প্রস্তুতিকাল হিসেবে গ্রহণ করলে পরবর্তী সাত মাসের দিনপঞ্জীগুলি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করা অবশ্যই প্রয়োজন। এই বিচারের ভিতভূমি হচ্ছে যে ডায়রী লেখকের গতিবেগ, পর্বত শৃঙ্গে আরোহণ, সময় ক্ষণ এবং তারিখ ইত্যাদির সঙ্গে রণাঙ্গনের পরিস্থিতি যুক্ত না করলে ডায়রীর সত্যতা নির্ধারণ করা অসম্ভব। তা না হলে যা আস্থা-বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। লক্ষণীয় যে ডায়রী লেখক আগস্ট মাসিক সারাংশ চার নম্বর পয়েন্টে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে : The army does dot increase its effectiveness nor its combativeness অর্থাৎ আর্মী তার সক্রিয়তা এবং আক্রমণাত্মক ব্যবস্থাবলী বাড়াচ্ছে না এবং Our moral and revolutionary legend have reached a new low. অর্থাৎ আমাদের নৈতিক ও বিপ্লবী কিংবদন্তী পৌঁছেছে একটি নতুন নিম্নমানে। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে গেরিলা যুদ্ধের চেতনা এবং গল্পকথা ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে, কেন না শত্রু-সৈন্য সেই চেতনা বাড়াবার জন্যে সক্রিয় হচ্ছে না, আক্রমণ করছে না। ডায়রী লেখক যখন এই মাসিক সারাংশটি লিখেছে, সেই সময়ে প্রথম দিকের সাড়ে চার মাসে প্রস্তুতি হিসেবে যতোগুলো ক্যাম্প তৈরী হয়েছিল, সব কিছুই র‍্যামনের হাতছাড়া হয়ে গেছে, সামরিকবাহিনী সবগুলো ক্যাম্প অধিকার করে নিয়েছে। নিরাশাগ্রস্ত ডায়রী লেখক আক্ষেপ করে এই আগস্ট মাসের সারাংশ শুরুই করেছে : 'যুদ্ধ শুরু থেকে, সন্দেহাতীতভাবে, এই মাসটি হচ্ছে সব থেকে নিকৃষ্টতম। সমস্ত গুহাগুলি খোয়া গেছে তার সঙ্গে শিক্ষাদানের দলিলপত্র এবং ওষুধাদি যা হচ্ছে একটি ভয়ংকর আঘাত, সব কিছুর উপরে মানসিক ভাবে।'

ডায়রী লেখকের এই রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে আগস্ট

মাসেই সামরিক বাহিনীর হাতে পৌঁছে গেছে সর্ববিধ দলিলপত্র। তবু ডায়রী লেখকের উক্তি হচ্ছে যে আর্মী তাদের সক্রিয় আক্রমণাত্মক ব্যবস্থাবলী বাড়াচ্ছে না। ১১ মাসের মধ্যে প্রকৃত যুদ্ধাবস্থা সাড়ে পাঁচ ঘণ্টাও নয়; যে কারণে প্রকৃত যুদ্ধের কোন রিপোর্ট ডায়রী লেখকের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয়নি। যুদ্ধের যে রিপোর্টগুলো লেখক উদ্ধৃত করেছে, তা গেরিলাদের মুখ থেকে শোনা, বক্তব্য শুনে সাংবাদিকরা যেভাবে রিপোর্ট লিখে থাকেন। ডায়রী লেখার ভাষা ও আঙ্গিক তা যদিও বর্তমান ভিত্তিক, যে কারণে পরিচ্ছন্নভাবে বোঝা যায় যে ডায়রী লেখকের উপর একটি অস্বাভাবিক চাপ ছিল এবং আর্নেস্টো চে গুয়েভারার মতাদর্শ সম্পর্কেও ডায়রী লেখক ওয়াকিবহাল নন। ল্যাটিন আমেরিকায় ট্রটস্কীবাদের অভাবনীয় প্রভাব ডায়রী লেখকের উপর রয়েছে। র‍্যামন নিজেকে নয়া বাকুনিন হিসেবে দেখাতে চাইছে যে বন্ধুরা তাকে এই খেতাব দিয়েছে, এবং ট্রটস্কীর একখানা পুস্তক বয়ে বেড়াচ্ছে রণাঙ্গণে, যেখানে ওজন বয়ে নেওয়া অফুরন্ত বেদনাদায়ক। বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের স্থপতি আবার দেব্রের গেরিলা যুদ্ধের তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। অর্থাৎ ডায়রী লেখক যেমন ট্রটস্কীবাদের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসবাদ, এবং চে গুয়েভারার মতাদর্শ তথা কর্মাদর্শ সম্পর্কে একেবারেই আনাড়ী তা স্পষ্টভাবে ডায়রীর দিনপঞ্জীতে আত্মপ্রকাশ করেছে।

তাই আর্গেডেসের মার্কসিস্ট-হিউম্যানিস্ট তত্ত্ব এই চিন্তাধারা থেকেই উদ্ভূত এবং এই কারণেই আর্গেডেস নিরাপত্তার জন্যে হাভানায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্যে চলে গেলেন। এবং এই একই কারণে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ব্যারিয়েনটোস নিহত, এবং প্রেসিডেন্ট পদে উন্নিত প্রাক্তন কমাণ্ডার ইন চীফ ওভাণ্ডো বলিভিয়া ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। এবং এই একই কারণে বেঁচে আসা বলিভিয়ান গেরিলা ইনটি পেরিডো এবং ডারিও নিহত হলেন।

বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের বিদেশী সাক্ষী প্রত্যেকেই একে একে জনসমক্ষ থেকে হারিয়ে গেলেন।

৭ অক্টোবর—পদক্ষেপের অন্তিম ভিত ঃ

বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের যে প্রস্তুতি ১৯৬৪ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছিল—তা ১১ ডিসেম্বর ১৯৬৪ ইউনাইটেড নেসন্সে বক্তৃতাকালে চে গুয়েভারাকে টার্গেট করে তিন জন কিউবান যুবক গুলি করেছিল, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়ে যায়; যে ব্যর্থতাকে কেন্দ্র করে ১৫ মার্চ ১৯৬৫ পর যে আর্নেস্টো চে গুয়েভারা চিরতরে সাধারণ জনজীবনের চোখের সামনে থেকে নিখোঁজ হয়ে গেলেন—তাঁকে আর কখনই প্রকাশ্য জীবনে দেখা গেল না, এই সর্ববিধ ঘটনাবলী অঙ্গাঙ্গী জড়িত। কোন বিশেষজ্ঞ এমন কী ফিদেল কাস্ত্রো অবধি এই রহস্য ভাঙ্গতে পারলেন না অথবা ভাঙ্গতে চাইলেন না। অতর্কিতে মার্চ ১৯৬৭ থেকে কানঘুষা তথা বিবিধ ধারায় ক্রমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রচার শুরু হল যে আর্নেস্টো চে গুয়েভারা স্বশরীরে স্বয়ং বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছেন—যে নেতৃত্ব জানুয়ারী ১৯৬৬ হাভানায় অনুষ্ঠিত ট্রাইকনটিনানটাল কনফারেন্সের গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে সারা ল্যাটিন আমেরিকায় বিপ্লবের দাবানল সৃষ্টির জন্যে আর্নেস্টো চে গুয়েভারা বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করছেন !!

কিউবার গেরিলা যুদ্ধকে মাস কয়েক লড়াই-এর মধ্যে মুষ্ঠিমেয় গেরিলা যোদ্ধাদের সশস্ত্র সংগ্রামকে যে ব্যক্তি গণ-বিপ্লবে রূপায়িত করেছিলেন, স্থপতি হচ্ছেন আর্নেস্টো চে গুয়েভারা, তার সেই ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে যে ভাবমূর্তি গড়ে ওঠেছিল—বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সে ভাবমূর্তি অতলে তলিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা অতীব নিপুন ধারায় কার্যকরী হল। নিখোঁজ আর্নেস্টো চে গুয়েভারার নাম জড়িয়ে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধে সেই ভাবমূর্তিকে প্রতিবিম্ব

হিসেবে দেখান হল। কিন্তু বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের নাম গোত্র হীন এই নেতার অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে একটি যুগ স্তব্ধতার মধ্য নেমে গিয়ে আগামী দিনের দিকে চেয়ে থাকল।

বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধকে কেন্দ্র করে প্রচার এবং অপ্রচার, এই দুয়ের সমন্বয়ে বিগত ১১ মাস ধরে যে কোলাহল, সামরিকবাহিনী যে ১১ মাসকে যত্ন সহকারে রক্ষা করে এসেছে, হঠাৎ সেই সামরিক বাহিনী কেন এতো সক্রিয়, এতো তৎপর হয়ে উঠল। বলিভিয়ার ডায়রী থেকেই র‍্যামনের বিভিন্ন দিনপঞ্জীগুলিতে সামরিক বাহিনীর হঠাৎ সক্রিয় তৎপরতার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। ৭ অক্টোবরের দিনপঞ্জীর শেষ প্যারাগ্রাফে র‍্যামন লিখেছে :

> আর্মী একটি আশ্চর্য খবর দিল সেররোনাতে অনুমানিক ২৫০ জনের উপস্থিতি রয়েছে কারণ যাদের ঘেরাও করা হয়েছে তাদের পথ যাতে বন্ধ করতে পারে, সংবাদে বলছিল যে সেখানে ছিল ৩৭ জন, এবং আমাদের আশ্রয় সম্পর্কে বলছে এ্যাসিরো ও অররো নদীর মধ্যবর্তী কোথাও। সংবাদটি মনে হচ্ছে একটি বিভ্রান্তিমূলক ব্যবস্থা।

দিনপঞ্জীর শেষাংশের এই উদ্ধৃতির অর্থ যেমন পরিষ্কার, তেমনি র‍্যামন বাস্তবে কি ব্যক্ত করতে চেয়েছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে না? এই রেডিও সংবাদটি বিভ্রান্তিকর কিনা, অর্থাৎ সংবাদ অনুসারে সামরিক বাহিনী যে ৩৭ জন গেরিলার উপস্থিতির কথা জানাচ্ছে; র‍্যামন ভেবেছে যে এই সংবাদ তাদের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। কিন্তু র‍্যামন আশ্চর্য হয়েছে এই কারণে যে তার বাহিনীর মোট সংখ্যা ৭ অক্টোবরে নেমে এসে দাঁড়িয়েছে ১৭ জনে। সেক্ষেত্রে ৩৭ জন গেরিলার কথা প্রচার করা ভ্রান্তিযুক্ত। সম্ভবত ডায়রী লেখকের লিখিত পূর্ববর্তী দিনপঞ্জীগুলির কথা স্মরণে ছিল না। অবশ্য ডায়রীখানি যদি পরবর্তী সময়ে আরাম কেদারায় বসে কোন লেখক

লিখে থাকেন, সেক্ষেত্রে এই ভ্রান্তির সম্ভাবনা থেকে যায়। যাই-হোক, ডায়রীর এই শেষ উক্তিটি তুলনা তথা বিচার করা যেতে পারে ২৮ আগস্টের দিনপঞ্জী অনুসারে ; র‍্যামন বিস্মিত হয়ে লিখেছে ঃ

রেডিও সংবাদ দেয় যে টাটারেনডা অঞ্চলে একজন সৈনিক আহত হয়েছে। আমি এটা জানতে প্রত্যাশা করি ঃ তাদের ক্ষতি সম্পর্কে ঘোষণায় যদি তারা এতোই সতর্ক, সেক্ষেত্রে কেন, তাদের অন্যান্য ঘোষণা সম্পর্কে মিথ্যে বলে ? এবং, যদি তারা মিথ্যে বলে না থাকে, তাহলে ওই ক্যারাগুয়াটারেণ্ডা এবং টেপারেললিয়াস-এর মতো দূর দূরান্তে ওরা কারা যারা ওদের ক্ষতি করছে ? কেবলমাত্র তা এটাই হতে পারে যদি জোয়াকুইনের গ্রুপ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় অথবা যদি কোন নতুন স্বাধীন গ্রুপ উপস্থিত থাকে।

৭ অক্টোবরে আর্মী সংবাদের সঙ্গে ২৮ আগস্টে র‍্যামনের বক্তব্যে একটি সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। ৭ অক্টোবরের সংবাদে যে ৩৭ জনের উপস্থিতির উদ্ধৃতি দিচ্ছে অনুরূপ ভাবে ২৮ আগস্টের দিনপঞ্জীটির সারমর্ম একই সমান্তরালে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। উপরোক্ত দিনপঞ্জীতে র‍্যামন প্রকাশ করেছে তার বিস্ময় এবং স্পষ্টভাবে কর্তাদের প্রশ্ন করেছে ঃ 'আমি এটা জানতে প্রত্যাশা করি···দূর দূরান্তে ওরা কারা যারা ওদের ক্ষতি করছে ?' অর্থাৎ র‍্যামন এখানে দেখতে পাচ্ছে যে ; ইতিমধ্যে আরেকটি স্বাধীন গেরিলাগ্রুপ গড়ে উঠেছে। জোয়াকুইনের ধ্বংস সম্পর্কে সংবাদ র‍্যামন তখনও জানতে পারেনি, এবং জোয়াকুইন গ্রুপ তো ১৫ আগস্টেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। যে সংবাদ অবশ্যই সামরিক বাহিনীর কাছে রয়েছে। তাই র‍্যামন যতোটা বিস্মিত হোক না কেন, বলিভিয়ার সামরিক সরকার তথা হাভানা-ম্যানিলা অবশ্যই আরোও বেশী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠতে বাধ্য। ১১ মাস ধরে সামরিক বাহিনী র‍্যামনের গেরিলা বাহিনীকে যে

প্রত্যক্ষ সহায়তা করে এসেছে, তা থেকে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা যে বাস্তবরূপ নিয়ে নিতে পারে, তা কেউ আশা করেনি।

৩ সেপ্টেম্বরের দিনপঞ্জীতে অনুরূপভাবে র‍্যামন লিখছে :

আর্মীর সঙ্গে লড়াই-এর আরেকটি খবর দিয়েছে ভয়েস অব আমেরিকা এবং এইবার এটা উল্লেখ করেছে দশ জনের একটি গ্রুপের মধ্যে বেঁচে এসেছে জোস ক্যাররিল্লো। এই ক্যাররিল্লো হচ্ছে পাকঅ, একজন অন্যতম ভবঘুরে, এবং ম্যাসিকুরিতে ওদের ধ্বংস করা হয়েছে, সবকিছু থেকে দেখা যাচ্ছে যে এটি হচ্ছে একটি মিথ্যে গল্প।

এই মিথ্যে গল্পের মধ্যে একটি ভয়ানক-সত্য বর্তমান যে র‍্যামনের সর্বাধিনায়কত্বে পরিচালিত গেরিলা যুদ্ধকে কোন মূল্য না দিয়ে ইতিমধ্যেই আরেকটি গ্রুপ, তুলনাহীনভাবে র‍্যামনের গ্রুপ থেকে আরোও শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠেছে। র‍্যামনের উপরোক্ত দিনপঞ্জীগুলোর অভ্যন্তরে আত্মগোপন করে আছে আরো দু'টো মৌলিক দিক। যথাক্রমে :

(১) র‍্যামন চায় না যে সামরিক বাহিনীর কোন ক্ষতি হোক, তাই সে কর্তাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে র‍্যামনের বাহিনীর কোন গেরিলা ওই দূরান্তের অঞ্চলে নেই—অর্থাৎ যে অঞ্চলে এই যুদ্ধ হয়েছে তা পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে তৎসময়ে র‍্যামনের বিচরণ ভূমির সীমান্ত বহির্ভূত ছিল। তাই কর্তাদের কাছ থেকে জানতে চায় : ওরা কারা, সামরিক বাহিনীর ক্ষতি করছে, কোন নতুন গেরিলা সংগঠন কী গড়ে উঠেছে ? র‍্যামনের দৈনন্দিন রিপোর্ট হাভানা-ম্যানিলায় পৌঁছচ্ছে, কর্তারা সর্বক্ষণেই ওয়াকিবহাল থাকছে।

(২) গেরিলা যুদ্ধের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্পর্কে র‍্যামনের অনিহা, যা সে জোর করে ম্যোনজের মাথায় ছেড়ে দিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছে। জানুয়ারী মাসিক সারাংশে র‍্যামন লিখেছে :

যে ভাবে আশা করা হয়েছিল যে, প্রথম দিকে মোনজের আচরণ ছিল এড়িয়ে যাওয়া এবং তা পরে হয়ে উঠল বিশ্বাস-ঘাতকতাপূর্ণ।

পার্টি এখন আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলছে এবং আমি জানি না যে কোথায় তা নিয়ে যাবে···খুবই সৎ এবং সমর্থ যোদ্ধা লোকগুলি আমাদেরই সঙ্গে রয়েছে, যদিও কখনও তাদের চেতনার সঙ্গে সংগ্রাম করছে।

উপরোক্ত বক্তব্যটির প্রতিক্রিয়া উপস্থিত ছিল শেষদিন অবধি। র‍্যামনের দিনপঞ্জীগুলো লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে বলিভিয়া গেরিলা বাহিনীতে বলিভিয়ানদের মধ্যে মোনজের অনুরক্তরাই সংখ্যাধিক, এই অনুগামীরা ফ্রন্ট থেকে প্রায়ই অদৃশ্য হয়ে যায়। এরা যায় কোথায় অথবা কেনই বা যায়, তা র‍্যামনের পক্ষে আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। এবং সম্ভব হলেও এদের বিরুদ্ধে কোন সামরিক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব ছিল না। প্রথমতঃ এরা সবাই বলিভিয়ান এবং বাহিনীতে প্রভাবশালী। যেমন লরো ওরফে জর্জি ওরফে বিগোটেস প্রায়ই নিখোঁজ হয়ে যেতো। একবার নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে লরো জানিয়েছিল যে সে কোন মেয়েলোকের কাছে গিয়েছিল। গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে বাইরের কোন মেয়েলোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা আর্নেস্টো চে গুয়েভারার গেরিলা যুদ্ধের নীতি বিরুদ্ধ, যে নীতি একটি কড়ানিয়ম হিসেবে কিউবা গেরিলা যুদ্ধে প্রয়োগ করেছিলেন, এবং তা পরবর্তী সময়ে একটি মুখ্য আদর্শে প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু লরোর এই কৈফিয়ৎ পাওয়ার পরও র‍্যামন কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয় নি। র‍্যামনের প্রতি সন্দেহের কারণ থেকে সম্ভবত মেয়েলোকের কাছে গিয়েছিল বলে লরো যে রিপোর্ট দিয়েছিল তা র‍্যামনকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেই বলেছিল। কারণ ৭ নভেম্বর ১৯৬৬ থেকেই এই র‍্যামন অর্থে এডলফো মেনা গনজ্যালেজকে চে গুয়েভারা হিসেবে লরো বিশ্বাস করেনি।

কারণ রাজনৈতিক প্রশ্নে র‍্যামনের হাত-পা বাধা ছিল ম্যোনজের কাছে। ৩১ ডিসেম্বর ম্যোনজের সঙ্গে আলোচনায় পরিপ্রেক্ষিতে র‍্যামন আনন্দে আত্মহারা হয়ে লিখেছিল :…ম্যোনজের "কথাগুলোর সুযোগ নিয়ে আমি জবাব দিয়েছিলাম এবং এটাকে চিহ্নিত করেছিলাম মহাদেশে বিপ্লবের 'গ্রিতো ডি মুরিললো', ও বলেছি যে আমরা যখন বিপ্লবের কর্মকাণ্ডের মুখোমুখী আমাদের জীবন সে ক্ষেত্রে মূল্যহীন।"

এই কথাগুলো শোনার পর ম্যোনজে নিশ্চিতই মনে মনে হেসেছিল র‍্যামনের অপরিপক্কতার কারণে, রাজনীতি-নেতৃত্ব বহির্ভূত গেরিলা যুদ্ধের শেষ অঙ্কের কথা ভেবে। ম্যোনজের হাতে গেরিলা যুদ্ধের যুদ্ধ-নেতৃত্ব তুলে না দিলেও ম্যোনজেই গেরিলা যুদ্ধের রাজনৈতিক নেতা। ৮ জানুয়ারী ম্যোনজে বলিভিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল থেকে ইস্তাফা দেন এবং এ্যাল নিগ্রো নাম নিয়ে গেরিলা বাহিনীতেই থাকেন। এ থেকে ম্যোনজের সঙ্গে গেরিলা যোদ্ধাদের তথা তার অনুগামীদের সক্রিয় সম্বন্ধ থেকে যায়। এখানেই তার অনুগামীরা লরো, পাকস এবং অন্যান্যরা অস্ত্রশস্ত্র চালনা শিখে নেয়, অঞ্চলের বিস্তৃত অবস্থান জেনে নেয়। অর্থাৎ গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা এবং অগ্রগতি ঘটানোর জন্যে প্রয়োজনীয় সবকিছুই ম্যোনজের অনুগামীরা আয়ত্ব করে নেয়। তারপর হঠাৎ এ্যাল নিগ্রো ওরফে ম্যোনজের আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তেমনি লরো ওরফে জর্জি ওরফে ৰিগোটেসের নাম বলিভিয়া ডায়রীর দিনপঞ্জী থেকে হারিয়ে যায়। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই র‍্যামনের মানসিক সীমান্ত বহির্ভূত অঞ্চলে আরেকটি গেরিলা সংগঠনের উপস্থিতি ঘটে। র‍্যামনের গতিবিধি তথা কার্যকারণ সম্পর্কে ম্যোনজে এবং তার অনুগামীদের মনে নিশ্চিতই সন্দেহ দেখা দিয়েছিল—ম্যোনজে এবং তার অনুগামীরা র‍্যামনকে আর্নেস্টো চে

গুয়েভারা হিসেবে মেনে নিতে পারেন নি এবং তাই এই গেরিলা সংগঠনের অবস্থান তথা ভবিষ্যত সম্পর্কে অবহেলাই করে আসছিল। আর্নেস্টো চে গুয়েভারার নাম ভাঙ্গিয়েও এদের আদৌ আকর্ষিত করতে পারেনি র‍্যামন। এই বিপদের কথা ভেবেই র‍্যামন হয়েছিল দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তবে র‍্যামন যে বুদ্ধিমান তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। যে নতুন গেরিলা গ্রুপ অহরহ সামরিক বাহিনীর সঙ্গে মোকাবেলা করছে, র‍্যামন এদের নামাকরণ করেছে : ভবঘুরে গেরিলা যোদ্ধা—উদ্দেশ্যহীনভাবে লড়ে যাচ্ছে।*

ভবঘুরে গেরিলা যোদ্ধা···যে কারা তা র‍্যামনের পয়লা জানুয়ারী দিনপঞ্জী থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে। র‍্যামন ঘোষণা করেছিল : 'আমরা ঐক্যবদ্ধ হবো তাদের সঙ্গে যারা বিপ্লব করতে চায়।' এই ঘোষণার ভিত্তিতে ভবঘুরেদের সঙ্গে র‍্যামন অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হল না, পরিবর্তে এদের 'ভবঘুরে' নামে আখ্যায়িত করল। অথচ এই ভবঘুরেরা র‍্যামনের বাহিনী থেকেই ভবঘুরে-বাহিনীতে চলে যাচ্ছে। র‍্যামন এই নতুন গেরিলা গ্রুপকে ভবঘুরে নামে আখ্যায়িত করলেও একটি সত্য এখানে আত্মপ্রকাশ করেছে যে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যতোগুলো লড়াই তার বেশীর ভাগই হয়েছে এই ভবঘুরেদের সঙ্গে। কিন্তু যুদ্ধাঞ্চলের বাইরের প্রচারটি চলে এসেছে র‍্যামনের সপক্ষে। প্রতিক্রিয়ায় র‍্যামনের গ্রুপে গেরিলা যোদ্ধাদের বিশেষ করে বলিভিয়ানদের মধ্যে মারাত্মক অসন্তোষ এবং নিরাশা গড়ে উঠতে থাকে। যে কারণে র‍্যামন এই যোদ্ধাদের মারাত্মক ভাবে ব্যস্ত রেখেছে শুধু চলা আর চলার মধ্য দিয়ে। কখনও কখনও যে দু-একটা সংঘর্ষ হয়েছে তা বাস্তবে র‍্যামনের উপর চাপয়ে দেওয়া হয়েছে যোদ্ধাদের আকর্ষিত রাখার জন্যে।

ম্যোনজের অনুগামী কোল্লে কিউটোও গেরিলা যুদ্ধের স্বপ্নে

*—Drifters শব্দটি ইংরাজীতে ব্যবহৃত হয়েছে।

বিত্তোর ছিলেন। জানুয়ারী মাসেই পার্টি থেকে পদত্যাগ করেন—সেই কোল্লে কিউটো কোথায়। ৫ সেপ্টেম্বর দিনপঞ্জী অনুসারে র‍্যামন লিখেছে: 'একটি সংবাদ পাওয়া গেছে যা সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করা হয়েছিল। এটা বলছিল যে অ-এল-এ-এস নিয়ে এসেছে একটি অদ্ভুত সাফল্য কিন্তু বলিভিয়ার প্রতিনিধি ছিল বিষ্ঠার একটি স্তূপ, বি-সি-পি* প্রতিনিধি এ্যালডো ফ্লোরেস নিজেকে [ই-এল-এন] এর প্রতিনিধি হিসেবে ভাণ করেছিল, কিন্তু প্রমাণ করা হয়েছে যে সে একটা মিথ্যুক। তারা ওকে বলেছে যে আলোচনার জন্যে কোল্লের লোককে পাঠানো হোক।'

ইন-এল-এন সংক্ষেপিত নামের ইংরাজী অর্থ: বলিভিয়ান ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মী। এই নামটি র‍্যামন অথবা হাভানা বা ম্যানিলা কর্তৃক দেওয়া হয়নি, পরিবর্তে এই লিবারেশন আর্মীর নামকরণ করেছেন: 'ম্যারিও মোনজে'। যদিও র‍্যামন বাস্তবে এদের আখ্যায়িত করেছে: ভবঘুরে গ্রুপ। র‍্যামনের একযোগে হাভানা-ম্যানিলার বিরোধীতা অবশ্যই এই লিবারেশন-আর্মীর কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটালেও এদের বিপথগামী করতে পারে নি। মোনজে বলিভিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল থেকে পদত্যাগ করার পূর্বে ৩০ মার্চ ১৯৬৭ একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বলিভিয়ানদের আহ্বান জানিয়েছিলেন, এই ঐতিহাসিক বিজ্ঞপ্তিতে সই করেছিলেন: ম্যারিও মোনজে এবং হামবারটো রামরেজ। এই দীর্ঘ বক্তব্যের প্রয়োজনীয় অংশ পাঠকদের উদ্দেশ্যে উদ্ধৃত করা হল:

"এই দেশে গেরিলা যুদ্ধ শুরু হয়েছে···দেশপ্রেমিক গেরিলাদের প্রতি সৌহার্দ্য প্রকাশ করছে কমিউনিস্ট পার্টি। নিঃসন্দেহে বলা যায় বৈপ্লবিক জয় অর্জনের জন্যে এই ধারার কার্যক্রমের

*বলিভিয়ান কমিউনিষ্ট পার্টি।

খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হচ্ছে যে এই সংগ্রাম বলিভিয়ানদের সাহায্য করবে একটি উৎকৃষ্ট পথ অনুসরণ করতে। পার্টি সংগঠন ও কর্মিদের সম্পর্কে গেরিলা র‍্যাঙ্কে যোগ দেওয়ার প্রশ্নটি আপেক্ষিক, যদিও বলিভিয়ানদের অধিকার এবং দায়িত্ব রয়েছে জনগণের এই সংগ্রামের জন্যে তাদের ভূমিকা গ্রহণ যে ভাবে তারা ঠিক মনে করবেন। বলিভিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির রয়েছে নিজস্ব একটি লাইন, যা তার দ্বিতীয় কনফারেন্সে গৃহীত হয়েছে, এবং তা অনুসরণ এবং উন্নত করবে।...বর্তমান অবস্থা অবশ্যই বলিভিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির পন্থা ও উদ্দেশ্যে কোন মৌলিক পরিবর্তন আনেনি ; কিন্তু তা দাবী করে আরো বৃহৎ প্রচেষ্টা, আত্মত্যাগ এবং শৃঙ্খলা।[৯১]

এই ঘোষণা থেকে ম্যোনজের উদ্দেশ্য ও কর্মধারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রকাশ্য নির্বাচনী ব্যবস্থাকে যেমন রক্ষা করতে চাইছে, অনুরূপ-ভাবে চাইছে গেরিলা যুদ্ধ মাধ্যমে আরেকটি সশস্ত্র ফ্রন্টের বাস্তবায়ন। ফিদেল কাস্ত্রো যদি ম্যোনজের জিম্মায় গেরিলা যুদ্ধ এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের দায়িত্ব ছেড়ে দিতেন, তাহলে বলিভিয়ার রাজনীতি কোন পথে যেতো তা খুব জোর দিয়ে বলা না গেলেও, একথা বলা যায় যে র‍্যামনের নেতৃত্বে যে হাস্যকর ঘটনাবলী মঞ্চস্থ হয়েছিল, প্রতিদান স্বরূপ সহজাত যোদ্ধাদের নিঃশেষ করা সম্ভবতঃ সহজ হত না। কেন না, ম্যোনজের রাজনৈতিক কার্যকলাপের পরিচয় শহরাঞ্চলে মে ও জুন মাসেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের নেতৃত্ব ম্যোনজের হাতে ছেড়ে দিলে সব চেয়ে বড় বিপদটি ছিল ; আর্নেস্টো চে গুয়েভারার মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা সম্ভব হত না। তবে ম্যোনজের এই দু'নৌকায় চড়া নীতি অবশ্যই একটি সুস্থ ফলাফল আনতে পারতো কি না, সন্দেহজনক।

৯১—রুয়েল গেরিলাজ ইন ল্যাটিন আমেরিকা, পৃঃ ৫৩৬—৩৩৭

কিন্তু মৌলিক ঘটনাটি হচ্ছে যে র‍্যামন নেতৃত্ব ব্যক্তিরেকে অন্য কোন গেরিলা যুদ্ধ যেমন হাভানা-ম্যানিলা-বলিভিয়া সামরিক চক্র সম্মিলিত ভাবে চায়নি, তেমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য স্বার্থান্বেষী রাষ্ট্রগুলিও চায়নি। তাই হাভানা-ম্যানিলা উদ্যোগ নিয়ে ই-এল-এন সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। এই সংবাদে র‍্যামন তার আনন্দ প্রকাশ করে ফেলেছে ১২ সেপ্টেম্বরের দিন-পঞ্জীতে: 'রেডিও হাভানা সংবাদ দিচ্ছে অ-এল-এ-এস একটি খবর পেয়েছে যে ই-এল-এন সমর্থন জানিয়েছে, যা প্রকাশ করছে ট্যালিপ্যাথিতে আমার অধিকার অর্জন।'

র‍্যামন তথা রেডিও হাভানার সংবাদ থেকে ঘটনাটি স্পষ্ট হয়ে গেল ই-এল-এন সংস্থাটি একটি স্বতন্ত্র সংগঠন। যা র‍্যামন নেতৃত্বের বাইরে কর্মরত। কিন্তু র‍্যামনের এই ট্যালিপ্যাথি অর্জনের উচ্ছাস সেপ্টেম্বরের মধ্যেই ভাঁটা পড়ল। অর্থাৎ র‍্যামন নেতৃত্বকে এই ই-এল-এন স্বীকার করে নেয়নি। র‍্যামন যার ভূমিকায় অবতীর্ণ—সেই আর্নেস্টো চে গুয়েভারার নামের প্রতি অবমাননার অর্থ যে কী ভয়ংকর অবস্থায় নিয়ে যাবে, তা থেকে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্যই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সেপ্টেম্বর মাসিক সারাংশে র‍্যামন লিখছে:

> অন্য গ্রুপটি সম্পর্কে সংবাদটি বিপরীত দিক থেকে মনে হচ্ছে সত্য এবং এথেকে বিবেচনা করা উচিত যে এই-ই হচ্ছে সমাপ্তি, যদিও সম্ভাবনা রয়েছে যে এই ছোট গ্রুপটি পরিক্রমার মধ্যে রয়েছে, আর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ এড়িয়ে চলছে, কারণ একই সঙ্গে ৭ জনের মৃত্যু সংবাদ সম্ভবত মিথ্যে, তা না হলে বাড়িয়ে বলেছে।

এই ঘটনাবলীকে, রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে আর্মীর কার্যকারণগুলি দেখা উচিত। কেন না, আগস্ট অবধি আর্মী কোন সক্রিয় ভূমিকা নেয়নি। যা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

এই আক্ষেপপূর্ণ রিপোর্টটি হচ্ছে গেরিলা বাহিনীর শুরু থেকে প্রায় দশ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর। কিন্তু এই দশ মাসে ডায়রীর পৃষ্ঠা ভরে গেছে, দলিলের পর দলিল আদান-প্রদান হয়েছে র‍্যামন-হাভানা-ম্যানিলার মধ্যে, বহু জীবন নিঃশেষ হয়ে গেছে। যতো গুলো তথাকথিত গোপন ক্যাম্প তৈরী হয়েছিল, একটি ক্যাম্পও অধিকার করার জন্যে আর্মী কোন আক্রমণ করেনি। আর্মীর যে কয়েকটি আক্রমণ তা কেবলমাত্র আক্রান্ত হওয়ার পর। তাই র‍্যামন সামরিক বাহিনীর সহযোগিতার উল্লেখ করেছে। কিন্তু বিপদটি হচ্ছে ম্যোনজের ভবঘুরে গেরিলা গ্রুপ নিয়ে।

ম্যোনজে কী শুধু গেরিলা যুদ্ধের নেতৃত্ব পাননি বলে সরে গেলেন? তা নয়—র‍্যামনের সমস্ত কার্যবিধি সম্পর্কে প্রত্যেকটি বলিভিয়ানের সন্দেহ ছিল। যাদের বোধশক্তির মান ছিল বেশী, এরা র‍্যামনকে সম্ভবত চিনতেও পেরেছিল, বুঝতেও পেরেছিল যে এই র‍্যামন হচ্ছে আর্নেস্টো চে গুয়েভারার প্রক্সী মাত্র···প্রক্সী দিয়ে দিয়ে স্বাধীনতার জন্যে সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে উঠতে পারে না। এপ্রিল মাসিক সারমর্মে র‍্যামন লিখেছে: 'কৃষক বেইস এখন পর্যন্ত গঠন হয়নি, যদিও দেখা যাচ্ছে যে পরিকল্পিত সন্ত্রাস মাধ্যমে, ওদের অধিক সংখ্যককে নিরপেক্ষ করে দিতে পারি, সমর্থন আসবে পরে।'*

গেরিলা যুদ্ধকে মুক্তি সংগ্রামে রূপান্তরের জন্যে কৃষক সমর্থন আদায় করার প্রথম সোপান হচ্ছে পরিকল্পিত সন্ত্রাস সৃষ্টি করে নিরপেক্ষ করা, অর্থাৎ শ্রেণী হিসেবে ঐক্যের পরিবর্তে মস্তানবাদী ধারায় সন্ত্রাস মাধ্যমে শ্রেণী-ঐক্য ভেঙ্গে ফেলে ব্যক্তিতে পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আজ্ঞাবাহী জীবে পরিণত করা···এরপর বোধশক্তিহীন

*—the peasant base is still not being formed, although it seems that through planned terror, we can neutralise most of them, support will come later.

একটি জড়ব্যক্তি হিসেবে সমর্থন আদায় করা। এই তত্ব বা নীতি হিটলার বা অনুরূপ চরিত্রে মানানসই, যারা মানুষকে মানুষ বলে মর্যাদা দেয় না। আর্নেস্টো চে গুয়েভারার নির্দিষ্ট ধারা তথা নীতি হচ্ছে: গেরিলা যুদ্ধ হচ্ছে জনগণের যুদ্ধ। এবং এই ধারা ও নীতির বাস্তব প্রমাণ হাজির করেছেন কিউবার গেরিলা যুদ্ধে সায়েররা মায়েসত্রার রণাঙ্গনে পরিকল্পিত-সন্ত্রাস তত্বের পরিবর্তে বৈরী কৃষকদের শ্রেণী হিসেবে কয়েকটি মাসের সাংগঠনিক কার্যক্রমের মাধ্যমে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শে একটি বলিষ্ঠ দুর্গে রূপান্তরিত করেছিলেন। পরিকল্পিত-সন্ত্রাসে নতুন মানুষ সৃষ্টি হয় না, এই উপলব্ধী চে গুয়েভারার ছিল। যে কারণে তাঁর খুবই মূল্যবান রচনা 'মানুষ এবং কিউবায় সমাজতন্ত্র' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি সমাপ্তি টেনেছেন: সমাজতান্ত্রিকদের মৌলিক কর্তব্য ও দায়িত্ব হচ্ছে; একবিংশ শতকে যাতে আদি পাপমুক্ত নতুন মানুষ সৃষ্টি হয়। নতুন মানুষ সৃষ্টি করার জন্যে অবশ্যই পরিকল্পিত-সন্ত্রাস তত্বে তা সম্ভব নয়। কিন্তু র‍্যামন নেতৃত্ব এই পর্বতাঞ্চলের সমগ্র অঞ্চলে প্রত্যেকটি কৃষককে এক একটি ভয়ানক-শত্রু হিসেবে পরিণত করেছিল।

প্রক্সীর মধ্যে কোন মৌলিকতা নেই। হিটলারের ভূমিকায় চার্লি চ্যাপলেন হিটলার নন। অর্থাৎ চেহারার সাদৃশ এবং ভাবভঙ্গীর অনুকরণের মধ্যে অকৃত্রিম-চরিত্রটি অবস্থান করে না। র‍্যামনের প্রক্সীর সাফল্য সম্পর্কে র‍্যামন যে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছিল মে মাসের মাসিক রিপোর্টে তা প্রকাশ করেছে:

> গেরিলারা ক্রমসারে অর্জন করছে প্রাধান্য ও নিরাপদ নৈতিক চরিত্র, যা উত্তমরূপে মানিয়ে নিয়েছি, যা হচ্ছে সাফল্যের একটি গ্যারান্টি।*

*—The guerrilla continues acquiring a predominent and secure morale which, well managed, is a guarantee of success.

র‍্যামনের এই বক্তব্যটি গুরুত্ব দিয়ে লক্ষ্য করা দরকার। এই বক্তব্যটির অন্তর্নিহিত সত্যটি কী, র‍্যামন বাস্তবে কী বলতে চাইছে। অর্থাৎ বক্তব্যটি হচ্ছে; বাক্যের প্রথম কমা চিহ্নের পর: 'যা উত্তমরূপে মানিয়ে নিয়েছি।' যে বাক্যের কথিত জনপ্রিয় বাংলা: ভালোভাবে মেনেজ করে ফেলেছি। এই 'মেনেজ' শব্দটির বাস্তব মর্মার্থ হচ্ছে: ধাপ্পা। অর্থাৎ এই বাক্যটির প্রকৃত অর্থ হতে পারে: ভালোভাবে ধাপ্পা দিতে পেরেছি · গেরিলারা আমার প্রক্সী ধরতে পারেনি। এ ছাড়া এই বাক্যের অন্যকোন অর্থ হয় না। এই বাক্যের মধ্যে দিয়ে কর্তাদের উদ্দেশ্যে সেই একই অর্থ ব্যক্ত করতে চেয়েছে র‍্যামন। গেরিলাদের প্রাধান্য তথা নিরাপদ নৈতিক চরিত্র গড়ে তোলার মধ্যে মূল প্রশ্নটির অর্থ হচ্ছে আর্নেস্টো চে গুয়েভারার ভূমিকায় র‍্যামনের সাফল্য, গেরিলা যোদ্ধাদের কাছে মানিয়ে নিতে পেরেছে। অর্থাৎ যোদ্ধারা র‍্যামনের প্রক্সী ধরতে পারেনি!

র‍্যামনের এই আত্মতৃপ্তিমূলক বক্তব্যটি বাস্তবার্থে যুক্তিপূর্ণ নয়। র‍্যামনের প্রক্সী নিশ্চিতই ধরা পড়েছিল। কিন্তু 'পরিকল্পিত-সন্ত্রাস' তত্ত্বের কারণে কোন যোদ্ধা স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করেনি। যেমন লরো. ৭ নভেম্বরেই মেনাকে চিনতে পেরেছিল যে মেনা লোকটি প্রক্সী দিতে এসেছে। তাই তার জীপেরও দুর্ঘটনা ঘটে।

এপ্রিল মাসিক সারাংশে র‍্যামন লিখেছে: 'আমাদের সঙ্গে এমন কী একজন লোকও যোগ দেয়নি এবং মৃত্যুগুলি ছাড়া, আমরা লরোকে হারিয়েছি, যে টাপাররিলআস-এর কার্যক্রমের পর অদৃশ্য হয়ে গেছে।' ২৯ মে দিনপঞ্জীতে বলা হয়েছে: 'রেডিও আমাদের জন্যে সংবাদ আনে যে লরো পালিয়েছে।'

র‍্যামনের এই দু'টি উক্তি থেকে লরো সম্পর্কে আর কিছুই জানা যায় না। তবে রাশিয়ান বিশেষজ্ঞ লেভরেৎস্কী তার পুস্তকে লরোর অসমাপ্ত কার্যক্রমের সমাপ্তি টেনেছেন। তিনি লিখেছেন যে;

পুলিসের নির্মম অত্যাচার থেকে এপ্রিল মাসেই লরোর মৃত্যু হয়।[২২] বাস্তবে লরোর মৃত্যু কোথায় হয়, কী ভাবে হয় এ সম্পর্কে মতদ্বৈততা আছে। সামরিক সরকারের কর্মচারীদের বক্তব্য একান্ত সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না। প্রভাব বিস্তার করা সম্পর্কে র‍্যামন যে পরিকল্পিত সন্ত্রাসের কথা বলছে, অনেকে সন্দেহ করেন যে র‍্যামনের এই নীতিরই শিকার হচ্ছে লরো কেন না, লরোই হচ্ছে একমাত্র প্রথম সাক্ষী। যাকে কোনভাবেই র‍্যামন গ্রহণ করতে পারে না। র‍্যামন যাদের সন্দেহ করে···হয় তাদের হত্যা করেছে অথবা পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে।

লেজরেৎস্কী অবশ্যই পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: দেব্রের বিচারের সময় আদালত থেকে বারবার তলব করা সত্বেও অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে জেল-কর্তৃপক্ষ লরোকে কখনওই উপস্থিত করেনি। র‍্যামন নেতৃত্বে পরিচালিত বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের প্রত্যেকটি মৌলিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রতিটি ব্যক্তির সমাপ্তি ঘটেছে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে এবং এই সব ঘটনাবলী কয়েক সহস্র মাকড়সার কুটিল জটপাকানো জালের সমন্বয়ে গঠিত·· যেখানে শুধু রহস্যের গাঁট।

তাই র‍্যামনের 'মেনেজ' করার প্রশ্নে লরোর মৃত্যুও সম্পর্কিত কিনা, প্রশ্নটি যেমন অযৌক্তিক নয়, অনুরূপ কোন বিশেষজ্ঞ কোন ব্যাখ্যা তথা মতামত ব্যক্ত করেন নি। তবে মে মাসের মাসিক সারাংশে র‍্যামন আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য লিখেছে:

> ম্যানিলা, ল্যা প্যাজ ও জোয়াকুইনের সঙ্গে কোন রকমের যোগাযোগ নেই।
>
> সংগঠিত এবং কৌশল যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত না করেই আর্মী কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

মে মাসের উপরোক্ত বক্তব্যে র‍্যামন আফশোস করছে যে কেন

২২—আই লেজরেৎস্কী প্রণীত ইংরাজী সংস্করণ আর্নেস্টো চে গেভারা, পৃঃ ২৮৪।

আর্মী তাদের কৌশলকে উন্নত না করে, সংগঠিত না হয়ে কাজ করছে। অর্থাৎ আর্মীর এই নিরপেক্ষতা থেকে গেরিলাদের উপর কোন চাপ সৃষ্টি হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে লরোকে বন্দী এবং হত্যা করার যুক্তিটি কোথায় দাঁড়াচ্ছে। মে মাসের বক্তব্যকে অনুসরণ করে সরাসরি চলে আসা যায় সেপ্টেম্বর মাসিক রিপোর্টে। ভালো মেনেজ করার উচ্ছ্বাসপূর্ণ আত্মতৃপ্তির পরিণাম তার সেপ্টেম্বর মাসিক সারাংশে উল্লেখ করেছে :

> এই মাসের বৈশিষ্ট্য বিগত মাসের অনুরূপ, ব্যতিক্রম হচ্ছে যে আর্মী এখন তাদের শক্তি প্রয়োগে যথেষ্ট তৎপরতা দেখাচ্ছে এবং কৃষক জনতা আমাদের একেবারেই কোন সাহায্য করছে না এবং গুপ্তচরে পরিণত হয়েছে।

বিগত ১১ মাসের র‍্যামন নেতৃত্বের বাস্তব প্রতিফলন এই কয়েকটি শব্দের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই বক্তব্য কী একজন গেরিলা যুদ্ধের নেতার অথবা পরিচ্ছন্নভাবে কোন জরাগ্রস্ত ব্যক্তির মুক্তির জন্যে আকুল আর্তনাদ। উপরোক্ত বক্তব্য বিশ্লেষণে র‍্যামন যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, তা আত্মপ্রকাশ করেছে ওই বক্তব্যের পরবর্তী প্যারাগ্রাফে :

> সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি হচ্ছে নিষ্কৃতি পাওয়া এবং কোন অনুকূল অঞ্চলের জন্যে অনুসন্ধান করা ও যোগাযোগের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, প্রকৃত ঘটনা সত্ত্বেও ল্যা প্যাজের সমগ্র ব্যবস্থা মারাত্মক ভাবে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে যেখানে ওরা আমাদের ভয়ংকর আঘাতও হেনেছে। বাকী লোকদের নৈতিক দিকটি মোটামুটি ভালো ভাবেই রক্ষা করা গেছে। আমার একমাত্র সন্দেহ রয়েছে উইলি সম্পর্কে, যে সম্ভবত কোন সংঘর্ষের সুযোগ নিয়ে নিজেই পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারে যতোক্ষণ না আমি ওর সঙ্গে কথা বলি।

এই বক্তব্যে র‍্যামন স্বীয় চরিত্রকে পরিচ্ছন্নভাবে ফুটিয়ে তুলল। এতোদিন ধরে ভালোভাবে মেনেজ করার উচ্ছাসে যোদ্ধাদের মধ্যে যেভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছিল, তা ভেঙ্গে পড়ার অবস্থায় এসেছে। পরিস্থিতি লক্ষ্য করা দরকার যে তাদের পথ চলার, শিকার ধরার, জল পাওয়ার, খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করার ব্যাপারে আর্মী এতোদিন কোন বাধা দেয়নি। আগস্ট মাসের মাসিক সারাংশেও এ বক্তব্য হাজির করেছে। আক্রান্ত না হলে আর্মী তাদের গতিবিধিতে বাধ সাধেনি। বিভিন্ন জায়গায় র‍্যামন তার দেহরক্ষী নিয়ে ঘরের ভেতরে ছাদের তলায় ভালো ভাবেই ঘুমিয়েছে। কিন্তু যখনই আর্মী সামান্য নড়েচড়ে উঠল, অমনি র‍্যামন নেতৃত্বের স্বর পালটে গেল। নিষ্কৃতি পাওয়াই হয়ে উঠল মুখ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নিষ্কৃতি পাওয়ার সঙ্গের কথাগুলো কেবলমাত্র ধূয়া। তাই র‍্যামন এখন পালাতে চায়। র‍্যামন এখন মুক্তি চায়, ১১ মাসে সে হাঁপিয়ে উঠেছে।

তাছাড়া উইলি সম্পর্কে যে মত ব্যক্ত করেছে, এই পরিস্থিতিতে এই বক্তব্যের একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে : র‍্যামনের আসল পরিচয় উইলি জানতে পেরেছে, তা না হলে একজন গররাজি যুবককে দিয়ে কি সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্মধারা এগিয়ে নেওয়া যায়? উইলি সংঘর্ষের সুযোগ নিয়েই পালিয়ে যাবে। পালিয়ে তো আরো অনেকেই গেছে। ডায়রী লেখকের হিসেব অনুসারে র‍্যামনের বয়স উনচল্লিশে পৌঁছেছে। এবং নিজে আর কতদিন গেরিলা থাকবে সে সম্পর্কে নিজেই অনিশ্চিত। সেখানে একজন ২২।২৩ বছরের যুবককে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে আটকের রাখার অর্থ সম্পূর্ণ স্পষ্ট। উইলি হচ্ছে একজন বলিভিয়ান যুবক। র‍্যামন যে উইলিকে ব্লেক মেল করে বিভীষিকার ভয় দেখিয়ে আটকে রাখছে তাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। র‍্যামন যাকে সন্দেহ করে, এমন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বললে কি র‍্যামনের সন্দেহের অবসান হবে এবং ব্যক্তিটির কী পরিবর্তন ঘটবে? তা তো

হবে না, কেন না উইলি তো স্বচক্ষে দেখে আসছে র‍্যামন নেতৃত্বে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের কার্যক্রম। সে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে যে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের ভবিষ্যত হচ্ছে একটি অনিবার্য ধ্বংস, একটি ষড়যন্ত্রের প্রতিফলন। যে কারণে র‍্যামনের কথা বলা থেকে উইলির পরিবর্তন হওয়ার কথাটি অবাস্তব। বাস্তবটি হচ্ছে সন্ত্রাস সৃষ্টি।

স্বভাবিক ভাবে প্রশ্ন আসবে, এবং তা আসা যুক্তিসংগত যে কেবলমাত্র বলিভিয়ানরাই কেন পালিয়ে যাচ্ছে, কিউবানরা নয় কেন। কিউবানদের পালিয়ে যাওয়ার জায়গা নেই, তাছাড়া কিউবানরা হচ্ছে কিউবার সামরিকবাহিনীর বিশেষ করে স্থল বাহিনীর বেতনভুক্ত বিশেষ বিভাগের সৈনিক। তাই তাদের পালিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন উঠে না। বলিভিয়ানরা স্বাধীনতার স্বপ্নে তাদের যে সহজাত উদ্দেশ্য, তা-ই তাদের টেনে এনেছে এই গেরিলা যুদ্ধে। উইলি শেষ অবধি পালিয়ে যেতে পারল না, র‍্যামন তাকে সাড়াশির মত আঁকড়ে ধরে রেখে দিয়েছিল ··

৭ অক্টোবর, একেবারে সংক্ষিপ্ত হয়ে এল র‍্যামন নেতৃত্বে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের বহুল প্রচারিত কাহিনী। এই কারণে যে অন্য নতুন স্বাধীন গেরিলা গ্রুপ ইতিমধ্যে সবল হয়ে উঠেছে। আর এদিকে র‍্যামনের পক্ষেও চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। যে কারণে বিগত ১১ মাসের নিশ্চুপ সহায়ককারী অবস্থা ভেঙে ফেলে বলিভিয়ান সামরিকবাহিনী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শিক্ষিত ও পরিচালিত রেঞ্জারস-বাহিনী অতিরিক্ত তৎপর হয়ে উঠল : আর যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা নয়।

ষড়যন্ত্রের অন্তিম পদক্ষেপ—৮ অক্টোবর ১৯৬৭ঃ

রবিবার, ৮ অক্টোবর ১৯৬৭ হচ্ছে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের শেষ দিন, শেষ অঙ্কের প্রারম্ভ, যদিও এই প্রারম্ভের শুরু ১৫ মার্চ ১৯৬৫। কিন্তু 'চে গেভারার বলিভিয়ার ডায়রীর' শেষ তারিখ হচ্ছে ৭ অক্টোবর। গ্রেগরিয়ান বর্ষ হিসেবে দিনের শুরু রাত্রি ১২টা, অর্থাৎ র‍্যামন যেখানে এসে থেমেছে এবং দিনপঞ্জী লেখা শেষ করেছেঃ সময় রাত্রি ২টা থেকে ৪টে, অর্থাৎ ৮ অক্টোবরের প্রথমার্দ্ধ। এই দিনের পরবর্তী অধ্যায় খোলা রেখে গেছে বলিভিয়া সামরিকবাহিনীর কর্মকর্তা, সাংবাদিক তথা বিশেষজ্ঞদের উদ্দেশ্যে ভরাট করার জন্যে, প্রতিক্রিয়ায় ১৫ মার্চ ১৯৬৫ অনুরূপ আরেকটি বা ততোধিক রহস্য সৃষ্টির ভিতভূমি হিসেবে। যদিও ডায়রী সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই, একটি স্বতন্ত্র পুস্তকের প্রয়োজন।

৩০ সেপ্টেম্বর র‍্যামনবাহিনী লা হিগুয়েরায় এসে পৌঁছয়, উচ্চতা ১৬০০ মিটার অর্থাৎ ৬২৯৯ ফুট। ১ অক্টোবর র‍্যামন সিদ্ধান্ত নেয়; নিরাপত্তার জন্যে আরো একদিন এখানে থাকবে, কারণ জায়গাটি ভাল। কিন্তু তাদের আস্তানার কাছ দিয়ে প্রথমবার ৪০ জন এবং দ্বিতীয়বার ৫ জন সৈনিক চলে যায়। সৈনিকরা গুলিও ছুড়েছে এবং দুপুর ২ টায় র‍্যামন শেষ গুলির শব্দও শুনেছে, কোন লড়াই হয়নি। র‍্যামন তার বাহিনী নিয়ে আত্মগোপন করে থাকে। সৈনিকরা যে কাকে উদ্দেশ্য করে গুলি ছুড়ে, কেনই বা গুলি চালায়, হেতু সম্পর্কে র‍্যামন একেবারেই নীরব। এই গুলি ছোড়ার অভ্যন্তরে কোন সংকেত আত্মগোপন করে আছে কি না জানা যায়

না। ২ অক্টোবরও র‍্যামন একই জায়গায় থেকেছে। ৩ অক্টোবর যদিও ওরা এই ক্যাম্প ছেড়ে চলে যায় ধারে কাছের অন্য আরেকটি ক্যাম্পে কিন্তু তা নতুন নয়, পূর্ববর্তী যাত্রায় এখানেই ছিল, র‍্যামন লক্ষ্য করল যে তাদের অনুপস্থিতির সময়ে এই ক্যাম্পে সৈন্যরা এসেছিল সে নিদর্শন ওরা রেখে গেছে। উচ্চতা ১৩০০ মিটার। অর্থাৎ সৈনিকরা তাদের সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে, র‍্যামনবাহিনীর পরিত্যক্ত ক্যাম্প ব্যবহার করছে।

৪ অক্টোবর আবার চলা। এই চলার পথে এই দিনকার রেডিও সংবাদ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে র‍্যামন: 'অগ্রবর্তী ঘাঁটির চতুর্থ ডিভিসনের জেনারেল-স্টাফের সবাইকে বদলী করেছে লাগুনিললাস থেকে পাডিল্লা, যাতে সেররানো অঞ্চলে পাহারার ব্যবস্থা জোরদার হয়, কেন না গেরিলারা এই দিক থেকেই পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারে'। এই সংবাদটি আপাতঃ দৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে এতে এমন কিছুই নেই। কিন্তু সাংকেতিক ভাষার জগতে এই সাধারণ সংবাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংকেত বর্তমান রয়েছে। গেরিলারা কোন্ দিকে পালিয়ে যেতে পারে সেই পথ বাতলে দিচ্ছে—কিন্তু সামরিক বিধি অনুসারে এই স্ট্রাটাজি অবশ্যই সাধারণের জন্যে নয়। যে কারণে র‍্যামনকে এবার ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যে সব গেরিলাকে ফেরত পাঠাবার আদেশ রয়েছে, অবশ্য তাদের এই সেররানোর দিকে পাঠিয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে শুধু কিউবানদেরই ফেরত পাঠানো যায়, যারা কিউবা রাষ্ট্রের সামরিক বিভাগের বেতনভুক সৈনিক। এবং সাক্ষী হিসেবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহন করতে পারে। পরবর্তী সংবাদে আরোও বলা হয়েছে যে ৮ অক্টোবর র‍্যামনকে বন্দী করা হবে। এই বন্দী করার ধার্য দিনটিও এই সংবাদে নির্দিষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে।* যেহেতু র‍্যামনকে এবার

*—সম্পূর্ণ অংশ এই পুস্তকের ৩৩১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করা হয়েছে।

বিদায়ের জন্যে তৈরী হতে হবে—যে দু'টি জায়গার নাম এই সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে যথাক্রমে ক্যামেরী ও সান্তাক্রুজ। ক্যামেরী হচ্ছে সান্তাক্রুজের সরাসরি দক্ষিণে ও সান্তাক্রুজে রয়েছে রেল স্টেশন। কিন্তু ক্যামেরী ও সান্তাক্রুজের যোগাযোগ ব্যবস্থা মটর গাড়ী যোগে হাইওয়ে মাধ্যমে। এই দু'টি জায়গার অবস্থান হচ্ছে উত্তরে সান্তাক্রুজ এবং দক্ষিণে ক্যামেরী, বাস্তবে সমগ্র পর্বতাঞ্চলের দিগন্তের দুই বাহু। রেডিও সংবাদে এই দু'টি জায়গার নাম উল্লেখ করার একমাত্র অর্থ হতে পারে এই দু'টি জায়গার মধ্যে যে কোন একটি বেছে নিতে এবং র‍্যামনকে কোন একটি জায়গায় উপস্থিত থাকতে হবে। সিদ্ধান্তটি অবশ্যই র‍্যামনকে নিতে হবে। যে জায়গাগুলির নাম বলা হয়েছে, বাস্তবে এই নামগুলিও সাংকেতিক এবং কার্যতঃ অন্য কোন জায়গা।

যে কারণে ৪র্থ ডিভিসনের জেনারেল স্টাফদের পুরোপুরি বদলে দেওয়া হল। নতুন স্টাফের ক্ষেত্রে অঞ্চলটিও নতুন, যেহেতু র‍্যামন সহজেই গা ঢাকা দিতে পারে। এবং তা গোপনও থেকে যাবে।

৫ অক্টোবর বেনিগনো ও প্যাকহো হন্যে হয়ে পানীয় জলের জন্যে বাড়ী বাড়ী ঘুরেছে। কিন্তু দুর্ভাগার জন্যে সবই শুকনো। শূণ্য-হাতে ফিরে এলেও খবর এনেছে যে তাদের দেখে আসা কোন একটি বাড়ীতে ৬ জন সৈনিক এসে পৌঁছেছে। এরপর র‍্যামন তার বাহিনী নিয়ে পুরো রাত ধরে চলার পর খুব ভোরে এসে পৌঁছয় জঙ্গলের এমন একটি জায়গায়ঃ যেখানে হালকা বনানী, কাঠ কাটতে কাছাকাছি জনবসতি থেকে লোক আসে। যে কারণে র‍্যামন খুব কাছেই কোথাও শুনতে পেয়েছিল অনেকগুলো কুকুরের ডাক। উচ্চতা ২০০০ মিটার-৭৮৭৪ ফুট।

৬ অক্টোবর পানীয় জলের একই অবস্থা। গেরিলারা যুদ্ধ করবে কখন, যেখানে পানীয় জল খুঁজতে খুঁজতেই সবার প্রাণ সারা।

তাই জল আবিষ্কারকরা হন্যে হয়ে জল খুঁজতে গিয়েছিল এবং ফিরে এসে র‍্যামনকে জানালো যে তাদের ক্যাম্প থেকে খানিকটা দূরে একটি খাদে জল রয়েছে। তাই আবার চলা···জল-ওলা খাদে এসে সমস্ত দিন ওরা রইল, রান্নাবান্না করে খাওয়া-দাওয়া হল। কিন্তু র‍্যামন প্রায়ই ভুলে যায় যে সে কারো প্রশ্রয় দিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল যে সে হচ্ছে এই গেরিলা যুদ্ধের নেতা, বনভোজনে আসেনি। তাই র‍্যামন অস্বস্তি বোধ করলো এই ভেবে যে দিনের উজ্জ্বল আলোয় জনবসতির কাছাকাছি চলে এসেছে।

৫ এবং ৬ অক্টোবরের দিনপঞ্জী অনুসারে তাদের ক্যাম্পের উচ্চতা হচ্ছে যথাক্রমে ২০০০ এবং ১৭৫০ মিটার অর্থাৎ ২৫০ মিটার অর্থে ৯৮৫ ফুট দূরত্ব হেঁটেছে মাত্র। এই ক্যাম্পে রাত কাটানোর হুকুম দিল র‍্যামন এবং সিদ্ধান্ত নিল যে খুব ভোরেই আবার রওয়ানা দেবে, গন্তব্যস্থল হচ্ছে কাছাকাছি কোন নদীর সঙ্গমের দিকে এবং সেখান থেকে ভবিষ্যতের জন্যে ভাববে আরো ঘনিভূত ভাবে। এই ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে র‍্যামন উল্লেখ করেছে চিলি রেডিও সংবাদ : '১৮০০ জন সৈনিক তাদের খুঁজছে।'

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ৭ অক্টোবরের দিনপঞ্জী বিচার্য : রাত ২টায় এসে পৌঁছয় মরা চাঁদের আলো মাথায় নিয়ে, তাদের ঘিরে অথবা চারদিকে রয়েছে ১৮০০ জন সৈনিক, এই ক্ষুদ্র ১৭ জনের গেরিলা বাহিনীকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারে, কিন্তু তা করছে না। এই সংবাদ অবশ্যই এই কয়েকজন গেরিলাকে গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে আশাপ্রদ করতে পারে না। তাছাড়া, তাদের এই ক্যাম্পে দুপুর ১২-৩০ মিনিটে এক বৃদ্ধা ছাগল চরাতে চরাতে এসে ঢুকে পড়ে, সেই বৃদ্ধার সঙ্গে র‍্যামনের কথাবার্তা হয়। এরপর বৃদ্ধা চলে যায়। গেরিলাদের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই ব্যাপারটা ভীতির সঞ্চার করেছিল কি না জানা যায় না, তবে গেরিলাদের মনোভাব নিশ্চিতই র‍্যামন

বুঝতে পেরেছিল, বাস্তবে হয়তো র‍্যামন তা-ই চাইছিল যাতে একটি পরিকল্পিত সন্ত্রাসের অবস্থা সৃষ্টি হয়। এই বৃদ্ধা কার্যতঃ সংবাদবাহক বলেই মনে হয়। কেন না র‍্যামন এমন পরিস্থিতির মধ্যে ইনটি, এনিস্টো ও পাবলিটোকে পাঠাল বৃদ্ধার বাড়ী গিয়ে দেখা করতে এবং তাদের সঙ্গে দেখা হওয়া সম্পর্কে বৃদ্ধা যেন সব কিছু গোপন রাখে, এই জন্যে বৃদ্ধাকে ৫০ পেসোজ ঘুষও দিল র‍্যামন। বৃদ্ধা যে কথা রাখবে র‍্যামন তা বিশ্বাস করেনি।

তাছাড়া, ৬ অক্টোবর যে গুহার মধ্যে রান্না করেছিল, তা অবশ্যই গ্যাস, তৈল বা বৈদ্যুতিক উনুনে নয়, কাঠ জ্বেলেই করতে হয়েছে। জঙ্গলে কাঠ জ্বালানোর অর্থ হচ্ছে প্রচুর ধোঁয়া আকাশে ওঠে যাবে, এবং ইংগিত দেবে যে এই ধোঁয়ার উৎসটি রয়েছে তলায় পাহাড়ে মাটির উপরে। এই সার্বিক অবস্থা থেকে একটি কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে র‍্যামন তার বাহিনী নিয়ে এই পলায়নপর অবস্থায় ডায়রী লিখল কখন। গুহার ভেতরে মরা চাঁদের আলো অবশ্যই পৌঁছায়নি, সেক্ষেত্রে র‍্যামন কী আলো জ্বেলে ৭ অক্টোবরের দিনপঞ্জীটি লেখার ঝুঁকি নিয়েছিল? সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ লেভরেৎস্কী অবশ্য স্পষ্ট মন্তব্য করেছেন: 'এই লিপি অবধি, লেখা হয়েছে রাত্রি ২টা থেকে ৪টার মধ্যে ৮ অক্টোবর, যেখানে এসে চে-এর বলিভিয়ার ডায়রী ছেদ পড়েছে।'[৯৩]

*** *** ***

র‍্যামন লিখিত ৮ অক্টোবরের ভোর থেকে শেষঅঙ্ক অবধি কোন দিনপঞ্জী নেই। একমাত্র সূত্র হচ্ছে বলিভিয়া সামরিক বাহিনী তথা সামরিক ব্যক্তি পরিবেশিত ঘটনাপ্রবাহ। সংবাদপত্র, বিশেষজ্ঞ, গবেষকরা এই ঘটনাপ্রবাহের উপর ভিত্তি করে বলিভিয়া গেরিলা

৯৩—আই. লেভরেৎস্কী প্রণীত আর্নেস্টো চে গেভারা, ইং-সংস্করণ, পৃঃ ২৭২।

যুদ্ধের শেষাংশের রূপ দিয়েছেন। এই গেরিলা যুদ্ধে আর্নেস্টো চে গুয়েভারার নাম যুক্ত না করলে, এমন কি বলিভিয়ার পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের কারো দৃষ্টিও আকর্ষণ করতো না। এই কারণে যে সেখানে বাস্তবে কোন যুদ্ধই হয়নি ··যুদ্ধ যুদ্ধ খেলাটাই হয়েছে। তথাকথিত 'চে গেভারার বলিভিয়া ডায়রীর' দিনপঞ্জীগুলোই তার জলন্ত নিদর্শন। কিন্তু চে গুয়েভারার নাম জুড়ে দেওয়ায় সমগ্র ঘটনাবলীই অতীব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই কারণে, বিশেষজ্ঞ এবং ব্যাখ্যাকারকরা বিশ্লেষণ মাধ্যমে যে ব্যাখ্যা, মতামত এবং মন্তব্য তুলে ধরেছেন তার সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। বাস্তব ক্ষেত্রে বলিভিয়ার সামরিক বাহিনী, হাভানা ও ম্যানিলা* পরিবেশিত সংবাদে যে ভয়ানক গড়মিল উপস্থিত হয়েছে, তা থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে নিখোঁজ চে গুয়েভারার হদিস প্রতিষ্ঠার জন্যে এই বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের অবতারণা। আর্নেস্টো চে গুয়েভারা এমন একটি নাম যে মৃত্যু ঘোষণাকে কেন্দ্র করে বিশ্বের তথাকথিত শত্রু এবং মিত্র সকলকেই জোটবদ্ধ করে দিয়েছে: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রেজনেভ নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন দুই পরাক্রম বিশ্বশক্তি এবং তাদের স্ব স্ব তাবেদার পার্টি ও রাষ্ট্রগুলি একই সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছে যে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের নায়ক: আর্নেস্টো চে গুয়েভারা এই 'মহাযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন!

৮ অক্টোবরের ঘটনাপঞ্জী বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যা অনুসারে সারা বিশ্বে যেভাবে পরিবেশিত হয়েছে: ৭ অক্টোবরের র‍্যামন লিখিত দিনপঞ্জী রাত ২টা বা ৪টেয় শেষ হয়ে যায়। দু'ঘণ্টা বিশ্রামের পর ভোর ৪টায় ১৭ জনের বাহিনী নিয়ে র‍্যামন আবার মার্চিং শুরু করে। লুক-আউট হিসেবে যে গেরিলাটি বাহিনী থেকে দূরত্ব বজায় রেখে

*—ম্যানিলা—এই সাংকেতিক শব্দের জায়গাটি সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ লেভরেৎস্কী নির্ধারণ করেছেন হাভানা। যদিও হাভানা স্বতন্ত্র নাম হিসেবে ডায়রীতে ব্যবহৃত হয়েছে।

এগিয়ে চলছিল, আচম্বিতে তার দৃষ্টি টেনে নেয় একটি উজ্জ্বল আলোর ঝলক, কিন্তু তা পলকে হারিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে লুক-আউটটি র‍্যামনকে খবর দেয়। র‍্যামন এবং অন্যান্য গেরিলারা সেই উজ্জ্বল আলোর ঝলক দেখার জন্যে অবশ্যই দাঁড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু তা আর দেখা গেল না, র‍্যামন ভাবল যে এই হঠাৎ জেগে ওঠা আলোর ঝলক হচ্ছে তাদের চোখের ভ্রম। সময়টা লক্ষণীয় যে ভোর ৪টের পর, কিন্তু তখনো অন্ধকার। সে ভ্রম স্বীকার করে নিয়ে ওরা আবার চলতে শুরু করল। সেই প্রথম থেকেই গেরিলাদের মধ্যে আলেয়া দেখা বা ভ্রম হওয়া বর্তমান ছিল, গেরিলা যোদ্ধাদের নৈতিক আদর্শগত দিকটি যে কত দুর্বল এবং কোন স্তরের তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। যদিও এটাই স্বাভাবিক, আদর্শহীন একটি আন্দোলনে অনুরূপ ভাবেই ঘটনাবলী উপস্থিত হতে থাকে, বাস্তব বিচার করার মতো মানসিকতার ঘটে অভাব। কিন্তু লুক-আউটের দেখা উজ্জ্বল আলোর ঝলকটি ভ্রম ছিল না। খানিক পরেই নাকি ওরা দেখতে পেয়েছিল একজন কৃষক টর্চ হাতে নিয়ে যাচ্ছিল। এই কৃষকটি কার্যতঃ কোন সংবাদ-বাহক অথবা গুপ্তচর কিনা, কোন বিশেষজ্ঞ কিছুই বলেননি। অথবা পরিকল্পনা অনুসারে র‍্যামনকে পথের নির্দেশ দেওয়ার জন্যে এসেছিল? অনুরূপ ভাবে ৭ অক্টোবরে যে বৃদ্ধা ছাগল চরাতে চরাতে গেরিলাদের গোপন আস্তানায় এসেছিল, এবং যাকে ৫০ পেসোজ ঘুষ দিয়েছিল—বেঁচে আসা গেরিলা পোমবো, বেনিগনো ও উর্বানো নাকি বলেছিল যে এরাই সামরিক বাহিনীকে গেরিলা উপস্থিতি সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছিল পুরস্কার পাওয়ার লোভে। কিন্তু তা যদি বেঁচে আসা গেরিলাদের বক্তব্য হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে তা সত্য বহির্ভূত। কেন না ওই পথিক কৃষক ও বৃদ্ধা যদি প্রকৃতই সামরিক বাহিনীকে খবর দিয়ে থাকে, তা বেঁচে আসা গেরিলাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তাই বিশেষজ্ঞদের এই মন্তব্য একটি অনুমান মাত্র।

অন্ধকার থাকতে ভোরের পূর্বেই র‍্যামন তার ১৭ জনের বাহিনী নিয়ে এসে পৌঁছয় গুহাতুল্য একটি খাদের মধ্যে। বিশেষজ্ঞরা এই অঞ্চলটির নাম নির্ধারণ করেছেন : ক্যুয়েব্রেডা ডেল উরো—পাশাপাশি অথবা কাছাকাছি দু'টি গুহাতুল্য খাদ যথাক্রমে উরো এবং সান এনটোনিও, এবং এই দু'টি খাদের সংযোগকারী পথের নাম ফিলো। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে ৭ অক্টোবরের দিনপঞ্জী অনুসারে আস্তানা থেকে হিগুয়েরা, জ্যাগুয়ে এবং পুকারার দূরত্ব। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা দেখতে পায় যে খাদটিতে রয়েছে কম উঁচু ঝোপ-ঝাপড়া এবং আশেপাশের পাহাড়গুলোয় হালকা গাছ-গাছালি, অর্থাৎ জঙ্গলটি ঘন নয়। আত্মগোপনের পক্ষে মোটেই সুবিধেজনক নয়। কোন বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে র‍্যামন নাকি বুঝতে পেরেছিল যে খুবই বিপদজনক অবস্থার মধ্যে তারা রয়েছে। অবশ্য যেখানে গেরিলারা র‍্যামনের মনোভাব বুঝতে অসমর্থ সেখানে বিশেষজ্ঞদের পক্ষে র‍্যামনের মনের কথা বুঝা কতটুকু সম্ভব? তাছাড়া, এর মধ্যে আরেকটি বিস্ময় হচ্ছে : ৭ অক্টোবরে বৃদ্ধা রমনী যেমন গেরিলা উপস্থিতি এবং আস্তানা দেখে গেছে এবং ৮ অক্টোবর ভোর ৪টের পর আলোর-ঝলকের মালিক যে কৃষক, সেও দেখেছে গেরিলাদের গতিবিধি। কৃষকটি যে এই খাদ পর্যন্ত এসে গেরিলা অবস্থান দেখে যায়নি, অথবা র‍্যামনকে পথের নির্দেশ দিয়ে গেছে, তা হলপ করে কেউ বলতে পারে না। এমন অবস্থায় র‍্যামনের এই অহেতুক ভাবনা অর্থহীন।

কথাটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে রেডিও ঘোষণা অনুযায়ী : 'চে গুয়েভারা' অর্থে র‍্যামনকে তার বাহিনী সহ একটি জঙ্গলের খোয়াড়ে আটকে ফেলা হয়েছে এবং ৮ অক্টোবরই তাকে বন্দী করা হবে। এই রেডিও সংবাদ অর্থে নির্দেশকে অনুসরণ করে র‍্যামনের গতিবিধি একথাই প্রমাণ করে যে এই ১৭ জন গেরিলাকে নিয়ে সে একটি খোয়াড়ে অর্থাৎ সামরিক-বুহ্যে স্ব-ইচ্ছায় এসে ঢুকেছে। কেন

না, ভোরের আলো দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই র‍্যামন তার বাহিনীকে দুই ভাগে বিভক্ত করে, খাদটিকে কেন্দ্র করে একটি নিরাপত্তা-মূলক গণ্ডি করে এরা ডান দিক থেকে বাঁ দিকে···বাঁ দিক থেকে ডান দিকে টহল দেবে। এই টহলদার দু'টি গ্রুপকে বিশেষজ্ঞরা আত্মঘাতি স্কোয়াড নামে অভিহিত করেছেন। উঁচু পাহাড় শীর্ষে ভোরে বা সকালে সূর্যের আলোয় ভরে উঠলেও পাহাড়ের নিচের দিক প্রায় আধো আধো অন্ধকার থাকে। র‍্যামনবাহিনী যেখানে আত্মগোপন করেছে, অঞ্চলটি মধ্যবর্তী অংশে। টহলদার দু'টি গ্রুপ তাদের কাজ শুরু করে, হঠাৎ ডানদিকের গ্রুপ সৈন্যদলের উপস্থিতি দেখতে পেয়ে র‍্যামনের কাছে সংবাদ পাঠায় যে চারদিক থেকে তাদের ঘেরাও করে ফেলেছে সৈনিকরা···তখন নাকি গেরিলা টহলদাররা ঘড়ি দেখেছিল : 'সময় সকাল ৮·৩০ মিনিট।'

র‍্যামন তার বাহিনী নিয়ে এখানে পৌঁছেছে অন্ধকার থাকতে। সেই সময়ে সৈনিক উপস্থিতি দেখতে পায়নি। অন্ধকারে না দেখাটা স্বাভাবিক, কিন্তু যেখানে রেডিও সংবাদ রয়েছে যে ১৮০০ জন সৈনিক তাদের পেছনে রয়েছে, সেখানে গেরিলা যুদ্ধের সুদক্ষ নেতা হিসেবে র‍্যামন কেন বুঝতে পারেনি যে তাদের পেছনে রয়েছে সৈন্যবাহিনী ···যেমন একটি বিস্ময়, তেমনি অভিজ্ঞতাহীন সাধারণ গেরিলা যোদ্ধাদের পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব নয় যে গভীর জঙ্গলে যাওয়ার পরিবর্তে র‍্যামন কেন হিগুয়েরার আরো কাছে চলে এল। ৭ অক্টোবরে উচ্চতা ছিল ৭৮৭৪ ফুট, এবং হিগুয়েরা থেকে দূরত্ব ১লীগ অর্থাৎ সাড়ে তিন মাইল, ঘণ্টা খানেক হাঁটার পর ৮ অক্টোবরে এই দূরত্ব অন্ততঃপক্ষে আরো আধ মাইল বা এক মাইল কমে এসেছে।

টহলদার গেরিলা গ্রুপের দেওয়া সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে র‍্যামন নাকি ভেবেছে যে সে বুঝতে পারেনি অথবা জানতে পারেনি যে

সৈন্যবাহিনী কোন নির্দিষ্ট সংবাদ ভিত্তি করেই এসেছে কি না। র‍্যামনের এই ভাবনাটা অদ্ভুত, তবে র‍্যামনের এই ভাবনাটার কথা বিশেষজ্ঞরা বলেছেন। সৈনিকদের উপস্থিতির সংবাদটির সময় হচ্ছে সকাল ৮-৩০ মিনিট, এই সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে র‍্যামন তার বাহিনীকে হুকুম দেয় যে সবাই যেন নিজেদের এমন ভাবে লুকিয়ে রাখে যাতে সৈনিকরা গেরিলা উপস্থিতি টাহর করতে না পারে। কারণ লুকিয়ে থেকে দিনটি কাটিয়ে সন্ধ্যে বা রাতের আঁধারে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে।[৯৪]

রিচার্ড গট বলেছেন যে র‍্যামন নাকি বলেছিল: 'যদি দুপুর ১টার মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় তাহলে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নেই, যদি চারটে অবধি নিশ্চুপতার মধ্যে কাটানো যায় তাহলে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গিয়ে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।'[৯৫]

বিশেষজ্ঞদের অভিমত অনুসারে সকাল সাড়ে আটটায় যুদ্ধ শুরু হয়নি। কিন্তু র‍্যামন আগেভাগে আত্মরক্ষার ব্যবস্থাই করল। শিক্ষিত যোদ্ধাদের দুইটি গ্রুপে বিভক্ত করে ডান দিক এবং বাঁ দিকে পাঠিয়ে দিল। লেভরেৎস্কী ব্যক্ত করেছেন: 'চে তার লোকদের নিম্নোক্তভাবে কাজ দিয়ে পাঠাল ডানদিকের গ্রুপে বেনিগনো, কাঁধে জখম, ডারিও ও ইনটি, বাঁ দিকে পোমবো এবং উর্বানো। চে নিজের সঙ্গে রাখল ১১ জন লোক। যদি তারা এই বূহ্য ভেদ করে বেরিয়ে আসতে পারে, সেক্ষেত্রে এটাই মেনে নেওয়া হল যে পাইডেলপারগো নদীতে সাক্ষাৎ হবে।'[৯৬]

সকাল সাড়ে আটটার এই ব্যবস্থা থেকে বোঝা যায় যে র‍্যামন যে বূহ্য থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে কিনা সে সম্পর্কে সে সন্দিহান।

৯৪—আই লেভরেৎস্কী প্রণীত আর্নেস্টো চে গেভারা, ইং-সংস্করণ, পৃঃ ২৭২।২৭৩।

৯৫—রুরেল গেরিলাজ ইন ল্যাটিন আমেরিকা, পৃঃ ৫৫২।

৯৬—আই লেভরেৎস্কী প্রণীত আর্নেস্টো চে গেভারা, ইং-সংস্করণ পৃঃ ২৭৩।

তাই কথাটিতে 'যদি' ব্যবহার করেছে। অর্থাৎ সামরিকবাহিনী চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে; তাই র‍্যামন তার বাহিনীকে নিয়ে একটি খোয়াড়েই আটকে পড়েছে। এই আত্মঘাতি স্কোয়াডের টহলদাররা অবশ্যই খাদ থেকে দূরে তাদের চলমান পাহারা বজায় রাখার কথা অথবা রণাঙ্গণের সীমানা ছেড়ে চলে গেছে, জানা যায় না। কিন্তু দুপুর দেড়টা পর্যন্ত কোন যুদ্ধ শুরু হয়নি দেখে র‍্যামন আরো দু'জন গেরিলাকে যথাক্রমে ন্যাটো এবং এনিস্টোকে বদলী হিসেবে পাঠাল পোমবো ও উর্বানোকে বিশ্রাম দেওয়ার উদ্দেশ্যে। এরা দু'জন পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই অতর্কিতে ছুটে এল গুলি···এনিস্টো সঙ্গে সঙ্গে নিহত হল এবং ন্যাটো গুলির আঘাতে আছড়ে পড়ল পোমবো আর উর্বানোর কাছে। শুরু হল গুলির ঝড় এবং একটানা সন্ধ্যে অবধি নাকি গুলি চলতে থাকল। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে গুহার ভেতরে কি ঘটছে তা জানা যায় না। তাই গুহার অভ্যন্তরের ঘটনাপঞ্জী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা শুধু নীরবই নন, কারো পক্ষেই কিছু জানা সম্ভব ছিল না।

দুপুর দেড়টার পর আত্মঘাতি স্কোয়াডের দুইটি গ্রুপের অবস্থান দাঁড়ায় নিম্নোক্ত রূপ: ডানদিকের গ্রুপ—পোমবো, ইনটি, ডারিও, বেনিগনো, ন্যাটো এবং উর্বানো। বাঁদিকের গ্রুপ—এ্যল মেডিকো, ইউস্টোকিউ, চাপাকো, পোলো এবং পাবলিটো। এবং এ্যনিস্টো নিহত। অর্থাৎ দুপুরে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গেই র‍্যামনের সঙ্গে ২ জন যোদ্ধার পুরোপুরি ছেদ পড়ে যায়। বাঁদিকের গ্রুপটিকেও র‍্যামন আদেশ দেয় যে ওরাও পাইডেলপারগো নদীতে যাবে, যদি বুহ্য ভেদ করে র‍্যামন বেরিয়ে আসতে পারে তাহলে ওখানেই দেখা হবে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর কখন যে এই দুইটি গ্রুপ নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থানের দিকে রওয়ানা দেয়, তা জানা যায় না।

কিন্তু ডানদিকের গ্রুপ অর্থাৎ পোমবোর নেতৃত্বে যে পাঁচজন গেরিলা

যখন সন্ধ্যের পর গোলাগুলি বন্ধ হয়ে যায়, খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে ওরা খুঁজতে আসে তাদের নেতা র‍্যামনকে, সেই গুহায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে র‍্যামন বা কাউকেই ওরা দেখতে পেল না, এমন কী নিহত গেরিলাদের মৃতদেহগুলিও চোখে পড়ল না। যুদ্ধ চলাকালিন অবস্থায় এই ছয় জন কি করছিল জানা যায় না, তবে এদের কেউ নিহত বা আহতও হয়নি। গুহার ভেতরে এসে দেখে যে দলিল-পত্রাদি এবং টাকাকড়ি অবশিষ্ট কিছুই নেই, পড়ে আছে শুধু ন্যাপসেকটি। ওরা নাকি ভেবেছিল যে সিদ্ধান্ত অনুসারে র‍্যামন সহযোদ্ধাদের নিয়ে গুহা থেকে যে কোনভাবে বেরিয়ে চলে গিয়েছে পাইভেলপারগো নদীর দিকে। তারাও রওয়ানা দিল ওই নদীর দিকে। কিছুদূর আসার পর ইনটি পেয়ে গেল দলামোচড়া পাকানো এ্যালুমিনিয়ামের একটি প্লেট যা র‍্যামন ব্যবহার করতো এবং আশে-পাশে ছড়ানো রয়েছে খাদ্য-সামগ্রী বিশেষ করে টুকরো টুকরো ময়দা। ওরা নাকি ভেবেছিল যে; অন্যকিছু ছুড়ে ফেলে দিলেও যে কোন অবস্থায় 'চে' কখনই খাদ্যদ্রব্য ফেলতেন না। লোকগুলো সহজেই র‍্যামনের পদচিহ্ন পেয়ে গেল অন্যান্য অনেকগুলো পদচিহ্নের মধ্যে পূর্বনির্দিষ্ট গন্তব্যের গতি পথে, তাদের নাকি চিনতে অসুবিধে হল না এই কারণে যে র‍্যামনই একমাত্র ব্যক্তি যে ব্যবহার করত হরিণের কাঁচা চামড়ার জুতো। এই কারণে গেরিলা অনুসন্ধানীরা তখনো আশা করছিল যে র‍্যামনের সঙ্গে তাদের আবার দেখা হবে। কিন্তু তারা পাইভেলপারগো নদীর পূর্ব নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে গিয়েও র‍্যামনের সাক্ষাৎ না পেয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে র‍্যামনের পদচিহ্ন অনুসরণ করে হিগুয়েরায় এসে আবার পৌঁছয় এবং একটি গ্রাম্য স্কুল থেকে খানিকটা দূরে ছোটোখাটো গাছের আড়ালে খানিকক্ষণ আত্মগোপন করে থাকে...[৯৭]

৯৭—আই. লেভরেৎস্কী প্রণীত আর্নেস্টো চে গেভারা, পৃঃ ২৭২।২৭৩।

কোন কিছু বুঝতে না পেরে ভোরের পূর্বেই তারা আবার চলতে শুরু করে। এই দিনই উদ্ধার হয়ে রেডিও সংবাদে প্রচারিত হয় যে আর্নেস্টো চে গুয়েভারা নিহত। প্রথম দিকে তাদের বিশ্বাস না হলেও রেডিও সংবাদের ক্রমপ্রচার থেকে তারা বুঝতে পারে যে তাদের নেতা সরকারী ভাষায় মৃত অর্থাৎ বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের ইতি।

পোমবো, ইনটি, ডারিও, বেনিগনো, ন্যাটো এবং উর্বানো আর অপেক্ষা করার কোন যুক্তি খুঁজে পায় না। এরাই সাঁয়ত্রিশ জন যোদ্ধার মধ্যে তৎসময়ের বেঁচে আসা গেরিলা। বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন যে পোমবো নাকি বলেছে: 'আমরা তাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তা ছিল অসম্ভব। আমরা মাত্র কয়েক জন কিন্তু ওরা অনেক।'[১৮] পোমবোর নেতৃত্বে এই ছয় জন গেরিলা এই ভয়ানক পর্বতারণ্যে প্রায় একমাস লুকিয়ে থাকতে পেরেছিলেন, কেবলমাত্র সৈনিকদের সঙ্গে একটি মোকাবেলায় ১৫ নভেম্বর ন্যাটো নাকি নিহত হলেন। বাকী পাঁচ জন এলটো-প্লেনো নামক জায়গায় পৌঁছে স্থানীয় দু'জন কমরেডের সহায়তায় পোমবো-উর্বানো ও বেনিগনো এই তিন জন কিউবান পৌঁছোলেন চিলি রাজ্যে ১৯৬৮ ফেব্রুয়ারী। বলা হয়েছে যে তাদের নাকি বন্দী করে কোন একটি দ্বীপে রাখা হয়, এবং পরে মুক্তি দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয় প্যারিসে, এবং প্যারিস থেকে এরা কিউবায় পৌঁছে, সম্ভবত হাঁফ ছাড়েন, একটি দুঃস্বপ্ন থেকে বেঁচে আসার জন্যে।

ইনটি এবং ডারিও বলিভিয়ান, তারা বেঁচে থাকার আশায় দেশ ছেড়ে গেলেন না। এই গেরিলা যুদ্ধকে মুক্তি যুদ্ধ বলেই ছিল তাদের বিশ্বাস, আবার উল্লেখ করা অপ্রাসংগিক হবে না যে এই ডারিও কিন্তু র‍্যামনের নেতৃত্ব ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন, তা তিনি

১৮—রুবেন গেরিলাজ ইন ল্যাটিন আমেরিকা, পৃঃ ৫৫৩

পারেন নি, র‍্যামনের সন্ত্রাসের জন্যে। এরা দু'জন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার সক্রিয় হয়ে উঠলেন অর্থাৎ র‍্যামনের ভাষায় যে ভবঘুরে গেরিলা যুদ্ধ তারই সপক্ষে আবার সংগঠন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন। যদিও বলিভিয়ার রাষ্ট্র ব্যবস্থাই ততোদিনে অন্যপথে যাত্রা করেছে, কিন্তু অবশ্যই তা এই গেরিলাদের সপক্ষে নয়।

*** *** ***

বেঁচে আসা গেরিলাদের মধ্যে শেষ অবধি মাত্র তিনজন কিউবান রইলেন। এদের কাছ থেকে সংগৃহীত বক্তব্য থেকে বিশেষজ্ঞরা উপরোক্ত কাহিনী প্রচার করেছেন। কিন্তু আত্মঘাতি স্কোয়াডের এই দু'টি গ্রুপের ৮ অক্টোবরের অবস্থান সম্পর্কে কতকগুলো মৌলিক প্রশ্ন একেবারে গোলকধাঁধাঁর অভ্যন্তরে কোনঠাসা হয়ে আছে, যার কোন উত্তর পাওয়া যায় না। যদিও গুহার অভ্যন্তরে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে কি ঘটছিল সে সম্পর্কে প্রত্যেকেই নীরব। কিন্তু এই দু'টি আত্মঘাতি স্কোয়াড যে কী ভাবে প্রহরারত সৈনিকদের দৃষ্টি এড়িয়ে বুহ্য ভেদ করে বেরিয়ে আসতে পারল, তা থেকে গেছে জবাবহীন। এই দু'টি স্কোয়াডের ১১ জন গেরিলা সম্পর্কে রেডিও সম্পূর্ণ নীরব রইল। আত্মঘাতি স্কোয়াড দু'টি তৈরী করার উদ্দেশ্য ছিল যে এরা সৈন্যদের মোকাবেলা করবে এমন ভাবে যাতে একটা ভ্রান্তি সৃষ্টি হয় এবং সেই ফাঁকে র‍্যামন তার দেহরক্ষী-অনুরূপ গেরিলাদের নিয়ে বুহ্য ভেদ করে বেরিয়ে আসবে। এরা এই অবস্থার সৃষ্টি করেছিল কিনা জানা যায় না। কিন্তু গেরিলা যুদ্ধের সুদক্ষ নেতা হিসেবে র‍্যামন তা পারেনি। কেন যে র‍্যামন তা পারেনি সে সম্পর্কে কোন বিশেষজ্ঞ ব্যাখ্যামূলক কোন অভিমত ব্যক্ত করেন নি। রিচার্ডগট অবশ্য বলেছেন: র‍্যামনের পক্ষে যা হওয়া উচিত ছিল সহজ পরিবর্তে আত্মঘাতি স্কোয়াডের এই ভয়ানক দায়িত্ব থাকা সত্বেও এরা পালিয়ে যেতে পেরেছিল।

পোমবোর নেতৃত্বে পাঁচজন গেরিলা রাতের আঁধারে যে কীভাবে অন্যান্য আরো পদচিহ্নের মধ্যে আবিষ্কার করল র‍্যামনের পদচিহ্ন এবং তা অনুসরণ করে শুধু পাইভেলপ্যারগো নদী পর্যন্তই নয়, আবার ফিরে আসে একেবারে হিগুয়েরার স্কুলের সন্নিকটে, তারাও দেখতে পেয়েছিল সেই হরিণের কাঁচা চামড়ার জুতোর পদচিহ্ন, যে জুতো র‍্যামন নদী সাঁতরে পেরুবার সময় হারিয়ে ফেলেছে। দিনটি হচ্ছে ১০ সেপ্টেম্বর, র‍্যামন দিনপঞ্জীতে যা লিখেছে।* বেঁচে আসা গেরিলাদের বক্তব্যের সঙ্গে রিচার্ডগটের মৃতদেহের বিবরণ অবশ্যই মিলে যাচ্ছে। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে রিচার্ডগট দেখেছিলেন যে ভেলী গ্র্যাণ্ডীর ধোবিখানায় টেবিলের উপরে শোয়ানো মৃতদেহের পায়ে রয়েছে অক্ষত অবস্থায় হরিণের কাঁচা চামড়ার বাড়ীর তৈরী জুতো। কিন্তু ডায়রী লেখক র‍্যামন জলে ভেসে যাওয়া হরিণেব কাঁচা চামড়ার জুতোর জন্যে বেদনা প্রকাশ করেছে, জুতো জোড়া তার কাছে খুবই মূল্যবান ছিল। তাই যদি সে আরেক জোড়া এমন ধারার জুতো পেতো অতি অবশ্যই পরবর্তী সময়ে তা ডায়রীতে উল্লেখ করতো। কিন্তু হরিণের চামড়ার জুতোর আর কোন উল্লেখ নেই।

তাছাড়া, প্রথম যে দু'টি আত্মঘাতি গ্রুপ সকাল সাড়ে আটটায় তৈরী করেছিল র‍্যামন, সে গ্রুপ দু'টি দুপুরবেলা ১১ জনে পরিবর্তিত হল। বিশেষজ্ঞেরা এই গেরিলা সংখ্যা বর্দ্ধন সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা দেন নি। যে কারণে ৮ অক্টোবরের অন্যান্য ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে যেমন তা সন্দেহের উদ্রেক করে অনুরূপভাবে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধ তথা র‍্যামনের ভূমিকা সম্পর্কেও মারাত্মক সন্দেহ জন্ম নেয়।

* * *　　* * *　　* * *

পোমবোর নেতৃত্বে আত্মঘাতি গ্রুপ যেমন বেরিয়ে যেতে পারল

---

*—I crossed the river swiming with the mule but I lost my shoes and now I have only brogues, a thing does not make me happy at all.

অনুরূপভাবে অন্য গ্রুপটি : এ্যল মেডিকো, ইউস্টোকিউ, চাপাকো, পোলো এবং পাবলিটোও র‍্যামনের নির্দেশ অনুসারে পাইজেনপ্যারগো নদীর গন্তব্যস্থানের দিকে যাত্রা করল। এরাও র‍্যামনের কাছে আসতে পারল না এবং নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছে অতি অবশ্যই নিরাশাগ্রস্ত হয়ে অন্য পথে চলে গেল। এদের সঙ্গে পোমবোর গ্রুপটির আর কোন সাক্ষাৎ হয়নি। তবে জানা যায় যে ১২ নভেম্বর পোটরিরো এ্যল নারানজ্যা নামক জায়গায় তাদের গুলিতে চারজন সৈনিক ও একজন গাইড নিহত হয়। ঘটনাটি কতটুকু সত্য তা বলা যায় না, কেন না ভবঘুরে গেরিলা গ্রুপ তখনো এই পর্বতাঞ্চলে বর্তমান রয়েছে। এবং এই পাঁচজনের কেউ বেঁচে থাকলে জানা হয়ত সম্ভব হত। বলা হয়েছে যে ১৪ নভেম্বর রিও মিজকু ও রিও গ্র্যাণ্ডীর সঙ্গমে এ্যল ক্যজন নামক দ্বীপে সাঁতরে যাওয়ার পথে সৈনিকরা এদের ঘেরাও করে এবং বন্দী হয়। ওই রাতেই বন্দীশালায় ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের পাঁচজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

এদের মধ্যে পোলো ও চাপাকো হচ্ছেন বলিভিয়ান, ইউস্টোকিউ হচ্ছেন পেরুভিয়ান, এ্যল মেডিকো পেশায় ডাক্তার হচ্ছেন কিউবান যিনি মরো নামেও পরিচিত ছিলেন। এদের রক্তে পর্বতাঞ্চলের প্রত্যেকটি নদীর জল লাল হয়ে না গেলেও, বলিভিয়ার জলের সঙ্গে আজও মিশে আছে সেই লাল রক্তের নীল আভাস।

***   ***   ***

টহলদার হিসেবে গেরিলা যুদ্ধের নেতা র‍্যামনকে রক্ষার জন্যে এই দু'টি গ্রুপে ১১ জন গেরিলা বাস্তবে সূর্যদোয়ের সঙ্গে সঙ্গে অথবা সকাল সাড়ে আটটার মধ্যেই র‍্যামনের দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল। র‍্যামনের সঙ্গে মোট ৬ জন গেরিলা রইল। বিশেষজ্ঞদের হিসেব অনুসারে : উইলি, প্যাকহো, এ্যল চিনো, আর্থুরো, এনিস্টো এবং

এ্যান্টোনিও। এবং র‍্যামন সহ হচ্ছে মোট ৭ জন। এরাই হচ্ছেন ৮ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত 'মহাযুদ্ধের' মুখ্য উপস্থিত প্রত্যক্ষ সাক্ষী। কিন্তু কেউই বেঁচে নেই, ৮ অক্টোবরেই এরা নিহত হয়েছেন। যদিও বিশেষজ্ঞরা এদের মৃত্যুর সময় সম্পর্কে একমত নন, তাদের অভিমত অনুসারে উইলি এবং এ্যাল চিনো নিহত হয়েছেন ৯ অক্টোবর। তবে র‍্যামন যোদ্ধা হিসেবে শিক্ষিত গেরিলাদের আত্মঘাতি স্কোয়াডের দু'টি গ্রুপে বিভক্ত করে সরিয়ে দেয়। সঙ্গে যাদের রাখল যুদ্ধ ছাড়া অন্যান্য কাজে হয়ত বা ওরা ভাল। র‍্যামনের এই কার্য-কারণকে আর্নেস্টো চে গুয়েভারার গেরিলা যুদ্ধের কলাকৌশলের সঙ্গে তুলনা করলে কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই স্বাভাবিক ভাবে বুঝা যায় যে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য থেকেই র‍্যামন গেরিলাদের বিভক্ত করেছে। ক্যুয়েব্রেডা ডেল উরোর প্রকৃত ঘটনাপঞ্জী যে কারণে থেকে গেছে অজানা। এই কারণে বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ থেকে যে সিদ্ধান্ত তুলে ধরা হয়েছে, তা এক থেকে অন্যের অভিমতের সঙ্গে মিলছে না। যে কারণে উৎসুক পাঠক যারা ৮ অক্টোবরের ঘটনাপঞ্জী সম্পর্কে উৎসাহী, অবশ্যই তাদের জন্যে সৃষ্টি করবে ভ্রান্তি এবং ফলস্বরূপ কুজ্ঝটিকা। এবং র‍্যামনের উদ্দেশ্যই ছিল এই কুয়াশা সৃষ্টি, ৭ নভেম্বর ১৯৬৬ এডলফো মেনা গনজ্যালেজের আগমন যেমন আজোও একটি রহস্য, তদ্রুপ ৮ অক্টোবরকে কেন্দ্র করে পরবর্তী প্রত্যেকটি ঘটনাপঞ্জী আরো ঘনীভূত রহস্যে আবৃত।

র‍্যামন যে ছয়জন গেরিলাকে নিজের সঙ্গে রাখল, দুপুরে 'মহাযুদ্ধ' শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিহত হল এনিস্টো, আর্থুরো, এ্যান্টোনিও এবং পাকহো। এতে আরো চার জন কমে গেল, রইল শুধু উইলি এবং এ্যাল চিনো। এই দুই গেরিলা যোদ্ধা সম্পর্কে এই ঘটনাপঞ্জীর পরিপ্রেক্ষিতে স্মরণ করা প্রয়োজন যে: উইলিকে

র‍্যামন সন্দেহ করে, কেন না কোন সংঘর্ষের সুযোগ নিয়ে উইলি পালিয়ে যেতে পারে। এই পালানো বন্ধ করার জন্যে, র‍্যামন উইলির সঙ্গে কথা বলে। বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের শেষ অঙ্কে উইলির উপস্থিতি এই কথাই প্রমাণ করে যে র‍্যামনের কথা বলা থেকেই উইলি থেকে যেতে বাধ্য হয়েছে···সংঘর্ষের সুযোগে সে পালিয়ে যেতে পারেনি। ৮ অক্টোবরের অবস্থায় উইলিকে পালাতে না দিলেও র‍্যামন নিজেই পালিয়ে যেতে চায়। উইলি যদি পালিয়েই যেতে চায় তাহলে ক্ষতিটা কিসের, র‍্যামন বলেনি যে কোথায় পালিয়ে যেতে চায় উইলি। সে কী ভবঘুরে গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিতে চেয়েছিল অথবা চেয়েছিল গুপ্তচর হতে। এই কথাগুলো জবাবহীন রইল। কোন বিশেষজ্ঞ কোন মতই ব্যক্ত করেন নি যে র‍্যামনের প্রকৃত পরিচয় উইলি জানতে পেরেছিল: র‍্যামন হচ্ছে প্রস্নী মাত্র···আর্নেস্টো চে গুয়েভারা নন।

এবং এ্যল চিনো, এই চিনো হচ্ছে সেই পেরুভিয়ান, এডলফো মেনা গনজ্যালেজের আগমনের বহু পূর্ব থেকেই বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত। প্রকৃতপক্ষে ১৯৬৫ থেকেই। ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়: ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে কথাবার্তা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে পেরু রাজ্যেও গেরিলা যুদ্ধ সংগঠিত হবে এই বিশ্বাস নিয়ে চিনো বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধে যোগ দেন যাতে পেরুভিয়ান গেরিলারা এই যুদ্ধে বাস্তব শিক্ষা নিতে পারে। সম্ভবতঃ এই কারণে এ্যল চিনো মাসে পাঁচ হাজার ডলার হিসেবে দাবী করেছিল যে ১০ মাস ধরে এই টাকাটি তাকে দিতে হবে। কিন্তু চিনো যে এই টাকাটি মজুরী হিসেবে দাবী করেনি তাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না···চিনোর কার্যকলাপে অবশ্যই পেরু রাজ্যে কোন গেরিলা সংগঠন গড়ে ওঠেনি। এ থেকে মনে হয় যে তার এই অর্থের দাবী বাস্তবে লোক সংগ্রহের মজুরী। এবং এই সব লেনদেনের ব্যাপারে

র‍্যামন কোন দায়িত্ব নেয়নি। র‍্যামন যে লেনদেন করেছিল তা বাস্তবে ফিদেল কাস্ত্রোর নির্দেশে। ২০ মার্চ চিনোর দাবী সম্পর্কে র‍্যামন যে মন্তব্য করেছে, এই পরিপ্রেক্ষিতে সে অদৃশ্যকালি যোগে ফিদেল কাস্ত্রোকে জানিয়েছে। সে রিপোর্টটি দেব্রের কাছে ছিল, বন্দী হওয়ার পর তা সামরিক বাহিনীর জিম্মায় চলে যায়। দেব্রের বিচারের সময় চিঠিখানা পড়া হয়। র‍্যামন লিখেছে : 'এ্যাল চিনোকে মোটেই গেরিলা নেতা মনে হয় না, তবে তা তোমার সমস্যা। চিনোকে ৩০০০০ ডলার দিতে মনস্থ করেছি।' এই সম্পর্কে যদিও বিশেষজ্ঞেরা কোন মতামত ব্যক্ত করেন নি। তাছাড়া, লেভরেৎস্কী খুবই সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে চিনো চশমা পরতো এবং চশমা ছাড়া সে হচ্ছে অন্ধতুল্য।

গেরিলা যুদ্ধের এই অন্তিম অবস্থায় র‍্যামন এই দু'জনকেই তার সঙ্গে রাখল। এবং র‍্যামন এতোটুকুও চেষ্টা করল না এই বূহ্য ভেদ করে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে। বিস্ময়টি আরো জট পাকানো হয়ে ওঠে ; যখন দেখা যায় আত্মঘাতি গ্রুপের ১১ জন একটি বুলেট ব্যয় না করে, আহত না হয়ে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। যা থেকে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে বূহ্যটি বাস্তবে বিশেষ তৎপর এবং সংগঠিত ছিল না। পালিয়ে যাওয়ার পথ রাখা ছিল। যদিও বিশেষজ্ঞের মতে এটি একটি 'মহাযুদ্ধ'। কিন্তু র‍্যামন চাইলেই বেরিয়ে যেতে পারতো ? পালিয়ে গেলে তার মৃত্যু ছিল অনিবার্য। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিবিধ রেডিও সংবাদ এবং র‍্যামন লিখিত ডায়রীর বিবিধ দিনপঞ্জীতে যে সব উল্লেখ আছে, তা যে হাভানা-ম্যানিলার নির্দেশক্রমে র‍্যামনের গতিবিধি সেইভাবেই বেঁধে দেওয়া ছিল। একমাত্র এই কারণ থেকেই র‍্যামন রণাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টার পরিবর্তে গেরিলাদের একে একে সবাইকে সরিয়ে দিয়ে নিজেকে মুক্ত করল।

৯৯—রুয়েল গেরিলাজ ল্যাটিন আমেরিকা' পৃঃ ৪৯৫

আত্মঘাতি স্কোয়াড বিদেয় হওয়ার পর অর্থাৎ তা সকাল সাড়ে আটটাও হতে পারে, হতে পারে তার পূর্বে অথবা প্রচারিত সময় অনুসারে দুপুর দেড়টার মধ্যে, যখন গোলাগুলি শুরু হয়ে যায় এবং এনিস্টো, আর্থুরো, এ্যান্টোনিও এবং প্যাকহো নিহত হয়। বলা হয়েছে এই সময়ে র‍্যামনের পায়ে গুলি লেগে আহত হয়, উইলি তাকে টেনে নিয়ে একটি ঝোপের ভেতরে আত্মগোপন করে। লেভরেৎস্কা ব্যাখ্যা করেছেন : 'দুপুরে গোলাগুলি শুরু হওয়ার সঙ্গেই র‍্যামনের পায়ে গুলি লেগে আহত হয়, কিন্তু উইলির কিছুই হয়নি, র‍্যামনকে টেনে নিয়ে উইলি একটি ঝোপের মধ্যে আত্মগোপন করে।' ঝোপের নড়াচড়া দেখে সৈন্যরা হ্যাণ্ড-গ্রেনেড ছুড়ে মারে ঝোপ লক্ষ্য করে। কিন্তু কোন বিস্ফোরণ হয় না দেখে সার্জেন্ট হুয়াংকা দৌড়ে এসে দেখতে পায় তাদের আকাংখিত : 'আর্নেস্টো চে গুয়েভারা!' এবং তার পায়ের ক্ষত পরিচর্যা করছে। সার্জেন্টটি নাকি সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুড়ে কিন্তু কেউ আহত হয় না, সঙ্গে ছিল উইলি।

এই অবস্থা পর্যন্ত খানিকটা বিরতির প্রয়োজন রয়েছে, এই কারণে যে এই যে একটি পরিস্থিতি তা কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞদের গবেষণালব্ধ অভিমত, কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে মারাত্মক গড়মিল···বিশেষজ্ঞদের কেউই এই ৮ অক্টোবরের ঘটনাপঞ্জী অনুধাবন করার জন্যে উপস্থিত ছিলেন না এবং র‍্যামন লিখিত বলিভিয়া ডায়রীখানির বিভিন্ন দিনের দিনপঞ্জী ৮ অক্টোবরের পরিস্থিতির সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে কিনা, তা বিচার করে দেখেননি। এই কারণে এই পুস্তক লেখকের ধারণা অনুসারে কয়েকটি বিশেষ দিনের দিনপঞ্জী বিচার্য, যা থেকে ৮ অক্টোবরের ঘটনাপঞ্জী সহজ হয়ে ওঠা সম্ভব। যেমন ১৯ সেপ্টেম্বর র‍্যামনের দিনপঞ্জীর লেখা শেষ বাক্য : 'সময়ের একটি ইংগিত,

আমি কালি শেষ করে ফেলেছি।'* অথবা সময় ইংগিত দিচ্ছে, আমার কালি শেষ হয়ে গেছে।

ওই দিনকার দিনপঞ্জীর সঙ্গে উপরোক্ত বাক্যটি একেবারে সম্পর্কহীন? র‍্যামন অবশ্যই কোন ব্যাখ্যা দেয়নি। ডায়রীখানি যদি পাঠকদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়ে থাকে, এই বাক্যের কি অর্থ হতে পারে? যদি তা লেখা হয়ে থাকে কর্তাদের কাছে অর্থে হাভানা-ম্যানিলায় পরিকল্পকদের কাছে, রিপোর্ট হিসেবে, সেক্ষেত্রে এই বাক্যের নিশ্চিতই একটি অর্থ হয়। লক্ষ্য করা প্রয়োজনীয় যে এই স্বকীয় স্বাধীন বাক্যটির মধ্যে একটিমাত্র কমা টেনে বিভক্তি ঘটানো হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের অনুরূপ কোন সাংকেতিক ভাষাবিদও কোন বক্তব্য হাজির করেন নি। বাস্তবে বাক্যটি অর্থপূর্ণ হতে পারে এইভাবে যে র‍্যামন কর্তাদের বলতে চায়: আমার চুক্তি শেষ হয়ে গেছে, আর লেখার মতো কিছু নেই··যেহেতু আমি এবারে বিদায় চাই।

এটাই কেবল মাত্র স্বাভাবিক অর্থ হতে পারে, কেন না, বাস্তবে র‍্যামনের কালি শেষ হয়ে যায় নি, পরবর্তী ১৮ দিনের দিনপঞ্জী সে খোশ মেজাজে লিখতে পেরেছে। যে গুরুত্ব দিয়ে তার কালি শেষ হয়ে যাওয়ার কথা লিখেছিল, কিন্তু পরবর্তী ১৮ দিনের দিনপঞ্জীতে আবার কালি পাওয়ার কোন উল্লেখ নেই। ডায়রীতে নিশ্চিতই কোন অর্থহীন বক্তব্য সে লিখে যেতে পারে না। তাই সময় বয়ে যাওয়ার সঙ্গে কালি ফুরিয়ে যাওয়া অর্থহীন কোন বক্তব্য নয়।

অনুরূপ ২৫ সেপ্টেম্বরের দিনপঞ্জী: 'ইনটি এবং আমি কাম্বার সঙ্গে কথা বলেছিলাম এবং সে স্বীকার করেছে যে আমাদের সঙ্গে হিগুয়েরায় যাবে, যে স্থানটি পুকারার কাছে এবং চেষ্টা করা হবে সেখান থেকে সান্তাক্রুজ যাওয়া।' এই মন্তব্য অনুসারে 'মহাযুদ্ধের'

*—A sign of times, I have run out of ink.

১৩ দিন পূর্বেই নির্দিষ্ট হয়ে গেল র‍্যামনের গন্তব্যস্থল প্রথমে হিগুয়েরা এরপর সান্তাক্রুজ।

কিন্তু কাম্বা তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার বদলে ২৬ সেপ্টেম্বর অদৃশ্য হয়ে যায়। এই দিনের দিনপঞ্জীতে র‍্যামন লিখেছে: 'হিগুয়েরায় পৌঁছনোর পর দেখা গেল যে সব কিছু বদলে গেছে, সব পুরুষ অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং সেখানে মাত্র কয়েক জন স্ত্রীলোক বর্তমান ছিল।'

এই দিনপঞ্জীর অন্যান্য বক্তব্য পূর্বাহ্নেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই শহরের শহরতলীতে বাস্তবে সামরিকবাহিনী এই প্রথম আক্রমণে গেরিলাবাহিনীকে তাদের উপস্থিতি জানিয়ে দেয়। সামরিকবাহিনীর এই একমাত্র একটি প্রত্যক্ষ আক্রমণ। অবশ্য র‍্যামন এই ফাঁদে ধরা দেয়নি। যদিও র‍্যামন এই প্রথমবার দাবী জানায় সে নিজেই: 'এই ক্ষুদ্র শহরে আত্মরক্ষা সংগঠিত করেছি, যুদ্ধ ক্ষেত্রে যারা তখনো বেঁচে রয়েছে তাদের ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে রিও গ্র্যাণ্ডীর পথেই যাওয়া।'

এই আক্রমণও র‍্যামনের চোখের বাইরেই হয়েছে। যদিও র‍্যামন আত্মরক্ষা সংগঠিত করেছে বলে দাবী করল। তারপরই শহর থেকে সরে পড়ে। কিন্তু কোথায় গিয়ে আশ্রয় নিল, উল্লেখ নেই। এই আক্রমণটি হয়েছে দুপুর দেড়টায় এবং ওরা থেমেছে ১২ টায় অর্থাৎ মধ্যরাত্রি, সেখানেই ঘুমিয়েছে এবং আর এগিয়ে যাওয়া অর্থহীন বলে যাত্রার ইতি হয়েছে ঘুমে। কিন্তু ২৭ সেপ্টেম্বর দেখা যাচ্ছে যে ওরা আবার চলতে শুরু করেছে রাত ৯ টায় ও সকাল ৭টা অবধি হেঁটেছে; এবং বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে একটি রেডিও সংবাদ: 'বলা হয়েছে গেলিণ্ডো কোম্পানীর সঙ্গে আমার সংঘর্ষ হয়েছে এবং তিন জনের মৃত্যু হয়েছে।' এই রিপোর্টটি হচ্ছে হিগুয়েরার উপরোক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

২৮ সেপ্টেম্বর : প্রথম দিকে রেডিও প্রচার করেছে আমার মৃত্যু সংবাদ, পরে তা শুধরে নেয়। ২৯ সেপ্টেম্বর : সৈন্যবাহিনীর আনাগোনা দেখেছে। ইনটি খবর এনেছে যে সে দেখে এসেছে ১৬ জন সৈন্যকে যেতে। এই সব খবরাখবর থেকে র‍্যামন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না যে কোন পথে যাবে। আগামী কাল যাবে দুজন, একজন সেই একই জায়গায়···অর্থাৎ র‍্যামন বলতে চায় সেই হিগুয়েরা। অন্যজন যাবে একটি নিরাপদ পথের সন্ধানের জন্যে। রেডিও থেকে কোন সংবাদ নেই, অর্থাৎ হাভানা-ম্যানিলা থেকে কোন নির্দেশ নেই।

৩০ সেপ্টেম্বর : স্থানীয় রেডিও থেকে কোন সংবাদ নেই অর্থাৎ বলিভিয়া তথা হাভানা-ম্যানিলা। কিন্তু চিলি রেডিও থেকে সংবাদ রয়েছে। র‍্যামন বিশেষ ভাবে সংবাদটি উল্লেখ করেছে : 'চিলি রেডিও বালমাসেডা ঘোষণা করে যে জনবসতিহীন মারাত্মক জঙ্গলের খাদে চে গুয়েভারাকে খোয়াড়ে আবদ্ধ করে ফেলা হয়েছে। স্থানীয় রেডিও ষ্টেশনগুলি নিশ্চুপ। মনে হচ্ছে একটা ভাওতা অথবা এই অঞ্চলে আমাদের উপস্থিতি সম্পর্কে ওরা নিশ্চিত। খানিকের মধ্যেই এদিক থেকে ওদিকে সৈন্য চলাচল শুরু হল।'

এখানে লক্ষ্য করা দরকার যে সামরিকবাহিনীর খুবই উচু মহলের সূত্র থেকে এই সংবাদটি চিলি রেডিও সংগ্রহ করেছে। এই সংবাদে বাস্তব খবর রয়েছে র‍্যামনের জন্যে—অর্থাৎ খোয়াড় স্বরূপ এমন একটি জায়গা র‍্যামনকে বেছে নিতে হবে যে সাক্ষীবিহীন অবস্থায় যাতে সে বেরিয়ে আসতে পারে। তা না হলে সংবাদটি মূল্যহীন হয়ে পড়ে এবং বলিভিয়ার সামরিক উচু মহল থেকে এই সংবাদ চিলি রেডিও-এর পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব নয় যদি না তাদের মধ্যে সম্পর্ক থাকে। বলিভিয়া রেডিও এই সংবাদ দিতে পারে না স্বীয় সামরিক-বাহিনীর নৈতিক দিকটি রক্ষার জন্যে। রেডিও সংবাদকে

অনুসরণ করে র‍্যামন দেখেছে সৈনিকদের যাওয়া আসা…কিন্তু গেরিলারা সৈনিকদের দৃষ্টিতে আসেনি। ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে বিশেষ-ভাবে ৭ অক্টোবর অবধি প্রতিদিনের উল্লেখিত ঘটনাপঞ্জী অনুধাবন করলে ৮ অক্টোবরের ঘটনাপঞ্জীর আভ্যন্তরিক অবস্থানটি স্পষ্ট হয়ে উঠে। যেখানে ১৯ সেপ্টেম্বর র‍্যামন স্পষ্ট ভাবেই লিখেছে: সময় ইংগিত দিচ্ছে, আমার কালি শেষ করে ফেলেছি।

*** *** ***

৪ অক্টোবর এবং ৩০ সেপ্টেম্বরের রেডিও সংবাদটি সমান্তরালে রেখে ক্যুয়েব্রেডা ডেল উরোর সৈন্য পরিবেষ্টিত গুহাটির মধ্যে র‍্যামন এবং উইলি একটি ঝোপে আত্মগোপন করে আছে, এবং দেখা যাচ্ছে যে পূর্ববর্তী রেডিও সংবাদ অনুসারে র‍্যামন একটি খোয়াড়ের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। সঙ্গে যে দু'জন গেরিলা, এরা কোন বাধাই নয়। বাকী সবাই তো বহুদূরে চোখের দৃষ্টির বাইরে। সামরিক বাহিনীর উপস্থিতির কারণে যাদের পক্ষে আর ফিরে আসা সম্ভব নয়। লেভরেৎস্কীর ব্যাখ্যা অনুসারে সার্জেন্ট হুয়াংকা তাদের তথাকথিত আকাংখিত শিকারকে দেখে যে আনন্দিত হল, তা নয়। সে সঙ্গে সঙ্গে এই দু'জনকে বন্দী করল এবং তার উপরওলা কেপটেন গ্যারি প্রাডো সলমনকে খবরটি দিল। উচ্ছ্বাসে বিগলিত হয়ে এই কেপটেন নাকি সঙ্গে সঙ্গে কর্নেল জ্যেনোটিনোকে রেডিও যোগে সংবাদ পাঠাল: '৫০০ ক্যানসাডো।' অর্থাৎ চে-কে বন্দী করা হয়েছে। লেভরেৎস্কী বলেছেন: পরবর্তী সময়ে এই কেপটেন নাকি সাংবাদিকদের বলেছে: 'আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে-গিয়েছিলাম।' র‍্যামন ও উইলিকে বন্দী করে প্রচুর রক্ষীসহ হিগুয়েরায় পাঠিয়ে দেয়। র‍্যামন দু'জন সৈনিকের কাঁধে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল। উইলির পেছন মোড়া হাত বাঁধা ছিল।

সৈনিকরা ওদের পেঁ ৗছে দেয় শেষরাতে হিগুয়েরার দুই কামরার একটি স্কুলে। র‍্যামনকে রাখা হয় একটি কামরায়, অন্যটিতে উইলিকে।'

বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের শেষ সাক্ষী এ্যাল চিনোর কি হল! যখন র‍্যামন ও উইলিকে বন্দী করা হল, সেই সময় এ্যাল চিনো নাকি অন্ধের মতো হামাগুড়ি দিয়ে তার হারানো চশমা খুঁজছিল। লেভরেৎস্কী বলেছেন: র‍্যামন ও উইলিকে সাহায্য করতে চেয়েছিল চিনো, কিন্তু তার চশমা হারিয়ে যাওয়ায় সে হয়ে পড়লো অন্ধতুল্য।[১০০] যদিও বিশেষজ্ঞ বলেন নি যে কি ভাবে চিনো তার চশমাটি হারিয়েছে এবং উইলি এবং র‍্যামনের সঙ্গে কেন চিনো বন্দী হল না। সৈনিকরা কী চিনোকে দেখতে পায়নি এবং চশমাহীন অবস্থায় সে কি ভাবেই বা র‍্যামন ও উইলিকে সাহায্য করতে পারতো।

এই একই ঘটনাকে রিচার্ড গট ব্যাখ্যা করেছেন নিম্নোক্ত ভাবে: 'এই আত্মঘাতি স্কোয়াড তাদের নির্দিষ্ট অবস্থান নেওয়ার পুর্বেই গোলাগুলি চলা শুরু হয়ে যায়, কোন এক সময়ে দুপুর একটার পর। মূল গ্রুপ, গুয়েভারার নেতৃত্বে, তৎপরতার সঙ্গে উপত্যকতা থেকে পিছলে নেমে যাচ্ছিল রিওগ্র্যাণ্ডীর দিকে। কিন্তু যা ছিল তাদের কাছে অজানা, বুহ্যটি প্রকৃতপক্ষে ছিল পরিপুর্ণভাবে ঘেরাও, এবং এটা খুব বেশীক্ষণ নয় যে এরা সরাসরি গিয়ে পড়ল সেই সৈনিকদের হাতে যারা উপত্যকার প্রবেশ পথ পাহারা দিচ্ছিল। প্রচলিত ধারা বিরোধী হলেও যে গ্রুপটি স্ব-ইচ্ছায় ভলানটিয়ার হয়েছিল খুবই মারাত্মক কাজ করার জন্যে তবু সেই গ্রুপটি পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে। গুয়েভারা গ্রুপ, যার কাজটি হওয়া উচিত ছিল আরোও সহজ, গিয়ে পড়ল আরোও উন্নত ফৌজের হাতে। গুয়েভারার নিজের পায়ে গুলি লেগে ছিল এবং উইলির সাহায্যে পালিয়ে যেতে

১০০—আই লেভরেৎস্কা প্রণীত আর্নেষ্টো চে গেভারা, পৃঃ ২৮৯।

চেষ্টা করেছিল, যে খনি অঞ্চলের একজন বলিভিয়ান। চে এবং উইলি ধরা পড়ল, প্যাকহো এবং এ্যাল চিনোর একসঙ্গে।'[১০১]

রিচার্ড গট এবং লেভরেৎস্কীর ব্যাখ্যায় একই ঘটনা দুই ভিন্ন ধারায় বিশ্লেষিত হয়েছে। সাধারণ ভাবে প্রশ্নটি উঠে আসে যে কোন ব্যাখ্যাটি সত্য? এই দুই ব্যাখ্যার বক্তব্যে কেবলমাত্র একটি জায়গায় ঐক্য রয়েছে যে ঘটনা যেভাবেই ঘটে থাকুক না কেন, ফলস্বরূপ 'আর্নেস্টো চে গুয়েভারা' বন্দী হয়েছেন। এক্ষেত্রেও প্রশ্নটি জীবন্ত হয়ে ওঠে যে এদের দু'জনের কেউই প্রত্যক্ষদর্শী নন, তাদেব বিশ্লেষণের সূত্র হচ্ছে বলিভিয়ান সামরিক বাহিনী। এবং এই বিবিধ বিশ্লেষণের প্রতিক্রিয়ায় বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের বহির্জগতে তুমুল ঝড় ওঠে: এ বলে ও ঠিক · ও বলে এ ঠিক। কিন্তু রহস্যের সমাধানের পরিবর্তে ঘটনাপঞ্জী আরো ঘনিভূত রহস্যান্বিত হয়ে ওঠে।

* * *   * * *   * * *

রণাঙ্গন থেকে স্কুল গৃহে আনয়নের পর্বকে লেভরেৎস্কী প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন: শেষ রাতে র‍্যামন ও উইলিকে নিয়ে আসা হয়।* এবং চিনো ধরা পড়ে ঘণ্টাকয়েক পর, অর্থাৎ তখন আর নিশ্চিতই রাত্রি ছিল না। চিনোকে বন্দী করে এই স্কুল গৃহে উইলির সঙ্গে একই কামরায় রাখে। ক্যুয়েব্রেডা ডেল উরো থেকে গ্রামতুল্য এই হিগুয়েরা শহরের দূরত্ব পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ক্ষত পা নিয়ে দু'জন সৈনিকের কাঁধে ভর রেখে র‍্যামনকে আড়াই থেকে তিন মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে কত সময় লাগতে পারে, যেখানে গেরিলাদের কোন স্বকীয়তা থাকার কথা নয়, সবকিছুই সামরিক কর্তাদের নিয়ন্ত্রণে। লেভরেৎস্কীর ব্যাখ্যাকে সত্য বলে মেনে নিলে নিশ্চিত হয়ে যায় যে সন্ধ্যের পূর্বেই এই 'মহাযুদ্ধের' সমাপ্তি ঘটে

১০১—রুয়েল গেরিলাজ ইন ল্যাটিন আমেরিকা, পৃ: ৫৫৩।

*—**When they arrived in Higuera late at night they were led to the school.**

গেছে। এবং সন্ধ্যে বা রাতের অন্ধকারেই গেরিলাদের নিয়ে সামরিক বাহিনী চলতে শুরু করে, দুই থেকে তিন মাইল পথ অতিক্রম করে হিগুয়েরা স্কুল গৃহে পৌঁছতে কমপক্ষেও ৮ থেকে ৯ ঘণ্টা সময় লাগে।

লেভরেৎস্কী নির্দিষ্টভাবে বলেছেন যখন গোলাগুলি বন্ধ হয়ে যায় এ্যান্টোনিও, আর্থুরো এবং প্যাকহো নিহত হয়েছে, অর্থাৎ এই তিনজন গেরিলা এবং দুপুরে নিহত এ্যানিস্টোকে নিয়ে ছয়জনের মধ্যে চারজন গেরিলাই নিহত। কেবলমাত্র র‍্যামন, উইলি এবং চিনো জীবিত। কিন্তু চশমাহীন অবস্থায় অন্ধতুল্য চিনো হচ্ছে বাস্তবে একজন নিরস্ত্র সাধারণ মানুষতুল্য। এবং উইলি যে কোন সশস্ত্র মোকাবেলা করেছিল, তা জানা যায় না। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সামরিক বাহিনীর পক্ষে গেরিলাদের এই নিঃসহায় অবস্থা বুঝে ওঠা মোটেই দুষ্কর নয়। যে কারণে লেভরেৎস্কীর ব্যাখ্যাকে অনুসরণ করে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে যদি দুপুর ১-৩০ মিনিটে অথবা সকাল ৮- ৩০ মিনিটে এই বহুল প্রচারিত 'মহাযুদ্ধ' শুরু হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে এই মহাযুদ্ধের পরমায়ু আধঘণ্টার বেশী হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

লেভরেৎস্কীর বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘটনাকেই রিচার্ড গট ব্যাখ্যা করেছেন: যখন র‍্যামন এবং উইলিকে বন্দী করা হয় প্যাকহো ও চিনো আহত ছিল এবং এদের দু'জনকেও একই সঙ্গে বন্দী করা হয়। রিচার্ড গট অন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ উল্লেখ করেছেন: রণাঙ্গণ থেকে একজন বলিভিয়ান অফিসার সঙ্গে সঙ্গেই রেডিও যোগে নির্দেশ পাঠিয়েছিল একটি হ্যালিকপ্টার পাঠানোর জন্যে যাতে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের নায়ককে নিয়ে যেতে পারে। এই নির্দেশকে অনুসরণ করে যথারীতি হ্যালিকপ্টারটি এসেও ছিল কিন্তু গোলাগুলি চলতে থাকায় অবতরণ নিরাপদ নয় ভেবে ফিরে গেছে। রিচার্ড গটের এই মন্তব্যের একটি বাস্তব দিক আছে: বলিভিয়া

গেরিলা যুদ্ধের নায়ক যে র‍্যামনকে বন্দী করা হয়েছে, প্রচার অনুসারে সেই ব্যক্তিটিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে আর্নেস্টো চে গুয়েভারা··· যাকে দীর্ঘ আড়াই বছরের উপরে জনসমক্ষে দেখা যায়নি, যাকে নিয়ে কাহিনীর পর কাহিনী তৈরী হয়েছে, এমন কী স্বয়ং ফিদেল কাস্ত্রোকে চে গুয়েভারার হত্যাকারী অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে ; এমন ব্যক্তিকে বন্দী করা হলে অবশ্যই একটি হ্যালিকপ্টার বা অন্য ধারার কোন সুরক্ষিত যানের ব্যবস্থা করা স্বাভাবিক। রিচার্ড গটের ব্যাখ্যা যুক্তিসংগত এবং যুক্তি গ্রাহ্য। যদিও রিচার্ড গটের এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অনুমান ভিত্তিক।

৯ অক্টোবর ১৯৬৭—বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের অবশিষ্টাংশ ঃ

৮ অক্টোবর রবিবার, রণাঙ্গণ থেকে রেডিও-সংবাদ পেয়ে কর্ণেল জ্যোনোটিনো ঘোষণা করেছিলেন ঃ 'চে গুয়েভারাকে বন্দী করা হয়েছে।' এই ঘোষণাটি যাচাই করার জন্যে ৯ অক্টোবর হ্যালিকপ্টার যোগে হিগুয়েরায় এসে পৌছোলেন স্বয়ং কর্ণেল জ্যোনোটিনো, স্বচক্ষে দেখে নিতে ক্যাপটেন গ্যারি প্রাডো সলমনের দাবীর সত্যতা। রিচার্ড গট বলেছেন ঃ 'কর্ণেল জ্যোনোটিনো পৌছবার পর সকাল ৯টার পূর্বে এই হ্যালিকপ্টারটি দু'জন বলিভিয়ান সৈনিকের মৃতদেহ নিয়ে আবার ভেলী গ্র্যাণ্ডী ফিরে যায়, এবং কিছুক্ষণ পর সকালের শেষের দিকে হিগুয়েরায় ফিরে আসে।'

হিগুয়েরায় অনুষ্ঠিত এই ঘটনাপঞ্জীর প্রত্যেকটি ব্যাপার ঘটছে সামরিক বাহিনীর তত্বাবধানে, যেখানে বাইরের কোন অসামরিক ব্যক্তি নেই। তাই এখানকার সর্ববিধ বক্তব্যের একমাত্র সূত্র হচ্ছে সামরিক কর্তারা, অন্য কেউ নয়। দুই কামরার স্কুলটিকে ব্যারিক্যাড করে ঘিরে রেখেছে সৈন্যরা। এই উপস্থিত সৈনিকরা কতটুকু দেখছে, কতটুকু বুঝছে তা অনুমান সাপেক্ষ। রিচার্ড গট বলেছেন ঃ 'প্রেসিডেণ্ট জেনারেল ব্যারিয়েনটোস এবং কমাণ্ডার ইন চিফ অব আর্মড ফোর্সেস জেনারেল ওভাণ্ডোর হুকুম অনুসারে 'একজন তুচ্ছ বলিভিয়ান সার্জেণ্ট ম্যারিও টেরান গুয়েভারাকে গুলি করে। উইলি ও অন্যান্য বন্দীদের একই ভাবে হত্যা করে পাঠিয়ে দেয়। বেলা ১টার খানিকপর ভেলী গ্র্যাণ্ডী ফিরে এসে কর্ণেল জ্যোনোটিনো অপেক্ষারত সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন; চে মৃত। এবং

ঠিক বিকেল পাঁচটায় এই সদাব্যস্ত হ্যালিকপ্টারটি চে গুয়েভারার মৃতদেহ নিয়ে ভেলী গ্র্যাণ্ডী পৌঁছয়।'[১০২]

তবে র‍্যামনকে হিগুয়েরার স্কুল গৃহে কিভাবে নিয়ে যাওয়া হল, রিচার্ড গট সে সম্পর্কে কিছুই বলেন নি। কিন্তু র‍্যামন ও উইলিকে যে স্কুল গৃহে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তা তিনি সমর্থন করেছেন। পৌঁছনোর সময়টি উল্লেখ করেন নি, বলেছেন; 'র‍্যামন পুরো রাতই হিগুয়েরায় কাটাল।' অর্থাৎ পুরো রাতই যদি কাটিয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে সন্ধ্যের পূর্বেই হিগুয়েরার স্কুল গৃহে নিয়ে আসা হয়েছিল। রিচার্ড গটের ব্যাখ্যাকে মেনে নিলে লেভরেৎস্কীর ব্যাখ্যা অনুসারে: গভীর রাতে নিয়ে আসা, মন্তব্যটি বাতিল হয়ে পড়ে।

এই একই ঘটনাকে লেভরেৎস্কী ব্যাখ্যা করেছেন: 'দুপুর বেলা, কেবল সেলনিস ও আওরোয়া ছাড়া অন্যরা হিগুয়েরা ছেড়ে ভেলী গ্র্যাণ্ডীর দিকে চলে গেল। ওরা সঙ্গে নিয়ে গেল চে-এর ন্যাপস্যাক, তার বিখ্যাত ডায়রীখানি। ইতিমধ্যেই সেই সময়ে চিনোও যোগ দিয়েছে উইলির সঙ্গে তার স্কুল গৃহের সেল-এ। অনুমানিক ১-৩০ মিনিটে একজন রেঞ্জার তার টমিগান নিয়ে কামরাটিতে আসে এবং উইলি ও চিনোকে হত্যা করে। উইলি মেনেজ করে চিৎকার দিয়ে বলেছে; 'চে-এর পাশে থেকে মরার জন্যে আমি গর্ববোধ করছি। সঙ্গে সঙ্গেই সেকেণ্ড লেফটানেণ্ট ম্যারিও টেরান ঝড়ের বেগে অন্য ঘরটিতে ঢুকে এবং চে-কে সরাসরি গুলি চালায়।

৯ অক্টোবর চে-এর দেহ তখনও উষ্ণ তুলে দেওয়া হয় হ্যালিকপ্টারে ও ভেলী গ্র্যাণ্ডী নিয়ে যাওয়া হয় এবং ডাক্তার ও ক্রোনারের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়।'[১০৩]

এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে দু'জন বিশেষজ্ঞ যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন

১০২—রুবেল গেরিলাজ ইন ল্যাটিন আমেরিকা, পৃঃ ৫৫৩/৫৫৪।
১০৩—আই, লেভরেৎস্কী প্রণীত আর্নেস্টো চে গেভারা, পৃঃ ২৯০।

তা থেকে সত্য বা প্রকৃত ঘটনা কোনরকমেই পাওয়া যায় না।
রিচার্ড গট বলেছেন: ৯ অক্টোবর চে গুয়েভারার মৃতদেহ নিয়ে হ্যালিকপ্টারটি পৌঁছয় ঠিক বিকেল পাঁচটায়। কিন্তু কর্ণেল জ্যোনোটিনো ভেলী গ্র্যাণ্ডী পৌঁছে দুপুর ১টার খানিকপর অপেক্ষারত সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন: চে মৃত।

কিন্তু এই ঘটনাকে লেভরেৎস্কী ব্যাখ্যা করে নির্দিষ্ট ভাবে বলেছেন হত্যার সময় দুপুর দেড়টা এবং 'চে-এর দেহ উষ্ণ অবস্থায় হ্যালিকপ্টারটিতে তুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দুপুর একটার খানিকপর কর্ণেল জ্যোনোটিনোকে মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করতে হলে অবশ্যই একজন জীবিত মানুষের মৃত্যু ঘটবার পূর্বেই মৃত্যু ঘোষণা করতে পারেন না। মৃত্যুর পরই কেবলমাত্র মৃত্যু ঘোষণা করা সম্ভব। তাছাড়া মৃত্যু সংবাদ ঘোষণার সময়টি হচ্ছে দুপুর ১টার খানিক পর। সেক্ষেত্রে কর্ণেল জ্যোনোটিনোকে অবশ্যই কমপক্ষে দুপুর ১টার আধ ঘণ্টা পূর্বে হিগুয়েরা থেকে রওয়ানা দিতে হয়েছে, ৩০/৪০ নটিক্যাল কিলোমিটার আকাশ দূরত্ব অতিক্রম করার জন্যে ধরে নেওয়া যায় যে তাকে দুপুর ১২-৩০ মিনিটের কাছাকাছি সময়ে হিগুয়েরা ছাড়তে হয়েছে। সেক্ষেত্রে হত্যা এবং মৃত্যুর সময় দুপুর সাড়ে বারোটা অথবা তার পূর্বেই অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সেক্ষেত্রে লেভরেৎস্কীর ব্যাখ্যা অনুসারে হত্যার সময় অনুমানিক ১-৩০ মিনিট হলে, কর্ণেল জ্যোনোটিনোর পক্ষে দুপুর ২ টার পূর্বে মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করা সম্ভব হত না। অবশ্য সময়ের এই ব্যবধানকে নসাৎ করা যায় দুই বিশেষজ্ঞের হাত ঘড়ির অমিল-সময়ের যুক্তি মাধ্যমে। তবে এই ঐতিহাসিক ঘটনার ক্ষেত্রে এই যুক্তিটি অবশ্যই হাস্যস্কর।

তা ছাড়া রিচার্ড গট এবং লেভরেৎস্কীর বিশ্লেষণে পাওয়া যায় আরোও মারাত্মক গড়মিল। এই দুই বিশেষজ্ঞের ব্যাখ্যা অনুসারে

হত্যাকারী ব্যাক্তিটি হচ্ছে ম্যারিও টেরান, কিন্তু এই টেরানের রেঙ্ক সম্পর্কে রিচার্ড গট নির্দিষ্ট করেছেন : বলিভিয়ান সার্জেন্ট। এবং লেভরেংস্কী অনুসারে : রেঞ্জরস সেকেণ্ড লেফটান্যান্ট। কিন্তু সামরিক বিধি অনুসারে সামরিক-ব্যক্তির পরিচিতি হচ্ছে ব্যক্তিটির রেঙ্ক এবং আভ্যন্তরিক ক্ষেত্রে আরোও নির্দিষ্ট ভাবে রেঙ্কের সঙ্গে যুক্ত থাকে ব্যক্তির-ক্রমিক-নম্বর। একই নামের দশ বা ততোধিক ব্যক্তি হতে পারে, এবং হয়েও থাকে। যেমন : মার্সাল স্টালিন [তৎপুত্র] কর্ণেল স্টালিন অবশ্যই এক ব্যক্তি নন। যে কারণে রেঙ্ক ও ক্রমিক নম্বর একটি নিশ্চিত পরিচিতি বহন করে। এক্ষেত্রে একই নাম হওয়া সত্বেও ম্যারিও টেরান নামে সার্জেন্ট এবং সেকেণ্ড লেফটানেন্ট রেঙ্ক দুই ভিন্ন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে।

অনুরূপভাবে ভেলী গ্র্যাণ্ডীতে এই মরদেহ·· তা র‍্যামন নামক ব্যক্তিটি, অথবা চে গুয়েভারা, বা এ্যডলফো মেনা গনজ্যালেজ, কিম্বা কারনানডো অথবা অদৃশ্য ডায়রী লেখক : মরদেহটি যারই হোক, তা যেমন বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের কোন যোদ্ধার হতে পারে, আবার বলিভিয়া সামরিক বাহিনীর কোন সৈনিক বা অফিসারেরও হতে পারে। এখানে একটি মাত্র প্রশ্ন যে এই ভেলী গ্র্যাণ্ডীর অজ্ঞাতনামা মরদেহটি কি ক্যুয়েব্রেডা ডেল উরোর রণাঙ্গণে নিহত কোন ব্যক্তির ? এবং এই মরদেহটি কী সদ্য মরা অথবা বহুদিনের পুরনো বাসী মড়া ?

হিগুয়েরায় অনুমানিক ১-৩০ মিনিটে লেভরেংস্কী অনুসারে সেকেণ্ড লেফটানেন্ট ম্যারিও টেরান টমিগান দিয়ে উইলি এবং চিনোকে গুলি করার সঙ্গে সঙ্গেই উইলি মেনেজ করে বলেছে : 'চে'-এর পাশে থেকে মরার জন্যে সে গর্ববোধ করছে। এই সেই উইলি যাকে র‍্যামন বিশ্বাস করতে পারেনি, এই সেই উইলি র‍্যামনের বিশ্বাসমত সংঘর্ষের সুযোগ নিয়ে পালিয়ে যাবে। এই সেই উইলি টমিগানের গুলি খেয়ে মেনেজ করে মৃত্যুর পূর্বে উপরোক্ত কথাগুলো

বলেছে। টমিগানের* গুলি উইলি এবং চিনোর বুকে কয়েক ফুট দূরত্বের ব্যবধান থেকে করার দরুণ নিশ্চিতই তাদের রয়েসয়ে মরতে দেয়নি, এই মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গে ঘটতে বাধ্য, এবং গুলি খাওয়া ব্যক্তির পক্ষে একটি বা দুটি শব্দ অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করার সময়ও থাকে না। কিন্তু তবু উইলি কিভাবে এই অবস্থানকে উলটে দিয়ে র‍্যামনকে চে গুয়েভারার নামে একটা মহৎ সার্টিফিকেট দিয়ে গেল! অবশ্য এই পৃথিবীর বুকে 'স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক'** দুটি শব্দের ব্যবহার আছে, যা ব্যাখ্যা করা যায় না। হিগুয়েরার স্কুল গৃহের ঘটনাপঞ্জী দুই বিশেষজ্ঞের অভিমতকে কেন্দ্র করে দেখা যাচ্ছে যে দুপুর ২টোর মধ্যেই নিষ্পত্তি ঘটে গেছে। এবং রিচার্ড গটের ব্যাখ্যা অনুসারে ৯ অক্টোবরের কাহিনী শুরু হয়েছে বিকেল পাঁচটায় ভেলী গ্র্যাণ্ডীর ধোবীখানায় মরদেহটি প্রদর্শনের ব্যবস্থা হওয়ার পর।

* * *　　　* * *　　　* * *

৯ অক্টোবর ঠিক বিকেল পাঁচটায় হ্যালিকপ্টারটি ভেলী গ্র্যাণ্ডী এসে পৌঁছল। রিচার্ড গট বিদেশী সাংবাদিক হিসেবে একজন প্রত্যক্ষদর্শী। এবং মরদেহকে সনাক্ত করে নির্দিষ্ট করেছেন: আর্নেস্টো চে গুয়েভারার মৃতদেহ। তিনি বলেছেন ব্যক্তিটি: 'সোমবার সকালে মারা গেছেন।' এবং দেখেছেন: মরদেহটি ছিল ওলিভগ্রীন যুদ্ধপোষাক ও তার উপরে জ্যাকেট পরিহিত।' যে কারণে মরদেহের ঢাকা অংশের ক্ষতগুলো দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু তিনি বিশেষভাবে দেখেছেন: গলায় সুস্পষ্ট দু'টি গর্ত এবং পায়ে পরানো রয়েছে হরিণের কাঁচা চামড়ার জুতো, জুতো থাকার কারণে পায়ের ক্ষত দেখতে পাননি। রিচার্ড গট নির্দিষ্টভাবে বলেছেন: 'আমি

*—জে. টম্পসন আবিষ্কৃত অস্ত্র, বড মাপের স্বয়ংক্রিয় রিভলবার, মেসিনগানের সঙ্গে তুলনা করা যায়—ট্রিগার চেপে রাখলে লাগাতার গুলি ছুটে যায় নিঃশেষ হওয়া অবধি।

**—Natural and Unnatural বা Supernatural.

কোন সন্দেহ করিনি যে পাগুলোতেও জখম ছিল এবং তার হৃদপিণ্ডের কাছে, কিন্তু আমি তা দেখতে পাইনি।' হাতের পাঞ্জা রক্তে ভরা ছিল, ডাক্তাররা কোন অসুবিধে ছাড়াই জ্যাকেটের ভেতর থেকে হাত দু'টো বের করে এনেছিল।*

রিচার্ড গটের এই বিবরণ থেকে বুঝা যায়: জ্যাকেটে কোন জমাট বা তাজা রক্ত ছিল না, তেমনি পায়ের জুতোয়ও বুলেট ঢোকার কোন চিহ্ন ছিল না। হরিণের চামড়ার জুতো তিনি স্পষ্টই দেখেছিলেন।

এই মরদেহ সম্পর্কে বুর্জোয়া সাংবাদিকদের প্রশংসা করে লেভরেৎস্কী বলেছেন: 'বুর্জোয়া সাংবাদিকরা নিজেরাই এই মিথ্যাকে উন্মোচন করতে সাহায্য করেছে। এমন কী মিথ্যে বক্তব্য প্রচারের পূর্বে সর্বপ্রথম ওভাণ্ডোই সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে চে বন্দী হওয়ার পর ঘোষণা করেছে 'আমি পরাজিত হয়েছি।' ভেলী গ্র্যাণ্ডীতে দু'জন ডাক্তার যারা অটোপসি করছিল এবং যে সব সাংবাদিকদের দেহটি দেখার অধিকার দেওয়া হয়েছিল এবং যে ফটোগ্রাফ তারা নিয়েছিল যা সাক্ষীতর্কের উর্ধে যে চে-এর দেহে নয়টি বুলেটের ক্ষত ছিল, কমপক্ষে দুইটি ছিল মারাত্মক: একটি গলার মধ্যে এবং অন্যটি হৃদপিণ্ডে। এ থেকে মনে হচ্ছে যে যদি মহাযুদ্ধে চে-এর এমন ক্ষত হতো তিনি ওভাণ্ডোর কাছে এমন ঘোষণা করতে পারতেন না। যদি তিনি এমন বক্তব্য রেখে থাকেন নিশ্চিতই অর্থ হয় যে তাকে হত্যা করা হয়েছে যখন তিনি রেঞ্জারদের হাতে ছিলেন।'

'সাংবাদিকরা ডজন ডজন সাক্ষী খুঁজে বের করেছে যারা নিশ্চিত হয়ে বলেছে যে চে-কে হিগুয়েরায় পৌছে দেওয়া হয়েছে শুধু তার পায়ের ক্ষত নিয়ে।'

---

*—এই পুস্তকের ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ পৃষ্ঠায় রিচার্ড গটের পুরো বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী রিচার্ড গটের অভিমত এবং লেভরেৎস্কীর বক্তব্যের সঙ্গে এই মরদেহের বিবরণ নিয়ে এডলফো মেনা গনজ্যালেজ সৃষ্ট রহস্য কাহিনী আরোও জট পাকিয়ে নতুন রহস্যের সৃষ্টি করল। এই কারণে যে রিচার্ড গট মরদেহের গলায় দেখেছেন দু'টি সুস্পষ্ট গর্ত, যে দু'টি গর্ত দিয়ে ডাক্তার টিউব ঢুকিয়ে ফরমালিন তরল ওষুধ চালার ব্যবস্থা করছিল দেহটিকে সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে. কিন্তু ডজন ডজন সাক্ষীর সাক্ষ্য থেকে লেভরেৎস্কীর গবেষণালব্ধ বক্তব্যে পাওয়া যাচ্ছে মরদেহের গলায় একটি মাত্র মারাত্মক গর্ত। যদিও রিচার্ড গট হৃদপিণ্ডের মারাত্মক ক্ষতের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু দেহটি যুদ্ধ পোষাকে আবৃত থাকায় হৃদপিণ্ডের ক্ষত দেখতে পাননি। তবে পেটের মধ্যে নাকি একটি ক্ষত দেখেছিলেন। কিন্তু লেভরেৎস্কী পেটের ক্ষতের কথা উল্লেখ করেন নি।

মরদেহের পায়ে হরিণের কাঁচা চামড়ার জুতো পরানো ছিল প্রশ্নে এই দুই বিশেষজ্ঞ একমত। কিন্তু এরা কেউই ডায়রী লেখকের ১০ সেপ্টেম্বরের ব্যথিত উক্তি যে নদী সাঁতরে পেরুবার সময় এই হরিণের চামড়ার জুতো জোড়া খোয়া গেছে, এবং খোয়া যাওয়া হরিণের চামড়ার জুতো মরদেহের পায়ে কিভাবে ফেরত এল, জানা যায় না, বিশেষজ্ঞরাও নীরব। যে কারণে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে এই মরদেহ ক্যুয়েব্রেডা ডেল উরোর রণাঙ্গণ থেকে আসেনি।

রিচার্ড গট আরোও বলেছেন : 'ডাক্তারদের একজন গেরিলার হাতগুলো পরিষ্কার করতে লাগলেন, যা রক্তে ভরে ছিল। তাকে দেখতে লাগছিল আশ্চর্যজনক ভাবে জীবন্ত। তার চোখগুলো খোলা ছিল এবং উজ্জ্বল, এবং ওরা হাত দু'টি তুলে আনলো কোন অসুবিধে ছাড়াই। আমি বিশ্বাস করতে পারিনি যে তিনি কয়েক ঘণ্টা পূর্বে মারা গিয়েছেন।'

রিচার্ড গট এবং লেভরেৎস্কীর বিশ্লেষণ অনুসারে হৃৎপিণ্ডের গুলি

থেকে অপর্যাপ্ত রক্তক্ষরণ একটি অনিবার্য শর্ত। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে রিচার্ড গট অবশ্যই গুলিভর্তি ন যুদ্ধ পোষাক এবং জ্যাকেটের উপরে রক্তের কোন চিহ্ন দেখতে পান নি, তবে রক্ত দেখেছেন দু'হাতের পাঞ্জায়, হাতের পাঞ্জার রক্ত জমাট ছিল কী না, সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের কোন মত নেই। যদিও হৃদপিণ্ডের রক্তক্ষরণ থেকে শার্ট ও জ্যাকেট নিশ্চিতই রক্তে ভিজে উঠা উচিত ছিল, এবং দুপুর থেকে বিকেল পাঁচটা অবধি সময়ের দূরত্বে অবশ্যই মানুষের রক্ত জমাট হয়ে উঠবে, রক্তের লাল রঙ কালোয় বদলে যাবে।

এক্ষেত্রে এই দুই বিশেষজ্ঞের অভিমতকে গ্রহণ করার মধ্যে যে জটিলতা তা কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এমন কী ডায়রীতে উল্লেখিত বক্তব্যাদির মধ্যেও ওই একই মারাত্মক প্রশ্ন জড়িত, ডায়রীর ঘটনাপঞ্জীগুলি কি সত্য? যদিও লেভরেৎস্কী জোর দিয়ে বলেছেন: ওরা ভেলা গ্র্যাণ্ডী যাওয়ার পূর্বে 'চে'-এর বিখ্যাত ডায়রীখানি নিয়ে গেল। কিন্তু বন্দী অবস্থায় কোন বন্দীর কাছে কখনও কোন বস্তুসামগ্রী রাখতে দেওয়া হয় না। লেভরেৎস্কীর এই মন্তব্য অনুমান ভিত্তিক। রিচার্ড গট ডায়রী নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে কোন বক্তব্য হাজির করেন নি।

ওই একই কারণে মারাত্মক প্রশ্ন জড়িত রয়েছে যে ডায়রীখানি কি যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় লিখিত? বিশেষজ্ঞদের ব্যক্ত সিদ্ধান্ত এবং মতামতের মুখ্য ভিত হচ্ছে বলিভিয়া সামরিক-বাহিনীর ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক দেয় সংবাদাদি। এবং কোন ব্যক্তিই মৌলিক শ্রেণী স্বার্থ বহির্ভূত নয় অথবা শ্রেণী স্বার্থের উর্দ্ধে নয়। যে কারণে বিশেষজ্ঞেরা ওই সব মতামত গ্রহণ করে স্বীয় শ্রেণী-রাজনীতির ছাঁচে ঢেলে এই অসম্পূর্ণ অসত্য গল্পকথায় নতুন পোষাক পরিয়েছেন। বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধকে তথা মরদেহকে কেন্দ্র করে সমগ্র ঘটনাপঞ্জী কেবল-মাত্র বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের ডায়রীকে ভিত্তি করে সিদ্ধান্তে

পৌঁছেছেন—এই মন্তব্য কঠোর শুনালেও বলতেই হয় যে এই গেরিলা যুদ্ধকে আর্নেস্টো চে গুয়েভারার গেরিলা যুদ্ধের নীতি, সূত্র, আদর্শ এবং কর্মদর্শের ভিত্তিতে দেখা হয়নি। ৯ অক্টোবর থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত ঘটনাপঞ্জী থেকে আভ্যন্তরিক অবস্থানটি আরোও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৯ অক্টোবর ভেল্লী গ্র্যাণ্ডীতে মরদেহটি পৌঁছনোর পর সারা বিশ্ব জুড়ে আকাশে-বাতাসে ঘূর্ণি ঝড়ের মতো আর্নেস্টো চে গুয়েভারা নিহত হয়েছেন সংবাদটি ঘুরপাক খেতে থাকে। ১০ অক্টোবর বলিভিয়া সরকারের কাছে খবর আসে যে আর্জেনটিনিয়া থেকে চে গুয়েভারার সহোদর ভ্রাতা লব্ধ প্রতিষ্ঠিত আইনজ্ঞ রবারটো গুয়েভারা ভেল্লী গ্র্যাণ্ডী পৌঁছুচ্ছেন ১১ অক্টোবর···ভ্রাতার দেহ সনাক্ত করা তথা নিয়ে যাওয়ার জন্যে। ঘুর্ণিঝড়ের প্রচারকে রবারটো গুয়েভারাও বিশ্বাস করেন নি। তাই এই সংবাদ ঘুর্ণিঝড় তুল্য প্রচারকে ব্যহত করতে না পারলেও বলিভিয়ার শাসক-শ্রেণী তথা পরিকল্পকদের মধ্যে যন্ত্রনার সৃষ্টি করল। ১০ অক্টোবর হয়তো সন্ধ্যে, হয়তো রাত্রি···কোন একটি সময়ে অন্ধকারে মরদেহটি নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। কোথাও আর খুঁজে পাওয়া গেল না। যেহেতু, সহোদর ভ্রাতার সনাক্তকরণ ব্যতিরেকে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধে যে আর্নেস্টো চে গুয়েভারা নিহত হয়েছেন···তা বাস্তবে কোনভাবেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারল না। ১৫ মার্চ ১৯৬৫ যে অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, সেই নিখোঁজ অবস্থারও পরিবর্তন ঘটলো না।

কেন মরদেহ নিখোঁজ করা হল:

ভেলীগ্র্যাণ্ডীতে যে মরদেহ এত ঘটা করে প্রদর্শন করা হল, যে নামেই মরদেহটিকে নির্দিষ্ট করা হোক না কেন, সনাক্তকরণ না করেই মরদেহটিকে নিখোঁজ করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ফিদেল কাস্ত্রো বা বিশেষজ্ঞ হিসেবে রিচার্ড গট এবং লেভরেৎস্কী যে মন্তব্য অথবা ব্যাখ্যা দিয়ে থাকুন না কেন, মূল কথাটি হচ্ছে যে প্রেসিডেন্ট ব্যারিয়েনটোস, জেনারেল ওভাণ্ডো অথবা বলিভিয়ার স্বীকৃত শাসক গোষ্ঠির বক্তব্যকে সম্মানপূর্বক বিশ্বাস করে স্বীকৃতি জানাচ্ছেন এরা প্রত্যেকে যে এই প্রতিক্রিয়াশীল শাসক-গোষ্ঠির বক্তব্যই অভ্রান্ত। অর্থাৎ বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধে আর্নেস্টো চে গুয়েভারা নিহত হয়েছেন। সেক্ষেত্রে ১৫ মার্চ ১৯৬৫ থেকে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধ প্রারম্ভের পূর্ববর্তী সময় অবধি নিখোঁজ আর্নেস্টো চে গুয়েভারার প্রকৃত হদিস সম্পর্কে লেভরেৎস্কী বিশেষজ্ঞ হিসেবে ফিদেল কাস্ত্রোর ঘোষণাকে কেন্দ্র করে বলেছেন:

> বুর্জোয়া সংবাদপত্রের এই সব আবিষ্কার থেকে একমাত্র একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে, যথা তার বর্তমান ঠিকানা এবং অবস্থান একটি রহস্য হয়েই থাকছে। যে সব ব্যক্তিরা তা জানে এরা হচ্ছে কিউবান নেতৃত্ব, চে স্বয়ং এবং যারা ওর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রেখেছিল,*...

*—'Only one conclusion could be drawn form all these inventions of the bourgeois press. namely, that his present address and situaticn remained a mystery. The only persons in the know were the Cuban leadership, Che himself and those in direct contact with him,'...আই লেভরেৎস্কী প্রণীত আর্নেস্টো চে গেভারা, পৃঃ ২১১/২১২।

লেভরেৎস্কীর এই বক্তব্যটি বাস্তবতার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয়, তিনি সরাসরি দায়িত্ব অর্পণ করেছেন কিউবান নেতৃত্বের উপর। কিন্তু কিউবান নেতৃত্বকে পুরোপুরি দায়িত্ব দেওয়া যায় না, এই কারণে যে ফিদেল কাস্ত্রো ব্যতিরেকে নেতৃত্বের অন্য কোন ব্যক্তি কিছুই জানেন না। যদি তা জানতেন, সে ক্ষেত্রে ফিদেল কাস্ত্রো ৩ অক্টোবর ১৯৬৫ কিউবান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রিয় কমিটির কনস্টিটিউয়েন্ট সেসন আহ্বান করে একখানি তথাকথিত চিঠি তুলে ধরে কৈফিয়তের সুরে ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন হতো না। লেভরেৎস্কীর এই মূল্যবান বক্তব্য এবং বিশ্লেষণ থেকে নির্দিষ্ট হয়ে পড়ছে একমাত্র ব্যক্তি হচ্ছেন ফিদেল কাস্ত্রো এবং কিউবার রাষ্ট্রশাসক হিসেবে সম্পূর্ণ দায়িত্ব ফিদেল কাস্ত্রোর উপরই বর্তাচ্ছে। কিন্তু সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ফিদেল কাস্ত্রো ৩ অক্টোবর ১৯৬৫ পূর্বে যে সব বক্তব্য হাজির করেছিলেন, তা থেকে ফিদেল কাস্ত্রো নিজেকে কিন্তু দায়িত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবে ৩ অক্টোবর ফিদেল কাস্ত্রোর কৈফিয়ৎ অবশ্যই নিখোঁজ আর্নেস্টো চে গুয়েভারার হদিস এবং অবস্থান দিতে পারেনি।* লেভরেৎস্কীর বক্তব্য অনুসরণ করে বলা উচিত যে এই রহস্য রহস্যাবৃত হয়েই থেকে গেছে। কিন্তু ভেলীগ্র্যাণ্ডীর ধোবীখানার টেবিল থেকে ১০ অক্টোবর ১৯৬৭ রাতের অন্ধকারে যে মরদেহটি নিখোঁজ করে দেওয়া হল, এবং মরদেহকে কেন্দ্র করে সমগ্র ঘটনাচক্র আবার আরেকটি নতুন রহস্যের সৃষ্টি করল। বিস্ময়টি হচ্ছে এখানে যে রিচার্ড গট এবং লেভরেৎস্কীর মতো জ্ঞানী গবেষক কী ভাবে বিশ্বাস করতে পারলেন যে এই নিখোঁজ মরদেহটি হচ্ছে: আর্নেস্টো চে গুয়েভারার মৃতদেহ এবং তা ক্যুয়েব্রেডা ডেল উরোর রণাঙ্গনের অবদান।

লেভরেৎস্কী অবশ্যই প্রত্যক্ষদর্শী নন, তবে তিনি নিশ্চিতই প্রচুর

*—এই পুস্তকের ১৭১ থেকে ১৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সময় ব্যয় করে সার্বিক ঘটনাবলীকে অনুধাবন করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, কিউবা নেতৃত্বের বক্তব্যকে মূল্য না দিলেও বলিভিয়া সামরিক কর্মকর্তাদের বক্তব্য, তথা বেঁচে আসা কিউবান গেরিলা পোমবো, উর্বানো এবং বেনিগনোর জবানবন্দী থেকে গৃহীত মতামতকে নির্ভর করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। কিউবান নেতৃত্বের উপর আস্থা রেখে বলিভিয়ান সামরিক কর্মকর্তা তথা বুর্জোয়া সাংবাদিকদের বিশ্বাস করে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছেন। কিন্তু এই সব গৃহীত সংগ্রহ যে এক থেকে অন্য পরিপূর্ণ বিপরীত কথা বলে, তা নিশ্চয়ই লেভরেৎস্কীর মতো জ্ঞানী বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। যেমন, লেভরেৎস্কী প্রাঞ্জল ভাষায় বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন: 'শত্রুর বুলেট লেগে তার রাইফেল চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং তার পিস্তলের চেম্বার ছিল শূণ্য।'*

এই বক্তব্যটি ঐতিহাসিক ভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেন না এই বক্তব্যের সঙ্গে বাস্তবতার একটি মারাত্মক গড়মিল বর্তমান। যেমন; (১) লেভরেৎস্কীর পুস্তকে 'His last rifle' শিরোনামে একটি অক্ষত রাইফেলের ফটোগ্রাফ যুক্ত করেছেন। যদি রাইফেলটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় তাহলে একটি পরিপূর্ণ রাইফেলের ফটোগ্রাফ পাওয়া কোন রকমেই সম্ভব নয়। তবে লেভরেৎস্কী অবশ্যই নির্দিষ্ট করেননি: 'চে গুয়েভারার শেষ রাইফেল।' কেন না, তিনি 'His' শব্দটি ব্যবহার করেছেন কোন নামের পরিবর্তে। এক্ষেত্রে পাঠকদের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, যে যেভাবেই বুঝুক। যদিও এই রাইফেলের ছবিটির সঙ্গে দুখানা হাত সমন্বিত আরেকটি ফটোগ্রাফের শিরনামটি হচ্ছে: 'His bands remain in Cuba.' এ ক্ষেত্রেও লেভরেৎস্কী ব্যবহার করেছেন 'His' শব্দটি এবং এই সঙ্গে তার পুস্তকের বাঁ দিকের পৃষ্ঠায়

*—'His rifle had been shattered by an enemy bullet and his pistol had empty chamber.' আই. লেভরেৎস্কী প্রণীত আর্নেস্টো চে গেভারা, পৃ। ২৭৪.

রয়েছে : 'A page from the Bolivian Diary'. যেহেতু, সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে এই 'His' শব্দটির অর্থ লেভরেৎস্কীর ব্যাখ্যা অনুসারে হচ্ছে : 'আর্নেস্টো চে গুয়েভারা।'

তাই ক্যুয়েব্রেডা ডেল উরোর রণাঙ্গণে শত্রুর গুলি লেগে যে রাইফেল চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে, সেই চূর্ণ-বিচূর্ণ রাইফেলের ফটোগ্রাফ যারা দিয়েছেন, তা সত্য ঘটনা নয়। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় যে এই রাইফেলটিকে যদি বলা হয় যে এটি হচ্ছে কিউবা গেরিলা যুদ্ধে চে গুয়েভারা ব্যবহৃত, সেক্ষেত্রে ফটোগ্রাফের শিরনামটি বিভ্রান্তির পরিচায়ক। এবং তা অসংগত, বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধের অভ্যন্তরে অবশ্যই কিউবা গেরিলা যুদ্ধের রাইফেল আসার কোন সুযোগ নেই। তবে লেভরেৎস্কীর এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে বলা যায় যে রাইফেলটি চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার পূর্বে ফটো তুলে রাখা হয়েছিল। সেক্ষেত্রে একথাই বলতে হয় যে একটি রাইফেলের ফটো তুলে রাখার মধ্যে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য কি বর্তমান ছিল।

(২) অনুরূপভাবে ; লেভরেৎস্কীর ব্যাখ্যা অনুসারে পিস্তলটির চেম্বার ছিল শূণ্য। পিস্তল ব্যবহারের কোন সুযোগ এই ক্যুয়েব্রেডা ডেল উরোর রণাঙ্গণে ছিল না। কেন না, একটি পিস্তলের গুলির গতি শক্তি ২০।৩০ ফুট দূরত্বের টার্গেটকে ঘায়েল করতে পারে না, সামান্য আঁচড় হয়তো কাটতে পারে। তাছাড়া র‍্যামনের অবস্থান থেকে সামরিক বাহিনীর দূরত্ব রাইফেলের গুলির সীমানার বাইরে এবং সৈন্যরা অবশ্যই খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে ছিল না। র‍্যামনের পক্ষে পিস্তল ব্যবহার সম্ভব ছিল ১৫/২০ ফুট সীমানার মধ্যে, এর বাইরে নয়। যখন সার্জেন্ট হুয়াংকা এল ঝোপড়ার কাছে, র‍্যামন ঝোপের ভেতরে বসেছিল, হুয়াংকাকে পিস্তল দিয়ে গুলি করেনি। তাছাড়া দূরের টার্গেট ঘায়েল করার ক্ষেত্রে নিজের গুলির নিশানা সম্পর্কে র‍্যামন নিজেই উল্লেখ করেছে, ২৫ এপ্রিলের দিনপঞ্জীতে :

'আমি প্রথম কুকুরটিকে গুলি করলাম এবং তা ব্যর্থ হল। যখন আমি গাইডকে গুলি করতে চাইলাম, এম-২টি আটকে গেল। মিউগেল অন্য কুকুরটি হত্যা করল।'

এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে পিস্তল দিয়ে সৈনিকদের উপর গুলি ছোড়ার কোন সুযোগ র‍্যামনের ছিল না। এবং ১১ মাসের গেরিলা যুদ্ধের মুসাবিদায় ডায়রীর দিনপঞ্জীতে র‍্যামন বাস্তবে তার পিস্তলের গুলি ব্যবহার করেনি। কেন না, র‍্যামন কোন বাস্তব যুদ্ধের মোকাবেলা করেনি এবং কোন যুদ্ধও প্রত্যক্ষ করেনি। যদি পিস্তলটি একটি গুলিবাহক চেম্বারের হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে র‍্যামনের কাছে পিস্তলের কতটা গুলি মজুত ছিল জানা যায় না। তবে পিস্তল-বাহকরা সাধারণতঃ ছয়টি পিস্তলের গুলি মজুত রাখে। এবং ৮ অক্টোবরেও পিস্তলের ছয়টি গুলি র‍্যামনের কাছে মজুত ছিল, অনুমানটি অসংগত নয়।

যে ছয়জন গেরিলা যোদ্ধা র‍্যামনের সঙ্গে ছিল তাদের কাছে রাইফেল থাকলেও বুলেট ছিল বলে মনে হয় না। উইলির কাছে তো নিশ্চিতই কোন রাইফেল এবং বুলেট ছিল না, একমাত্র হেতু হচ্ছে যে র‍্যামন উইলিকে সন্দেহ করে। রণাঙ্গণে সহযোদ্ধার প্রতি সন্দেহ থেকে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাই র‍্যামন অবশ্যই উইলিকে নিরস্ত্রই রেখেছিল। অস্ত্র সম্পর্কে অন্য পাঁচজনের অবস্থা সাবলীল ছিল বলা যায় না। কেন না, ১৮ সেপ্টেম্বরে র‍্যামন উল্লেখ করেছে : তুইজন কিউবান গেরিলার মধ্যে চাপাকোর মেগাজিন থেকে আর্থুরো ১৫টি বুলেট চুরি করেছে, এই দুই কিউবানও কিউবান সামরিক বাহিনীর দক্ষ সৈনিক, যুদ্ধক্ষেত্রে বুলেটের মূল্য ওরা বোঝে। ১৫টি বুলেট তাই আর্থুরো চুরি করে নেয়। মোটকথা বুলেট চুরির হেতুটি হচ্ছে অস্ত্রশস্ত্রের অভাব থেকে। তাছাড়া, আগস্ট মাসের মধ্যেই সবগুলো গোপন অস্ত্রভাণ্ডার সামরিক বাহিনীর দখলে চলে

যায়, নতুন অস্ত্রশস্ত্র আর আমদানী হয়নি। দুইটি আত্মঘাতি স্কোয়াডে ১১ জন গেরিলা রণাঙ্গণ ছেড়ে চলে গেছে, ওরাও তাদের আত্মরক্ষার জন্যে যতোটা সম্ভব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গেছে। এই ১৭ জন গেরিলা যোদ্ধাকে যে ভাবে র‍্যামন বিভক্ত করল, তা গভীর অর্থপূর্ণ। যাদের সঙ্গে রাখল এরা প্রকৃতপক্ষে এক বা অন্যভাবে নিরস্ত্র। তাই এই অবস্থাভিত্তিক সারমর্ম কোনভাবেই নির্ধারণ করতে পারে না: ভেলীগ্র্যাণ্ডীর মৃতদেহটি এই 'মহাযুদ্ধের' অবদান। কেন না, রণাঙ্গণের এই বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে এই 'মহাযুদ্ধ' শুরু হওযার পূর্বেই নিষ্পত্তি ঘটে।

ভেলী গ্র্যাণ্ডীর প্রদর্শিত মরদেহটি যে ৮ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত মহাযুদ্ধের অবদান নয়, তার হেতুগুলি অবশ্যই এই পরিস্থিতির মধ্যে বর্তমান রয়েছে, খানিক পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে মাত্র। ১১ মার্চ ১৯৬৭ প্রেসিডেন্ট ব্যারিয়েনটোস সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছিলেন 'আমি ভূতে বিশ্বাস করি না। আমি স্থির নিশ্চিত যে ক্যামিলো চিয়েনফুইগোস এবং কাস্ত্রো শাসনে বলি অন্যান্য শহীদদের একইসঙ্গে চে গুয়েভারা রয়েছে এই পৃথিবীর বাইরে।'[১০৪] প্রেসিডেন্ট ব্যারিয়েনটোসের এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের প্রথম দিকে তার কাছে মূল ঘটনাবলীর কিছুই জানা ছিল না। কিন্তু ক্রমে তাকেও মাকড়সার জটিল জাল গ্রাস করে ফেলে। স্বকীয় রাষ্ট্রশাসক হিসেবে স্বীয় সত্তা হারিয়ে যায়।

প্রেসিডেন্ট ব্যারিয়েনটোসের এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে র‍্যামনের ৮ আগস্টের দিনপঞ্জীর একটি বাক্যের অভ্যন্তরের ভিত্তটি প্রেসিডেন্ট ব্যারিয়েনটোসের বক্তব্যের সত্যতাকে সমর্থন করে। র‍্যামন লিখেছে:…'কিন্তু আমি হচ্ছি কেবলমাত্র একটি মানুষের শবদেহ,'…

১০৪—আই. লেভরেৎস্কী প্রণীত চে গেভারা. পৃঃ ২৯ ।

এই উক্তিটি একটি নগণ্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে র‍্যামন লিখেছে : সে তার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে একটি বাচ্চা ঘোটকীকে চাবুক দিয়ে গলায় আঘাত করার ফলে মারাত্মক আহত হয় এবং খুব সম্ভবত মারাও যায় : এই ঘটনাটি প্রত্যেক গেরিলা যোদ্ধার মনে নিশ্চিতই রেখাপাত করে। এই কারণে যে যুদ্ধক্ষেত্রে, তা সাবেকী অথবা মুক্তি যুদ্ধই হোক, প্রত্যেকটি প্রাণীর সক্রিয় অবদান থাকে, তাছাড়া কিউবার গেরিলা যুদ্ধে আর্নেস্টো চে গুয়েভারা প্রচুর উদাহরণ রেখে গেছেন যে তিনি খুনের-রাজনীতির পক্ষপাতি নন, গেরিলা যোদ্ধারা খুনী নয়—এরা হচ্ছে সমাজের অগ্রদূত। এই নগণ্য ঘটনার প্রতিক্রিয়া র‍্যামনের পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল যে তার মূল চরিত্র প্রকাশ হয়ে পড়েছে। একমাত্র এই কারণে একটি নাটকানুরূপ আড্ডায় নিজের অন্যায় আচরণের কথা প্রকাশ করে নিজেকে একটি উদাহরণ হিসেবে রাখতে চেয়েছিল।* র‍্যামন যে ১১ মাসে কতবার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে এবং সহযোদ্ধারা ফলভোগ করেছে, বিভিন্ন দিনপঞ্জীতে তা ছড়িয়ে আছে। এটা বুঝা দুষ্কর নয় যে র‍্যামন স্বীয় চরিত্রকে চেপে রাখতে গিয়েও তা পারছে না, সার্বিক পরিস্থিতি তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে তার মূল চরিত্রের মধ্যে, যা প্রকাশ হয়ে পড়ছে। তাই র‍্যামন লিখেছে : '…কিন্তু আমি হচ্ছি কেবলমাত্র একটি মানুষের শবদেহ,'…র‍্যামনের কলমের ডগায় মূল সত্যটি অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছে। তা নাহলে দিনপঞ্জীর এই বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে এই বাক্যটি হয়ে পড়ছে অর্থহীন। কেন না, কোনরকমেই এই জীবন্ত মানুষটি এই যুদ্ধ-ক্ষেত্রের পরিস্থিতিতে মানুষের 'শবদেহ' হওয়ার কোন অর্থ

*—'At night I bought every body together and gave them the following lectures : We are in a difficult situation, Pacho has gotten better today but I am just a human carcass, and the episode of the little mare proves that at some moment I have lost control, that will be modified',…

হয় না। কেবলমাত্র অর্থ হচ্ছে: মৃত চে গুয়েভারার লাস হিসেবে র‍্যামন কাজ করে যাচ্ছে।

৮ অক্টোবর র‍্যামনের রাইফেল চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়, যে কারণে চূর্ণ-বিচূর্ণ রাইফেল তার পক্ষে ব্যবহার করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। তবে চেম্বার শূণ্য পিস্তলটি অবশ্যই ছিল অক্ষত। চেম্বার শূণ্য থাকার অর্থ অবশ্যই তা নয় যে তার কাছে পিস্তলের গুলি মজুত ছিল না··· যুদ্ধক্ষেত্রে গুলিহীন নিকট-পাল্লার পিস্তল বয়ে বেড়ানো অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই সকালবেলা আত্মঘাতি স্কোয়াড দু'টি চলে যাওয়ার পর: এ্যানিস্টোর মৃত্যু হল, গুলিটি তার পেছন দিকে লেগেছিল বলেই মনে হয়। কিন্তু কার গুলিতে এ্যানিস্টো নিহত হল জানা যায় না। এই গুলির শব্দ স্বাভাবিক ভাবে যুদ্ধ শুরু হওয়ার একটি ইংগিত মাত্র। সঙ্গে সঙ্গেই আত্মঘাতি গ্রুপ দু'টি রণাঙ্গণের দু'দিকে পালিয়ে যায়। মৃত এ্যানিস্টোকে দেখার জন্যে তাদের কাছে অপেক্ষার সময় ছিল না। যেহেতু; রইল আর্থুরো, এন্টোনিও, প্যাকহো, চিনো এবং উইলি। উইলিকে তো র‍্যামন তার সঙ্গেই বেঁধে রেখেছে। এই শূণ্য চেম্বারের পিস্তলে এক-একটি গুলি ভরে এই চার জন সহযোদ্ধাকে র‍্যামনই হত্যা করল। এই সব দেখে চিনো পালিয়ে যেতে গিয়ে র‍্যামনের হাতে ধরা পড়ল, পিস্তল দিয়ে গুলি করতে না পেরে চিনোর চশমা ছিনিয়ে নিয়ে ফেলে দিল। চিনো চশমাহীন অবস্থায় অন্ধতুল্য। এই পর্বতারণ্যে মানুষসহ অন্য হিংস্র প্রাণী ছাড়া বাঘও আছে। যদি চশমহীন চিনো এদের হাত থেকে বেঁচে যায়, তাহলে হাতড়ে হাতড়ে কোন গভীর খাদে পড়ে শেষ সাক্ষী নিহত হবে। আর একান্তই যদি এমন কিছু না হয়···সে ক্ষেত্রে বন্দী হবে এবং যদি ফাঁসী না হয়, তাহলে গেরিলা যুদ্ধের নামে চিনো যে বিভৎসতা প্রত্যক্ষ করেছে তা পর্যালোচনা করতে

গিয়ে বাকশক্তিহীন হয়ে পড়বে। চিনোর কথা কেউ বিশ্বাসও করবে না যেখানে বর্তমান রয়েছে প্রভাবশালী রাষ্ট্রশক্তি।

সহযোদ্ধাদের হত্যা করার পর সম্ভবত শূণ্য চেম্বারওলা পিস্তলটি কোন গেরিলার উপর ছুড়ে ফেলে দেয়। এবং অপেক্ষারত সার্জেন্ট হুয়াংকা ও কেপটেন গ্যরিপ্রাডো সলমনের সঙ্গে চলে যায় অপেক্ষারত হ্যালিকপ্টারটির দিকে। রিচার্ড গট যে হ্যালিকপ্টারটির কথা উল্লেখ করেছেন যে একজন বলিভিয়ান অফিসারের নির্দেশক্রমে এসেছিল কিন্তু গোলাগুলি চলতে থাকার কারণে ক্যুয়েব্রেডা ডেল উরোর খাদে অবতরণ করেনি। অবশ্যই হ্যালিকপ্টারটি ফিরে যায়নি, রণাঙ্গণের সীমান্তের বাইরে অবতরণ করেছিল এবং অপেক্ষারত ছিল। এই দুই জন বলিভিয়ান অফিসার র‍্যামনকে সঙ্গে নিয়ে হ্যালিকপ্টারে পৌছে দেয় এবং হ্যালিকপ্টারটি চলে যায় র‍্যামনকে নিরাপদ গন্তব্যে পৌছে দেওয়ার জন্যে।

সম্ভবতঃ সোজা ল্যা প্যাজে বলিভিয়ান সামরিক সরকারের আভ্যন্তরিণ মন্ত্রী এ্যন্তনিও আর্গেডেসের কাছে। হ্যালিকপ্টারে যাওয়াব পথে র‍্যামন তার চুল-দাড়ি কেটে ফেলে দেয় এবং স্বাভাবিক ভাবে সে তার ৭ নভেম্বর ১৯৬৬ খৃস্টাব্দের চেহারায় আবার রূপান্তরিত হয়। আর্নেস্টো চে গুয়েভারার মুখাবয়বের সাদৃশ্যজনক সার্বিক চেহারার পরিবর্তন ঘটে যায়···যাকে দেখে কেউ চিনতেও পারবে না। র‍্যামন তার পরিকল্পিত সন্ত্রাস তত্ব এই আর্গেডেসের উপর নিশ্চিতই প্রয়োগ করেছিল, যে কারণে আর্গেডেস রাতারাতি মার্কসিস্ট হিউম্যানিস্ট আদর্শে পরিবর্তিত হয়েছিলেন।

তাহলে এই র‍্যামন ব্যক্তিটি কে? কী এ্যন্তনিও আর্গেডেস স্বয়ং অথবা সুন্দরী তানিয়ার সেই বিবাহিত স্বামী ম্যরিও মার্টিনেজ আলভারেজ? যে মার্টিনেজ তানিয়াকে বিয়ে করে মধুচন্দ্রিকা যাপনের পূর্বে ইউরোপে পাড়ি দিয়েছিল, উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্যে।

বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এই মার্টিনেজের অবস্থান সম্পর্কে কোন বিশেষজ্ঞ আর কোন কিছুই উল্লেখ করেন নি। সুন্দরী তানিয়ার মৃত্যুতে মার্টিনেজের প্রতিক্রিয়াও জানা যায় না। এই মার্টিনেজ কী বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধ সমাপ্তির পর বেঁচেছিল? এই প্রশ্নটি অমূলক নয়, কেননা, এই সুন্দরী তানিয়াকে জঞ্জালের মধ্যে ফেলে দিলে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের ভিতভূমিই হারিয়ে যায়। তাই সুন্দরী তানিয়ার স্বামী এই মার্টিনেজের কি হলো…এই বিশ্বের অনেকেই তা জানতে চান! এই মার্টিনেজই কি র‍্যামন বেনিটেজ ওরফে এডলফো মেনা গনজ্যালেজ পরিকল্পিত-সন্ত্রাস তত্বের কার্যক্রমের প্রয়োগে সরল প্রাণ সুন্দরী তানিয়া এই মার্টিনেজকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন?

হ্যালিকপটারে যাওয়ার পথে র‍্যামন তার গেরিলা যুদ্ধের এক একটি বোঝা ছুড়ে ফেলে দেয়, এমন ভাবে দূরত্বের ব্যবধানে যা ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্যই সামরিক বাহিনীর সৈন্য বা অফিসাররা কোন বস্তুই অপ্রয়োজনীয় বলে ফেলে দিত না, কারণ সামরিক বিধি অনুসারে কোন্ বস্তুটি রাখা বা না রাখা, তার সিদ্ধান্ত নেবে কমাণ্ডিং অফিসার, অন্য কেউ নয়, বন্দী তো এমন সিদ্ধান্ত নিতেই পারে না। তাছাড়া যুদ্ধ যেখানে শেষ হয়ে গেছে, সেখানে তাড়াহুড়োরও কিছু নেই। তাই পোমবো তার গ্রুপ নিয়ে ফিরে এসে র‍্যামনের এই সামগ্রী দেখতে পেয়েছিল, রাতের অন্ধকারে দেখতে পেয়েছিল বহু পদচিহ্নের মধ্যে র‍্যামনের পায়ের নির্দিষ্ট হরিণের কাঁচা চামড়ার তৈরী জুতোর পদচিহ্ন, অভিমতটি যুক্তিতর্ক বহির্ভূত একটি অনুমান মাত্র।

ঘটনাটি আরোও জট পাকিয়ে গেল। র‍্যামন তো তার গোঁফ-দাড়ি কামিয়ে চে গুয়েভারার শেষ পরিচয় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে—হ্যালিকপ্টারে চড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেল, কিন্তু হিগুয়েরার

স্কুল গৃহে অনুষ্ঠিত যে ঘটনাপঞ্জীর কথা বলা হয়েছে, তা কিভাবে মানিয়ে নেওয়া যায়। দেখা যাক যে র‍্যামন পিস্তলের গুলিতে যে সহযোদ্ধাদের গুলি করেছিল, হিগুয়েরার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে এদের মধ্যে যে কোন তিনজন গেরিলা যোদ্ধা তখনও ধুকধুক করে বেঁচে ছিলেন। তাদের মধ্যে অন্তত একজনের পায়ে গুলি লেগে আহত হয়েছিল, এই আহত যোদ্ধাদের দু'জনের একজন সৈনিকের কাঁধে ভর রেখে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হিগুয়েরা স্কুল গৃহে গিয়েছিল, তার সঙ্গে আরো একজন যাকে উইলি হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, এবং অন্য জন এ্যাল চিনো। হিগুয়েরা একটি ক্ষুদ্র গ্রাম···এটা যে সত্যিই ক্ষুদ্র তা অনুমান করা যায় যেখানে মাত্র দুই কামরার একটি স্কুল, তার জন সংখ্যা কত হতে পারে, সম্ভবত ৩০ থেকে ৫০টি পরিবারে সীমাবদ্ধ। গভীর রাতে আসার কারণে স্বাভাবিক ভাবে কোন অসামরিক ব্যক্তির উপস্থিতি ঘটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এবং সামরিক বাহিনী নিশ্চিতই হিগুয়েরায় ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থা করেনি বন্দীদের প্রদর্শনের জন্যে। তবু প্রশ্ন থেকে যায় যাদের নিয়ে এল এদের মধ্যে লেভরেৎস্কী এবং রিচার্ড গটের ব্যাখ্যা অনুসারে একজন হচ্ছে: আর্নেস্টো চে গুয়েভারা··· এবং জীবিত। তাই যদি হয়, তাহলে বলিভিয়া ডায়রীর একটি গ্রুপ ফটোগ্রাফ অবশ্যই দেখা প্রয়োজন।*

এই ফটোগ্রাফে ছয়জন গেরিলার মধ্যে চারজনের রয়েছে গোঁফ-দাড়ি, লেভরেৎস্কী একজনকে চিহ্নিত করেছেন: চে গুয়েভারা। যদিও এই গেরিলার চেহারার সঙ্গে প্রকৃত আর্নেস্টো চে গুয়েভারার একটি আপাতঃ সাদৃশ্য রয়েছে, কিন্তু ফটোগ্রাফের এই সাদৃশ্য অবশ্যই প্রমাণপত্র নয়, ফটোগ্রাফের ছবিটির চোখ যদি স্পষ্ট দেখা

*—ক্যাপসন হার্ডিং: At Nancahuasu, Che is in the centre and Inti at the far left.

যেভো, সেক্ষেত্রে সমগ্র রহস্যের সমাধান ঘটানো সম্ভব হত। [উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে এই র‍্যামনকে চে গুয়েভারা নির্দিষ্ট করে যতোগুলো ফটোগ্রাফ প্রচারিত হয়েছে, তার মধ্যে একটি ফটোতেও চোখগুলো দেখানো হয়নি। যদিও বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের প্রচারিত ফটোগ্রাফ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই।] যাই হোক, এই গ্রুপ ফটোগ্রাফের প্রস্তাবিত চে গুয়েভারা কার্যতঃ র‍্যামন বেনিটেজ, কিন্তু র‍্যামন তো হ্যালিকপ্টারে বিদায় নিয়েছে। এরপর যে তিনজন দাড়ি-গোঁফওলা গেরিলা, এদের চেহারার নিকট সাদৃশ্য রয়েছে, এদের যে কোন একজনকে চে গুয়েভারা হিসেবে চালিয়ে দেওয়া সম্ভব। এবং হিগুয়েরার স্কুল গৃহে এদেরই একজনকে চে গুয়েভারা নামে চিহ্নিত করে প্রচার কার্যের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এবং সবই ঘটেছিল সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে। এই প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের বক্তব্য এবং ঘোষণার উপর আস্থা রাখাটা নিশ্চিতই একটি অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর সহায়ক হবে না।

এই বক্তব্য এবং ঘোষণাকে কেন্দ্র করেই উপস্থিত সাংবাদিকরা বিশ্বের উদ্দেশ্যে সংবাদ পাঠালেন। কিন্তু এরা বিবেচনা করে দেখলেন না যে হাভানা-ম্যানিলা-বলিভিয়ার সামরিক সরকার কর্তৃক পূর্ববর্তী প্রচারে প্রভাবান্বিত হয়ে ৮ অক্টোবরের সপ্তাহ পূর্বেই ল্যা প্যাজ, সান্তাক্রুজ এবং ক্যামেরীতে এসে ভীড় জমিয়েছেন, এরা পূর্বাহ্নেই জানতে পারেন যে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের নেতা এই তথাকথিত 'চে গুয়েভারাকে' বন্দী করা হবে। এরা প্রত্যেকেই ৮ অক্টোবরের জন্যে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। এরা প্রত্যেকেই এই প্রচারের জালে আটকা পড়লেন এবং হিগুয়েরা থেকে এই ৮ অক্টোবরের প্রচার: 'চে গুয়েভারাকে বন্দী করা হয়েছে…চে গুয়েভারা নিহত।' মৃতদেহটি দেখার পূর্বেই তাদের প্রেরিত সংবাদ

উল্কার বেগে ছুটে গেল চারদিকে। ল্যাটিন আমেরিকার প্রত্যেকটি রেডিও উর্দ্ধশ্বাসে এই প্রচার চালিয়ে হাভানা-ম্যানিলার হাত আরোও শক্ত করে তুললো। একটানা ১১ মাসের একটি রহস্যময় কাহিনীর কোন বাস্তব প্রমাণ সংগ্রহের পূর্বেই সমাপ্তি টানলেন উপস্থিত সাংবাদিকরা। তাদের বিশ্বাসের ভাণ্ডার হল ফিদেল কাস্ত্রো এবং বলিভিয়া সামরিক সরকারের বক্তব্যাদি।

ভেলী গ্র্যাণ্ডীতে যে মরদেহকে প্রদর্শন করা হল, যে মরদেহকে রিচার্ড গট দেখেছেন এবং সনাক্ত করেছেন···সেই মরদেহটি কোথা থেকে এল। হিগুয়েরা থেকে কী···ভেলী গ্র্যাণ্ডী ও হিগুয়েরার আকাশ দূরত্ব মাত্র ৩০/৪০ নটিকেল কিলোমিটার অর্থাৎ কমবেশী ২৫ মাইল। একখানা হ্যালিকপ্টারের এই দূরত্ব অতিক্রম করতে বড়জোর কুড়ি মিনিট সময় লাগা উচিত। সেক্ষেত্রে হিগুয়েরা থেকে যদি দুপুর ২টায় হ্যালিকপ্টারটি রওয়ানা দেয় তাহলে আড়াইটার মধ্যে ভেলী গ্র্যাণ্ডী পৌছন সম্ভব, কিন্তু পৌছেছে ঠিক বিকেল পাঁচটায়। প্রায় তিন থেকে চার ঘণ্টার ব্যবধানে। প্রশ্নটি স্বাভাবিক ভাবে উঠে আসে যে এই দীর্ঘ সময় কোথায় ছিল এই মরদেহ বহনকারী হ্যালিকপ্টারটি ?

বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধ সংগঠনের সঙ্গে যেমন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এবং দৈনন্দিন সম্পর্ক ছিল হাভানা-ম্যানিলা নামক কেন্দ্রের, অনুরূপ ভাবে পরোক্ষ সম্পর্কে বর্তমান ছিল অন্যান্য বিবিধ রাষ্ট্রের মধ্যে চিলির সঙ্গেও এবং বলিভিয়া সামরিক প্রশাসন ব্যবস্থার উঁচু মহলের কর্তাদের সঙ্গে। তাই প্রয়োজনে গেরিলা যুদ্ধের পরিকল্পকদের নির্দেশে এই সব কেন্দ্রের একটি বা অন্যটি মৌলিক দায়িত্ব পালন করত। যেমন: পোমবো-উর্বানো-বেনিগনোকে চিলি সরকার স্বীয় প্রচেষ্টায় প্যারিসে পাঠায় এবং প্যারিস থেকে সরাসরি কিউবায়।

স্বাভাবিকভাবে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের অন্যতম সংগঠক হিসেবে পোমবোকে কোন্ স্বার্থে চিলি সরকার সাহায্য করল*, তা জানা যায় না। তবে সত্যটি হচ্ছে এই গেরিলাদের চিলি সরকার লোক দেখানো বন্দী করে কিন্তু বলিভিয়া সরকারের কাছে অর্পণ করার পরিবর্তে মুক্ত করল। অনুরূপভাবে এডলফো মেনা গনজ্যালেজ উরুগুয়ের নাগরিক কিন্তু স্পেন থেকে সরাসরি এসেছে ব্রেজিলের সান পাউলো বিমান বন্দরে, সেখান থেকে ল্যা প্যাজে। তাই এখানে পাওয়া যাচ্ছে একটি স্পষ্ট পরিচ্ছন্ন সম্পর্ক এই সব বিবিধ ব্যবস্থার মধ্যে। যেহেতু, দেখা যাচ্ছে হিগুয়েরার ভৌগলিক অবস্থান চিলি এবং পেরুর এত কাছে যে আকাশদূরত্বের মাপকাঠিতে যাওয়া আসার সময় এক ঘণ্টার বেশী নয়। তাই হিগুয়েরা থেকে চিলি রাজ্যের কোন নির্দিষ্ট স্থানেই হ্যালিকপ্টারটি পৌঁছয়। এবং কোন একটি বিশেষ দেশ থেকে আর্নেস্টো চে গুয়েভারার মরদেহটি নিয়ে এসে অপেক্ষারত ছিল একটি নির্দিষ্ট স্থানে, সেখান থেকে, এই মরদেহটি তুলে নিয়ে সরাসরি ভেলী গ্র্যাণ্ডী এসে পৌঁছয় বিকেল পাঁচটায়। কেবলমাত্র একটি মরদেহ নিয়ে হ্যালিকপ্টারটি আসে। যে কারণে রিচার্ড গট বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন: 'চার ঘণ্টা পরে, ঠিক পাঁচটায়, হ্যালিকপ্টারটি আরেকবার ফিরে আসে, এই সময়ে বাইরে রেলের সঙ্গে একটি ছোট দেহ বাঁধা ছিল।'[১০৫]

লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে হিগুয়েরার হিসেব অনুসারে তিনজন যোদ্ধাকে সার্জেন্ট ম্যারিও টেরান অথবা সেকেণ্ড লেফটানেট ম্যারিও টেরান হত্যা করেছে, কিন্তু হ্যালিকপ্টারটি মাত্র একজন যোদ্ধার

*—চিলির স্যান্তিয়াগো শহরে চে গুয়েভারার যোদ্ধাবেশে একটি সম্পূর্ণ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১০৫—'Four honrs later, at exactly 5 O'clock, the helicoptor came back once more, bearing this time a single small body strapped to the outside rail'.—রুরেল গেরিলাজ ইন ল্যাটিন আমেরিকা, পৃঃ ১৯।

মরদেহ ভেলী গ্র্যাণ্ডী পৌঁছে দেয় কর্নেল জ্যোনোজিনোর ঘোষণার সময় থেকে চার ঘণ্টা পরে, হত্যার সময় থেকে এই চার ঘণ্টার হিসেব কোনভাবেই পাওয়া যায় না। অন্য দুজন গেরিলা যোদ্ধার মরদেহের প্রতি কোন গুরুত্বই দেওয়া হয়নি। সাঁইত্রিশ জন গেরিলা যোদ্ধার মধ্যে একদিকে র‍্যামন বেনিটেজ নামক ব্যক্তিটিকে আর্নেস্টো চে গুয়েভারা নির্দিষ্ট করে প্রচার এবং অন্যদিকে সুন্দরী তানিয়াকে কবর দেওয়া উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট ব্যারিয়েনটোসের উপস্থিতির মধ্যে একটি অতি নিকট সম্পর্ক বর্তমান। তাই যে মরদেহটিকে ভেলী গ্র্যাণ্ডী ধোবীখানার টেবিলে প্রদর্শনার্থ রাখা হল....তা অর্নেস্টো চে গুয়েভারার মরদেহ, দীর্ঘদিন ধরে এই বিশ্বের কোন বিশেষ দেশের কোথাও সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল, সেখান থেকেই নিয়ে আসা হয় সরাসরি ভেলী গ্র্যাণ্ডীর ধোবীখানার টেবিলে···।

এই মরদেহের বর্ণনা ব্যাখ্যা করেছেন রিচার্ড গট: চেহারাটি ছিল জীবন্ত, উজ্জল এবং পরিষ্কার। দেহ আবৃত ছিল শার্ট এবং জ্যাকেটে, এবং হৃদপিণ্ডে গুলির কারণ থেকে যে রক্তক্ষরণ, সে রক্ত অবশ্যই শার্ট বা জ্যাকেটে ভেসে ওঠেনি। শুধু হাতের পাঞ্জায় রক্ত দেখতে পেয়েছিলেন রিচার্ড গট, তা সদ্যক্ষরণ অথবা বাসী বলা হয়নি। পায়ে পরানো ছিল হরিণের কাঁচা চামড়ার জুতো যার উপরে কোন বুলেট প্রবেশের চিহ্ন বা কোন ধরণের আঘাতের চিহ্নের উপস্থিতি ছিল না। মরদেহটি দৈর্ঘে এবং প্রস্থে খাটো এবং ছোট দেখতে পেয়েছিলেন রিচার্ড গট। হাতের পাঞ্জায় যে রক্ত দেখতে পেয়েছিলেন রিচার্ড গট তা কি মরদেহের রক্তের গ্রুপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছিল, এমন কী তা মানুষের রক্ত ছিল কী না, ডাক্তাররা কোন রকমের পরীক্ষা করে নির্দ্ধারিত করেন নি। কোন বিশেষজ্ঞ এই সব মিলিয়ে দেখার কথাটিও বিবেচনা করেন নি, তারা বিবেচনা করেন নি আর্নেস্টো চে গুয়েভারার রাজনৈতিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে

বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের তত্ত্ব, নীতি তথা সূত্র। শুধু মাত্র কতকগুলো স্থূল অসাড় বাক্যকে কেন্দ্র করে আড়াই বছরের উদ্দাম প্রচার, তাদের ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেছে। এই প্রচারের দৌরাত্ম যে কী ভয়ংকর, তা বুঝা যায় রিচার্ড গট সপ্তাহ পূর্বেই তার মনে ছিল: 'আর্নেস্টো চে গুয়েভারাকে বন্দী করার সম্ভাবনা।' তাই কোন-রকমের অনুসন্ধান ব্যতিরেকে মরদেহ দেখার পূর্বেই সাংবাদিকরা বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিলেন: আর্নেস্টো চে গুয়েভারা বন্দী এবং নিহত।

কোন বিশেষ দেশ থেকে চিলি রাজ্যে মরদেহ আনয়নের প্রশ্নকে মেনে নিলেও কিন্তু রহস্যের সমাধান হল না, প্রশ্নটি থেকে যাচ্ছে যে সেক্ষেত্রে আর্নেস্টো চে গুয়েভারাকে ১৫ মার্চ ১৯৬৫ থেকে কোথায় রাখা হয়েছিল এবং কবে তাকে হত্যা করা হল। এই দু'টি প্রশ্ন এককভাবে রহস্যের মধ্যেই থেকে যাচ্ছে! তবে সাম্ভাব্য দিকটি হচ্ছে, ১৫ই মার্চ ১৯৬৫ চে গুয়েভারাকে ইউরোপের কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়, স্বাভাবিক ভাবে গোপনে বন্দী অবস্থায়। সম্ভবত চে গুয়েভারাকে তার কর্মাদর্শ থেকে বিরত করার চেষ্টাও হয়, কিন্তু তা সাফল্য লাভ করে না। র‍্যামন বেনিটেজ নামক যে ব্যক্তিই হোক, রিক্রুট করা হয়, এবং নজরবন্দীর মতো সামনে পেছনে অদৃশ্য রাইফেলে পরিবেষ্টিত হয়ে জীবন্ত চে গুয়েভারার কাছাকাছি থেকে তাঁর চলাফেরা, আচরণ, বাচন-ভঙ্গী আয়ত্ব করে এবং যেদিন এই র‍্যামন বেনিটেজ স্পেন থেকে ল্যাটিন আমেরিকায় চলে আসে এবং গেরিলা যুদ্ধের নেতা হিসেবে তার যোগ্যতার কথা পরিকল্পকদের অভিহিত করে, যেমন ৭ নভেম্বর ১৯৬৬ দিনপঞ্জীর প্রথম বাক্য: 'একটি নতুন অবস্থা শুরু হল আজ।'...এই নতুন অবস্থাকে সে প্রতিদিন ব্যাখ্যা করে জানিয়ে দিচ্ছে। সম্ভবতঃ পরিকল্পকদের প্রধান কর্তা, র‍্যামনের এই সব রিপোর্ট থেকে খুব একটা ভালো

ধারণা নেয় নি। এক মাসের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে র‍্যামন ৭ ডিসেম্বর ১৯৬৬ রিপোর্ট দিচ্ছে: 'আজ আমরা আমাদের অবস্থানের প্রথম মাসের সীমান্তে পৌঁছেছি, কিন্তু যুক্তির সুবিধার্থে, প্রত্যেকটি মাসের শেষে একটি সিনথেসিস অবশ্যই লিখব।'*

এই বাক্যটির অন্তর্নিহিত সত্য কি হতে পারে। মুখ্য কথাটি হচ্ছে যে গেরিলা যুদ্ধ উপলক্ষে র‍্যামন কি করছে অথবা করছে না তা ডায়রীর দিনপঞ্জী মাধ্যমে নিশ্চিতই সে নিজেকে ওয়াকিবহাল রাখছে না, অথবা ভবিষ্যতে গেরিলা যুদ্ধের অনাগত নেতাদের উদ্দেশ্যে নির্দেশ দিচ্ছে না যে যুদ্ধক্ষেত্রে সাফল্য না দেখে দিনপঞ্জী এবং মাসিক রিপোর্টের মূল্য বেশী দেওয়ার জন্যে। এখানে লক্ষণীয় যে সম্পূর্ণ ডায়রীর মধ্যে will এবং shall শব্দ দুটির ব্যবহার, যথাক্রমে একটি শব্দ সম্মতির প্রকাশসূচক এবং অন্যটি বাধ্যতামূলক স্বীকৃতি, আইনের ক্ষেত্রে চাকুরীজীবিদের জন্যে এই দু'টি শব্দের শব্দার্থ হচ্ছে তাই। ডায়রী লেখক এক্ষেত্রে কার উদ্দেশ্যে তার বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার দিচ্ছে?

র‍্যামনের এই অঙ্গীকার প্রাপ্তির পর সম্ভবত জীবন্ত চে গুয়েভারাকে বন্দী অবস্থায় ইউরোপ থেকে বলিভিয়াতেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এই বলিভিয়াতেই সুরক্ষিত অবস্থায় রাখা হয়েছিল। এই অনুমানটির সম্ভাবনা রয়েছে এই কারণে যে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের প্রথম দিকে এপ্রিল '৬৭ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ব্যারিয়েনটোস ও জেনারেল ওভাণ্ডোর রাজনৈতিক ব্যবহার এবং এর পরবর্তী সময়ে তাদের দু'জনের পরিবর্তন থেকে, এরাও যে আর্গেডেসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছিলেন, তা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

*—'Today we have reached the end of our first month's stay here, but for reasons of convenience, I shall write the synthesis at the end of each month.

র‍্যামন প্রেরিত রিপোর্টগুলি থেকে যখন পরিকল্পকরা নিঃসন্দেহ হতে পারল চে গুয়েভারার ভূমিকায় র‍্যামন শেষ অবধি মুখরক্ষা করতে পারবে, এই অঙ্গীকার পাওয়ার পরই আর্নেস্টো চে গুয়েভারাকে হত্যা করা হয় এবং মরদেহটি সংরক্ষিত রাখা হয় ভবিষ্যতে সাক্ষী হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে। কিন্তু দীর্ঘদিন মরদেহটিকে সংরক্ষণ করাও একটি জটিল প্রশ্ন। যদি ধরে নেওয়া হয় যে এপ্রিল ১৯৬৭ থেকে ৩১ মে ১৯৬৭ মধ্যে হত্যা করা হয়েছে। এই সময়টি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে মে মাসিক সারাংশে র‍্যামন বিগত ৭ মাসের মধ্যে এই প্রথমবার রিপোর্ট দিচ্ছে: ভালোভাবে মেনেজ করেছি, যা হচ্ছে সাফল্যের গ্যারান্টি।' এই বক্তব্য সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এই সময় থেকে চার মাস সাত দিন আর্নেস্টো চে গুয়েভারার মরদেহটি সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল। সংরক্ষণ ব্যবস্থা বহুবিধ ভাবে করা সম্ভব। সম্পূর্ণ বায়ুশূণ্য অবস্থায়, অথবা তাপমাত্রা শূণ্য ডিগ্রির নিচে নামিয়ে নিয়ে কিম্বা এলকোহলে ডুবিয়ে রেখে, প্রত্যেকটি অবস্থায়ই দেহটি অবশ্যই পরিচ্ছদহীন উলঙ্গ হবে। লেভরেৎস্কী অবশ্য বলেছেন: 'নিঃসন্দেহে একটি ঘটনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে: চে-এর দেহটি ফেলে দেওয়ার পূর্বে তার হত্যাকারীরা একটি মৃত্যু মুখোস এবং কব্জি থেকে তার হাতগুলি কেটে নিয়েছে, এলকোহলে তা সংরক্ষণ করেছে। এটা তারা করেছে কারণ একটি নিশ্চিত প্রমাণ রাখার জন্যে যে তাদের এই শত্রুটি হচ্ছে প্রকৃতই চে। তারা ভয় পেয়েছিল যে জনগণ বিশ্বাস করবে না যে চে-এর মত নায়ককে তারা হত্যা করতে পারে।[১০৬]

লেভরেৎস্কীর বক্তব্য থেকে পাওয়া যাচ্ছে যে শত্রুরা হাতের দু'টি পাঞ্জা এলকোহলে ডুবিয়ে সংরক্ষিত রেখে ছিল। ট্রিপল-এজেন্ট ডাঃ আর্গেডেস এলকোহলে ডুবানো হাতের পাঞ্জা দু'খানি কিভেল

১০৬—আই. লেভরেৎস্কা প্রণীত আর্নেস্টো চে গেভার', পৃঃ ২৯০।

কাস্ত্রোকে পৌঁছে দেন, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ২৬ জুলাই ১৯৭০ ম্যোনকাডা গেরিসন ব্যারাক আক্রমণ স্মরণ-বার্ষিকীতে ফিদেল কাস্ত্রো এই ট্রিপল-এজেন্ট আর্গেডেসকে সীমাহীন প্রশংসা করে বিশ্ববাসীকে জানালেন : চে গুয়েভারার কাটা হাতের দু'খানি পাঞ্জা এবং প্লাস্টার অব প্যারিসে তোলা মুখের ছাপ এই আর্গেডেসই পৌঁছে দিয়েছেন এবং কিউবান বিশেষজ্ঞরা পাঞ্জা দু'খানি খুবই ভালোভাবে রক্ষা করেছেন।[১০৭] অবশ্য ফিদেল কাস্ত্রো ব্যাখ্যা করেন নি যে কিউবান বিশেষজ্ঞরা কোন পদ্ধতি অনুসারে হাতের পাঞ্জা দু'খানি রক্ষা করেছেন। কিউবা অবশ্যই সম্পদশালী উন্নত কোন দেশ নয়, অর্থনীতি পরিপূর্ণ ঔপনিবেশিক, যে কারণে খরচ বাঁচাতে পাঞ্জা দু'খানি রক্ষার জন্যে সম্ভবত এলকোহলে ডুবিয়ে রাখা পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। লেভরেৎস্কীর উক্তি অনুসারে সত্যটি আবিষ্কৃত হয় যে মৃত মানুষের হাতই হোক আর মাথাই হোক এলকোহলে ডুবিয়ে রক্ষা করা যায়। ১০ অক্টোবর ১৯৬৭ থেকে ২৬ জুলাই ১৯৭০ কমবেশী দুই বছর নয় মাস চে গুয়েভারার কাটা হাতের পাঞ্জা কিউবান বিশেষজ্ঞ তথা পাঞ্জা বহনকারী আর্গেডেসের মত ট্রিপল এজেন্ট রক্ষা করতে পেরেছিল। সেক্ষেত্রে ৩১ মে ১৯৬৭ অথবা ৭ নভেম্বর ১৯৬৬ কিম্বা ১৫ মার্চ ১৯৬৫ থেকে ৮ অক্টোবর ১৯৬৭ চে গুয়েভারার মরদেহ এলকোহলে ডুবিয়ে রেখে রক্ষা করা অসম্ভব নয়। এবং বাস্তবে এই ভাবেই চে গুয়েভারার মরদেহটি রক্ষা করা হয়েছিল।

কিন্তু এইভাবে গোপনে মরদেহটি কতদিন রাখা সম্ভব। মূল ঘটনাটি কখন না আত্মপ্রকাশ করে। তা ছাড়া, ১৭ জন গোরিলা যোদ্ধা অবশিষ্ট থাকা সত্বেও পরিকল্পকরা হঠাৎ কেন গেরিলা যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটাতে চাইলেন। গেরিলা যুদ্ধের নেতা হিসেবে র‍্যামনের

১০৭—ঐ পৃষ্ঠা ২২৮।

তাপ যাই হোক, এলকোহলে ডুবানো মরদেহে নিশ্চিতই আভ্যন্তরিক পরিবর্তন শুরু হয়েছিল, অর্থাৎ কোন রকমের পচন কার্য শুরু হয়েছিল, একমাত্র এই কারণেই ১৭ জন যোদ্ধা থাকা সত্ত্বেও গেরিলা যুদ্ধের সমাপ্তি টানা হল। উল্লেখ করা অপ্রাসংগিক হবে না যে কিউবার গেরিলা যুদ্ধের প্রারম্ভে ফিদেল কাস্ত্রোর ব্যর্থতার পর মাত্র ১২ জন যোদ্ধাকে নিয়ে চে গুয়েভারা এক অপরাজেয়-বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন মাত্র কয়েকটি মাসের মধ্যেই। কিন্তু বলিভিয়ার গেরিলা যুদ্ধের অতর্কিত সমাপ্তির গূঢ় হেতু হচ্ছে এলকোহলে ডুবিয়ে রাখা মরদেহে অতি অবশ্যই পচন শুরু হয়েছিল।

হিগুয়েরার স্কুল গৃহের তুলনায় ভেলী গ্র্যাণ্ডীর অস্থায়ী ধোবীখানা অবশ্যই কোন উন্নত ব্যবস্থার মধ্যে ছিল না, যেখানে মরদেহটি নিয়ে আসা হয়। লেভরেৎস্কী বলেছেন: শুধু প্রমাণ রাখার জন্যে চে গুয়েভারার পাঞ্জা দু'খানি কেটে রাখে হত্যাকারীরা, যাতে জনগণ বিশ্বাস করতে পারে চে গুয়েভারার মতো মার্কসবাদী বিপ্লবীকে হত্যা করা যায় এবং হত্যা করে তা প্রমাণ করেছে। এই ব্যাখ্যাটি শিশু-সুলভ বক্তব্য। কেন না, প্রথমতঃ বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের পরিকল্পক হচ্ছেন স্বয়ং ফিদেল কাস্ত্রো এবং হাতের পাঞ্জা দু'খানি স্বয়ং ফিদেল কাস্ত্রোই বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরে কি বুঝাতে চাইছেন তা বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের পরবর্তী সময়ের কার্যক্রম থেকে পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। হাতের পাঞ্জার প্রমাণ হিসেবে প্রদর্শন নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক, কিন্তু সাক্ষী হিসেবে সম্পূর্ণ মরদেহই উপযুক্ত। ব্যারিয়েনটোস ও ওভাণ্ডো চে গুয়েভারাকে হত্যা করে জনগণের বিশ্বাস অর্জনের মধ্যে কীভাবে লাভবান হচ্ছেন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝা দুষ্কর। এদের দু'জনের বিরুদ্ধে তো কোন অভিযোগ ছিল না। ব্যারিয়েনটোস ও ওভাণ্ডোর কার্যকারণের মধ্যে কোথাও পাওয়া যায় না যে এরা দু'জন প্রচারের জন্যে উন্মুখ ছিলেন। পরিবর্তে

পাওয়া যায় হাভানা। নেতৃত্ব এই প্রচারের জন্তে উদ্দাম, বিশেষভাবে ফিদেল কাস্ত্রো। চে গুয়েভারার মৃত্যু সংবাদ উপলক্ষে বলিভিয়া সরকার সম্ভবত হাভানার তুলনায় হাজার ভাগের এক ভাগও প্রচার করেনি। এবং ১০ অক্টোবর চে গুয়েভারার মৃতদেহকে নিখোঁজ করে প্রেসিডেণ্ট ব্যারিয়েনটোস এবং জেনারেল ওভাণ্ডো তো বাস্তবে প্রচারের সমস্ত চাবিকাঠিই বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু এরা দু'জন কী স্বীয় ইচ্ছায় তা করেছিলেন? এবং এর মধ্যে আর্গেডেসের ভূমিকা বাস্তবে ফিদেল কাস্ত্রোর নৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে প্রকাশ করল। ১৯৬৫ খৃস্টাব্দে ফিদেল কাস্ত্রোকেই তো ট্রটস্কীবাদীরা চে গুয়েভারার হত্যাকারী অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল।

৯ অক্টোবর বিকেল পাঁচটায় অন্ধকার হওয়ার পূর্বে ভেলী গ্র্যাণ্ডীর অস্থায়ী ধোবীখানার টেবিলে মরদেহটি রাখা হয়, কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রিত ধারায়, সামরিক তত্ত্বাবধানে কামরার বাইরে থেকে মরদেহটি পর্যবেক্ষণ করতে দেওয়া হয়। কেউই হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারেনি, সত্ত বা বাসী মরা তা বুঝে ওঠার উপায় ছিল না, ওষুধের গন্ধে ঘরের বাইরেও ভরে ছিল। মরদেহে পচন ধরেছে কি না, পচনের কোন গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে কি না, সাংবাদিকরা অবশ্যই তা তলিয়ে দেখার মতো সুযোগ বা সুবিধে পাননি অথবা তা ভাবতেই পারেন নি। প্রত্যক্ষদর্শী রিচার্ড গটের বক্তব্য ও বিশ্লেষণে তা পাওয়া যায়। বলিভিয়ার সার্বিক জনজীবনকে বঞ্চিত করার জন্যেই মরদেহটি ল্যা প্যাজ, সান্তাক্রুজ বা কোচাবামবায় নিয়ে যাওয়া হয়নি। আর্নেস্টো চে গুয়েভারা এমন একটি নাম এই সব যে কোন একটি শহরে মরদেহটি প্রদর্শিত হলে শুধু সারা ল্যাটিন আমেরিকার মানুষ নয়, ক্যানাডা, যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যেকটি দেশ থেকে অগণিত জনতা এসে ভীড় জমাত। প্রেসিডেণ্ট ব্যারিয়েনটোস এবং জেনারেল ওভাণ্ডো অবশ্যই গর্বিত বোধ করতে পারতেন। কিন্তু পরিকল্পকদের তৈরী

জটিল মাকড়সার জাল বলিভিয়ার প্রশাসন ব্যবস্থা আর সামরিক বাহিনীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছিল। যে কারণে ব্যারিয়েনটোস বা ওভাণ্ডোর পক্ষে বাসী মৃতদেহটি রক্ষা করা হয়ে উঠেছিল অসম্ভব।

লেভরেৎস্কী অবশ্য মন্তব্য করেছেন: 'যখন সত্যটি পৃথিবীর কাছে ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল যে চে-কে হত্যা করা হয়েছে, বলিভিয়ান শাসক গোষ্ঠী চে-এর দেহটি লুকিয়ে ফেললো। ১০ অক্টোবর ভেলী গ্র্যাণ্ডী থেকে চে-এর দেহ অদৃশ্য হয়ে গেল। ব্যারিয়েনটোস এবং ওভাণ্ডোর ঘোষণা অনুসারে যে দেহটি বলিভিয়ার কোন একটি জায়গায় কবর দেওয়া হয়েছে যা কেবলমাত্র এরা দু'জনেই জানেন। অন্যান্য বক্তব্য অনুসারে বলা হয়েছে এরা নিজেরাই চে-এর দেহ জ্বালিয়ে ফেলেছে এবং ছাই কবরস্থ করেছে। সেখানে গুজবও রয়েছে যে দেহটি সি-আই-এ কে দেওয়া হয়েছে যা পানামা কেনেলের আমেরিকান বেস-এ নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'[১০৮]

উপরোক্ত মন্তব্যগুলি অবশ্যই অনুমান মাত্র। অর্থাৎ নিখোঁজ মরদেহটিকে নিয়ে নতুন গল্পকথার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই তিনটি অনুমানই কার্যতঃ অবাস্তব। কেন না, মৃতদেহটি যা খুশীই করা হোক না কেন তা কেবলমাত্র ব্যারিয়েনটোস ও ওভাণ্ডো ছাড়া কেউ জানে না, মন্তব্যটি ভিত্তিহীন। রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এবং কমাণ্ডার ইন চিফ নিশ্চিতই লোকচক্ষুর অগোচরে মৃতদেহটি কাঁধে তুলে নিয়ে, তা জ্বালিয়ে ফেলুন, কবরই দিন অথবা আমেরিকান বেস-এ পাঠিয়ে থাকুন, তা কোনরকমেই দু'জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা সম্ভব নয়। বাস্তবে যেখানে মৃতদেহ প্রদর্শন করে বীরত্বের দাবী করার কথা…সেখানে মৃতদেহ গুম করে ব্যারিয়েনটোস ও ওভাণ্ডো মূলতঃ নিজেদের একটি গভীর চক্রান্তের প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড় করাচ্ছেন।

১০৮—আই. লেভরেৎস্কী প্রণীত আর্নেস্টো চে গেভারা, পৃঃ ২৯২/২৯৩।

মরদেহটি ক্যুয়েব্রেডা ভেল উরোর সংগঠিত 'মহাযুদ্ধে'র অবদান অথবা হিগুয়েরার স্কুল গৃহের ফলাফল, তা প্রমাণ করা অন্য কারো পক্ষেই সম্ভব নয়, কেবলমাত্র ফিদেল কাস্ত্রোই তা প্রমাণ করতে পারেন। রাষ্ট্রশাসক হিসেবে শত্রুকে হত্যা করা যেখানে রাষ্ট্রের কূটনৈতিক বাস্তবাদর্শ। যেমন: স্টালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভ সোভিয়েত শাসক হিসেবে বেরিয়াকে সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল অভিযোগে ফাঁসী দিতে দ্বিধাবোধ করেন নি, অনুরূপ ভাবে ফিদেল কাস্ত্রোর কমরেড ইন আর্মস উইলিয়াম মর্গানকে ডবল এজেন্ট অভিযোগে ফাঁসী দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি ফিদেল কাস্ত্রো। এই বুর্জোয়া পৃথিবীতে বন্দী এবং শত্রুদের ফাঁসী বা হত্যার পরিবর্তে ক্ষমা করার মতো মানসিকতা সম্ভবত একমাত্র ব্যক্তি মহাত্মা গান্ধী ছাড়া অন্য কারো ছিল না।

যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী-শত্রুকে হত্যা করার অপরাধে ব্যারিয়েনটোস ও ওভাণ্ডোকে যদি অভিযুক্ত করা যায়, সেক্ষেত্রে ফিদেল কাস্ত্রোর প্রশাসনীয় ভূমিকা তা থেকে দূরে নয়, বরংচ একই সমান্তরালে। যদিও ২৬ জুলাই ১৯৫৩ খৃস্টাব্দে সন্ত্রাসবাদী অভিযানে ধৃত ফিদেল কাস্ত্রোকে জেনারেল বাতিস্তা ক্ষমা করেছিলেন ১৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ১৫ মাসে হ্রাস করে। তাই লেভরেৎস্কী যে সংগৃহীত অনুমানকে ভিত্তি করে মৃতদেহ নিখোঁজের যে অভিযোগে ব্যারিয়েনটোস ও ওভাণ্ডোকে অভিযুক্ত করেছেন, তা যে সত্য নয়, হ্যালিকপ্টার দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ব্যারিয়েনটোসকে হত্যা এবং ওভাণ্ডোকে দেশত্যাগী করার ভিতে মূল সত্যটি আত্মগোপন করে আছে। অর্থাৎ এই বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের যতরকমের সাক্ষী, তা এক এবং অন্যভাবে মুছে ফেলা হল যাতে এই এডলফো মেনা গনজ্যালেজ ওরফে র‍্যামন বেনিটেজ ব্যক্তিটি যে কে ছিল, তা হয়তো কখনও আত্মপ্রকাশ করবে না। প্রত্যেকটি ঘটনা আর্নেস্টো চে গুয়েভারাকে কেন্দ্র করে

! ১১ ডিসেম্বর ১৯৬৪ হত্যার প্রথম প্রচেষ্টা থেকে ১৫ মার্চ ১৯৬৫ অবধি এবং এই দুইটি ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণকে কেন্দ্র করে বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের প্রত্যেকটি ঘটনা আপাতঃ দৃষ্টি বা বুদ্ধিতে মনে হতে পারে স্বাধীন এবং স্বকীয়, কিন্তু তা নয়, এই প্রত্যেকটি ঘটনা পারস্পরিক এবং অঙ্গাঙ্গী যুক্ত।

চে গুয়েভারার মৃত্যুদিবস উপলক্ষে ৮ অক্টোবরকে নির্দিষ্ট করে যে সমারোহপূর্ণ আয়োজন, এর পরিপ্রেক্ষিতে লেভরেৎস্কীর প্রশংসনীয় মন্তব্য : 'শত্রুরা চে-কে হত্যা করেছে। তারা তাঁকে হত্যা করতে ছুটে গেছে। কেন ?'[১০৯] এই মন্তব্যটির আভ্যন্তরিক উদ্দেশ্য বিচার্য বিংশতি কংগ্রেস গৃহীত শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান নীতির বাস্তবায়নের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্ত করা উচিত : কে বা কারা এই হত্যাকারী শত্রু, বুর্জোয়া বা সমাজতান্ত্রিক···কোন পোষাকে আত্মগোপন করে আছে ?

অবশ্য প্রশ্ন দু'টির উত্তর স্বয়ং আর্নেস্টো চে গুয়েভারা তাঁর জীবদ্দশায় ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫ 'সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা' শীর্ষক রচনায় একটি ঐতিহাসিক প্রবাদ বাক্যের উদ্ধৃতি মাধ্যমে দিয়ে গেছেন :

'ভগবান আমাকে রক্ষা করুন বন্ধুদের কাছ থেকে যাতে
আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারি শত্রুদের কাছ থেকে।'

বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধ এক ভীষণ কুটিল চক্রান্তের প্রয়োগে বন্ধুরূপী শত্রুরাই মঞ্চস্থ করেছিল মৃত আর্নেস্টো চে গুয়েভারার মৃত্যু ঘোষণার সূত্র হিসেবে, বলিভিয়া গেরিলা যুদ্ধের আদর্শগত অভ্যন্তরে অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না, একথা নিশ্চিত।

১০৯—আই. লেভরেৎস্কী প্রণীত আর্নেস্টো চে গেভারা, পৃঃ ২৯১।